নতুন দিনের আলো

লিও কিয়াচেলী

নতুন দিনের আলো

স্টালিন প্রাইজ প্রাপ্ত জর্জিয়ান উপন্যাস

অনুবাদ করেছেন

সত্য গুপ্ত

1 . . . 1959

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস
৮৭, চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

প্রকাশক

সুনীলকুমার সিংহ

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস

৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

মুদ্রাকর

পুলিনবিহারী সামন্ত

দি প্রিন্টিং হাউস

আপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা

প্রচ্ছদপট

মনীন্দ্র মিত্র

ব্লক-নির্মাণ

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

কলিকাতা

দাম চার টাকা আট আনা

2034.

SL.NO. 070775

(এক)

বছর বারো বয়সের একটা বাচ্চা ছেলে ছাগল দুইছে। কাঠের একতালা কুঁড়ে ঘরের বারান্দার ছাদ সংলগ্ন খুঁটিটার সঙ্গে ছাগলটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। ফাঁক করা দুটো পেছনের পায়ের কাছে গোড়ালির উপর উবু হয়ে বসে নগ্ন হাঁটু দুটোর ভিতরে দুধের হাড়িটা চেপে ধ'রে ছেলেটা প্রাণপণ শক্তিতে ছাগলটার ভারী পালানটা নিংড়ে চলে।

দেখ, বজ্জাতি করিস্ না দ্ঝেকা! দুধ ছাড়—দুধ ছাড় বলছি, নইলে সবই তো নষ্ট হ'য়ে যাবে,—কর্কশ কণ্ঠে ছেলেটা হেঁকে ওঠে।

পিঠ বাঁকিয়ে, পেটটা খিঁচে ধরে একান্ত নির্বিকারভাবে ছাগলটা পরম আদরে কোল ঘেঁসে দাঁড়ানো বাচ্চাটার গা লেহন করে চলে।

ধীরে ধীরে উষার আলো ফুটে ওঠে। এমন উষা কেবলমাত্র কৃষ্ণসাগরের উপকূলেই দেখা যায় শরৎকালে। কুঁড়ে ঘরখানি ঘিরে ভোরের আধ-আলো ছায়া মাখা ঘন কুয়াসা। বিরহিনী রাত্রির বাষ্পাকুল দীর্ঘশ্বাস ভারী বাতাসে জমে উঠে মাটির বুক ভিজিয়ে গলে গলে পড়ছে।

কাদায় ছেলেটার পা পিছলে যায়, বুঝিবা তার সকল প্রচেষ্টাই যায় ব্যর্থ হয়ে, মেজাজটা আরও যায় বিগড়ে।

কব্জায় কড় কড় শব্দ করে দোরটা পাটে পাটে খুলে যায়; খোলা দোরের পথে বেরিয়ে আসে একটি লোক, বিরাট ভুঁড়ি, সর্বাঙ্গ বড় বড় লোমে ভর্তি আর লম্বা কোটটা একপাশে কাঁধের উপর ঝোলান। লোকটার পায়ে একজোড়া শুয়োরের চামড়ার স্যাণ্ডেল উপরের কম্বলের পটির সঙ্গে চামড়ার ফিতা দিয়ে বাঁধা।

চৌকাট পেরিয়ে লোকটা নেমে এসেই ক্ষিপ্রহস্তে পেছনের খোলা

দরজাটা বন্ধ করে দেয়, তারপর চারদিক একবার দেখে নিয়ে নিঃশব্দে নেংচাতে নেংচাতে উঠানে নেমে আসে।

লোকটা দোহনরত ছেলেটার পানে একবারও ফিরে তাকায় না, কিন্তু তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সস্নেহ উৎসাহভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—ঐ হচ্ছে গুড়্—ডাকাতটাকে অমনি করেই টিট্ করতে হয়। শেষ ফোঁটা পর্যন্ত দুয়ে নিয়ে তবে ছাড়বি ·কি ভীষণ চোর···গোটা গুর্কেটি ঢুঁড়লেও এমনটি আর খুঁজে মেলা ভার।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর ছেলেটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপন মনেই বলে ওঠে—ঐ রাক্ষসীটাই তোর মাকে খেয়েছে

উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে লোকটা ভোরের আবছা আলোয় কি যেন একাগ্রভাবে নিরীক্ষণ করে দেখার চেষ্টা করে—কি রকম হবে দিনটা?

নিজের চোখ দুটাকেও যেন বিশ্বাস করতে না পেরে লোকটা শিকারী কুকুরের মতন নাকটা উঁচু করে, নাসারন্ধ্র কুঁচকে, হাঁ করে খানিকটা বাতাস ভিতরে টেনে নেয়—যেন সে স্বাদ আর গন্ধে আবহাওয়াটাকে পরীক্ষা করতে চাইছে।

তাহ'লে দিনটা বোধহয় ভালই হবে? হাঁ, তাই বটে! নিজের কাছেই সে প্রশ্ন করে আর জবাবও দেয় নিজেকেই নিজে। কি এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ যেন লোকটা দারুণ খুসী হয়ে ওঠে, তারপর দোহনরত ছেলেটার পানে তাকিয়ে ওকেও যেন একটু খুসী করে তুলতে চেষ্টা করে।

আচ্ছা বল্‌তো,···কি বিপদ, শুনেছিস্ কখনও, এই যে ভোর বেলার কুয়াসা, এটা হচ্ছে একটা ওভারকোট? ঘুম ভেঙে উঠে সূর্য্যিঠাকুর

ওটা গায়ে পরে নেয়, তারপর আবার খুলে ফেলে সোনালী কিংখাপ বিছিয়ে দেয় মাটির উপর···তোদের বই টইতে কি লেখে এ সম্পর্কে বলতো ?

বার্ডগুনিয়া ওর কথায় কোনও রূপ সাড়া না দিয়ে আপন মনেই তার কাজ করে চলে। বোকার মত চোখ পিট্ পিট্ করতে করতে লোমশ লোকটা এক পা এক পা করে ওর পানে এগিয়ে যেতে যেতে আবার কি ভেবে হঠাৎ মাঝ পথে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর ওর লম্বা কোটটার নীচে কুঁজের মত ফুলে ওঠা দিকটার উপর ছেলেটার যাতে না নজর পড়ে এমনিভাবে আড়াল করে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

তোর বাবা সত্যি কথাই বলছে, বিশ্বাস কর, কি বিপদ,—ছেলেটার কাঁধের উপর সস্নেহে মৃদু মৃদু চড় দিতে দিতে লোকটা বলে চলে ঃ

আমার সব ক'টা ছেলের ভিতর একমাত্র তুই হচ্ছিস ভাল · আর গুলো তো এক একটা আস্ত পাজীর পা ঝাড়া· ·কেবল গিলবার গোঁসাই দিনরাত হাঁ ক'রেই আছে এমনি করে ·

বিরাট হাঁ করে লোকটা তার মুষ্টিবদ্ধ হাতটা মুখের ভিতর ঢোকাতে থাকে, যেন সে কিছু একটা ঠুসে ঠুসে মুখের ভিতরে পুরে দিচ্ছে।

চারটা! চারটাই ঐ একই রকম···তুই নিজেকে এর ভিতরে ধরিস্ না বার্ডগুনিয়া, আর আমাকেও না ·তাহ'লে অবশ্য এতোটা খারাপ হত না· ·

'খারাপ' কথাটার উপর সে বেশ একটু জোর দেয়, প্রায় যেন চীৎকার করেই বলে ওঠে, একটু বিশেষ অর্থও বুঝিবা প্রকাশ করতে চায়। ঐ চীৎকারটা মনে হয় যেন ওর অন্তরের গভীর তলদেশ থেকে বেরিয়ে আসে আর তার ভিতরে ফুটে ওঠে যুগপৎ ভয় আর বিস্ময়ের ভাব।

কেবলমাত্র চারটে পেট হ'লেও তেমন কিছু এসে যেত না—কিন্তু সবশুদ্ধ যে মোট ছ'টা—আর প্রত্যেকটাকেই তো ভরাতে হয়; সুতরাং...

ওর মাথায় পচা পাতাবাহার পাতার রংয়ের একটা ফেল্টের টুপী; টুপী না বলে তাকে পাখীর বাসা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কাঁধে ঝোলান লম্বা কোটটাও ঐ একই রংয়ের আর মালিকের দেহের তুলনায় তা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। কোটটা নীচের দিক থেকে ছেঁড়া, সূতো ঝুলে ঝুলে পড়েছে, দেখলেই মনে হয় যে ঐ লম্বা কোটটা কেটেই টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে নিজের হাতেই সে টুপীটা তৈরী করে নিয়েছে এলোমেলো ফোঁড়ে সেলাই করে।

লোকটার মুখখানা হল্‌দে—করবী ফুলের রংয়ের মতন, আর মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ ভর্তি। দাড়িগুলো পাতলা আর গোঁফ জোড়াও অবিন্যস্ত। ঝুলে পড়া লোমশ ভ্রুর নীচে তুটি ক্ষুদে চোখ থেকে সব সময়ই সন্দেহ আর শয়তানী ভরা দৃষ্টি উঁকি দিচ্ছে।

হাঁ, কিন্তু দেখ বার্ডগুনিয়া তুই বা আমি, আমরা যত বড় হাঁ-ই করিনা কেন, আমাদের সে হাঁ বোজাবার মতন তুনিয়ায় কেউ তো আর নেই কোথাও; তাই না? যেমন ধর, তুই নিজেই তো জানিস, ক'দিন তুই কাজ করলি না করলি, একগাদা লোক রয়েছে তার হিসাব রাখার জন্য...ওদের অজ্ঞাতে একটা দিনও যে বেশী করে ধরে নিবি তার জো নেই...

বলা বাহুল্য, ছেলেটার সঙ্গে ওর এই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আর খোসামুদে কথার ভিতরে নিশ্চয়ই কোন একটা গূঢ় অভিসন্ধি লুকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু ছেলেটা এতটুকুও বিচলিত হয় না; ওর সব কথাগুলো যেন তার কানের পাশ দিয়ে পিছ্‌লে বেরিয়ে যায়। বিরক্ত হয়ে লোমশ

লোকটা একটু দূরে সরে গিয়ে দ্বিতীয় খুঁটিটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়; তারপর যখন সে বুঝতে পারে যে ছেলেটা কেবল মাত্র ছাগলটাকে দুইবার জন্যই ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে ব্যস্ত, আর কোনও দিকেই তার কোন লক্ষ্য নেই, তখন সে চুপি চুপি তার লম্বা কোটটার ভিতর থেকে একটা বড় থলে বের করে মাটির উপর রাখে। থলেটার অর্ধেক যেন কি দিয়ে ভর্তি, মাঝখানটা চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা।

লম্বা কোটটা খুলে ফেলতেই ওর গায়ের ঘোড়-সওয়ারের কোটটা বেবিযে পড়ে; কোটটা এত জীর্ণ যে তার আকার বলতে আর কিছুই নেই আর রংটাও হয়ে উঠেছে ধূসর—পথের ধুলাব মতন। ঘোড়-সওয়ারের কোটের যে সমস্ত স্থানে কালো কাপড়ের কার্তুজের থলি, পকেট প্রভৃতি থাকে সেগুলো সব সেলাই করে বন্ধ করা। কেন জানি ওর বিরাট ভুঁড়িটার একটা পাশ আরও বেশী ফোলা, যা ওর স্থূল আকারহীন দেহটাকে আরও কুৎসিত করে তুলেছে। ওর কোমরে জড়ানো একটা চামড়ার সরু শাদা ফিতে সামনের দিকে শক্ত গেরো দিয়ে বাঁধা; বাঁ দিকটায় খাপে বন্ধ একটা ছুরি ঝুলছে, আর ডান দিকে ঝোলান তামাকের থলেটার ভিতব থেকে পাইপের ডগাটা বেরিয়ে আছে।

লম্বা কোটটা খুলে ফেলার পর লোকটা একটা বিশেষ ভঙ্গী করে হাত দুটো সামনের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে একান্ত তৎপরতার সঙ্গে আস্তিন গোটাতে শুরু করে; তার পর এমন ভঙ্গীতে দাঁড়ায়, মনে হয় যেন এক্ষুনি সে কোনও শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ভুঁড়িটা যথাসম্ভব ভিতরের দিকে সঙ্কুচিত করে টেনে নিয়ে গোটা শরীরটাকে খানিকটা

সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়, তারপর স্থির দৃষ্টিতে মাতৃদেহ সংলগ্ন ছাগ-শিশুটার পানে তাকিয়ে থাকে।

এমনিভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে লোকটা নিঃশব্দ পায়ে ছাগলটার পাশ ঘেঁসে হেঁটে এগিয়ে চলে, ওকে দেখলে মনে হয় যেন সে চলেছে অনেক দূরে, আশেপাশে কোথাও থামবার কোন লক্ষণ বা সম্ভাবনা নেই এতটুকুও; কিন্তু হঠাৎ সে অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে খপ্ করে ছাগল-ছানাটার কানটা চেপে ধরে, ছাগল-ছানাটা ভীষণভাবে চীৎকার আর লাফালাফি করতে শুরু করে কিন্তু ততক্ষণে ভুঁড়িওয়ালা লোকটা তাকে হাতের উপর তুলে নেয়।

এবার শয়তানের বাচ্চা! খাবি আর আমার বাচ্চাদের দুধ চুরি করে? কেমন!—দাঁতে দাঁত কড়মড় করে লোকটা বলে ওঠে।

মুহূর্তের ভিতর লোকটা ছাগল-ছানাটাকে থলের ভিতর পুরে চামড়ার ফিতাটা টেনে থলের মুখটা শক্ত করে এঁটে দেয়।

ছেলেটা চট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তারপর অবাক বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তার বাপের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।

এ কি করছ বাবা? ভয়ে ভয়ে ছেলেটা প্রশ্ন করে।

প্রশ্ন শুনেই লোকটা চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটার পানে তাকায়; হাতে হাতে ধরা পড়া চোরের মতন ওর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কয়েক মুহূর্ত লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—রাগে তার চোখের পাতা দুটো ঘন ঘন পিট্‌পিট্ করে ওঠে; কিন্তু পরক্ষণেই আবার মুখের ভাব কোমল হয়ে আসে—বিস্ময়াবিষ্ট ছেলেটার পানে তাকিয়ে অমায়িকভাবে হেসে ওঠে।

একটু আস্তে কথা বল্ খোকা! মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে

আড়চোখে ঘরের দরজাটার পানে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীচু গলায় লোকটা বলে ওঠে :

অত জোরে কথা বলিস না, ঐ ক্ষুদে শয়তানগুলো এক্ষুনি শুনতে পাবে। তারপর বার্ডগুনিয়ার পানে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে সমস্ত শরীরটাকে সামনের দিকে বাঁকিয়ে কোটের পকেট থেকে বিভিন্ন মাপের কতকগুলো কাঠি টেনে বের করে, কাঠিশুদ্ধ হাতটা ছেলের সামনে মেলে ধরে।

কি বিপদ! এই দেখ, আমার কথাটা ভাল করে খেয়াল করে শোন্ দেখি এবার—অকস্মাৎ লোকটা রহস্যজনকভাবে স্বরটা নীচু করে বলতে শুরু করে :

এই কাঠিগুলো দেখছিস তো ·তারপর সবচাইতে বড় কাঠিটা বের করে ছেলেটার মুখের সামনে নাড়তে নাড়তে বলে এটা হচ্ছে গুটুনিয়ার পায়ের মাপ, বলেই সে ছেলেটার চোখের পানে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকায়।

অবাক হয়ে যাচ্ছিস্? আর এটা হচ্ছে, অপেক্ষাকৃত ছোট কাঠিটা তুলে নিয়ে—এটা হচ্ছে কিটুনিয়ার পায়ের মাপ আর এটা কুচুনিয়ার; আর এটা ·কতটুকুন দেখ! এটা হচ্ছে চিরিনিয়ার, তোর মাপটাও নিয়ে নিচ্ছি এক্ষুনি। তবেই বুঝে দেখ, ঐ শয়তানের বোঝাটা যে অতদূর হাটে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি সেটা কিছু আমার নিজের জন্যে নয়। ভাবলাম শীত তো এসে যাচ্ছে, ছেলেপুলেগুলোর জন্যে ক'জোড়া জুতা কিনে আনিগে, শীতের সময়ে কাজে আসবে। আজ শুক্রবার আর আকাশের অবস্থাটাও ভাল। শুক্রবারই হচ্ছে বড় হাট, আর পথেও হয়ত এমন দু'একটা জিনিস পেয়ে যেতে পারি যা পেলে তোরা খুসীও হবি খুব। বলতো এছাড়া একটা লোকের

আর কি করার আছে? ছাগল-ছানাটা যদি মাদী হত তবেও না হয় পোষা যেত পরে বাচ্চা দেবে ব'লে; কিন্তু মর্দাটা কোন্ কাজে আসবে শুনি? ঘরে এখনও পাঁচ পাঁচটা মর্দা ছানা ডাগর হচ্ছে, তাই-ই যথেষ্ট—কি বিপদ!

অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে লোকটা হেসে ওঠে তারপর অমায়িকতায় গলে গিয়ে হতচকিত ছেলেটার পেটে আঙুল ডুবিয়ে সুড়সুড়ি দিতে থাকে, বার্ডগুনিয়া বিরক্ত হ'য়ে সরে দাঁড়ায়।

দেখিস দুধের হাঁড়িটা ফেলে দিসনা যেন—লোকটা ছেলেটার জামার হাতা ধরে ওকে কাছে টেনে আনে।

এখানে এই সিঁড়িটার উপর বোস দেখি, তোর পায়ের মাপটাও অমনি নিয়ে নেই।

বার্ডগুনিয়া মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়, ····চাইনা আমি·· ··গ্রাম থেকে ওরা আমাকে জুতা কিনে দেবে—প্রবলভাবে বাধা দিয়ে সে বলে ওঠে। ওর বাবার ব্যবহারটা সন্দেহজনক। তার কোন কথাই ওর মনে এতটুকুও বিশ্বাস জন্মাতে পারেনি;—কিন্তু সে কথা স্পষ্ট খোলাখুলিভাবে বলতেও পারছে না ওর বাপের মুখের উপর। ছেলেটার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি থলেটার উপর গিয়ে পড়ে—যে দিকটা থেকে ছাগল-ছানাটার মাথাটা বেরিয়ে আছে সে দিকে নয়, অন্য যে অংশটা শক্ত করে বাঁধা রয়েছে সে দিকটা সম্পর্কেই জেগে ওঠে তার অনুসন্ধিৎসা।

ছেলের ভাবভঙ্গী দেখে লোকটার মনেও সন্দেহ জাগে, খুঁটিটার দিকে দু' পা সরে গিয়ে লম্বা কোটটা কাঁধের উপর থেকে খুলে নিয়ে থলেটাকে ছেলের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সামনে থেকে আড়াল করে ঢেকে ফেলে।

তারপর ভাবলাম যে যাচ্ছিই যখন, দু' চার গোছা তামাকপাতা নিয়ে গেলেই বা মন্দ হয় কি? সব কিছুতেই তো দুটো চারটে পয়সা আসবে…আর এমনি করেই কিছু টাকার জোগাডও হয়ে যাবেখন… চার জোড়া জুতা কেনা তো আর চাড্ডিখানি কথা নয়, বুঝেছিস বাবা!…অতি সহজ কণ্ঠেই লোকটা বলে চলে যাতে করে ছেলের মনে জমে ওঠা সন্দেহ দূর হয়ে যায়। কিন্তু যখন সে ঝুঁকে-পড়ে থলেটা কাঁধে তুলতে যাবে তখন বার্ডগুনিয়া বলে ওঠেঃ

কিন্তু, কাজে যাবার কি হবে বাবা? আজ না তোমার কাজে যাবার কথা? কাল জেরা এসেছিল তোমার কাছে; সে বলে গেছে তোমাকে বলতে যে, আজ তোমাকে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেতেই হবে, আর তাতে পিছ পা হ'লে চলবে না। তুমি জান তো সে কি রকম লোক…আজ যদি না কাজে যাও, সে বলে গেছে, তবে যাদের নূতন ঘর তৈরী হবে তাদের নামের তালিকা থেকে তোমার নাম কেটে বাদ দিয়ে দেয়া হবে। এই কথাই সে বলে গেছে তোমাকে বলতে। সানারিয়া গাঁয়ের সঙ্গে আমাদের গাঁয়ের প্রতিযোগিতা, সুতরাং গাঁয়ের প্রত্যেকটি লোককে তার সবটুকু শক্তি দিয়ে কাজ করতে হবে।

হাত থেকে থলেটা পুনরায় মাটিতে রেখে লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়ায়, রাগে তার দুটো চোখ জলে ওঠে, বুঝি বা এক্ষুনি ফেটে পড়বে, শুরু করবে গাল পাড়তে। বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গালিগালাজ শুরু করার জন্য সে তৈরী হয়ে ওঠে—কিন্তু হঠাৎ তার খেয়াল হয়, ছেলেটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে সরে পড়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

নূতন ঘর তৈরীর কথা বলছিস, কি বিপদ! কত লোকে কত বাজে কথা বলে, সব কথা কি কখনও বিশ্বাস করতে আছে! এখনও

নেহাৎ ছেলেমানুষ তুই বার্ডগুনিয়া—দুনিয়ার কোনও অভিজ্ঞতাই তো হয়নি তোর· তুই আর কতটুকুইবা জানিস বল ··এখনও ভাল করে তোর চোখই ফোটেনি আর বুদ্ধিশুদ্ধিও পাকেনি। ঘর বানাবার কথা বলছিস?· ·আমার বাপ ঠাকুর্দাও কখনও ঘর বানায়নি আর আমার পক্ষেও তার প্রয়োজন হবে না। ভারুই পাখী কখনও গাছের ডালে বাসা বাঁধে শুনেছিস? ওসব হচ্ছে গল্পকথা, কি বিপদ! নতুন ঘর তৈরী টৈরী ওসব হচ্ছে নেহাৎ গল্পকথা, বুঝেছিস? ঈশ্বর আমাদের বাপ দাদার বংশ বাঁচিয়ে রাখুন, তাঁর শ্রীচরণে শতকোটি নমস্কার · বলতে বলতে হঠাৎ সে থেমে যায়, শেষের কথা ক'টা যেন নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে অত্যন্ত ব্যস্ত লোকের মতন কাটা কাটা কথায় বলে চলে ·

সানারিয়া গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে পাল্লা দেবার কথা বলছিস? আমার কি এসে গেল তাতে? কিছু না ·· আর যদি জেরা এসে হাজিরই হয় তবে যা বলতে হবে তাকে আমি তোকে শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি বার্ডগুনিয়া; স্কুলের পথে,· · ··ডুবটা আগে জ্বাল দিয়ে·অর্ধেকটা তুই খেয়ে নিস, আর বাকীটা আলাদা করে শিকেয় তুলে রেখে দিস, ভুলিস না কিন্তু; ··আচ্ছা শোন তবে, স্কুলের ছুটির পরে বাড়ী ফেরার পথে যখন জঙ্গলটার পাশ দিয়ে আসবি তখন জেরার সঙ্গে দেখা করে বলবি যে বাবা সেই ডাক্তারের বাড়ী গেছে, যাকে তুমি এনেছিলে তাকে দেখাতে। বলিস তার একটু দেরী হবে কিন্তু আসবে সে ঠিক। ভাল কথা, তোকে বলতেই ভুলে গেছি খোকা, কাল রাত্রে তো প্রায় মরেই গিয়েছিলাম আর কি! তোরা তো বেশ আরাম করে ঘুমিয়েছিস আর রাত ভোর আমার কেটেছে ব্যথায় চীৎকার করে,—এতো জোর

কেঁকিয়েছি সারাটা রাত যে সে চীৎকারের শব্দ বুঝিবা স্বর্গে গিয়েও পৌঁচেছে···বলতে বলতে লোকটা লম্বা কোটটার একটা পাশ তুলে পেটের অপেক্ষাকৃত বেশী ফোলা স্থানটার উপর হাত বুলাতে থাকে, তারপর সশব্দে নাক ঝেড়ে আবার শুরু করেঃ এতেই, বুঝেছিস বার্ডগুনিয়া, এই রোগেই হচ্ছে আমার মৃত্যু—এই কাল পিলে রোগে। এই ঘরে এই রোগেই তোর ঠাকুর্দাও মারা গেছেন, আর দেখে শুনে মনে হয় তোর মাও ভুগেছে এই রোগেই, আর আমারও মৃত্যু হবে এতেই,—আমারও আর এ ঘরের সবার। আমি মরে গেলে পর তখন যেন ওরা লিস্ট থেকে আমার নাম কেটে দেয়—আর সেটা কেবল ঘর তৈরী করার লিস্ট থেকেই নয়। কপট দুঃখের হাসিতে ওর মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে, তারপর একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার কাতরে ওঠে।

আর একটা কথা ভুলিস না বাবা, স্কুল ছুটির পর একবার চা-বাগিচায় যাস্······তা'হলেও ওরা পাতি তোলার হিসাবে তোর একটা রোজ ধরে নেবে··· ·গুট্‌নিয়াকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাস—ক্ষুদে শয়তানটা অন্তত এক ঝুড়ি পাতিও তো তুলতে পারবে। আচ্ছা, তাহ'লে ··এই কাল পিলেটার হাত থেকে যদি একবার রেহাই পেতাম!

একটা শয়তানী চাপা হাসি ফুটে ওঠে ওর চোখে মুখে; বাঁকা হাসির দায়ে মুখের অর্ধেকটা বলিকুঞ্চিত হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই সে চট্ করে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়, যাতে করে ওর চোখে মুখে ফুটে ওঠা সেই তির্যক হাসি বার্ডগুনিয়া না দেখতে পায়। লোকটা নীচু হ'য়ে দু'হাতে থলেটা তুলে নিয়ে অতিকষ্টে গোঙাতে গোঙাতে লম্বা কোটটার উপর দিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়, তারপর হাত দিয়ে কোমরটা চেপে ধরে; যেন সে ছেলেকে দেখাতে চায় তার কি ভীষণ কষ্টই না হচ্ছে অত বড়

ভারী বোঝাটা বইতে। করুণ মমতা ভরা দৃষ্টি মেলে আর এক বার সে বার্ডগুনিয়ার পানে তাকায়, তার পর উঠান পেরিয়ে চলতে শুরু করে।

থলের ভিতর থেকে ছাগল-ছানাটা ডেকে ওঠে, ওর মাও সাড়া দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে কুঁড়ে ঘরটার দরজা খুলে যায়; চারটি অর্ধনগ্ন শিশু চোখ মুছতে মুছতে একজন আর একজনার গায়ে ধাক্কা দিতে দিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। বার্ডগুনিয়ার বাবা যে কাঠিগুলো দেখিয়েছিল, ছেলে ক'টির আকারও ঠিক তেমনি। ক্ষুদ্র দলটিকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন একটি ছবির মতন, বিশেষ করে ঐ কুকুর-ছানাটার জন্য; সামনের একটা থাবা আর নাকটা চৌকাটের উপর রেখে কুণ্ডলী পাকিয়ে ছানাটা শিশুগুলির উঠানে নেমে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল, যাতে করে ওরা নেমে এলে পরেই ওর ক্ষুদ্র দেহটি হেলিয়ে দুলিয়ে ওদের পায়ে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াতে পারে।

অপেক্ষাকৃত বড় ছেলে দুটি লাফিয়ে উঠানে নেমে আসে, ছোট দুটিও বুকে হেঁটে হামা দিয়ে সিঁড়ির বাধা অতিক্রম করে নেমে আসে। চারটিই এসে উঠানে দাঁড়িয়ে গমনরত পিতার পিঠে ঝোলান থলেটার পানে তাকায়। ওদের ভিতর কুকুর-ছানাটাকেই সব চাইতে বেশী সজীব মনে হয়; ওটাও লাফ দিয়ে উঠানে নেমে এসে চীৎকার করে ডাকতে শুরু করে দেয়। ছাগল-ছানাটার গলার আওয়াজে চারটি শিশুই একসঙ্গে চীৎকার করে ওঠে:

আমার ছাগল-ছানাটা কৈ? কান্নার স্বরে প্রথমটি চেঁচিয়ে ওঠে।

আমার ছানা···গলার স্বর আর এক পর্দা উঁচুতে তুলে দ্বিতীয় আর তৃতীয়টিও নাকী স্বরে কান্না জুড়ে দেয়,—আর সবার স্বর ডুবিয়ে দিয়ে ছোট্ট চিরিমিয়া চীৎকার করে কেঁদে ওঠে: আমার ছাগল-ছানা বাবা—আমার ছাগল-ছানা। বৃষ্টির ধারার মতন ওর দু গাল বেয়ে

চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে চারটি শিশুরই জীর্ণ মলিন জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়া পেটগুলি দুলতে থাকে—আটখানি খালি পা সমান তালে আছড়ে চলে মাটির উপর।

ওদের বাবা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়, তারপর নীচু হয়ে কি যেন খুঁজতে শুরু করে—যেন সে চীৎকার করে তেড়ে আসা এক পাল কুকুরের পানে ছুঁড়ে মারার জন্য ঢেলা কুড়োচ্ছে, পরক্ষণেই সে আবার সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ঢিল ছোঁড়ার ভঙ্গীতে হাতটা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গাল পেড়ে ওঠে :

দাঁড়াতো দেখাচ্ছি, এটা দিয়েই তোদের একেবারে শেষ করে ফেলবো।

কুকুর-ছানাটাই প্রথম ঠিক করে যে এমতাবস্থায় পালানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ; আর পালাবার সঙ্গে সঙ্গে সে এত জোরে কেঁউ কেঁউ করে ওঠে যেন তার মাথাটা ইতিমধ্যেই কেউ দু' ফাঁক করে ভেঙে দিয়েছে।

বার্ডগুনিয়া কুকুর-ছানাটাকে ডাকে—এদিকে আয় বুট্‌কিয়া, নইলে মেরে ফেলবো বলছি। হাত বাড়িয়ে বার্ডগুনিয়া যেন সবকটি ভাইকেই একসঙ্গে কোলে তুলে নিতে চায়, তারপর ওদের ঠেলতে ঠেলতে ঘরের দিকে নিয়ে যায়। পালা, পালা সব, ঘরের ভিতর চলে যা, নইলে বাবা সব কটাকেই মেরে ফেলবে—চারটি ভাইকে ঘরের ভিতর ঠেলে দিতে দিতে বয়স্কের মতনই বার্ডগুনিয়া বলে ওঠে। তারপর দুধের হাঁড়িটা তুলে নিয়ে নিজেও ওদের পেছন পেছন ঘরের ভিতর গিয়ে ঢোকে।

(দুই)

দু'পাশের কঞ্চির বেড়ার ভিতর দিয়ে সরু গলির পিচ্ছিল পথ বেয়ে একান্ত সতর্কতায় পা টিপে টিপে গ্‌ভাদি এগিয়ে চলে ; কখনও বেড়ার খুঁটিগুলি ধরে ধরে একটা পাথরের উপর থেকে আর একটা পাথরের উপর লাফিয়ে গিয়ে, কখনও কাটা গাছের মুড়োর উপর পা রেখে ধীরে ধীরে সে চলতে থাকে, পাছে চট্‌চটে এঁটেলে কাদার ভিতরে না তার পা আটকে যায়। থলেটা ভীষণ ভারী, আর ছাগল-ছানাটাও থলের ভিতর থেকে লাফালাফি করছে খুবই। এখনও সে তার এই নূতন অবস্থাটাকে মেনে নিতে পারেনি, ফলে দারুণ কষ্ট হচ্ছে তার পথ চলতে।

স্বভাবতই গ্‌ভাদি আপন মনে একা একা কথা বলে আর বক বক করে ; কিন্তু ছাগল-ছানাটার অস্থিরতায় ওযে কেবল বক বক করেই ক্ষান্ত হয় তাই নয় ভীষণভাবে গাল পাড়তে শুরু করে, সব কিছুকেই সে এমনভাবে গাল দিতে থাকে যে যদি কান থাকত তবে গোটা ওর্কোট গ্রামটাই বুঝিবা ভস্ম হয়ে যেত, ওর গালাগালির হাত থেকে রেহাই পায় না কেউই—এমন কি সে তার জীবিত কিম্বা মৃত সব আত্মীয়দের উদ্দেশে পর্যন্ত চীৎকার করে গাল পাড়তে থাকে।

নির্বিঘ্নে গলিটা পেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় মোড় নিতে যাবে ঠিক এমন সময়ে পাশের উঁচু বেড়ায় ঘেরা খামার বাড়ীটার ভিতর থেকে ও শুনতে পায় এক নারী কণ্ঠ :

কি ব্যাপার গ্‌ভাদি, এত ভোরে উঠেই কাকে অমন করে গাল পাড়ছ ?

গ্‌ভাদি চিনতে পারে কার কণ্ঠ, ওর মনটা খুসীতে ঝল্‌মল করে ওঠে।

মুহূর্তে ক্রুদ্ধ মুখের বিকৃত বলিরেখা অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য...পরমুহূর্তেই গ্‌ভাদি উপলব্ধি করে এ সাক্ষাতের পরিণতি কোথায়, সঙ্গে সঙ্গে তার সবটুকু আনন্দ দারুণ নৈরাশ্য আর বিরক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ওর অন্তরে জেগে ওঠে ভয়—মনে হয় ফিরে চলে যায়। কিন্তু কোথায় যাবে সে? হতাশ হয়ে গ্‌ভাদি চারদিকে তাকায়। হয় এগিয়ে যেতে হবে, নয় তো যেতে হবে পেছিয়ে—তা ছাড়া আর কোন পথ নেই। গলিটার আশপাশের সব বাড়ীগুলোই কঞ্চির উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। বাড়ী ফিরে যাবে? কিন্তু সেটা নেহাৎই লজ্জার কথা!

গ্‌ভাদি কান পেতে শোনে। বেড়ার পেছনে উঠানের ভিতর কি হচ্ছে? দেখবে নাকি একবার উঁকি দিয়ে? ওর দৃষ্টি ঘন কঞ্চির বেড়ার পানে নিবদ্ধ। পায়ের আঙুলের ডগার উপর ভর দিয়ে সে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু বেড়াটা বেজায় উঁচু। উঠান থেকে আর তো কোন সাড়া শব্দ আসছে না, তবে কি স্বপ্নের ঘোরেই শুনেছে সে তার কণ্ঠ?

হঠাৎ একটা ক্ষীণ আশার আলো জেগে ওঠে ওর মনে। হয়তো সবার অলক্ষ্যে ওর বাড়ীর সদরটা অতিক্রম করে যেতে পারবে। গ্‌ভাদি ঠিক করে এগিয়ে যাবে।

বিধবা মরিয়ম যৌথ খামারের একজন নেতৃস্থানীয়া কর্মী আর ওর্কেটি গাঁয়ের ভিতরে সব চাইতে সেরা চম্‌কী মজুর। শরৎকালের এমনি চমৎকার দিনে যখন গাঁয়ের ভিতর প্রচুর অসমাপ্ত কাজ জমা হয়ে রয়েছে সে সব ফেলে রেখে মরিয়মের চোখের উপর দিয়ে কেউ যে হাটে যাবে বেচা কেনা করতে, সেটা খুব সহজ কথা নয়, বিশেষ করে গ্‌ভাদির

পক্ষে তো সেটা আরও সাংঘাতিক—কেননা, বহুদিন কাজে গরহাজির হওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই তার বদনাম হয়েছে ঢের।

আঃ একবার কোন মতে যদি ওর সদরটা পেরিয়ে যেতে পারি তবে আর পায় কে—গ্‌ভাদি মনে মনে ভাবে। ওর সদর দরজাটা ছাড়িয়ে আর দু'চার পা এগিয়ে গিয়েই গলিটা মোড় ফিরে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে—তার পর ডাকুক না কেন মরিয়ম ওর পেছন থেকে যত খুসী। আচ্ছা দেখা যাকনা কেন একবার চেষ্টা করে। গ্‌ভাদি পা বাড়ায়।

সদর দরজার সামনে এসে গ্‌ভাদি একটা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ভিতরের দিকে তাকায়; মরিয়মও সেখানে দাঁড়িয়ে ওর আসার জন্য অপেক্ষা করছিল, চকিতে দু'জনার চোখাচোখি হয়ে যায়।

একটা ছোট্ট কাঠের বাড়ী; সামনে কয়েক সার কমলা নেবুর গাছ, তারই সামনে দাঁড়িয়ে বছর চল্লিশ বয়সের একটি স্ত্রীলোক, পরনের স্কার্টটা হাঁটুর কাছ অবধি তুলে ফলভারে নুয়ে পড়া একটা নেবুগাছের বড় ডাল উপরে তুলে দেবাব চেষ্টা করছে। ব্লাউজের হাতা গুটানো, কর্মচঞ্চল দুটি হাত আর আঙুলগুলো সবুজ পাতা আর ফলগুলির ভিতরে ব্যস্ত ও তার বলিষ্ঠ দেহখানি বহন করার উপযোগী নগ্ন দুটি পা পুরুষোচিত ভঙ্গীতে ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে।

না, আর উপায় নেই; দু'চারটা কথা বলতেই হবে ওকে মরিয়মের সঙ্গে। নিঃশব্দে সদর পেরিয়ে সরে পড়া যাবে না; অন্তত অভিবাদন জানাতে গিয়েও দু'চারটা কথা বলতেই হবে ওকে। যাক্‌গে, বিপদের ভিতর দিয়েইতো মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা! গ্‌ভাদি ভাবে মনে মনে। কি করে মরিয়মের চোখে ধূলা দেয়া যায়—কি করে তার এই অতিপ্রত্যুষের অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখা যায় ওর কাছ থেকে! এখন সবচাইতে প্রয়োজন হচ্ছে কি করে ওর কাঁধে ঝোলান

থলেটা মরিয়মের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখা যায়। সব কিছু কৌশলই ওকে খাটাতে হবে।

গ্‌ভাদি বেড়ার দিকে পিঠ করে এমনভাবে দাঁড়ায় যাতে দরজার খুঁটিটায় ওর বোঝাটা আড়াল পড়ে; তারপর গলাটা বাড়িয়ে এক-চোখে উঠানের ভিতর দিকে তাকায়। মরিয়মও মুখ ফিরিয়ে ওর পানে তাকায়, কিন্তু তার হাতের কাজ চলতেই থাকে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গ্‌ভাদি রূপকথার নায়কের মতন কপট ভয় ভরা কণ্ঠে গানের স্বরে বলে ওঠে—কে তুমি অদৃশ্যা, কথা কইলে আমার সঙ্গে? যদি তুমি শত্রু না হও, তবে কেন লুকিয়ে আছ? বলেই সে অনুচ্চ চাপা কণ্ঠে হেসে ওঠে।

ওর এই ভাঁড়ামিতে মরিয়মও খুসী হ'য়ে ওঠে।

আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি বেজায় চটে গেছ। তা নয় তা হ'লে—গ্‌ভাদি? এত ভোরে তোমাকে ঘুম থেকে উঠতে দেখে সত্যিই ভারী খুসী হয়েছি। নূতন ঘর তৈরী হবে বলে খুসীতে বোধ হয় রাত্রে ঘুমই হয়নি, যাক্ তোমাকে অভিনন্দন জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। যাদের জন্য নূতন বাড়ী তৈরী হবে তাদের নামের তালিকার ভিতরে তোমার নামটাও উঠেছে। যাই বলো, তোমার ছেলেপুলেগুলোর জন্য জেরা কিন্তু খুবই করছে; এতো দিনে তোমার দুর্ভাবনা ঘুচল, গ্‌ভাদি, আর ঐ ভাঙা ঘরে তোমাকে দম আটকে মরতে হবে না দেখ। দুঃখ যে, অভাগী আগাতিয়া এই সুখের মুখ দেখে যেতে পারলো না। যাই হোক যারা বেঁচে বর্তে আছে তাদের আর দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে না।

মরিয়মের কথায় গ্‌ভাদি এতটুকুও খুসী হতে পারে না। সবাই খুসী বাড়ী তৈরী হবে বলে—মুহূর্তে ওর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ সময় ও সব আলোচনা অবান্তর।

13 MAR 1959

2034.

মরিয়ম তার কথার রেশ ধরেই বলে চলে :

এবার আর কাজ না করে তোমাব উপায় নেই। দেখতো কতোখানি উৎসাহ এসেছে তোমার নিজের ভিতরেই। সবাইকে একবার দেখিয়ে দাওতো দেখি গ্‌ভাদি, যে তুমি কারুর চাইতেই এতটুকুও কম নও! তাহ'লে এখন জঙ্গলেই যাচ্ছ তো, কি বলো?

দারুণ বিরক্তিতে গ্‌ভাদির মন ভ'রে ওঠে, কোনই কাজে আসে না মরিয়মের এই কৌতূহল। কি ক'রে এই প্রসঙ্গের আলোচনা বন্ধ করে বিষয়ান্তরের অবতারণা করা যায়?

হঁ্যা...খানিকটা সময় নিযে চিবিয়ে চিবিয়ে গ্‌ভাদি বলে, যাতে করে এ ধরনের আলোচনা এড়িয়ে যেতে পারে; তারপর, যেন সে কিছুই শুনতে পায়নি এমনি ভাণ করে হঠাৎ সম্পূর্ণ অন্য সুরে বলতে শুরু করে।

নমস্কার পড়সী! আমার মা-হারা সন্তানদের অভিভাবিকা! মাফ্ করো, ভুলেই গিয়েছিলাম, এসেই তোমাকে নমস্কার করা হয নি। এক নিঃশ্বাসে গ্‌ভাদি বলে চলে :

তোমার মঙ্গলময় হাত দুটি সব কিছু করতেই সক্ষম—এমন কি নিজের কাজও...কিন্তু নেবুর ডালগুলি বেঁধে ঠিক করে দেয়ার কাজটা বড্ড দেরী হয়ে গেছে, কি বিপদ...আর তোমারও তো তেমন সময় নেই—এতটুকু সময়ও থাকে না যে নিজের ক্ষেত খামারের উপর তেমন নজর দিতে পার। কেননা, জানি তুমি একজন চম্‌কী-মজুর, কিন্তু আমাকেও তো একটু খবর দিলে পারতে!

মরিয়ম উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে, আর মনে মনে বলে—শোন একবার কুড়ে গ্‌ভাদির কথা! যে নিজের কাজই করে উঠতে পারে না, সে আবার কি বলছে, হতভাগা! কিন্তু মরিয়ম ভদ্রভাবেই জবাব দেয় :

আমার কি অনেকগুলো গাছ আছে যে আমার জন্য তোমাকে বেগার খাটাবো? আর যদি নিজে পেরেই না উঠি নেহাৎ, তবে জাত্ দুনিয়াই তো রয়েছে, আর সেটাই হচ্ছে সব চাইতে ভাল, গ্ভাদি। কিন্তু তুমি জঙ্গলে যাচ্ছ তো, এত ঘোরা পথে চলেছে কেন?

ঐ যাঃ, আবার মরিয়ম সেই প্রসঙ্গেরই অবতারণা করছে। যেখানটায় নাকি গ্ভাদির সব চাইতে বেশী ভয়! তবুও ওকে কাটিয়েই উঠতে হবে এ বিপদ, অবশ্য যদি আর কোন নূতন ফ্যাসাদ না এসে উপস্থিত হয় ইতিমধ্যে।

মরিয়মের পরিচিত মিষ্টি গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ছাগল-ছানাটা করুণভাবে ডেকে ওঠে, সে যেন বলছে—আমি মরে গেলাম পড়সী, বাঁচাও আমাকে!

বন্ধ থলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ছাগল-ছানাটা মরিয়া হয়ে এমন লাফালাফি শুরু করে দেয় যে ভীত বিমূঢ় গ্ভাদির সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করে। ছাগল-ছানাটার লাফালাফিতে টাল সামলাতে না পেরে গ্ভাদি আড়াল করা খুঁটিটার পেছন থেকে ছিট্কে বেরিয়ে এসে দরজাটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর প্রাণপণে কনুই দিয়ে ছাগল-ছানাটাকে বার বার চেপে চেপে ধরে।

আঃ, কেন তার আগেই খেয়াল হয় নি যে ছাগল-ছানাটাই সব কিছু পণ্ড করে দিতে পারে? কিন্তু আর সময় নেই, বড্ড দেরী হয়ে গেছে, বিস্মিত মরিয়মের মুখ থেকে একটা তীব্র চীৎকার বেরিয়ে আসে যেন সে এইমাত্র একটা ভয়ংকর সংবাদ শুনতে পেয়েছে।

কি এসব? থলের ভিতর ছাগল-ছানাটা নাকি? কেন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ওটাকে?

দ্রুত এগিয়ে এসে মরিয়ম সদর দরজাটা খুলে ফেলে; গ্ভাদির বিরাট

বপুখানা এবার সম্পূর্ণ মরিয়মের চোখের সামনে ভেসে ওঠে; তার কালো টানা টানা দুটি চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি প্রথমে গিয়ে পড়ে ওর কাঁধে ঝোলান বিরাট থলেটার উপর, তারপর গ্‌ভাদির মাথা থেকে পা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

'ও হো, তাইতো বলি আমি প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে নওজোয়ানটি এতো ভোরে উঠেই চলেছে কোথায়! একটি বারের জন্যও তো মনে হয়নি আমার যে আজ শুক্রবার। ওর জবাবের অপেক্ষা না করেই মরিয়ম ভীষণভাবে ওকে গাল পাড়তে থাকে:

তাই তুমি নেংচাতে নেংচাতে হাটে চলেছ, হতভাগা ভবঘুরে কোথাকার! কমরেডরা সব ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে কি করে আস্‌চে শীতে ছেলেগুলোর পায়ের জুতা জোগাড় করা যায়—তাদের একটু সাহায্য না করে, বাড়তি রোজে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? কোথায় নিয়ে চলেছ ছাগল-ছানাটাকে? একটার পর একটা সে গালি বকেই চলে। বল, শিগ্‌গির বল, কোথায় নিয়ে চলেছ ছাগল-ছানাটাকে?

ঠিক সেই মুহূর্তে মরিয়মের পোষা কুকুর মুরিয়া গায়ের লোমগুলি ফুলিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে এসে হাজির হয়, যেন সেও বলতে চায়: থলেটার ভিতরে কী সব—কে এত গোলমাল করছে ওটার ভিতর থেকে?

কুকুরটার সঙ্গে গ্‌ভাদির বন্ধুত্ব ছিল আগে থেকেই—উভয়ের ভিতরে সদ্ভাবও ছিল বেশ; মুরিয়াও ওকে চিনতে পারে আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর গায়ের খাড়া হয়ে ওঠা লোমগুলো নেমে যায়, তারপর অবাক্ বিস্ময়ে তার কর্ত্রীর পানে তাকিয়ে যেন বলতে চায়: কেন, ওতো আমাদের গ্‌ভাদি—আর নিশ্চয়ই ওকে চেন তুমি ভাল করেই?

একান্ত সাবধানতায় গ্‌ভাদি দু পা পেছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু মুরিয়ার নম্র ব্যবহারে ওর সাহস ফিরে আসে ; কুকুরটার মুখের সামনে হাত বাড়িয়ে ঘন ঘন নাড়তে থাকে তাকে শান্ত করার প্রয়াসে।

ছেড়ে দাও ওসব কথা মরিয়ম। যদি তুমি আমাকে এতটুকুও বিশ্বাস করো তাহ'লে অন্য কিছু ভেব না······গ্‌ভাদি শুরু করে তার পুরানো গান। ডাক্তার ওকে ডেকে পাঠিয়েছে ইন্‌জেক্‌শন দেবার জন্য, আর কেবলমাত্র সেই জন্যই সে চলেছে শহরে, না গিয়ে উপায় নেই, ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে পিলেটা, নইলে ওর বাপ বেচারার মতন ঐ রোগেই সেও একদিন মরে যাবে · ।

পেটের ফোলা অংশটার পানে সে মরিয়মের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে ; লম্বা কোটটার একটা পাশ তুলে সে মরিয়মকে দেখিয়ে দেয় কোন্‌খানটায় ডাক্তার ইন্‌জেক্‌শন দেবে—ঠিক এখানটায়, ঐ জায়গাটা নীল হয়ে গেছে একেবারে, তবুও লোকের মনে এতটুকুও দয়া মায়া নেই ওর প্রতি ·····গ্‌ভাদি কেঁদে ফেলে ; চোখের জলের ধারা গড়িয়ে নেমে আসে ওর গাল বেয়ে। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বাড়ী ফেরার পথে ভেবেছে একবার হাটটা ঘুরে আসবে··· ··

গ্‌ভাদি হঠাৎ থেমে যায়, তারপর পকেটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বিভিন্ন মাপের সেই কাঠিগুলো টেনে বের ক'রে বড থেকে ছোট প্রত্যেকটি ছেলের নামে নামে আলাদা আলাদা করে মরিয়মকে দেখায়। এবারে সে বার্ডগুনিয়ার নাম করতেও ভোলে না। গোঙাতে গোঙাতে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সে ছাগল-ছানাটাকে বিক্রি করার পেছনে যত রকমের যুক্তি থাকতে পারে সবগুলোরই অবতারণা করে চলে। ওর কৈফিয়তে ক্রমে মরিয়মের বিশ্বাস জন্মে যে শহরের সব কাজ যত সত্বর সম্ভব মিটিয়ে সবাই জুটতে না জুটতেই সেও এসে হাজির হবে

যৌথ খামারে; আর সেজন্যই ওর এতো ভোরে ওঠা—তাছাড়া শহরও তো এখান থেকে মাত্র দু পায়ের পথ।

গভাদি যখন বুঝতে পারল যে একটু একটু করে মরিয়ম নরম হয়ে আসছে, তখন সে তার পূর্ণ সমর্থন পাবার চেষ্টায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। ওর চোখে মুখে একটা নিকট আত্মীয়তার ভাব ফুটে ওঠে, তারপর হঠাৎ লাট্টুর মতন অস্থিরভাবে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে কি যেন একটা জিনিসের সন্ধান করতে শুরু করে। বেড়াটার পাশে ছুটে গিয়ে হাত দিয়ে সে একটা বড় কঞ্চি ভেঙে নিয়ে মরিয়মের কাছে ফিরে আসে আর একান্ত মিনতি ভরা করুণ দৃষ্টি মেলে মরিয়মের মুখের পানে তাকিয়ে কঞ্চিশুদ্ধ হাতটা মেলে ধরে।

শোন তোমাব জাত্‌স্মনিযাকে ডাক তো একবার,—কি বিপদ! ওর ও তো বাপ নেই,—আমার মনে একটু শান্তি পেতে দাও মরিয়ম, কেবল-মাত্র এই একটি বারের জন্য দযা কব আমাকে······আর তুমি তো আমার বাচ্চাগুলোর মায়েরই মতন—ওদের নাওয়ান ধোয়ান থেকে সব কিছুইতো করছ তুমি নিজের হাতে·····আমি তো কিছুই করতে পারি না তার বদলে; কিছু প্রত্যাশাও কর না তুমি। ধর যদি তোমার আমার ভিতরে কোন সম্পর্ক থাকত তাহলেও কিছু যাহোক বোঝা যেত, তাওতো নেই ····এমন কি জ্ঞাতি সম্পর্কও নেই তোমার আমার ভিতরে, তাই তোমার ছোট্ট মেয়েটির কাছে আমি ঋণী, আমার ছেলেগুলোর জন্য তুমি এতো করছ, তার বিনিময়ে তাকে আমি একটি জোড়া জুতা কিনে দিতে চাই, তা হ'লে আমার মনটাও খানিকটা হাল্‌কা হয়ে যাবে; তাছাড়া, সেইতো এই খলেটার ভিতরের চার-পেয়ে ডাকাতটাকে পেলে-পুষে ডাগর করে তুলেছে। এখন, কি বিপদ!

আমাকে আর অযথা দেরী না করিয়ে ওকে ডাক একবারটি, আমি ওর পায়ের মাপটা নিয়ে নি।

ওর করুণ মিনতিভরা কথাগুলো এতো আন্তরিক বলে মনে হয় যে মরিয়মের মন থেকে ওর প্রতি রাগ বিদ্বেষ সব কিছুই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মরিয়মের মন তো আর পাষাণ নয় যে গ্‌ভাদির রিক্ত জীবনের প্রতি এতটুকু করুণাও জেগে উঠবে না ওর অন্তরে। ঐ কগ্ন বেচারার মনটা কত উঁচু আর কৃতজ্ঞতায় ভরা! পাঁচ পাঁচটি মাতৃহীন অপোগণ্ডের পিতা, নিজের পরনে কাপড় নেই, পায়ে নেই জুতো, তবুও কিছু একটা কিনে দিয়ে মরিয়মের মেয়েটিকে একটু খুসী করতে কি তার আন্তরিক আকুলতা!

ওর কথা শুনতে শুনতে মরিয়মের মনে হয় যেন গ্‌ভাদি ইতিমধ্যেই তার ঐ ইচ্ছাটিকে কাযে পরিণত করে ফেলেছে আর মরিয়মের তরফ থেকে বাকী এখন কেবলমাত্র ওকে ধন্যবাদ দেয়াও না, জাত্‌স্থনিয়ার জুতোর দরকার নেই. গ্‌ভাদির চাইতে মরিয়মের প্রায় তিনগুণ বেশী বাড়তি রোজ জমা হয়ে আছে আর জাত্‌স্থনিয়া হচ্ছে তার ঐ একটিমাত্র সন্তান. কিন্তু গ্‌ভাদির ভরণ-পোষণ জোগাতে হয় পাঁচটি সন্তানের।

মরিয়ম আবার ওকে তিরস্কার করে, কিন্তু কণ্ঠের স্বর কোমল। ঠিক সময় হয়েছে এখন—গ্‌ভাদি ভাবে,—আর এখানে বৃথা সময় নষ্ট করার কোনই মানে হয় না· ··· দুস্থ ভিক্ষুকের মত নোংরাভাবে চলাফেরা করা কেবল শত্তুর হাসানই নয়, যৌথ খামারের পক্ষে ওটা হচ্ছে একটা দারুণ লজ্জা আর বদনামের কথা। তাইতো সবাই চায় যে ওর নূতন বাড়ী তৈরী হোক, আর সে জন্য সবাই ওকে সাহায্য দিতেও প্রস্তুত। গ্‌ভাদির চাইতেও অনেক ভাল ভাল যৌথচাষীকেও ঘর তৈরীর সরঞ্জাম মঞ্জুর করা হয় নি, তবুও সে চলেছে এড়িয়ে—ফাঁকি দিচ্ছে কাজে;

অবশ্য এর ফল হচ্ছে এই যে, সে তার নিজের পায়েই নিজে কুড়ুল মারছে।

একবার চেয়ে দেখ দেখি তোমার নিজের দেহটার দিকে—লোমে সর্বাঙ্গ ভর্তি হয়ে গেছে ; এমন একটু জায়গাও নেই যেখানে চুল গজায় নি, এমন কি কানের আর নাকের ভিতর থেকেও ঝুলে ঝুলে পড়ছে··· ওগুলো মাঝে মাঝে কামিয়ে ফেলে চেহারাটাকে তো একটু মানুষের মত করতে পার ? নাপ্তের কাছে যাওয়াটা খুব একটা কঠিন কাজ তো আর নয় ! নইলে যখন সময় পাও এখানে না হয় চ'লে এস, আমিই ওগুলো বানিয়ে দেবোখন। এটাতো আর একটা খুব কঠিন কাজ নয়।

মরিয়মের দরদভরা কণ্ঠে এত মধুর, এত সুন্দর, এত কোমল সুর বেজে ওঠে, মনে হয় যেন মাতা ধরিত্রী নিজেই কথা বলছেন ওর মুখে, মূর্ত হ'য়ে উঠেছেন ওর অন্তরে। মোটেই আশা করতে পারেনি গ্ভাদি যে মরিয়মের সঙ্গে আজকের ভোরবেলার এই সাক্ষাতের পরিণতি এতটা সহজ এতটা সুন্দর হয়ে উঠবে। নীরবে সে তার শুভ গ্রহের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানায়।

গ্ভাদি বুক ভরে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে নেয়, তারপর ধীরে ধীরে মরিয়মের পানে এগিয়ে এসে ওর দুটি চোখের পানে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

জানি, আমি খুব ভাল করেই জানি, আর তাইতো আমার এখানে আসা—ওর চোখ দুটো যেন বলতে চায় ; ওর মুখের প্রত্যেকটি কুঞ্চন, প্রত্যেকটি রেখা যেন মরিয়মকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তার উপদেশ ব্যর্থ হয়নি। এবার থেকে সে তার দারিদ্র আর দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে বীরের মতন করবে লড়াই। গ্ভাদি হাত তুলে এমন একটা ভঙ্গী করে যেন সে এক্ষুনি একটা কঠিন শপথ গ্রহণ করবে। হঠাৎ একটা দীর্ঘ গোঙান

বেরিয়ে আসে ওর মুখ থেকে, তারপর দারুণ উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলে ওঠে : দয়া কর মরিয়ম, দয়া কর। আর কখনও তোমার কাছে আমি কোন অনুরোধই করবো না· · ·

ওর প্রত্যেকটি কথা যেন দারুণ অনুতাপে ভরা—অন্তরের সুগভীর কন্দর আলোড়িত করে বেরিয়ে আস্‌ছে। হঠাৎ তার উর্ধ্বে তোলা হাতখানি মুষ্টিবদ্ধ করে এত জোরে তার নিজের বুকের উপর আঘাত করতে শুরু করে যে ভীষণ শব্দ ওঠে।

হায়! যেদিন মৃত্যু এসে আমার আগাতিয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে ·· ! বলেই গ্‌ভাদি মরিয়মের মুখের উপর থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অসংলগ্ন পায়ে বড় রাস্তাটার দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে।

মরিয়মের অন্তর ব্যথায় মুচড়ে ওঠে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সে তার ঐ গমনরত একান্ত অসুখী প্রতিবেশীটির পথের পানে বেদনা ভরা দুটি চোখের করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে. ওর ব্যথা ভরা সেই দুটি চোখের চাহনি বেয়ে নারীসুলভ স্পর্শাতুর কোমল হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

পেছন থেকে মরিয়ম আবার ওকে ডাকে : শোন গ্‌ভাদি, বাচ্চাটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে যাও, তাহ'লে আর অতটা কষ্ট হবে না, আর থলের ভিতরের বন্ধ থেকে লাফালাফি করার চাইতে ওটাও থাকবে ভাল।

ততক্ষণে গ্‌ভাদি মোড়টা পেরিয়ে এগিয়ে গেছে. বড় রাস্তার উপর উঠতে উঠতে সে মরিয়মের কথার শেষ অংশটা শুনতে পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায় কিন্তু ততক্ষণে গাছের ডালপালার আড়ালে মরিয়মের দেহটি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আনন্দে গ্‌ভাদির মন ভরে ওঠে। অবশেষে সে একা……সম্পূর্ণ একা! ওর বুকের উপর থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেছে…হালকা হয়ে গেছে বুকখানা।

গ্‌ভাদির মুখের করুণ ভঙ্গী মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায়। একটা গর্বিত দৃষ্টি ফুটে ওঠে ওর চোখে। গ্‌ভাদি চারদিকে তাকায়। মরিয়মের দরদ ভরা উপদেশের প্রত্যুত্তরে একটা বর্বরোচিত ব্যঙ্গোক্তি বেরিয়ে আসে ওর মুখ থেকে, কিন্তু এমন জোরে চেঁচিয়ে বলে না যাতে কথাটা গিয়ে মরিয়মের কানে পৌঁছায়ঃ

তুই কি মনে করিস্ মাগী যে আমি আমার নিজেকে সামলাতে পারি না? আরে কেবল একটা দিক ভাবলেই তো আর চলে না; শয়তান বাচ্চা-টাকে তার চেনা জায়গা থেকে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব, তাছাড়া পেছনেও চেঁচামেচি জুড়ে দেবার লোকও রয়েছে ঢের। এখন বুঝেছিস, কেন ওটাকে থলের ভিতর পুরে নিয়ে এসেছি? বুঝেছিস? আরে তোর মাথার ভিতরে কি আর অতটা মগজ আছে?…..

এমনি করে গ্‌ভাদি মরিয়মের প্রতি প্রতিশোধ নেয়, আর এমনি করে প্রতিশোধ নেযাটা ওর কাছে এত ভাল লাগে যে সে প্রাণ খুলে হাসতে শুরু করে, হাসির চোটে ওর সমস্ত শরীর দুলে দুলে ওঠে ..দুলে ওঠে ওর কাঁধের লম্বা কোটটা, পিঠের বিরাট বোঝাটা … ..হঠাৎ সে হাসি থামিয়ে নিজের মনেই বলে ওঠে, যেন দারুণ অনুতপ্ত হয়েছে সে তার নিজের ব্যবহারেঃ

না, না তোমাকে বলিনি, কি বিপদ! তোমাকে কি অমন কথা কখনও বলতে পারি আমি? কী সাহস আমার? অন্য একটা মেয়েলোককে বলেছি…. .তোমাকে নয়……

গ্‌ভাদির ক্ষুদ্র চোখ দুটি ঘুরতে শুরু করে অদ্ভুতভাবে।

(তিন)

রাস্তাটা নূতন; খুব অল্প দিন আগেই খোয়া ঢেলে রোল করে সমান করা হয়েছে। সুতরাং রাস্তাটা সম্পূর্ণ কর্দমহীন; মন্থর পদক্ষেপে গ্‌ভাদি এগিয়ে চলে। কিছু দূর গিয়ে ওর কাঁধে ঝোলান থলেটার ভিতর থেকে ছাগল-ছানাটাকে বের করে দড়ি দিয়ে বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে। ছাগল-ছানাটা ওর আগে আগে চলতে থাকে, বারুদের স্তূপে আগুন দিলে সে আগুন যেমন দ্রুত এগিয়ে চলে, মুক্তির আনন্দে ছাগল-ছানাটাও তেমনি রাস্তার বুক বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে।

দুশ্চিন্তায় গ্‌ভাদির অন্তর দুর দুর করতে থাকে। দিন হয়ে গেছে, যে কোনও মুহূর্তেই রাস্তায় পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। মরিয়ম—ঐ মরিয়মই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া, এক্ষুনি চা বাগানের কারখানার গাডীটা এসে পড়বে। বস্তুত রাস্তা মেরামত করা হয়েছে এই গাড়ীগুলোরই জন্য, যাতে করে তোলা পাতি সংগ্রহ করে অতি সহজেই কারখানায় নিয়ে যেতে পারে। এই লোকজন চলাচলের পথে এমনি সময়ে যদি কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তবে তা গ্‌ভাদির পক্ষে খুবই বিপদের হয়ে পড়বে। রাস্তার দু'পাশেই চাষীদের ঘর; শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে গ্‌ভাদি বাড়ীগুলোর পানে তাকায়। বাড়ীগুলোর পেছন ঘুরে যাওয়াটাই কি সঙ্গত নয়? নিশ্চয়ই, আর তাই হবে সব চাইতে নিরাপদ এবং পৌছানও যাবে খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু কার উঠানের উপর দিয়ে গেলে পর সে বস্তির পেছনের রাস্তাটায় গিয়ে উঠতে পারে? অনেককেই সে বিশ্বাস করে না, অন্যগুলো ওর পথ থেকে অনেকটা দূরে; কি করা যায় কিছুই স্থির করতে না পেরে অস্বচ্ছন্দ মনে ভাবতে ভাবতে গ্‌ভাদি পথ চলতে থাকে, হঠাৎ

যৌথচাষী গোচা সেলান্‌দিয়ার বাড়ীর প্রতি ওর নজর পড়ে, রাস্তার উপর থেকেই সে উঁচু দেয়াল ঘেরা অর্ধ-সমাপ্ত বাড়ীটা দেখতে পায়; করাতের শব্দও আসে ভেসে।

ভেবেছিলাম ওকে তক্তা দেয়া বন্ধ করেছে কিন্তু কৈ ওতো দিব্যি ঘর তৈরী করেই চলেছে, যেন কিছুই আটকায়নি তাতে! অবাক্ হয়ে গ্‌ভাদি ভাবে। আর ওকে সাহায্য করার জন্য একটি স্ত্রীলোকও তো রয়েছে, ওতো আর অন্য সবার মত না; আমি জানি ···আপন মনেই গ্‌ভাদি উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে। ঈশ্বর ওর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন!

অবশ্য ওর নূতন ঘর সম্পর্কে গ্‌ভাদির মনে এতটুকুও ঔৎসুক্য নেই। ওর যা কিছু আগ্রহ তা হচ্ছে ওর উঠানটার সম্পর্কে। ওর উঠানের উপর দিয়ে গেলে পথটা অন্তত অর্ধেকটা কম হয় আর নির্জন পথেই সে ওর্কেটি ছাড়িয়ে চলে যেতে পারে; তাছাড়া গোচার উপর ভরসাও করা যায়। কখনও সে খোঁজ নেবে না কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে ইত্যাদি ··অধিকন্তু, গোচার কাছ থেকে হয়তো কিছুটা আদায় করে নেয়াও যেতে পারে; ওর দুঃখের কথা শুনলে দয়াপরবশ হ'য়ে গোচা হয়ত গোটা পাঁচেক পাকা নেবুও দিয়ে দিতে পারে।

গ্‌ভাদি দ্রুত পায়ে চলতে শুরু করে। বড় রাস্তার পাশের লম্বা নালাটার ওপারে ঐ যে সরু পথ, ওটা সোজা চলে গেছে গোচার খামারের দিকে, গ্‌ভাদি ঠিক করে ঐ পথ ধরেই যাবে। নালাটার দিকে তাকিয়ে ওটা কতখানি চওড়া মনে মনে হিসাব করে, তারপর ঐ চিন্তার ভিতরেই ডুবে যায়। ধর এতো বড় একটা ভুঁড়ি, গায়ের এই লম্বা কোট আর কাঁধের ভারী থলেটা নিয়ে যদি সে নালাটা না ডিঙিয়ে যেতে পারে! এমন কি যদি কেবলমাত্র ছাগল-ছানাটাও

দেখে ফেলে তার সেই অবস্থা সেটাও ভারী একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে; মনিবের প্রতি ছাগল-ছানাটার যেটুকুও শ্রদ্ধা আছে তাও যাবে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে, পরে আর কোন কথাই ওর শুনবে না। সত্যি বলতে কি নালাটাও বেশ খানিকটা চওড়া।

গ্‌ভাদি একটা সুবিধামত স্থান বেছে নিয়ে ছাগল-ছানাটাকে পাশে টেনে এনে ঠিক নালাটার কিনারে দাঁড় করিয়ে দেয় তারপর দড়িটা ঢিল দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম দেয়ঃ কি বিপদ! এখন যা দেখি ওপারে, কেমন যেতে পারিস লাফিয়ে দেখি।

ছাগল-ছানাটা পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাড়িয়ে ওঠে তারপর সমস্ত শরীরটাকে গুটিয়ে একটা বলের মতন করে লাফ দিয়ে ওপারে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়ে। অতটুকুন বাচ্চা যে অতখানি লাফিয়ে যেতে পারবে এটা গ্‌ভাদি মোটেই আশা করে নি।

কিন্তু কি করে যে ব্যাপারটা ঘটলো বলা যায় না। গ্‌ভাদির হাত ফস্‌কে ছাগল-ছানাটার গলায় বাঁধা দড়িটাও ছিট্‌কে ওপারে গিয়ে পড়ে।

গ্‌ভাদি চমকে ওঠে। কি করে ঘটল এমন দুর্ঘটনা! কিন্তু তখন আর গবেষণা করার সময় নেই এতটুকুও; ছাগলছানাটা প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে চলেছে গলায় বাঁধা দড়িটাকে পেছন পেছন হেঁচড়ে নিয়ে। গ্‌ভাদি এক পা পিছিয়ে যায়, তারপর সমস্ত শরীরটাকে আঁটসাট করে লাফ দিয়ে নালাটার ওপারে গিয়ে পৌছায়; কিন্তু ওপারে পৌছেই কেমন যেন ওর পা হড়কে গিয়ে উল্টে ডিগ্‌বাজী খেয়ে নালাটার ভিতরে পড়ে যায়। বিপুল ভুঁড়িটাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে অতিকষ্টে সে ওপারে পথের উপর গিয়ে ওঠে, তারপর প্রসারিত দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকায়। খরগোসের ক্ষিপ্র গতিতে ছাগল-ছানাটা তখন বাড়ীর পথ ধরে ছুটে চলেছে।

ছানাটার পিছু পিছু ছোটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু শয়তানকে ধরার চেষ্টা বৃথা। গ্‌ভাদি শীঘ্রই হাঁপিয়ে পড়ে, দু'হাতে পিলের উপরের পেটটা চেপে ধরে সে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর নানান রকমের আদরের নাম ধরে তাকে পিছন থেকে ডাকতে শুরু করে। প্রথমে সে ছাগল-ছানাটাকে অনেক ভাল ভাল জিনিস দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু কোনই ফল হচ্ছে না দেখে এবাব সে তাকে ভয় দেখাতে শুরু করে। নিশ্চয়ই ছাগল-ছানাটা পথ হারিয়ে ফেলবে আর নেক্‌ড়ে বা শেয়ালে খেয়ে ফেলবে, অথবা অন্য কেউ ধরে পিটেই মেরে ফেলবে ··। কিন্তু তাতেও কোনই ফল হচ্ছে না দেখে সে তাকে অদৃশ্য ভীষণ মৃত্যুর ভয় দেখায ; কিন্তু অভিশপ্ত ছাগ-শিশু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করে ছুটতে ছুটতে ওর দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

গ্‌ভাদি মাথা চাপড়ে ব'সে পড়ে।

কেমন হ'ল তো এবাব ? শুনবে আর মেয়েলোকের পরামর্শ ? মেয়েছেলেদের আবাব বুদ্ধি! ভীষণভাবে সে নিজেই নিজেকে গাল পাড়তে থাকে তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে দম নেবার জন্য একটা পাথরের উপর বসে পড়ে। এমন একটা হতাশ করুণ ভাব ওর মুখে ফুটে ওঠে যেন মনে হয় এইমাত্র সে তার একান্ত প্রিয় সুহৃদকে কবরের তলায় মাটি দিয়ে এল। ওর চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তারপব ছোট শিশুদের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নায় সমস্ত শবীর ফুলে ফুলে ওঠে। আর করুণ বিলাপে ভারী হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস।

কিছুক্ষণ পর তার খেয়াল হয় যে ছাগল-ছানাটা হাটে নিয়ে যাবার মতন আরও জিনিস রয়েছে তার কাছে। থলেটা তুলে এনে সে তার মুখের দড়ির বাঁধ খুলে ফেলে তারপর ভিতরের পানে তাকায় ; থলেটার ভিতরে রয়েছে গোটা কুড়ি নেবু—বার্ডগুনিয়াকে লুকিয়ে যেগুলো

সে রাত্রে পেড়ে রেখেছিল। ওর ভাগ্য ভাল যে যখন সে নালাটার ভিতরে পড়ে গিয়েছিল কিম্বা ছাগল-ছানাটা যখন ছিল ঐ থলেটারই ভিতর তখন ওগুলো নষ্ট হয়ে যায়নি চেপ্টে গিয়ে।

নেবুগুলো দেখে ওর মন আনন্দে ভরে ওঠে যেন এইমাত্র সে ওগুলো কুড়িয়ে পেয়েছে রাস্তার উপর। চোখের জল শুকিয়ে যায়, মুখের করুণ ভাবও মিলিয়ে গিয়ে হাসি ফুটে ওঠে! কারো গাছেই এখন পর্য্যন্ত নেবু পাকতে শুরু হয় নি, সুতরাং নূতন ফল—দুটো পয়সা বেশীই আসবে, বেশ উঁচু দামেই বিকোবে। যাই হোক এ যাত্রায় গভাদির বেশ কিছুটা লাভ হবে। জুতা কেনার মত প্রচুর পয়সা অবশ্য হবে না, তবুও নেহাৎ খালি হাতেও ফিরতে হবে না ওকে, তা ছাড়া কিই বা আর করার আছে—হতভাগা ছাগল-ছানাটার জন্যই তো ওকে পড়তে হ'ল এই বিভ্রাটে। কিন্তু সে যাই হোক, নেবু গুলো যে বিক্রি হবেই এমন নিশ্চয়তা কিছু আছে কি? আর হলে পরেও কত বেশী দামই বা একজন দিতে পারে? বড় জোর একটা অস্থিচর্ম্মসার মুরগীর দামই না হয় হল—তাতে হাড় ছাড়া আর থাকবেই বা কি?

গভাদি আবার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। প্রস্তুত হয় সে ভাগ্যের সঙ্গে রফা করতে। দাঁড়িয়ে উঠে সে নেংচাতে নেংচাতে শহরের অভিমুখে রওনা হয়; গোচার উঠানের উপর দিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত তার অপরিবর্তিতই থাকে।

গভাদি আর গোচা দু'জনে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোক হলেও দু'জনার ভিতরে একটা ব্যাপারে মিল আছে। দু'জনেই ওরা যৌথ চাষী, কিন্তু সাময়িক একটু আধটু সাহায্য করা ছাড়া কেউই প্রায় যৌথ খামারের কাজে যায় না। দিনের পর দিন গোচা যৌথ খামারের

কাজে অনুপস্থিত থাকে—আর গ্ভাদিরও বেশী কাজ করছে বলে অহংকার করার মত কিছুই নেই। এই একটি বিষয়ে ছাড়া হু'জনার চরিত্রে সমুদ্রের ব্যবধান।

গোচা মধ্যবিত্ত চাষী, দারুণ পরিশ্রমী। নিপুণ গৃহস্বামীর যোগ্য দক্ষতার সঙ্গেই সে নিজের কাজ করে। বাড়ীর বাগানে সে পুতেছে নেবু আর কমলার গাছ। আর একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞের মতনই সেগুলোকে সে যত্ন করে খুব। গাঁয়ের ভিতর সে-ই প্রথম এই ফলের চাষ শুরু করে, তার বাড়ীর সংলগ্ন ছোট বাগানখানা যেন একটি প্রদর্শনী বাগান এবং বিশেষ করে তার পনেরো বছরের পুরানো দুটো নেবু গাছ হচ্ছে সমস্ত শহরের ভিতরে বিখ্যাত।

কিন্তু এত প্রতিভা থাকা সত্বেও গোচার স্বভাবটা ভীষণ রুক্ষ, এবং বিশ্বাসযোগ্য নয় সে মোটেই—ভীষণ জেদী আর একগুঁয়ে বদমেজাজী। নূতন সোভিয়েট ব্যবস্থাকে মোটেই সে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। গ্ভাদি যেমন যৌথ খামারের কাজ ফাঁকি দেয় তার কুড়েমি, নির্বুদ্ধিতা আর ধূর্ত স্বভাবের জন্য, গোচাও তেমনি কাজ এড়িয়ে চলে, কিন্তু কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

গ্ভাদি যদি একটু হিসাব করে বিচার করে দেখত, তাহলেই বুঝতে পারতো যে গোচার উঠানের উপর দিয়ে যাওয়াটাও ওর পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়।

গোচার একমাত্র মেয়ে, সে হচ্ছে ওর্কেটির তরুণ কম্যুনিস্ট দলের সম্পাদিকা আর গ্ভাদি যদি একবার তার সামনে পড়ে যায় তবে ব্যাপারটা মরিয়মের সঙ্গে দেখা হওয়ার চাইতে ঢের বেশী গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে।

গোচার মেয়ে নেইয়া শুধু যে কেবল একটা পার্টি সংগঠনের সম্পাদিক

তাই নয়, সবাই জানে সব কাজে সে হচ্ছে জেবার দক্ষিণ হস্ত। নেইয়া তার বাপকেও রেহাই দেয় না কাজে যায় না বলে, সুতরাং গ্‌ভাদিকে তো সে মোটেই ছেড়ে দেবে না।

কিন্তু কথায় বলে, ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন তখন ছাই মুঠোও সোনা মুঠো হয়ে দাঁড়ায়; গ্‌ভাদির বেলায়ও হয়েছে ঠিক তাই। প্রথম পড়লো সে মরিয়মের পাল্লায়, তারপর দারুণ বিভ্রাট বাধলো ছাগল-ছানাটাকে নিয়ে। সে সব যাহোক কাটিয়ে ওঠা গেল, এখন নেইয়া— এতক্ষণে নিশ্চয়ই চলে গেছে সে চা বাগানে; আর নেহাৎই যদি নেইয়ার সঙ্গে তার দেখা হয়েই যায় তা হলে তাকে বলবে:

আমি জঙ্গলেই যাচ্ছি কাজ করতে, কি বিপদ, আর এই থলেটা দেখছ, এর ভিতরে হচ্ছে আমার দুপুরের খাবার, তাহলেই সব গোল চুকে যাবে। নেইয়া নিশ্চয়ই ওর থলেটাব ভিতরে উঁকি মেরে দেখতে চাইবে না; তাছাড়া ছাগল-ছানাটার লেঠা তো চুকেই গেছে কখন। সুতরাং ওর আসল মতলব বোঝা মোটেই তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আর কেবল নেইয়া কেন, এমতাবস্থায় গ্‌ভাদির পক্ষে যে কোনো লোকের চোখেই ধূলি দিয়ে সরে পড়া সম্ভব।

গ্‌ভাদি গোচার বাড়ীর দিকে এগোতে থাকে। যৌথ খামারেব গরু মোষগুলো ওর বাড়ীর বাইরে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আর গোচার উঠান থেকে রাখাল পাখভালার গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। পাখভালা গোচার সঙ্গেই কথা বলছে: বুঝলে গোচা! এই ওর্কেটিতে একটু জমিও আর নেই যাতে কিছু একটা করা যায়,— এমন কি গরুগুলোকে চরাবার মতন একটু জায়গাও নেই। এখানে চা-বাগান, ওখানে কমলানেবুর বাগান, সেখানে অন্য আর একটা কিছু···গরুগুলোকে চরাবার জন্য এক ফালি জমিও তো রাখতে

পারতো! গাছ কেটে কেটে তো জমিগুলোকে নষ্ট করে ফেলছে, তারপর তাও আবার ফেলছে চযে; এখন আবার জঙ্গলের পাশের গোচারণভূমিও নিয়ে খুঁড়ে ফেলেছে—শুনছি ওখানেও নাকি ফলের বাগান হবে।

আধ-খোলা দরজাটাব ভিতর দিয়ে গ্ভাদি ভিতরে ঢুকে পড়ে। ওর বুকের উপর থেকে যেন একটা দারুণ বোঝা নেমে যায়, নিশ্চয়ই এবার ওর পরীক্ষা শেষ হয়েছে, এখন নির্বিঘ্নে সে পথ চলতে পারবে।

চারপাশে ফলের বাগানের মাঝখানে নীচু কিন্তু প্রশস্ত একখানা ঘর, ধরনটা সেকেলে। সদর থেকে কাঁকর বিছান পথ; ঘরের সামনে দু'পাশে দুটা বড় নেবুর গাছ, চারপাশে কঞ্চির নীচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। দুটো গাছেরই ডালপালা অনেকখানি বিস্তৃত, আর মনে হয় পাতার চাইতে ফলই যেন ফলেছে বেশী। ছোট কমলানেবুর বাগিচাটার পাশে কাঠের দেয়াল দেয়া বড একটা ঘরের কাঠামো, ইঁটে বাঁধানো থামের ভিতের উপর দাঁড়ানো; পেছনের দেয়ালটা প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঁচু, বাকীগুলো অপেক্ষাকৃত নীচু। সামনে খোয়া বিছান এক ফালি জমি, সেখানে নিকোরা—গোচার মাদী মোষটা মন্থর আলস্যে রোমন্থন করছে। দৈত্যের মত লম্বা বিরাট দেহ গোচা এক হাতে একটা কুড়ুল নিয়ে অন্য হাতটা দিয়ে মোষটার পিঠের উপর মৃদু চপেটাঘাত করছে; ওর বিশাল হাতের গাঁটবহুল আঙুলগুলো যেন এক একটা ওক্ গাছের শিকড়।

ভ্রূ কুঁচকে গোচা একান্ত মনোযোগের সঙ্গে পাথভালার কথাগুলো শুনে যায়, ক্ষণে ক্ষণে ওর লম্বা ঘন গোঁফের নীচে একটা তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে, বুক পর্যন্ত লম্বা শাদা দাড়িগুলো মৃদু মৃদু নড়ে ওঠে।

যা নিকোরা যা……পালের ভিতর ঢুকে পড় গে যা, আর কুড়েমি করিস না। রাখালের হাতে মোষটাকে ছেড়ে দিতে দিতে অনুচ্চ কণ্ঠে গোচা বলে।

মানুষের সঙ্গে পাখভালার দৈহিক সাদৃশ্য খুব কমই আছে। প্রায় ওকে একটা চতুষ্পদ জন্তু বল্লেই চলে; পিঠটা কুঁজো, বুক এসে প্রায় ঠেকেছে হাঁটুতে। হাতের মোটা চেরী ডালের লাঠিটার উপর ভর দিয়ে কোন মতে তার পা দুটো টেনে টেনে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করছে। ওর বয়স তেমন যে খুব বেশী তা নয়।

মোষটার পাশে পাশে ধীর পদক্ষেপে চলতে চলতে পাখভালা হাতের লাঠিটা দিয়ে তার পেছনের পা দুটোর উপর মৃদু আঘাত করতে করতে গোচার কথারই পুনরাবৃত্তি করে: চল চল লক্ষ্মীটি, আর দেরী করাসনে আমাদের……।

অবশেষে মোষটা দ্রুত চলতে শুরু করে আর রাখালও তার পিছু পিছু চলতে থাকে যেন সে মোষটার লেজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা।

কোন মতে গ্ভাদি পাখভালাকে নমস্কার করেই পাশ কাটিয়ে উঠানের ভিতর ঢুকে পড়ে, পাছে সে ওকে কোন প্রশ্ন করে বসে। পাখভালা প্রতি নমস্কার করার জন্য মুখ খোলার পূর্বেই সে কমলানেবুর গাছগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়, অর্ধ পথেই পাখভালার কথাও যায় থেমে।

আঃ শয়তানটা কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে। মোষটাকে তাড়াতে তাড়াতে পাখভালা গজ গজ করে ওঠে।

গ্ভাদি অর্ধ-সমাপ্ত ঘরটার কাছে এগিয়ে এসে সুর টেনে টেনে মইয়ের উপর দাঁড়ানো গোচাকে অভিবাদন জানায়, তারপর বলতে শুরু করে: বড্ড সকালে কাজ শুরু করেছ দেখছি, কি বিপদ। বড্ড সকালে……

ওর অভিবাদনের প্রত্যুত্তর না করেই গোচা ঘাড় বাঁকিয়ে গ্ভাদির পানে তাকায় তারপর কুড়ুলখানা সজোরে কোপ দিয়ে দেয়ালের গায়ে আটকে রেখে তার সবল দেহটাকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে নিয়ে মইটার উপর ফিরে দাঁড়ায়।

যাবার পথে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম, কমরেড গোচা—গ্ভাদি তার স্বভাবসুলভ কৌতুক কণ্ঠে বলে চলে :

ভাবলাম যে দেখি, গোচার জঙ্গলে কাজ করতে যাবার কথা মনে আছে না ভুলে গেছে। আজ যে যৌথ খামারের তরফ থেকে সবাইকে ডাকা হয়েছে জঙ্গলে কাজ করার জন্য। শুনেছ, সেনারিয়া যৌথ খামারের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা চলেছে, তাই গাঁয়ের প্রত্যেকটি লোককেই ডাকা হয়েছে কাজ করতে—আর এটাই হচ্ছে তাদের হুকুম।

নীরব অচঞ্চল দৃষ্টিতে গোচা গ্ভাদির পানে তাকিয়ে থাকে আর রুষ্ট বিস্ময়ে একাগ্রভাবে আগন্তুকের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে, যেন তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে না যে গ্ভাদিই নীচে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে।

হয়তো আজ ওর ধরন ধারন কিছুটা অদ্ভুত গোছেরই হয়েছে—গ্ভাদি মনে মনে ভাবে, সাধারণত দেখা হলেই গোচা সশব্দে হেসে উঠে ওকে অভিবাদন জানায়। গ্ভাদির পরোক্ষ ব্যঙ্গোক্তি আর ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলার ধরন গোচা পছন্দ করে খুবই আর উপযুক্ত সাড়াও আসে ওর কাছ থেকে। কিন্তু হ'ল কি আজ! ওকে ভীমরুলে কামড়ালো নাকি!

তোমার ঐ হাত দুটো যদি আমার হত গোচা, তাহলে আমি······ গলার স্বরে খানিকটা পরিবর্তন এনে গ্ভাদি আবার ওর সঙ্গে

আলাপ জমাবার চেষ্টা করে, কিন্তু গোচা পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সুতরাং গ্ভাদির মনে হয় যে প্রসঙ্গের পরিবর্তন করাই শ্রেয়।

তা'হলে ঘর তোমার তৈরী হয়ে গেল গোচা! তবুও দেখ ওরা বলেছিল যে তোমাকে আর কাঠ দেয়া হবে না। তোমাকে কাঠ না দিয়ে পারে এমন সাহসটা আছে কার শুনি? বেশ করেছ, কি বিপদ! বেশ করেছ তুমি……সত্যি ভারী খুসী হয়েছি· · · ·

অবশেষে গোচার নীরবতা ভঙ্গ হয়; গলা চড়িয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে ওঠে—ঠাট্টা করতে এসেছ আমার সঙ্গে? স'রে পড ভালয় ভালয়, বুঝেছ!

ওর কণ্ঠের ক্রুদ্ধ স্বরে গ্ভাদি হতবাক হয়ে যায়। গোচা এমন হঠাৎ চ'টে গেল কেন? কি ব্যাপার? আর কেন—এটাই হচ্ছে সব চাইতে বিস্ময়ের। কেন সে অমন মারমুখো হয়ে উঠল হঠাৎ, যেন এক্ষুনি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে; ও যেন তার পরম শত্রু। এতে গ্ভাদি কেন, যে কোন লোকই ঘাবড়ে যাবে। ওর এতটুকুও ধারনা ছিল না যে, যে লোকটা সব সময়েই বন্ধুভাবে ওর সঙ্গে ব্যবহার করে থাকে সে কেন এতটা চটে গেল আজ?

আবার গ্ভাদি তার মোক্ষম অস্ত্রটি শানিয়ে নেয়, কণ্ঠে ফুটিয়ে তোলে করুণ চাটুকারিতা···অন্তরঙ্গ সুর:

ঠিকই তাই, কি বিপদ, তোমার মত একজন প্রতিবেশীর উন্নতি একটা সত্যিকারের আনন্দের কথা। তোমার উন্নতি, তোমার সাফল্য সেটা হচ্ছে আমাদের সবারই সম্পদ। যদি এই হতভাগ্য কোন রকমে তোমায় এতটুকুও সাহায্য করতে পারতো! তোমার হাতের কাছে এক টুকরা কাঠ জুগিয়ে দিয়েও যদি তোমার একটু উপকার

করতে পারতুম! কিন্তু তুমি তো জান কি করে আমার দিন কাটছে। আমাকে অতটা নির্দয় ভেব না, কি বিপদ! আমি, হাঁ···কিন্তু ধর ঐ জঙ্গলে যাওয়া বা ঐ ধরনের সব বাজে কাজ···আমি ভাল করেই জানি যে ওসব বাজে কাজে নষ্ট করার মত সময় তোমার মোটেই নেই, আর সত্যি বলতে কি যাবেই বা কেন? আমি তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম, কি বিপদ! তোমাকে একটু হাসাবার জন্যেই বলেছিলাম ওকথা ঠাট্টা করে·····

গ্‌ভাদির মুখে চোখে তার স্বভাবসুলভ কুটিল চাপা হাসি ফুটে ওঠে।

শোন বন্ধু! শুষ্ক গম্ভীর কণ্ঠে গোচা বলে—ঠিক বলেছ তুমি, ওসব বাজে কাজে যাবার সময় মোটেই নেই আমার। খুবই সত্যি কথা, যারা খালি হাত পা নিয়ে যৌথ খামারে এসে যোগ দিয়েছে, তারাই যাক, গিয়ে জঙ্গলে কাঠ কাটুক, জলা জায়গায় নালা কাটুক··তোমার মত যারা সব····

সেতো সম্পূর্ণ সত্যি কথা, কি বিপদ! গ্‌ভাদি ওর কথার ভিতরে কথা বলতে চেষ্টা করে, ওর বুকের উপর থেকে যেন একটা দুশ্চিন্তার বিরাট বোঝা নেমে যায়—ও বলল 'যারা', সুতরাং আমার উপর চটে যায়নি নিশ্চয়ই—গ্‌ভাদি মনে মনে ভাবে।

রাগ চেপে মইয়ের উপর থেকে গোচা নেমে আসে। গ্‌ভাদির কথাটা যেন ওকে চটিয়ে দিয়েছে আরও। গোচা বলে চলে: যৌথ খামারে কে দিয়েছে এমন একখানা কমলানেবুর বাগান—তুমি না আমি? আমি যতটা দিয়েছি ততটা দিয়ে তবে আমার সঙ্গে তোমার তুলনা ক'রো।

সেই, সত্যি কথা তো, কি বিপদ! বিনীতভাবে গ্‌ভাদি স্বীকার করে; কিন্তু ওর কথায় মোটেই কান না দিয়ে গোচা বলে চলে:

এক জোড়া বলদ কে দিয়েছে যৌথ খামারে? হুঃ, আর কি রকমের বলদ, না যেগুলোকে নিজের হাতে পেলে-পুষে ডাগর করেছি নিজের সন্তানের মতন; এমনি এক জোড়া বলদ দাও তো দেখি যৌথ খামারে, তারপর কথা বলতে এস আমার সঙ্গে, বুঝেছ?

শেষের কথাটা গোচা চীৎকার করে বলে ওঠে, কেননা ক্রমান্বয়ে ওর রাগ বেড়েই চলেছে। সহজেই বোঝা যায় যে এই ভোরবেলা এমনি ভাবে গোচার মেজাজ বিগ্‌ড়ে যাওয়ার ভিতরে অতীত ইতিহাসটাই বড় কথা নয়—এর কারণ হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা। যে কোন মুহূর্তেই গ্‌ভাদির মাথার উপরে মেঘ জমে উঠতে পারে—আর নেমেও আসতে পারে ঝড়।

আমার কপালটাই এমনি খারাপ! দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে গ্‌ভাদি মনে মনে ভাবে, সবাই আমাকে খারাপ চোখে দেখে! হঠাৎ গোচা আজই কেন পুরানো ইতিহাস নিয়ে এমন চেঁচামেচি জুড়ে দিল? ক্রুদ্ধকণ্ঠে গোচা চীৎকার করেই বলে চলে:

কোনদিন এর আগে তুই ভোর হবার আগেই কাজে বেরিয়েছিস? আর এখন যেমন খাটছিস খেটেছিস তেম্‌নি আগে কোন দিনও? খেটেছিস কখনও? মনে হয় আনন্দে তোর ঘুম হয় না—কেননা ওরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দিয়েছে তোকে—তাই না? দেখ, আমি ধরে ফেলেছি কিনা! কবে তোর সঙ্গে আমি একপাতে খেয়েছিরে নেড়ী কুত্তা? যদি মানুষ হোস—সৎসাহস থেকে থাকে তোর তবে বল সত্যি করে—তুই যাসনি আমার বিপক্ষে, এখন "ঠিক কথা" "সত্যি কথা" এই সব বলে আমার মুখ বন্ধ করতে চাইছিস্? কোথায় ছিলি তখন, যখন ওরা ঠিক করলো যে গোচাকে ঘর বানাবার সরঞ্জাম দেয়া হবে না। করাত কলের সব কিছুই দেয়াহবে—চম্‌কী-মজুরদের, কি

বলার আছে তোর ? চম্‌কী-মজুর ! কুড়ে বদমাস কোথাকার !···প্রথম সারিতে ওর নাম দিয়েছে—হাঁ ওরই নাম, আর কারুর নয় ; তারপর আবার ওর পায়ে হাতে ধরে বলবে নিজের ঘরটা এবার তৈরী করে নাও ! ··সত্যি বলতে কি তোর মত নিষ্কর্মা পরগাছাদেরই এবার দিন এসেছে—তোদেরই এখন পোয়াবারো। ওর পানে তাকিয়ে দেখ, খোঁড়া, অকর্মা তবুও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাট্টা করছে। কে পাবে জঙ্গলের কাঠ ? আচ্ছা আমরাও দেখে নিচ্ছি কার জিনিস কে নেয়···তোদের সাহায্য ছাড়া যদি আমিও ঘর শেষ করতে না পারিতো আমার নাম গোচাই নয় !

বিরাট হাতটা নাড়তে নাড়তে গোচা ঝড়ের বেগে চলে যায়, ওর পায়ের ভারে মইটা দুলে ওঠে, মড়মড় করে ওঠে অর্ধসমাপ্ত দেয়ালটা। কিন্তু গ্‌ভাদি আবার অসম সাহস ভরে বলে ওঠে :

সব মিথ্যা গোচা—ও সব কিছুই লোকের বানানো কথা। কোন্ মূর্খ প্রচার করেছে একথা যে গ্‌ভাদি ঘর তৈরী করছে ? কি ক'রে বিশ্বাস করলে বলতো ? এসব হচ্ছে গুজব, কি বিপদ, ওরা আমাকে দিচ্ছে ঘর তৈরীর জিনিসপত্তর আর কে চম্‌কী-মজুর ? অবাক হয়ে যাচ্ছি, তুমিও বিশ্বাস কর এ কথা ? ও সব হচ্ছে উপকথা গোচা উপকথা। আজ যদি আমি জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাই তবে আমি কুকুর—কুত্তির বাচ্চা। আমিতো চলেছি হাটে, আজ শুক্রবার না ? ভাবলাম গোচার উঠানের উপর দিয়েই যাই, তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবেখন, এই মাত্র। আমার মনে আর কিছু যদি থেকে থাকে তবে ঈশ্বর যেন এক্ষুনি আমাকে মেরে ফেলেন—আর এক পাও নড়ার ক্ষমতা যেন আমার না থাকে······

গ্‌ভাদি তার মাথা থেকে ফেল্টের টুপীটা খুলে হাতে নিয়ে ফুঁ দিয়ে সেটাকে সজোরে মাটির উপর ছুঁড়ে মারে।

এই প্রথম গ্ভাদি সত্য কথা বলে; কিন্তু গোচা স্থির নিশ্চিত যে ও বলছে মিছা কথা, যেমন ইতিপূর্বে ওর মিছা কথাকে সে ধরে নিয়েছে সত্যি বলে।

আমার উঠানের উপর দিয়ে যদি যাস্ তবে তোর মাথা ভেঙে দু'টুকরা করে দেবো! দূর হ—হতভাগা মিথ্যুক কোথাকার। চীৎকার করে বলতে বলতে গোচা কুড়ুলটা নিয়ে লাফিয়ে নেমে আসে।

গ্ভাদির মনে ভয় না হলেও ওর পা দুটো ইতিমধ্যেই ওকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়; কোনরকমে টুপীটা তুলে নিয়েই সে ছুটে ওর উঠান পেরিয়ে বেরিয়ে আসে।

যাকগে···এতক্ষণে নিরাপদ হওয়া গেল··

(চার)

অপমানিত ক্ষুব্ধ গ্‌ভাদি রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ায়। কোন্ দিকে যাবে সে এখন? শহরে না বাড়ী ফিরে? মনে মনে ভাবে।

বেলা উঠে গেছে অনেকটা, এখন শহরে গিয়েও হয়তো আর হাটের সময় থাকবে না, তাছাড়া আজকের ঘটনাগুলো মোটেই সুলক্ষণ বলে মনে হচ্ছে না; এতাবৎকাল যা কিছুই সে করেছে তার একটাও কোন কাজে আসবে বলে আর ওর মনে এতটুকুও ভরসা নেই।

কাজে ফিরে যাওয়াটাই হবে এখন বুদ্ধিমানের কাজ, অন্তত জেরা তাহ'লে খুসী হবে খুবই—গ্‌ভাদি মনে মনে ভাবে; কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তেই সে আসতে পারছে না। গোচার কথাটাই ওর সমস্ত মন জুড়ে আছে—ভীষণ চটে গেছে সে গোচার উপর।

মরুকগে ছাই! কী ভাবে গোচা নিজেকে মনে মনে? ওর পুরানো ঘরটা মোটেই খারাপ নয়—ওক্‌য়ের তক্তা দিয়ে তৈরী; সুতরাং ওকে জলেও ভিজতে হয় না বা বরফ জমেও আটকা পড়তে না; তাহ'লে কি চায় সে? কোন্ শয়তান্ ওকে বদ্ধি দিয়েছে আর একটা নূতন ঘর ওঠাতে? ওর পুরানো ঘরটার মতন একটা ঘরও যদি আমার থাকতো, কক্ষনো আমি আর একটা ভাল ঘর তৈরী করতে চাইতাম না···

সত্যি বলতে কি গ্‌ভাদি খুব ভাল করেই জানে গোচার রাগের কারণটা কি। শীত আসার আগেই সে ঘর তোলা শেষ করে ফেলতে দৃঢ়-সংকল্প। আর···তাছাড়া···গ্‌ভাদি জানে সব কিছুই। ওর্কেটির অতি তুচ্ছ ঘটনাও ওর চোখ কান এড়িয়ে যায় না; সুতরাং গোচার মনের উদ্বেগ যে কেন সে কি আর তা আঁচ করতে পারে নি? ঘর তোলা সম্পর্কে গোচার নিজের কোন স্বার্থ নেই, তবে ওর মনে একটা বিশেষ পরিকল্পনা

রয়েছে; নিজে বাস করবার জন্য সে ঘর তুলছে না…তবে কেন? সেটাই হচ্ছে ওর গোপন কথা।

গোচার নিজের কোন ছেলে নেই, তাই সে ভাবছে একটি ঘর জামাইয়ের কথা, আর তারই জন্য ওর এত জরুরী হয়ে পড়েছে আর একখানা ঘর তোলা। ও ভাবছে আসছে শরতেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঐ ঘরখানা যৌতুক হিসাবে দান করবে। তাছাড়া ভেবে দেখ একবার কাকে সে ঠিক করেছে জামাই করবে বলে!

একটা সম্ভ্রান্ত বংশের ভদ্র ছেলে ছাড়া যাকে তাকেই আমি আর জামাই করছি না—গোচা প্রায়ই বলে থাকে,—বিগ্‌ভা, এ্যাস্‌লাণ্ডিয়া বা সালাণ্ডিয়া এদের সঙ্গে আমি কুটুম্বিতা করতে চাই না। এ সব বংশের কাউকে আমি আমার উঠোন মাড়াতেও দিচ্ছি না! সম্ভ্রান্ত পোরিয়া বংশের একটি ছেলেকে আমি পছন্দ করেছি, তাকেই আমি জামাই করবো। গোচা নিজেই কিন্তু সালাণ্ডিয়া, অবশ্য সে সম্পর্কে সে কোন উচ্চবাচ্যই করে না।

বংশের মর্যাদা, বৈষম্য, এ সব কিছুই উঠে গেছে অনেক কাল,—এতে আর কিছুই যায় আসে না এখন। কিন্তু তবুও এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা যে সালাণ্ডিয়ারা বিগ্‌ভাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চায় না। গ্‌ভাদির অবাক হওয়ার কারণ এ নয় যে সে নিজে একজন বিগ্‌ভা; দুনিয়া শুদ্ধ জানে সালাণ্ডিয়ারা বিগ্‌ভাদের চাইতে অনেক নীচু বংশ। বিগ্‌ভা বংশ হচ্ছে গির্জার চাষী, কিন্তু সালাণ্ডিয়ারা পোরিয়াদের ভূমিদাস… তাছাড়া বংশ হিসাবে গির্জার চাষীরা ঐ সম্ভ্রান্ত পোরিয়া গোষ্ঠীর গোলাম হতভাগ্য ভূমিদাসদের চাইতে বহুগুণ উঁচু; যেই যত খুসী কপচাক না কেন এটা হচ্ছে খাটি সত্য কথা। আজ গ্‌ভাদির চাইতে গোচা যতই কেননা বড় হোক, কিন্তু সেটা বংশের দিক থেকে নয়; আজই না হয়

গ্‌ভাদির এই দুরবস্থা। একেতো জ্বরে জ্বরেই সে শেষ হয়ে গেছে তার উপর ঐ অভিশপ্ত পিলেটা—তাছাড়া ওর স্ত্রীর অকাল মৃত্যু ওকে একেবারেই বসিয়ে দিয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যের মারেই না আজ সে এতোটা নীচে নেমে এসেছে! তারও একদিন ছিল। কদর তারও কম ছিল না কারুর চাইতে; আজকের এই দুরবস্থা কিছু আর চিরদিনই ওর ছিল না। পাচটি ছেলে ওর—

আর একা গ্‌ভাদিই হচ্ছে সেই পাচটি সন্তানের জন্মদাতা; কিন্তু গোচা, আজ পর্যন্ত পেরেছে সে একটি ছেলেরও জন্ম দিতে? আর তাই না আজ তাকে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে একটি ছেলেকে ঘরজামাই করে বাড়ীতে এনে রাখার জন্য। একটি নয়, পাচ পাঁচটি ছেলে, এটা কি একটা কম কথা, ভাব একবার! বিগ্‌ভাদের সঙ্গে সালাগুিয়াদের তুলনা—সেটা কি কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারে! ধর না এই জেবা ··জেবাও তো বিগ্‌ভা বংশেরই ছেলে,—পাতি পাতি করে খুঁজে দেখ, সমস্ত সালাগুিয়া বংশের ভিতর একটিও যদি এমন পাও, জেবার সঙ্গে যার তুলনা হতে পারে! আর কেবল সালাগুিয়া কেন, পোরিয়াদের ভিতর থেকেও বার কর দেখি ওর মতন একটা ছেলে। কোন্ পোরিয়ার সঙ্গে জেবার তুলনা হতে পারে দেখাও দেখি আমাকে? আর্চিল? অন্য সবাইয়ের চাইতে আর্চিল একটু ভাল বটে, তা হ'লে কি আর্চিল··· ঐ আর্চিলের উপরেই কি গোচার লক্ষ্য নাকি? যেহেতু সে পোরিয়া বংশের। তাই হবে···অবশ্য এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা গ্‌ভাদির পক্ষেও খুব সহজ নয়!·· কিন্তু···হুঁ···যদিও সামান্য একটু ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তার সঙ্গে গ্‌ভাদির একটা সম্পর্ক আছে, তাহ'লেও গ্‌ভাদি বলতে বাধ্য যে আর্চিল হচ্ছে আস্ত একটি চোর। অবশ্য গোচার এ ধরনের কোন সন্দেহ নেই তার প্রতি···কিন্তু এখন গ্‌ভাদির মনে

একটা সন্দেহ জাগছে; আর্চিল যদি গোপনে গোপনে গোচাকে না সাহায্যই করবে তা হলে কি আর গোচা অত রোয়াব করে বলতে পারে—তোরা কিছুই করতে পারবি না আমার, দেখে নিস্, তোদের সাহায্য ছাড়াও আমি ঘর তোলার কাজ শেষ করতে পারবো।

এ তো পরিষ্কার—দি'নের আলোর মতন পরিষ্কার; আর্চিল হচ্ছে করাত কলের ম্যানেজার; খুব সম্ভবত সে গোপনে অল্প অল্প করে জিনিসপত্তর দিয়ে ওকে সাহায্য করে থাকে, আর সে-ই হচ্ছে তাহলে গোচার ভরসা। হয়তো গোচা ভাবে এটা চুরি নয়। কিন্তু তবুও কিনা একজন সৎলোককে সে মুখনাড়া দেয় আর খাম্‌কা গাল পাড়ে। এত বড বীর পুরুষই যদি সে হয়ে থাকে, বলুক না গিয়ে দেখি জেরার সামনে, তাকে লুকিয়ে কি সব সে করে বেড়াচ্ছে? তা নয়, গ ভাদির কাছেই ওর যত জারিজুরি, না?

কুড়ুল নিয়ে তেড়ে আসা·

ওটা দিয়ে আঘাত করতো না সে নিশ্চয়ই! ভারী মজার ব্যাপার তো! অবশ্য পরখ করে দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি গ্‌ভাদি, পালিয়ে এল সে তাড়াতাড়ি। ভয় পেয়ে? মোটেই না; তবে সে মারপিটের ভিতর যেতে চায় নি, নইলে···আর ধর সত্যি সত্যি যদি মারপিটই বাধতো, গ্‌ভাদি কিছু আর কারুর চাইতে কম যেতো না। অনেকে হয়তো ভাবে গ্‌ভাদি পঙ্গু, দুর্বল, চেহারাটা মোটেই ওর তেমন জাঁদরেল গোছের নয়, পিলে রোগে ভুগছে, ওকে কাবু করাতো অতি সহজ! কিন্তু ওকে অতটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাও ঠিক নয়; নাৎসার কেকিয়ার চেহারাটা দেখতে তেমন কিছু বিরাট ছিল না, কিন্তু বনের বড় বড দৈত্যগুলোকেও সে নাচিয়ে ছাড়তো; তা যদি হয়ে থাকে, তবে গ্‌ভাদির বুদ্ধি আর কৌশলের কাছে গোচার শক্তি আর কতটুকু? চোখের পলক

ফেলতে না ফেলতেই গোচার আঙুলগুলো মুচড়ে ধরে, কুড়ুলটা ছিনিয়ে নিত সে ওর হাত থেকে, আর গোচা কিছু বুঝতে পারবার আগেই, যেটা নিয়ে গ্‌ভাদিকে সে তেড়ে এসেছিল, সেই তার নিজের হাতের কুড়ুলেই তার মাথাটা দু ফাঁক হয়ে যেত।

গোচার প্রতি রাগে এমনি করে গ্‌ভাদি, কখনও উচ্চকণ্ঠে কখনও মনে মনে নানান কথা বলে চলে। এতটা গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে সে, যে এতক্ষণ মোটেই খেয়াল হয়নি তার যে সে শহরের কাছ অবধি প্রায় চলে এসেছে। কেবলমাত্র যখন ওর মনে পড়লো, গোচা কেমন করে কুড়ুলটা নিয়ে ওকে তেড়ে এসেছিল, তখনই হঠাৎ ওর খেয়াল হল কোথায় সে এসে পড়েছে, কুড়ুল নিয়ে তেড়ে আসার কথাটা মনে পড়তেই রাগে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, চলতে চলতে রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, কাঁধ দুটো সরিয়ে নেয় পেছনের দিকে। সেই মুহূর্তে যদি কেবলমাত্র সে গোচার অতর্কিত আক্রমণের কথাই চিন্তা করতো তবে হয়তো ওর এতোটা রাগ হতো না; একটা পা এগিয়ে দিয়ে ছুরির বাঁটটা সে এমনিভাবে বাগিয়ে ধরে যেন ওটা একটা ছোরা, আর তখনই কেবলমাত্র তার খেয়াল হয় যে সে এখন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আর অনেক দূর পেছনে ফেলে এসেছে তার গাঁ।

আচ্ছা, এর মানে কি? কোথায় চলেছি আমি? বাস্তবিকই সে এবার অবাক হয়ে যায়; মুহূর্তের জন্য ভুলে যায় সে তার অন্তর্দাহ—ভুলে যায় ওর হাতের মুঠোয় শক্ত করে বাগিয়ে ধরা ছুরিটার কথা।

অবাক বিস্ময়ে গ্‌ভাদি নিজের পানে তাকায়; ওর ডান পাশে খানিকটা উঁচু জমির উপর করাত কলের কারখানা বাড়ীটা; এতক্ষণে নিশ্চয়ই কাজ শুরু হয়ে গেছে ওখানে, আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে ঠক্ ঠক্ শব্দ আর যন্ত্রের একঘেয়ে আওয়াজ, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে গ্‌ভাদি।

কী ভাগ্য ! নির্বিঘ্নে সে গাঁ ছেড়ে চলে আসতে পেরেছে , কোনই মানে হয় না এখন আর বাড়ী ফিরে যাবার ; তাছাড়া করাত কলটা দেখার পর ওর মাথায় আর একটা নূতন মতলব ঘুরতে শুরু করে।

দিনটা হয়তো একেবারেই বৃথা যাবে না ; ভাগ্য হয়তো শেষ পর্যন্ত সুপ্রসন্ন হয়েও উঠতে পারে,—আপন মনেই গ্ভাদি বলে ওঠে।

পায়ের আঙুলের ডগার উপর ভর দিয়ে গ্ভাদি উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করে বেড়ার ওপাশে কারখানা বাড়ীটার উঠানে পরিচিত কাউকে দেখতে পায় কিনা।

ঠিক সেই মুহূর্তে যেন ওর মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতেই হঠাৎ কারখানার সদর দরজাটা পাটে পাট খুলে যায়, আর খোলা দোরের পথে একজন অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে রাস্তার উপর ওঠে। কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে ঢালু পথ বেয়ে সে উপরে উঠে আসে ; মুহূর্তে গভাদি অশ্ব আর অশ্বারোহী উভয়কেই চিনতে পারে। আনন্দে, অথবা আশঙ্কায় যে পাছে লোকটা অন্যদিকে চলে যায় ওর দৃষ্টির বাইরে, ওর প্রথম ইচ্ছা হয় ছুটে গিয়ে সে লোকটার সঙ্গে দেখা করে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবে, এতো তাড়াতাড়ি কেন ? তারপর ··যেন কিছুই হয়নি এমনি নির্বিকারভাবে সে চলতে শুরু করে দেয় ; কেননা, সে লক্ষ্য করেছে যে অশ্বারোহীও ওকে দেখতে পেয়েছে আর খুসীও হয়ে উঠেছে এমন একটা সুযোগ সাক্ষাতের জন্য।

এগিয়ে এসে চাবুকটা গ্ভাদির পানে উঁচিয়ে অশ্বারোহী হেঁকে ওঠে—এই যাস্‌না কথা আছে তোর সঙ্গে।

ঠিক সেই মুহূর্তে গ্ভাদিও ভেবেছিল যে ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াবে যাতে করে এই সাক্ষাতে সে নিজেও যে খুসী হয়ে উঠেছে সে ভাবটা ও না দেখতে পায়।

লোকটা বড় রাস্তার উপর উঠে আসে ; বাঁধানো রাস্তার বুকে ঘোড়ার ক্ষুরের খট্ খট্ আওয়াজ ওঠে। দ্রুত কদমে সে গ্‌ভাদির কাছে এগিয়ে এসে লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে থামায়। তারপর মাথার উঁচু পশমী টুপীটা একটু পেছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে গ্‌ভাদির মুখের পানে তাকায়।—হাটে যাস্‌নি যে, অপদার্থ কোথাকার! ভুলে গেছিস যে আজ শুক্রবার?

গ্‌ভাদিও জবাব দিতে যাবে ঠিক এমনি সময়ে অশ্বারোহী একবার চারদিক পানে তাকিয়ে যখন বঝতে পারে যে ওদের লক্ষ্য করার মত আশে-পাশে, কেউ কোথাও নেই তখন ঝুঁকে পড়ে সে ওর কানের কাছে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে :

শিগ্‌গির—জল্‌দি চল, নইলে খুবই খারাপ হবে তোর পক্ষে। একটা কাজ করতে হবে বুঝেছিস্, আর তাতে তোরও একটা অংশ থাকবে। কাজটা কি, সে সেখানে গিয়েই বলবো···

এতোই যদি তাড়া তবে, কি বিপদ, তবে আমাকেও ঘোড়ার পিঠেই তুলে নাও না, দু'জনে একসঙ্গেই যাওয়া যাবেখন, তার চাইতে সহজ পন্থা কি আর থাকতে পারে!

ভ্রু কুঁচকে লোকটা সোজা হয়ে ঘোড়াটার পিঠের উপর চেপে বসে ব্যঙ্গচ্ছলে গোঁফে চাড়া দিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলে ওঠে :

তোর এত বড় সাহস! কুত্তার বাচ্চা! কি ভেবেছিস্ তুই—আমাকে বিগ্‌ভা পেয়েছিস্? ওর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে ; তারপর লাগাম টেনে ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কদমে ছুটিয়ে দেয়, আর ঝড়ের মতন ক্ষিপ্র গতিতে রাস্তা অতিক্রম করে চলে যায়। অশ্বারোহীটি আর কেউ নয়, স্বয়ং আর্চিল পোরিয়া। আগে সেই ছিল ঐ করাত কলের মালিক, কিন্তু যখন থেকে ওটা ওর্কেটি যৌথ খামারের হাতে

চলে গেল তখন তারা ওকেই নিযুক্ত করে কারখানার ম্যানেজার হিসাবে। ধনী সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে আর্চিল,—একেই গভাদি ভেবে রেখেছে গোচার ভবিষ্যৎ জামাতা হিসাবে, যদিও তাতে করে ওকে চোর বলতে আটকায় নি তার।

পূর্বে গ্‌ভাদি কাজ করতো আর্চিলের বাবার কাছে, আর সেই সম্পর্কে এখনও আর্চিল ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় যখনই তার প্রয়োজন পড়ে কোন নোংরা কাজ করাবার। ভূতপূর্ব মনিব আর ভৃত্যের ভিতরের গোপন সম্পর্ক আজও তেমনি অটুট আছে যদিও গ্‌ভাদি পোরিয়ার কাজে ইস্তফা দেবার পর থেকে এতাবৎকালের মধ্যে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়ে গেছে।

গ্‌ভাদি এখনও ওর কাজ করে দেয় কেননা ভূতপূর্ব মনিবের কথা প্রত্যাখান করা সময় সময় ওর পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ে, তাছাড়া আর্চিলকে সে মনে মনে ভয়ও করে খুব; কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই ওর কাজ করে দেয় গ্‌ভাদি তার ব্যাক্তিগত স্বার্থের খাতিরে। এই ধরনের কাজে ওর দু'পয়সা আসে, তাছাড়া পোরিয়ার কাছ থেকে কমিশন আদায় করতে ওকে তেমন বিশেষ বেগ পেতে হয় না। বা খুব একটা পরিশ্রমও করতে হয় না। সুতরাং এবারও গ্‌ভাদি ওর প্রস্তাবে সোৎসাহেই সাড়া দেয়।

যাক্‌গে, শেষ পর্যন্ত আজ হয়তো ভাগ্যটা সুপ্রসন্নই হবে, আর আর্চিলের কৃপায় মনটাও হয়তো হাল্‌কা হয়ে যেতে পারে। গ্‌ভাদির মনে একটা আশার আলো ঘনিয়ে আসে।

তারপর হয়তো ছাগল-ছানাটা ছাড়াই ছেলেগুলোর জন্য জুতা কিনে নিয়ে যেতে পারবো।

কি আর করি বল? ঐ নচ্ছারগুলোর সংস্পর্শে না এসে চলাও মুস্কিল,

বুঝেছ গ্‌ভাদি—আর পারাও যায় না ছল চাতুরী জুয়াচুরির আশ্রয় না নিয়ে—আচিল চলে গেলে পর ওর প্রস্তাবের লাভের দিকটা হিসাব করতে করতে মনের সুখে গ্‌ভাদি নিজেকেই সম্বোধন করে বলে ওঠে।

এতক্ষণে গ্‌ভাদি সাহস সঞ্চার করে হেলে দুলে মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে চলে।

(পাঁচ)

ছোট্ট গেঁয়ো শহরটি আজ রূপান্তরিত হয়েছে সুসংগঠিত জেলা শহরে, কিন্তু অতীতের একটি ঐতিহ্য এখনও বজায় আছে—সপ্তাহে এখনও এখানে দু'দিন করে হাট বসে, শুক্রবার আর রবিবার।

পূর্বে এখানে বাসিন্দার সংখ্যা ছিল কম, এই হাট থেকেই তাদের খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংকুলান হ'ত, তাছাড়া প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু জমিজেরাত ছিল; কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে, শহরটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বড বড় যৌথ ও সোভিয়েট সমবায়, জনসংখ্যা হয়ে উঠেছে দ্বিগুণ, বিশেষ করে বাইরে থেকে শ্রমিক, কারিগর, শিক্ষক, ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির আগমনে। সপ্তাহে কেবলমাত্র দু'দিন করে হাট এখন আর মোটেই যথেষ্ট নয়; তাছাড়া আশ-পাশের গাঁয়ের লোকদের প্রয়োজনের তাগিদও গেছে বেড়ে। যৌথ-চাষীরা শহরের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শস্যের জোগান দেয়, তাই তাদেরও প্রয়োজন ব্যাপক ক্রয় বিক্রয়ের কেন্দ্রের।

সুতরাং শহরে আজ বেজায় ভিড···প্রচুর লোকের সমাগম।

পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা চলা অসম্ভব; গরুর গাড়ীর ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ আর বিক্রয়ার্থে আনীত পশুগুলির চীৎকারে কানে তালা লাগে। চীৎকারে হাসিতে পথ ঘাট মুখরিত করে এক বিরাট জন-স্রোত এগিয়ে চলেছে হাটের দিকে।

গভাদি হাটে আসতে পছন্দ করে বিশেষ করে এই কারণে যে এখানে বহু অপরিচিত লোকের সঙ্গে পায় সে গল্প গুজব করতে, পারে আলাপ জমাতে, আর তাতে করে এক অনির্বচনীয় আনন্দে ওর মন প্রাণ ভরে ওঠে। যতই কথা বলুক না কেন এখানে এসে, তার জন্য ওকে জবাব-

দিহি করতে হয় না কারুর কাছে আর প্রয়োজনও হয় না জিভ্‌টাকে লাগাম কষে সংযত হয়ে কথা বলার, তাছাড়া ওর গ্রাম্য রসিকতা, ব্যঙ্গ-কৌতুকের অবাধ ক্ষেত্র মেলে এখানে এসে। .

অপরিচিতদের সঙ্গে তার ব্যবহার, নিজের গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সে তার আত্মসম্মান সম্পর্কে দারুণ সচেতন হয়ে ওঠে আর একান্ত সতর্কতার সঙ্গে বজায় রেখে চলে তার নিজের সম্মান। বস্তুত ওর গাঁয়ের লোকেরা ওকে এতটুকুও সম্মান দেয় না—মোটেই সুনাম নেই ওর নিজের গ্রামের ভিতর; তাছাড়া প্রত্যেকটি লোকই চায় দৈনন্দিন পৌনঃপুনিকতার হাত থেকে সাময়িক মুক্তি—অন্তর দিয়ে অনুভব করতে চায় মুক্তির আস্বাদ; তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে অন্যের দৃষ্টি···সম্ভ্রমভরা চোখে লোক চাইছে তোমার পানে,—এরই আনন্দময় অনুভূতি প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে আলো বাতাসের মতনই অপরিহার্য; কিন্তু নিজের গাঁয়ে গ্‌ভাদি এ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

যে সব লোক দূরের গাঁ থেকে হাটে আসে তারাও ভালবাসে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করতে, তাই গ্‌ভাদির রসিকতায় আকৃষ্টও হয় তারা খুবই বেশী, ওর চাতুর্যপূর্ণ কথা, টিপ্‌পুনি, বেশ মন দিয়েই শোনে তারা, আর উপভোগও করে খুবই আর তাতে গ্‌ভাদিও মনে মনে খুসী হয়ে ওঠে প্রচুর।

শহরের পশ্চিম দিকের রাস্তাটা ধরে ওরই মতন একদল যৌথ চাষী তাড়াতাড়ি ছুটে চলেছে হাটের দিকে। গ্‌ভাদি ওদের দলে ভিড়ে যায়। একজন বাচ্চা সমেত একটা ছাগল দড়ি দিয়ে বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে; ছাগলটা যাচ্ছে আগে আগে আর বাচ্চাটাও তার মায়ের গা ঘেঁসে ছুটে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে।

গ্‌ভাদি তাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় ছাগল-ছানাটাকে সে কত দামে বেচবে বলে ঠিক করেছে ; তারপর সে তাকে পরামর্শ দেয় আরও বেশী দাম হাঁকার জন্য, এমন কি সে ওকে ডবল দামই হাঁকতে বলে। গ্‌ভাদি লোকটার কাছে গল্প করে, সেও একটা ছাগল-ছানা দড়ি দিয়ে বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছিল হাটে বিক্রি করাব জন্য, আর কেমন করে সেটা ছুটে পালিয়ে গেল। কিন্তু এই লোকটির ছাগল-ছানাটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের—দেখলেই বোঝা যায় যে ওটা খুব চালাক, সুতরাং দামও সেই জন্যই বেশী হওয়া উচিত।

চাষীটি ওর পানে আড়চোখে একবার দেখে নেয় তারপর বলে ওঠে : কি বোকা! ছাগলটাকেও তো দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসতে পারতে, তাহ'লে তো বাচ্চাটা আর পালিয়ে যেতে পারতো না।

এক অস্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয়ের সুরে গ্‌ভাদি ওর কথার প্রতিবাদ করে : তা হয় তো ঠিক, কিন্তু আমার ছাগল-ছানাটা যে পালিয়ে গেছে এটাতো ঠিক! আর তার কোন প্রতিকারও নেই এখন ; মরুকগে ছাই! ছাগলগুলোও হচ্ছে ঠিক মানুষেরই মতন, অনেকেরই যেমন কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক থাকে না ওরাও তেমনি অভ্যাস নিয়েই জন্মায়—দড়ি কেন শেকল দিয়ে বেঁধেও আমার সেটাকে তুমি ধরে রাখতে পারতে না।

গ্‌ভাদি চাষীটিকে অনুরোধ করে : আমার কথাটা রেখ ভাই, ওটার দাম হাঁকবে পাঁচ টাকা ; তার পর বিক্রি হয়ে গেলে পর তখন মনে কোরো আমার কথা।

গ্‌ভাদি চাষীটিকে তার নিজের পরিচয় দেয়। আমার নাম হচ্ছে গ্‌ভাদি, ওর্কেটির বিগ্‌ভা বংশে আমার জন্ম। আমিও একজন যৌথ খামারের চাষী।

গ্ভাদি? লোকটি এত অবাক হয়ে যায় যে চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

তাহলে তুই-ই ওর্কেটির সেই গ্ভাদি! তাই এমনি, ব্যাটা পাজী! অনেক সময়েই অবাক লাগতো, আর ভাবতাম লোকটা কেমন? ব্যাটা বুড়ো খেঁকশিয়াল কোথাকার!

লোকটা গ্ভাদির আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নেয়, তারপর গোটা রাস্তাটা কাঁপিয়ে বনদৈত্যের মতন উচ্চস্বরে হেসে ওঠে। এই সময়ে ওরা যাচ্ছিল পুরানো ধরনের দোকান ঘরগুলো খিলান দেওয়া চওড়া ছাদের তলা দিয়ে—যে ধরনের দোকান এখনও দেখা যায় প্রাচ্য-খণ্ডের বাজারগুলোতে।

হঠাৎ কোথা থেকে যেন গানের সুর ভেসে আসে। আগে বাজারের ভিতরে ছিল পান্থনিবাস কিন্তু এখন সে ঘরটায় যৌথ-ভোজনাগার। কোথায় এবং কে গাইছে গান, জানতে গ্ভাদির দারুণ কৌতূহল জাগে, যারাই গান করুক না কেন, ওরা খুবই নীচু সুরের গাইয়ে—গলা মিলছে না মোটেই। গ্ভাদি খুব ভাল গাইয়ে, তাই সে বেসুরো বেতালা গান মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু একটা গলা যেন ওর চেনা চেনা লাগছে—মনে হচ্ছে যেন আর্চিলের কণ্ঠ! গান শুনতে শুনতে গ্ভাদি আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। পর মুহূর্তেই কে যেন ওর নাম ধরে ডেকে ওঠে—গ্ভাদি!

চট্ করে গ্ভাদি ঘুরে দাড়ায়, ভোজনাগারের দরজায় দাঁড়িয়ে আর্চিল। কে? গ্ভাদি! শিগ্গির এদিকে আয়, ব্যাটা কুকুর! আদেশভরা কণ্ঠে আর্চিল ওকে ডাকে।

আর্চিলের বয়স বছর পঁচিশেক, কালো দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো, গোঁফ জোড়া পাকিয়ে ছুঁচলো করে বাঁকিয়ে উপরের দিকে তুলে দেয়া;

গায়ে একটা পুরানো কোট, রং জ্বলে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। মাথায় ধূসর রংয়ের উঁচু টুপীটা কানের উপর পর্যন্ত টানা, পায়ে প্রাচ্য ধরনের এক জোড়া নরম চামড়ার বুট চক্‌চকে করে পালিশ করা!

কেন, আমিই তো তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কি বিপদ! নেংচাতে নেংচাতে গ্‌ভাদি ওর পানে এগিয়ে যেতে যেতে জবাব দেয়, তার চোখে মুখে একটা লুব্ধভাব ফুটে ওঠে। আর্চিলের কাছে এসে নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে গ্‌ভাদি করমর্দনের জন্য ডান হাতখানি বাড়িয়ে দেয়।

তোকে একটা খোস-খবর দেই যদি তবে কি দিবি বল? করমর্দনের জন্য ওর প্রসারিত হাতখানা অবজ্ঞায় একপাশে ঠেলে দিয়ে আর্চিল বলে ওঠে। তারপর দু' হাতে ওর কাঁধ দুটো ধরে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে: বল কি দিবি?·····

আর্চিল ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে: যৌথ খামার থেকে তোকে তক্তা দিচ্ছে—বুঝেছিস কুত্তা! শুনেছিস, না এখনও শুনিস নি?

বেশ তো, কি হ'ল তাতে? কি বিপদ! কেবল তক্তা দিয়েই তো আর ঘর হয় না!····

তক্তা তক্তাই তো হচ্ছে আসল জিনিস, বুঝেছিস্ মূর্খ? এখন বল দেখি, ওরা বলেছে তোকে, দিয়েছে এ খবর? বলেই আর্চিল ধাক্কা দিয়ে ওকে একপাশে সরিয়ে দেয়। সে যাক্‌গে, এই শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য আমাকে কিছু দিতে হবে তোকে, বুঝেছিস্?

আর্চিল গ্‌ভাদির কাছে আর একটু সরে আসে, তারপর ওর নাকের উপর তর্জনী তুলে ইঙ্গিত ভরা কণ্ঠে শাসানোর সুরে বলে ওঠে: একথা তুইও জানিস আর আমিও জানি যে করাত কলটার মালিক হচ্ছি আমি, আমি যদি ইচ্ছা করি তবে কালও মাল দিতে পারি আর ইচ্ছা না

করলে বছরখানেক ধরেও ঘোরাতে পারি। কি মনে করিস্? অন্যের ঘাড় ভেঙে পেতে চাস তোরা সব কিছুই, তাই না?

আমার বাবার গড়ে তোলা কারখানাটা থেকে আমাকেই চাস্ তোরা বঞ্চিত করতে; কি বলিস, তাই না? কিন্তু মনে রাখিস, তুই আমার এই হাতের মুঠোয়—আর্চিল মুষ্টিবদ্ধ হাতখানি গ্‌ভাদির নাকের উপর নাড়তে থাকে।

তোমার বাবা আমার যথেষ্ট উপকার করে গেছেন—কি বিপদ, আর সেটুকু দয়া তোমার কাছ থেকেও পাব বলেই আশা রাখি; সে কথা কি আর বেশী বলার প্রয়োজন আছে কিছু? একান্ত অনুগ্রহভাজন ব্যক্তির দীন কণ্ঠে গ্‌ভাদি বলে ওঠে।

আর্চিল গ্‌ভাদির কনুইতে জোরে একটা টিপ দিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর পানে তাকিয়ে বলে: এখানে আমার একটা জিনিস আছে সেটা তোকে পৌঁছে দিতে হবে আমার বাড়ীতে······বুঝেছিস? তার জন্য অবশ্য দাম দেবো তোকে—দেবো কিছু তোর ছেলেদের জন্য।

সে তো খুব ভাল কথা, কি বিপদ, কখনও অস্বীকার করেছি আমি? প্রত্যুত্তরে গ্‌ভাদিও ফিস্ ফিস করে জবাব দেয়। ওর চোখে মুখে প্রভুভক্ত কুকুরের আনুগত্য ফেনিয়ে ওঠে।

বেশ ভাল করেছিস যে একটা বড় থলে এনেছিস সঙ্গে করে; কি আছে ওটার ভিতর? আর্চিল থলেটা উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

ও কিছু না······মাত্র কয়েকটা······গভাদি তোতলাতে শুরু করে।

কতগুলো বাজে জিনিস তো ····বোধ হয় এক পয়সাও দাম হবে না! সে যাক্ ওর দামও আমি দিয়ে দেবো। গ্‌ভাদির কথাটা শেষ পর্যন্ত শোনবারও অপেক্ষা না করেই রুক্ষ কণ্ঠে আর্চিল বলে ওঠে, তারপর ভোজনাগারের দরজাটা খুলে হেঁকে ওঠে: ভিতরে ঢোক।

ওরা দু'জনে ভোজনাগারের একটা কামরার ভিতরে গিয়ে ঢোকে; সেখানে আরও দুজন লোক কোণের দিকে একটা টেবিলের পাশে বসে অপেক্ষা করছে: একজন হল ম্যাকসিম, সমবায় ভাণ্ডারের কর্মচারী, গভাদির সঙ্গে ওর পরিচয় বহুদিনের তাছাড়া আর্চিলের সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। অন্যজন--চুলগুলি তার সুন্দর, গোঁফ ছাটা, ওকে গভাদি দেখেনি কোন দিনও, মনে হয় না স্থানীয় লোক বলে, নূতন এসেছে এদিকে।

গভাদির পুরানো আলাপী দোকান কর্মচারীটি ওকে দেখে দারুণ খুসী হয়ে ওঠে, উঠে এগিয়ে এসে সে গভাদির হাতটা চেপে ধরে ওর কুশল প্রশ্ন করে। গভাদির মনে হয় সে টেরা, ম্যাক্সিম যখনই কোন লোকের দিকে তাকায়, তখনই সে তাকায় চোখের কোণে।

এস আমরা নবাগতের স্বাস্থ্য পান করি। ম্যাকসিম বলে ওঠে, তারপর লাল রংয়ের মদে একটা গ্লাস ভর্তি করে গভাদির সামনে এগিয়ে দেয়।

অপরিচিত লোকটির সঙ্গে আর্চিল গভাদির পরিচয় করিয়ে দেয়। তাকে বুঝিয়ে দেয় যে গভাদি কেবলমাত্র একজন যৌথ-চাষীই নয়, ও হচ্ছে একজন চমৎকী-মজুর, আর সেইজন্যই যৌথ-খামার থেকে ওকে উপহার স্বরূপ দিচ্ছে একখানা নূতন ঘর। পরে আর্চিল গভাদিকে বলে আগন্তুককে একখানা গান শুনিয়ে দিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে হুসিয়ারও করে দেয় যেন গভাদি গানখানা গায় খুব ভাল করে যাতে না আর্চিলকে এই নূতন ভদ্রলোকটির কাছে অপদস্থ হতে হয়।

আর্চিল মদের গ্লাসটা গভাদির মুখের কাছে তুলে ধরে এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে দিতে বলে। প্রথা অনুসারে গভাদি প্রথমটায় আপত্তি জানায়: এতো বড় গ্লাস কি করে সে শেষ করবে এক চুমুকে! নিশ্চয়ই সে তা পারবে না।

আমি এখন যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে, কি বিপদ, সে আমার শরীরে ওষুধ ফুঁড়ে দেবে আজ, সুতরাং মদ খেয়ে কি করে গিয়ে হাজির হব তার কাছে ?

কেউ অবশ্য ওর কথা বিশ্বাস করে না।

একটা আস্ত গাধা তুই। আরে লাল মদের চাইতে কোন ভাল ওষুধ আছে নাকি দুনিয়ায়! এতে তোর পিলে টিলে সব ভাল হয়ে যাবে দেখিস, আর ভুঁড়িটাও যাবে চুপসে, পেটের ওপর থাকবে কেবল পাতলা চামড়া।

গ্‌ভাদি সবাইয়ের স্বাস্থ্য কামনা করে—প্রার্থনা করে টেবিলের উপর যাতে বর্ষিত হয় ঈশ্বরের মঙ্গলময় আশীর্বাদ, তারপর এক চুমুকেই গ্লাসটা খালি করে ফেলে।

গ্‌ভাদির পান-সঙ্গীরা তার স্বাস্থ্য কামনার প্রত্যুত্তরে ওর স্বাস্থ্য কামনা করে, তারপর সবাই মিলে ওকে অনুরোধ করে গান শুরু করতে।

গ্‌ভাদির পাশে বসে আর্চিল। ওর কাঁধের উপর হাত রেখে সে তার কানটা গ্‌ভাদির মুখের কাছে নিয়ে আসে, যাতে করে সেও সুরটা ঠিকমত ধরে, ওর কণ্ঠের সঙ্গে পারে কণ্ঠ মেলাতে। হঠাৎ আর্চিল গ্‌ভাদির থলেটার ভিতর হাত পুরে দিয়ে হাতড়াতে শুরু করে।

মনে হচ্ছে কয়েকটা আতা নিয়ে এসেছে হাটে বিক্রি করতে—ব্যাটা কুকুর! আর্চিল মনে মনে ভাবে।

এত অল্প কয়েকটা আতা নিয়ে এসেছিস তুই শহরে? ওতে ক'পয়সা পাবি, বল দেখি হতভাগা? অত বড় একটা থলে আর ওতে কিনা মাত্র গোটাদশেক আতা···বয়ে আনার মজুরীও তো পোষাবে না।

গ্‌ভাদির প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই আর্চিল তার হাতটা পুরে দেয় থলেটার ভিতরে ; একটা কমলানেবু ওর হাতে ঠেকে।

আরে, এযে কমলানেবু দেখছি! নেবুটা টেবিলের উপব রেখে আবার সে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আরও কয়েকটা নেবু টেনে বের করে টেবিলেব উপর বেখে দেয়, নেবু দেখে সবাই খুসী হয়ে ওঠে।

খুব শিগ্‌গির শিগ্‌গির পেকেছে তো—এখনও তো নেবু পাকার সময় আসেনি—সরস কণ্ঠে অপরিচিত লোকটি বলে ওঠে, তাবপর একটা নেবু তুলে নিয়ে কাছ থেকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করে। গ্‌ভাদি নেবুগুলোর ভবিষ্যৎ ভেবে এতই তন্ময় হয়ে পড়ে যে ওর সঙ্গীরা কি বলছে না বলছে কিছুই আর তাব কানে প্রবেশ করে না।

নূতন লোকটা বেশ একটু মাতাল হয়ে পড়েছে—মনে হয় ওর চোখ দুটিও হয়ে উঠেছে ঘোলাটে। মাত্র দুটি গাছ আমার, কি বিপদ, আর সেই গাছ দুটো থেকেই আমি ওগুলো তুলে এনেছি, ওর শিবদাড়ার ভিতর দিয়ে একটা তীব্র কাঁপুনী নেমে আসে, আর সেটা লুকোতে গিয়েই গ্‌ভাদি আচিলকে বলে।—মাত্র অল্প কয়েকটা · ভগবান্‌ই জানেন কেন ওগুলো এত শিগ্‌গির পেকেছে ...তা মরুকগে ছাই। গ্‌ভাদি প্রথমটায় থতমত খেয়ে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সামলে নিয়ে আত্মস্থ হয়ে বলে চলে:—তাই ভাবলাম কাউকে দিই, এই ধর যেমন তোমাদের মতনই কাউকে,—গ্‌ভাদি টেনে টেনে হাসতে শুরু করে, কিন্তু কি যেন এক রহস্যময় কারণে ওর হাসি মুখের উপরে প্রতিভাত হয় না।

সবগুলো নেবুই থলের ভিতর থেকে বের করে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে আচিল খেকিয়ে ওঠে: মিথ্যা কথা বলছিস্‌ তুই, কুত্তার বাচ্চা, নিশ্চয় কবে বলতে পারি আমি, ওগুলো তোর নিজের গাছের নয়, যৌথ খামারের বাগান থেকে চুরি করে পেড়ে এনেছিস। খেয়ে দেখ একটা,—বন্ধুদের দিকে ফিরে আচিল বলে—কথায় বলে চোরাই মাল

চোরের কাছ থেকে কেড়ে নিলে ভগবান খুসীই হন। ম্যাক্সিম ও আগন্তুক হেসে ওঠে আর গ্‌ভাদির পানে তাকিয়ে এমন ভাবে চোখ ঠারে যাতে করে ওকে যেন বুঝিয়ে দিতে চায় যে আর্চিলের কথায় মোটেই কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না ওরা।

গ্‌ভাদিও ওদের সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে, ওর হাসিটাই জোর হয় সব চাইতে বেশী—যেন সে সন্দেহের শেষ বাষ্পটুকুও মুছে নিতে চায় ওদের মন থেকে আর প্রমাণ করতে চায় যে আর্চিল নেহাৎই মিছামিছি ওর বদনাম করছে।

বৃথা কালবিলম্ব না করে আর্চিল আর তার বন্ধুরা নেবুগুলির স্বাদে বসনা পরিতৃপ্ত করতে শুরু করে দেয়।

কে বলতে পারে—কে পারে অনুমান করতে যে কেন হঠাৎ গ্‌ভাদির মনে জেগে উঠল সঙ্গীত? যে সময়ে ওর সঙ্গীরা প্রথম নেবুটা ছুলে ভাগ করে নিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই গ্‌ভাদি অর্ধ-নিমিলিত নেত্রে স্বর পঞ্চমে চড়িয়ে সেই পুরানো "হাসান বেগুরী" গানটা গাইতে শুরু করে!

গ্‌ভাদির গলা খুবই মিষ্টি আর গাইতেও পারে চমৎকার। টেবিলের অন্যান্য সঙ্গীরাও তাদের সাধ্যমত ওর সঙ্গে গাইতে শুরু করে। অপরিচিত লোকটি নেবু খেতে খেতেই ঘোলাটে চোখে গান করে চলে।

দোকান কর্মচারী একটির পর একটি নেবু খেয়েই চলেছে; আর যখন স্বর খাদে নেমে আসে তখন মাঝে মাঝে সেও যোগ দেয় ওদের সঙ্গে।

গ্‌ভাদি গান গেয়েই চলে। কণ্ঠ উচ্চ হইতে উচ্চতর হয়ে ওঠে। গানের ফাঁকে কখনও কখনও সে চোখ মেলে তাকায় আবার পরক্ষণেই

বুজে ফেলে; দেখে, কি রাক্ষসের মতনই না ওরা তার নেবুগুলো খেয়ে চলেছে। হতাশার অশ্রু-সজল কান্নার রেশ ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠ ছেয়ে; সঙ্গীতে করুণ বিলাপ বুঝিবা স্বর্গের দোরে গিয়ে আছড়ে পড়ে। গ্‌ভাদির মনে হয়, যে কোনও মুহূর্তে তারও বুঝিবা ডাক পড়তে পারে সেখান থেকে। যমদূতরা এসে, আমাকেও নিয়ে যাক সেখানে। সবগুলো নেবু শেষ হয়ে গেলে পর আর্চিল আর তার বন্ধু টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ায়। কাজ আছে ওদের, যেতে হবে তাড়াতাড়ি—ইতিমধ্যেই অনেকটা দেরী হয়ে গেছে প্রাতরাশের জন্য। নেবুগুলোর জন্য সবই ওরা গ্‌ভাদিকে ধন্যবাদ জানায় আর যাবার সময়ে ওকে আর এক গ্লাস মদ দেয় খেতে।

বিলটা চুকিয়ে দিয়ে আর্চিল গ্‌ভাদিকে এক পাশে ডেকে নিয়ে ইঙ্গিত ভরা কণ্ঠে চুপি চুপি বলে: এক্ষুনি ম্যাক্‌সিমের সঙ্গে চলে যা, সে যা দেয় ভাল করে তোর থলেটার ভিতরে বোঝাই করে মুখটা বেঁধে নিয়ে সোজা বাড়ী চলে যা। এখন আর তোর হাটে কি কাজ আছে? বিলি করার তো আর কিছুই নেই, অযথা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েই বা কি সুখটা হবে শুনি? সন্ধ্যা পর্যন্ত থলেটা তোর নিজের জিম্মাযই রাখবি তারপর অন্ধকার হলে পৌঁছি দিবি আমার ঘরে। কিন্তু সাবধান, দেখিস কেউ যেন না দেখতে পায়। তাহ'লে তক্কাতো পাবিই না, তার বদলে পাবি এর একটা—সোজা চালিয়ে দেবো হৃদপিণ্ডটা এফোঁড় ওফোঁড় করে।

যেন সে কোমরবন্ধটা ঠিক করে নিচ্ছে এমনিভাবে কোটের একটা কোণা সরিয়ে কোমরে ঝোলান তার রিভল্‌বারটা টেনে সামনের দিকে আনে, যাতে করে গ্‌ভাদি ওটা দেখতে পায়।

গ্‌ভাদিও দেখে, কিন্তু ভয় পায় না মোটেই। কিছু যেন সে বলতে

চায়—মুখও খোলে, কিন্তু কথাগুলো যেন ওর গলার ভিতরে আটকে গেছে···কিছুতেই আসছে না বেরিয়ে। মদের কৃপায় ওর মাথার ভিতরটা ঘুরছে বন্‌বন্‌ করে, আর অন্তর পুড়ে যাচ্ছে কমলালেবুগুলোর শোকে। অবশেষে সে সাহসে ভর করে ইশারায় আর্চিলকে জানায় যে তার টাকার প্রয়োজন আছে—অল্প কিছুও অন্তত ওকে দিতে হবে এখন। ছেলেগুলোর জন্য কিছু একটা না নিয়ে কেমন করে যাবে সে তাদের সামনে। ওর কাজের জন্য আর্চিল যখন মজুরী দেবে বলেছে, তখন সে নিশ্চয়ই কিছু এখন দিয়ে দিতে পারে—আর তাতে তার এসে যাবে না কিছুই!

অর্ধ-নিমিলিত নেত্রে আর্চিল ওর কথাগুলো শোনে তারপর ধীরকণ্ঠে জবাব দেয়ঃ

দেখ্‌ গ্‌ভাদি, অতটা লোভ ভাল নয়, আগে জিনিসগুলো ভালয় ভালয় পৌঁছে দে তারপর ভাবা যাবে টাকা বা উপহারের কথা। তুই ভাল করেই জানিস, আমার যেই কথা সেই কাজ। এখন যা, আর অযথা দেরী করিস না—নইলে তোকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

ওকে দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে হঠাৎ সে তার কথা শেষ করে।

(ছয়)

দুপুরের আগেই গ্‌ভাদি ওর্কেটিতে ফিরে আসে, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে, জোরে জোরে পড়ছে নিঃশ্বাস, কিন্তু তবুও সে ঐ অত বড় ঠাসা ভর্তি থলেটা বয়ে নিয়ে নির্বিঘ্নে এসে পৌঁচেছে বাড়ীতে।

ফেরার পথে কখনও কখনও এসেছে সে নির্জন মেঠো পথ বেয়ে, আবার কখনও বা সম্পূর্ণ পথহীন পথে। অবশ্য, আকারের তুলনায় বোঝাটা ততবেশী ভারী ছিল না, যেমন ছিল বইবার অসুবিধা, তাছাড়া পথে আসতে আসতে ওকে এমন এক নিদারুণ দুর্ভোগের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল, আর এমন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিল সেটা, যে ভয়ে প্রায় মরেই গিয়েছিল আর কি। কিন্তু এযাত্রাও সে কাটিয়ে উঠল বিপদ।

ওর বাড়ী ফেরার পথের খানিকটা অংশ চলে গেছে বনের ভিতর দিয়ে; বিশেষ করে আজকের দিনে ওর্কেটির যৌথ চাষীরা যে মাঠের পাশের জঙ্গলেই গাছ কাটছিল, সে কথা গ্‌ভাদি সম্পূর্ণই ভুলে গিয়েছিল। গভীর ঘন বন,—গ্‌ভাদি দেখতে পায়নি কিছুই বা শুনতে পায়নি কোনও শব্দ। বনটা এতোই নিস্তব্ধ যে কেউই ধারনাও করতে পারবে না যে এই বনটার ভিতরেই কাছাকাছি কোথাও অনেকগুলি লোক কাজ করছে।

আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে গ্‌ভাদি হেঁটে চলেছে,—বিভিন্ন চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে ওর মনটা আজ এতোই বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে যে বাইরের কোন কিছু সম্পর্কেই তার আর কোন খেয়াল নেই।

হঠাৎ ওর ডান পাশে ঠিক মাথার উপর বিরাট বজ্রগর্জনের মতন একটা দারুণ বিস্ফোরণের শব্দ গর্জে ওঠে; খানিক পর পরই অমনি

শব্দ হতে থাকে আর গোটা বনটা বার বার ভীষণভাবে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

সমস্ত ব্যাপারটা এতো অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যায় যে, গ্ভাদি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, কিন্তু পরক্ষণেই তার খেয়াল হয় যে সে কোথায় এসে পড়েছে। গ্ভাদি ছুটে নিকটবর্তী গাছটার তলায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, তারপর মাটির ভিতর থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা শেকড়টা দু'হাতে চেপে ধরে। প্রথমটায় সে ভাবে, যত শিগ্‌গির সম্ভব পালিয়ে যাবে, কিন্তু পরক্ষণেই থলেটার কথা মনে পড়তেই সে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে—ভুলে যায় নিজের কথা। পিঠের উপর থেকে থলেটা খুলে নিয়ে সে তার লম্বা কোটটা দিয়ে জড়িয়ে নেয়, তারপর সেটার উপরেই শুয়ে পড়ে। যদি সে ঐ বিস্ফোরণের দরুণ অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষাও পেয়ে যায় কোনক্রমে, তবুও হয়তো ওর কমরেডরা ওকে দেখে ফেলবে—আর সেটা হবে মৃত্যুর চাইতেও ভীষণ। যদি ওরা থলে ভর্তি এইসব জিনিসপত্তর শুদ্ধু ওকে ধরে ফেলে তবে সে মর্মান্তিক লজ্জার চাইতে অধিক আর কিছু আছে নাকি! তার চাইতে এই থলেটা শুদ্ধু গুঁড়িয়ে ধুলা হয়ে হাওয়ায় উড়ে যাওয়াও ঢের ভাল।

গ্ভাদি আকাশের পানে তাকায়। গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে এক বিরাট ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উর্ধ্ব আকাশের পানে উঠে যাচ্ছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে কাঠের টুকরো ভাঙা ডাল প্রভৃতি সব কিছুই উঠে পড়ছে উপর দিকে। হাওয়ার ঝাপ্টায় পচা কাদা আর ছাইয়ের ঘূর্ণি তৈরী হয়ে উঠে যাচ্ছে—মনে হয় যেন গোটা বনটার মাথার উপরে কে যেন একটা বাঁকাচোরা ছাতা মেলে ধরেছে, ছাইগুলো ছিটকে উঠছে গাছের উপর।

এতক্ষণ পর্যন্ত আশপাশে যে মানুষের কোন অস্তিত্ব আছে তার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায়নি; কিন্তু হঠাৎ চারদিক থেকে মানুষের চীৎকার আর হুইসেলের শব্দ বেজে ওঠে। রাইফেলের শব্দের মতন বনের ভিতর থেকে জেরার কণ্ঠ গর্জে ওঠেঃ আর হাঁ করে থাকতে হবে না। চোখ খোল! নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে নড়ো না যেন কেউ একটুও।

আবার গোটা বনটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়; গ্‌ভাদি নিজেকেও যেন জেরার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, নিঃশ্বাস বন্ধ করে, থলেটার উপর সমস্ত শরীরটা আরও চেপে ধরে মাথার কাছের শেকড়টা আরও জোরে আঁকড়ে ধরে। আর একটা বিস্ফোরণ—দীর্ঘ একটানা বিরাট বজ্রগর্জন; যে গাছটার নীচে গ্‌ভাদি আশ্রয় নিয়েছে ভীষণভাবে কেঁপে ওঠে সেই গাছটা—ওর মাথার উপর ঝরে পড়ে কতকগুলো হলুদ রংয়ের পাকা পাতা।

এবার বুঝিবা সব শেষ হয়ে গেল। নিদারুণ ভয়ে কেঁপে উঠে গ্‌ভাদি। এক্ষুনি আমায়ও গুঁড়িয়ে ফেলবে!

চকিতে গ্‌ভাদি উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু কৈ, কিছুই তো হয়নি! অদ্ভুত, এখনও তো সে সশরীরে বর্তমান, কোন ক্ষতিই তো হয়নি তার। ক্ষিপ্র হস্তে গ্‌ভাদি থলেটা তুলে নিয়ে ছুটে পরবর্তী গাছটার নীচে গিয়ে আশ্রয় নেয়, তারপর গাছটার মোটা গুঁড়ির আড়ালে আত্মগোপন করে চুপ করে পড়ে থাকে।

সৌভাগ্যবশত গ্‌ভাদি অনতিদূরেই একটা খাদ দেখতে পায়। ওর সমস্ত জিনিসপত্তর—থলে, লম্বা কোট প্রভৃতি নিয়ে সে ঐ খাদটার ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর উৎরাই বেয়ে পাথরের মতন গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে নেমে চলে।

নিঃশ্বাস নেবার অবকাশটুকুও না নিয়ে সে ছুটতে ছুটতে খাদটার তলায় গিয়ে হাজির হয়, তারপর আবার এগিয়ে চলে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা অপেক্ষাকৃত ছোট উৎরাইয়ের কাছে এসে পৌছায়। এখানে এসে সে মোড নিয়ে সোজা ছুটে বন থেকে বেরিয়ে পড়ে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবে,—যাক্, এতক্ষণে নিরাপদ হওয়া গেল।

সবই হয়েছে ভাল· কেউই ওকে দেখতে পায়নি! তবুও যখন ওর নিজের বাড়ীর দরজাটা ওর ভিতরে ঢুকে যাওয়ার পর একটা শব্দ করে পেছনে বন্ধ হয়ে গেল, তখন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো আর হঠাং অনুভব করলো, কী ভীষণ ক্লান্তই না সে হয়ে পড়েছে। ওর পা তুটো আর যেন চাইছে না ওর ভার বইতে—হাঁটু তুটো কাঁপছে।

বহুদিন সে আচিলের হয়ে বহু কাজ করে দিয়েছে, কিন্তু কোন বারই এতোটা ভয় অনুভব করে নি।

কি করে এতোটা নিরেট মূর্খ সে হয়ে পড়লো যে যেখানে নাকি ধরা পড়ার ভয় সব চাইতে বেশী সেই পথটিই বেছে নিয়ে সেখানে গিয়েই হাজির হল? আর কিনা ভোর বেলা থেকে যেমন করেই হোক ঐ স্থানটা এড়িয়ে চলার জন্য কি আপ্রাণ প্রচেষ্টাই না সে করে এসেছে! কেমন করে ওর এমন বুদ্ধিভ্রংশ হ'ল—কোথায় চলেছে কিছু খেয়াল না করেই সে এগিয়ে গেল?

সব কিছু মিলে একটিমাত্র জিনিসই পরিষ্কার হয়ে ধরা দিচ্ছে যে, আজকের দিনটাই হচ্ছে ওর পক্ষে অশুভ। সকাল থেকে সবগুলো ঘটনাই কেমন বিশ্রীভাবে শুরু হয়েছে। বেরুবার সময়েই প্রথম ছাগল-ছানাটা নিয়ে ছেলেগুলোর সঙ্গে বাধলো গোলমাল,. তারপর মরিয়মের তীব্র আক্রমণের হাত থেকে যদিবা অতিকষ্টে নিষ্কৃতি পেল, গোচার কাছে গিয়ে শুনতে হল গালাগাল—তেড়ে এল সে কুড়ুল নিয়ে

ওর মাথাটা তুফাঁক করে দিতে ; অবশেষে দেখা হল আচিলের সঙ্গে···
সবই বৃথা হল—বৃথাই সে ঐ পাজী বদমাশটাকে বাউগুনিয়ার এত যত্নের প্রথম পাকা নেবুগুলো গপ্‌গপ্ করে গিলতে দিল, ওজন দরে সোনার বদলে সে ওগুলো বেচতে পারতো আর কিনা ওরা চোরাই মালে ওর থলেটা ভর্তি করে ওরই পিঠের উপর চাপিয়ে দিয়ে ওকেই দিল তাড়িয়ে··· ··

একবার হাটটা ঘুরে দেখার বা কারুর সঙ্গে তুটো কথা বলার অবকাশ-টুকুও পায় নি সে, আর তাই সমস্তটা পথ সে রাগে ফুলতে ফুলতে এসেছে। এমতাবস্থায় জঙ্গল তো দূরের কথা যে কোন লোক সোজা রাস্তায়ও পথ ভুল করে বসতে পারে। গ্‌ভাদি তার নূতন ঘর তৈরী হবার কথাটা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল—সুতরাং কেমন করে মনে থাকবে তার যে আজ জঙ্গলের ভিতর কাজ চলেছে পুরোদমে ?

কেবলমাত্র একটি কথা ভেবে গ্‌ভাদি মনে মনে সান্ত্বনা পায়। জিনিস-গুলো নির্বিঘ্নে বয়ে আনার জন্য নিশ্চয়ই আচিল ওকে মোটা রকমের বকশিশ দেবে, আর তা হলে হয়তো বা তার অনেকটা ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে। যদি বিশেষ কোন দ্রব্য ওর ভিতরে না থেকে থাকতো তাহলে অবশ্য বাড়তি মজুরীর প্রশ্ন আসতো না ; কিন্তু চোরাই মাল বয়ে আনার ব্যাপারটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা কথা, এক্ষেত্রে মজুরী হওয়া উচিত কমপক্ষে তিন গুণ। কিন্তু যদি আচিল অন্যান্য বহুবারের মতন এবারও কেবলমাত্র অল্প কিছু পয়সাই ফেলে দেয়! না, নিশ্চয়ই গ্‌ভাদি সেটা সহ্য করবে না—তা সে কপালে যাই কেননা ঘটুক!

বাড়ী পৌঁছে সে দেখল যে ঘরে তালা বন্ধ—উঠান শূন্য, ছেলেগুলো, ছাগল বা ছাগল-ছানাটা কারুরই কোন কিছু সাড়া শব্দ নেই।

কুঁড়ে ঘরটাকে দেখাচ্ছে যেন ভীষণ চটে আছে ; জীবন্ত প্রাণীর মতন

ওটা যেন গ ভাদির পানে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর তার সর্বাঙ্গ ঘিরে ফুটে উঠছে এক নিদারুণ দৈন্যের ছাপ। সমস্ত বাড়ীঘর ছেয়ে বিরাজ করছে এক প্রস্তর কঠিন নিস্তব্ধতা।

ছেলেগুলোর জন্য ওর কোনই ভাবনা আসে না,—দুশ্চিন্তার কোন কারণই নেই ওদেব সম্পর্কে; ভাল করেই জানে সে তারা এখন কোথায়, তিনটি গেছে স্কুলে আব বাকী দুটি কিণ্ডারগার্টেনে, কিন্তু ছাগল-ছানাটা? ছাগল-ছানাটার কথা মনে পড়ে ওর চেতনার কোন্ এক নিভৃত গভীর তলদেশ দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হয়ে ওঠে। গ ভাদি উঠানটার চারদিকে তাকায়·····

না, সেটার চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও! নিশ্চয়ই ভুল পথে গিয়ে হারিয়ে যায় নি? গ ভাদি মনে মনে ভাবে,—দেখে অবিশ্যি মনে হচ্ছে যেন ওটাকে হারিয়েই ফেলেছি!

যদি সে একবাব ডাক্তারের কাছে গিয়ে একটা ইন্‌জেক্‌শনও নিয়ে আসতে পারতো—কিন্তু পাজীটা তাও ওকে করতে দিল না। অবাক হবার কিছুই নেই, সত্যি সত্যিই ওর পিলেটা আজ ওকে ভোগাচ্ছে খুবই। বারান্দার নীচু ছাউনির তলা দিয়ে সে এগিয়ে যায়, তারপব দোরের কাছে এসে প্রায় মাটির সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে উঁচু বারান্দাটার উপর তার বোঝাটা নামিয়ে রাখে—পিঠের উপর থেকে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে সে ভরসা পায়নি। এতক্ষণে ওর ভারী আরাম বোধ হয়······

আঃ কি আরাম!

কিন্তু, নিশ্চয়ই তুমি বোধ হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছ না, গ ভাদি?

গ ভাদি স্থির শান্ত হয়ে বসে, তারপর নিজের চিন্তার ভিতরে ডুবে যায়। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেয়া দরকার—দরকার চিন্তার হাত থেকে নিজেকে

মুক্ত করা—মনের সমস্ত ভাবনা চিন্তার—যে গুলো নাকি ওব অন্তর জুড়ে চেপে বসে আছে।

গ্ভাদি আন্মনে উঠানটাব দিকে তাকায। ঐ পাম গাছটা—একটিও পাতা নেই—রিক্ত—উলঙ্গ ; আঙুর লতা জড়িয়ে জড়িযে বেয়ে উঠেছে ; আঙুর লতাগুলোতেও পাতা নেই একটিও—সব ঝরে পড়েছে ; ছেলেরা সবগুলি আঙুরই খেয়ে শেষ করে ফেলেছে পাকবার আগেই। যে ডাল উঁচুতে ঝুলছে, ওদের নাগালের বাইরে, সেগুলোর ফল সব পাখীতে ঠুকরে খেয়ে নিয়েছে। সমস্ত উঠানেই পাখী দেখা যায় ; আব তাইতো থাকবে। ঈশ্বর করুন, এই পাখীগুলো যেন আব না থাকে ! সত্যি আঙুরগুলো সবই খেযে ফেল্‌লে। কিন্তু তবুও ওদের গান—নিরবচ্ছিন্ন গান গেযে চলে ওরা ! মূল্য আছে তাব অনেকখানি

গ্ভাদিব পাখীব গান শুনতে ইচ্ছা হয়। ওর মনে আব একটা চিন্তা এসে জুড়ে বসে—মোটেই আরামদাযক নয সে চিন্তাটা। মনটা খারাপ হযে ওঠে .... একবার একটা চিল ওব উঠানে পড়ে ছোঁ মেরে মেবে ওর মুবগীর ছানাগুলো সব নিযে গিযেছিল—ডাকাতটা এমন কি তাব ডিমে বসা মুরগীটাকেও পর্যন্ত তাড়া করে ফিরছিল আর শেষ পর্যন্ত গ্ভাদি যদি না নিজেই ওটাকে কেটে খেত, তবে নিশ্চয়ই সেটাকেও নিয়ে যেত।

ভীষণ পাজী ছিল চিলটা ! দেখলেই মনে হবে ওটা এখানকার নয়—এসেছে অনেক দূর দেশ থেকে, এই ধরনের চিল মোটেই গ্ভাদির নিজের জেলায় দেখতে পাওয়া যায় না। ধূসর আর কালোয় মেশানো রং ; উড়ে এসে মাটিতে বসেই হেলে দুলে চলতে থাকতো, যেন অহংকারে ফুলে উঠেছে—আর 'আমার কাছে কেউ ঘেঁসো না' এমনি একটা ভাব ফুটে উঠতো ওর সর্বাঙ্গ ছেয়ে। ঠোঁট তো নয় যেন

লোহার পাত—একটু সময়ের জন্যেও নীচু হত না, সব সময়ের জন্যেই যেন উঁচিয়ে আছে আক্রমণের জন্য। গ্ভাদির উপস্থিতিকে মোটেই সে আমলে আনতো না—নির্ভীক চিত্তে ঘুরে বেড়াতো উঠানময়—ভাবখানা এই যে আমিই হচ্ছি মালিক, বাড়ীটা আমারই। চিলটা নীরবে গুম্ হয়ে উঠানময় ঘুরে বেড়াতো—যেমন করে অদৃষ্ট ঘুরে বেড়ায় মানুষের পিছু পিছু—হাঁটার ভঙ্গীটা ওর ঠিক ছিল তেমনি। শেষ পর্যন্ত চিলটা এতোই দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল যে কোন কিছুই ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না; শেষ মুরগীর ছানাটা নিয়ে যাবার পরেও কিছুতেই ওর বিশ্বাস হয়নি যে আর নেই। সব সময়েই আরও খুঁজে বেড়াতো; ঘরের দরজাটার দিক থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ ফেরাতো না। শেষ পর্যন্ত ওটা মরিয়া হয়ে মুরগীটার পেছন নিল, তারপর যখন ওরা মুরগীটাকে কেটে খেয়ে ফেললো, চিলটা যেন পাগলের মতন হয়ে গেল· লাফাতে লাফাতে দরজার ভিতর ঢুকে তেরছা চোখে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে থাকত· নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু লুকিয়ে রেখেছে। এমন কি দিনের বেলাযও ওটার চোখ দুটো যেন জলন্ত কয়লার মতন জলতে থাকতো। আগাতিয়া যেদিন মারা যায়, সেদিন থেকেই চিলটা বেপরোয়াভাবে ওদের উঠানে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। এই ক্ষুদ্র উঠানটুকুতে অতগুলি হাঁস, মুরগী, রাজহাঁস হতভাগী যে পেলে-পুষে বড় করেছিল, কিন্তু তার মৃত্যুর পরই সব একে একে উধাও হয়ে গেল।

চিরিমিয়ার বয়স তখন পুরো এক বছরও হয়নি যখন আগাতিয়া ইহলোক ত্যাগ করে গেল···আর কি বিশ্রীভাবেই না মৃত্যু হল তার। অল্প কিছুদিন ভোগার পরেই তার সমস্ত শরীরে জল জমে এমন ভীষণভাবে ফুলে পড়লো যে ওর দেহটা বিছানায় আর ধরতো না, সে কি ভীষণ দৃশ্য! ভগবান রক্ষা করুন অমন শত্রুর কবলে যেন আমাকে না পড়তে হয়!

পিলে রোগটাই হচ্ছে যত সব নষ্টের গোড়া--নইলে এমন দুর্ভাগ্য হয় আমাদের। কি মন্দ অদৃষ্টই আমার! নইলে ঐ অভিশপ্ত রোগেই বা এমন অকালে বৌটা মারা যাবে কেন? পাঁচটি ছেলে রেখে গেছে সে, কিন্তু তার ভিতর চারটিরই মুখ থেকে এখন পর্যন্ত দুধের গন্ধটুকুও মিলোয়নি। যদি অমন অকালে তার মৃত্যু না হত তা, এতোদিনে মরিয়মের সমানই বয়স হ'ত তার—তার বেশী একটুও না। মরিয়ম এখনও বেঁচে আছে—হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আগাতিয়ার হাড়ের চিহ্নটুকুও হয়তো আর নেই এতদিনে—মাটি আর পোকায় নিঃশেষ করে দিয়েছে ওর সব কিছুই। ঈশ্বর কেন তবে আগাতিয়াকে মরিয়মের মতন অমন সুন্দর স্বাস্থ্য দিলেন না? তাতে কি তাঁর ক্ষতি হত কিছু? আর তবুও লোকে বলে কিনা ভগবান আছেন, বিচার আছে·· ছোঃ, এ ছাড়া কিইবা আর তারা ভাববে? গ্ভাদি হাতে একটা ভঙ্গী করে থুথু ফেলে, আর তাতে করে সে যেন মনে মনে খানিকটা আরাম পায়।

লম্বা কোটটার চামড়ার ফিতাটা খুলে ফেলে গ্ভাদি উঠে দাঁড়ায় তারপর খিলটা ঠেলে দিয়ে দোরটা খুলে ফেলে। কিন্তু হঠাৎ একটা দুর্বোধ্য শব্দে ওর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়—কে যেন ঘরের পেছনের উঠানের উপর নেচে বেড়াচ্ছে। শব্দটা থেমে যায়, আবার শুরু হয়।

হঠাৎ সে শুনতে পায় ক্ষুরের শব্দ—মনে হয় যেন একটা ঘোড়া আঙিনার চার পাশে কদমে ছুটে বেড়াচ্ছে। একটা কুকুর-ছানা ডাকতে ডাকতে ছোটাছুটি করতে শুরু করে। গ্ভাদি পেছন ফিরে তাকাবার পূর্বেই গলায় ঠিক তেমনি, সেই দড়ি বাঁধা অবস্থায় ছাগল-ছানাটা চালার নীচ থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে আর জিভ্ বের করে বুটকিয়াও ওটাকে ধরার জন্য পেছন পেছন তাড়া করে আসে। ছাগল-ছানাটা ছুটে গ ভাদির দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ যেন অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে

পড়ে, তারপর ঘোড়ার মতন পিঠটা বাঁকিয়ে এক একটা করে ছোট্ট ক্ষুরের উপর ভর দিয়ে ওর পানে তাকায়।

যেন ওটা বলতে চায়—কি করে এলে তুমি এখানে? তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে একপাশে সরে যায়।

মুহূর্তের জন্য ছাগল-ছানাটা পায়ে পায়ে একবার নেচে ওঠে, তারপর উঠানময় ছোটাছুটি শুরু করে দেয়. বুটকিয়া নাকি সুরে কেঁউ কেঁউ করতে করতে গ্‌ভাদির কাছে ছুটে আসে যেন সে ছাগল-ছানাটাকে ধবার জন্য ওর সাহায্য চাইছে: এস না আমরা দুজনে মিলে শয়তানটাকে ধরে ফেলি! কিন্তু বুটকিয়া ওর সমর্থনসূচক প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই ওর পায়ের কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলের মতন গড়াতে গড়াতে ছাগল-ছানাটাব পিছু পিছু ধাওয়া করে।

খুসী হয়েছে গ্‌ভাদি? ছিট্‌কিনিটা ছেড়ে দিয়ে দ্রুত সে উঠানে নেমে আসে তারপর দুটো হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ছাগল-ছানাটাকে ডাকতে ডাকতে সোৎসাহে ওটার পিছু পিছু ছুটতে থাকে:

কি বিপদ! কি বিপদ! কি বিপদ। একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে গ্‌ভাদির অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে, গলার ভিতর দিয়ে কি যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, আর বারবারই একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করে চলেছে সে: কি বিপদ! আর কোন কথাই ওর গলা থেকে বের হচ্ছে না।

অপরিসীম আনন্দের অত্যুগ্র অনুভূতির বেগ একটু মন্দীভূত হয়ে এলে পর উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে ছাগল-ছানাটাকে ডাকতে শুরু করে: এদিকে আয়! দেবতার নামে শপথ করে বলছি তোর কোন ক্ষতিই আমি করবো না। এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে তুই আমার চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমান—সুতরাং আমি আর তোর উপর রাগ করতে

পারি কি? পারি না। কোন অধিকারই নেই আর আমার তোর উপরে রাগ করবার। আমার কথামত চল্‌লে হয়তো এতক্ষণ আর তোকে এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হত না; তোর অবস্থাটাও হত ঐ নেবুগুলোরই মতন—কোন অবস্থাতেই আর তোর ফিরে আসা হতো না এখানে। খুবই চালাক তুই—এমন কি দড়িগাছা পর্যন্ত হারাসনি!

কিন্তু ছাগল-ছানাটা যেমন দ্রুত গতিতে এসেছিল তেমনি দ্রুত গতিতেই অদৃশ্য হলে গেল; এমন কি গ্‌ভাদি একটিবার ভাল করে চোখ ভরে ওটাকে দেখবার সময়টুকু পর্যন্ত পেল না।

মুহূর্তে গ্‌ভাদির মন থেকে তার সমস্ত দিনের দুঃখ কষ্টের স্মৃতি উড়ে যায়।

আচ্ছা যা তবে যেখানে তোর খুসী—মনের আনন্দে চরে বেড়াগে!

খুসী মনে ছাগল-ছানাটাকে হুকুম দিয়েই গ্‌ভাদি ঘরের দরজাটার কাছে ফিরে আসে; তারপর দরজা খুলে থলেটা আর লম্বা কোটটা টানতে টানতে ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। হঠাৎ একটা দারুণ ভয়ে ওর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

থলেটা কোথায় লুকিয়ে রাখবে সন্ধ্যা পর্যন্ত!

প্রথমত সেটাই ওকে ঠিক করতে হবে এখন। ছেলেগুলোও যেন না দেখতে পায়···বোধহয় ছাদের নীচের মাচাটার উপর রাখাটাই হবে সব চাইতে নিরাপদ।

ঐ জায়গাটাই হচ্ছে বহু পরীক্ষিত—সব চাইতে নির্ভরযোগ্য গোপন স্থান। ওখানেই রয়েছে সিন্দুকের ভিতরে গ্‌ভাদির যা কিছু সঞ্চিত মূল্যবান সম্পদ—তার কাশ্মীরী কোট, সিল্কের জ্যাকেট, ওর ঠাকুর-দাদার ছোরা এবং বেল্ট। কোট আর জ্যাকেটটা তৈরী করেছিল

গ্ভাদি যখন সে ঠিক করল আগাতিয়ার হৃদয় জয় করবে বলে ; তারপর বিয়ের দিনই শেষবার সে ঐ কোটটা আর জ্যাকেটটা পড়েছিল আর সেই আনন্দের দিনেই কেবলমাত্র সে বেঁধে নিয়েছিল ঐ কোমরবন্ধটা। তারপর থেকে আর কোনদিনই সে ঐ উৎসবের পোষাকে নিজেকে সজ্জিত করেনি—সযত্নে ভাঁজ করে সিন্দুকের ভিতর পুরে সেটা তুলে রেখেছিল ঐ মাচাটার উপর, তারপর ওগুলোর অস্তিত্বের কথাও সে নিজেই ভুলে গেল·

বিছানার উপর দাঁড়িয়ে অতিকষ্টে সে থলেটা মাচার উপর তুলে দেয় তারপর নীচে দাড়িয়ে দেখে ; কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দু'একবার সে ঐ থলেটার ভিতরের জিনিসগুলোর মালিকের প্রতি এমন তীব্র কটূক্তি করে যে, পরমুহূর্তে তার নিজেকেই নিজের কাছে অতি ছোট মনে হয়। নিজের প্রতি সে তার তর্জনী তুলে নিজের কাছেই প্রশ্ন করে :

বেশ তো, বুঝলাম সবই, কিন্তু তুমি নিজেইবা কি এমন ভাল বাপু! নিজেই তুমি সে কথা খুব ভাল করে জান যে, চোরকে যে লুকিয়ে রাখে সে নিজেও একটি চোর··· ·

ঘরের ভিতরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ঝুল কালি ভরা দেয়ালের গা হাতড়ে সে তার কোমরবন্ধটা খুঁজে নিয়ে সেটা দিয়ে তার কোমরটা শক্ত করে বেঁধে নেয় আর ঝোলান ফিতাগুলো এঁটে দেয় পিঠের সঙ্গে ; তারপর ঘরের কোণ থেকে কুড়ুলটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে গোপন পথে হাত ঢুকিয়ে দোরটা বন্ধ করে দিয়ে সোজা জঙ্গলের দিকের রাস্তাটা ধরে চলে যায়।

(সাত)

বনের যে অংশটায় কাজ চলছিল, সেটা হচ্ছে ওর্কেটির একটা পাহাড়া উংরাই। এই বনের প্রান্তদেশেই তৃণাচ্ছন্ন সমতল ভূমি, চা বাগিচার শেষ সীমা অবধি ঢালু হয়ে নেমে গেছে, আর গাঁয়ের কোণ ঘেঁসে শুরু হয়ে সারবন্দী চায়ের ছোট ছোট ঝোপগুলি এগিয়ে এসেছে পাহাড়ের দিকে। এই বনটাই হচ্ছে ওর্কেটীর সব চাইতে সুন্দর অংশ—সৌন্দয তিলক। গ্রামটা বেড়ে বেড়ে প্রায় বনটার কাছ অবধি এসেছে এগিয়ে ; সদর রাস্তা আর পায়ে চলা মেঠো পথ এসে মিলেছে ঐ সমতল ভূমির তৃণাচ্ছন্ন সবুজ বুকে, তারপর দূর দূরান্তের পানে চলে গেছে চারটি বিভিন্ন পথে বিভক্ত হয়ে।

এখান থেকে শুরু হয়েছে এক অতি চমৎকার দৃশ্য, দূরে বহু দূরে দিগন্তের শেষ সীমা রেখা, ঘন নীলিমার কোলে ডুবে যাওয়া বরফাচ্ছন্ন পাহাড়ের শুভ্র চূড়ার অন্তরালে মিলিয়ে গেছে তার একটা দিক, আর পশ্চিম প্রান্ত জড়িয়ে আছে এক ফালি আকাশের সঙ্গে নিবিড় আলিঙ্গনে। কখনও কখনও ঢেউ ভাঙা বাতাসের স্নিগ্ধ বীচিমালায় জেগে ওঠে সাগরের বুকের চক্‌মকানি—যে দৃশ্য দেখেনি কোনও দিন ওর্কেটির লোকেরা।

বনটা প্রাচীন ; ভিতরটা দুর্ভেদ্য ঘন ; চারদিকে বড় বড় গাছের পাতলা ঝালর। গাছগুলোর বেশীর ভাগই হচ্ছে এ্যাস আর বীচ, মাঝে মাঝে দু একটা ওক্‌ও চোখে পড়ে।

যৌথ খামারের চেয়ারম্যান্ আগে থাকতেই ঠিক করে দিয়েছেন কোথায় কোন্ গাছগুলি কাটতে হবে। যে ওক্ আর এ্যাস গাছগুলো বাড়ী তৈরীর পক্ষে সব চাইতে উপযোগী সে গুলোকে তিনি চিহ্নিত করে

দিয়েছেন, যাতে করে গাছ কাটার সময়ে ওরা খুব সাবধানে সেগুলোকে ফেলতে পারে। স্বভাবতই সবাই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। কোনও দল গাছ কাটছে, কোনও দল কাটা গাছের ডালপালা ছেঁটে সেগুলোকে করাত দিয়ে খণ্ড খণ্ড করছে, আবার কোনও দল সেই কাটা গাছগুলিকে ঠেলে ঠেলে ময়দানে নিয়ে এসে জমা করছে। ভারী গাছগুলিকে বলদ জুড়ে টেনে নেওয়া হচ্ছে আর অপেক্ষাকৃত ছোট গাছ গুলিকে হাতে হাতেই গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

শেকড় আর গাছের গুঁড়িগুলোকে বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে উপড়ে ফেলছে; এই অংশের কাজ পরিচালনা করছে জেবা নিজে। দুপুরের ভিতরেই সেদিনকার জন্য নির্ধারিত গাছগুলি সব কাটা হ'যে গেছে, এখন বাকী শুধু ডালপালা কেটে ওগুলোকে পরিষ্কার করে করাত দিয়ে কেটে খণ্ড খণ্ড করা আর মাঠের ভিতরে নিয়ে গিয়ে স্তূপীকৃত করে রাখা। ডালপালা, গাছের ছাল, ছোট ছোট টুকরা প্রভৃতি পরিষ্কার করার জন্য স্থানে স্থানে আগুন জ্বলছে,—আর ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সমস্ত বন আর ফাঁকা জায়গাটা।

গ্‌ভাদি ঠিক করে যে, বনের ভিতর দিয়ে চুপি চুপি সোজা কাজের জায়গায় গিয়ে হাজির হবে। একটা ঝোপের ভিতর গুঁড়ি মেরে বসে সে যেখানটায় কাঠ কাটা হচ্ছিল সেই জায়গাটা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখার চেষ্টা করে; কাজে যাবার আগে ওখানকার সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে সে চায় একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে, আর জেরার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা এড়িয়ে যেতে।

এতোটা দেরী হয়ে গেছে গ্‌ভাদির কাজে আসতে যে, ওর সামনাসামনি হওয়াটা একটা দারুণ অস্বস্তিকর ব্যাপার হয়ে উঠবে ওর কাছে, এমন কি জেরার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা মনে হতেই ওর অন্তর ভয়ে কেঁপে

ওঠে। গ্ভাদির মনে মনে এই আশা যে, হয়তো ঐ ঝোপের ভিতর থেকেই ওর পরিচিত কোন বন্ধু বান্ধবকে দেখতে পাবে, তারপব সোজা গিয়ে তার দলের ভিতর জুটে পড়ে কাজ করতে শুরু করে দেবে, যেন কিছুই হয়নি, স্বাভাবিকভাবেই সে কাজ করে চলেছে। তারা আর ওকে তাড়িযে দেবে না নিশ্চয়ই, না হয় ওদের অনুবোধ করবে যাতে তারা ওকে তাড়িয়ে না দেয় তাদের দল থেকে।

কিন্তু গোটা বনটা ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন,—কাউকেই গ্ভাদি চিনতে পারে না ; ঘন ঘন সে স্থান পরিবর্তন করছে—এ ঝোপ ছেড়ে ও ঝোপে গিয়ে হাজির হচ্ছে, কিন্তু সবই বৃথা; তাছাড়া হাওয়াটা বইছে বনেব দিকে আর ঘন ধোঁয়ার পর্দা নেমে আসছে ওর চোখের সাম্নে।

কিছুক্ষণ পরে সে ঠিক করল আরও সামনে এগিয়ে যাবে—ধোঁযার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সোজা হাজির হবে গিয়ে কাজের জায়গায়। মাত্র কয়েকটি পা সে এগিয়েছে এমন সময় কাছেই একটা দারুণ শব্দ ওঠে আর বিদ্যুৎ গতিতে কি যেন একটা ওর পাশ ঘেঁসে উড়ে যায় ; এমন ভীষণ বেগে হাওয়ার ঝাপ্টা এসে লাগে ওর গায়ে যে প্রায় ওকে শুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আর কি ! গ্ভাদি একটা ঝোপের ভিতরে আশ্রয় নিতে যাবে ঠিক এমনি সময়ে কে যেন ওকে ধাক্কা মেরে পাশে ঠেলে দিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করে বলে ওঠে : বে-পথে এসে পড়েছ, কমরেড, বে-পথে।

কিসের জন্য এসেছ এখানে ?

বলা বাহুল্য গ্ভাদি কোনই জবাব দেয় না ; মুহূর্তেই সে লোকটিকে চিনে ফেলে ; ওর সঙ্গে দেখা না হওয়াটাই ছিল ভাল। ঠিক সেই মুহূর্তে হাওয়ার ঝাপ্টায় সব ধোঁয়া উড়ে গিয়ে স্পষ্ট দিবালোক ফুটে ওঠে।

গ্‌ভাদির সামনে দাঁড়িয়ে দলের অধিনায়ক জোসিমী : ওর গোটা মুখ বেয়ে ধুলায় আর ধোঁয়ায় ময়লা হয়ে ওঠা কালো ঘাম ঝরে পড়ছে, কপাল ঘিরে একটা লাল রুমাল বাঁধা, হাতে একটা ওকের মোটা ডাল। রক্তিম জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে একবার গ্‌ভাদির পানে তাকায়—চোখে একটুও পলক পড়ে না। ওর দৃঢ় সবল দেহখানি ছেয়ে একটা দারুণ বিস্ময়ের ভাব জেগে ওঠে, তারপর চওড়া সবল কাঁধ দুটোয় একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে শান্তকণ্ঠে বলে ওঠে—যেন সে নিজের কাছেই প্রশ্ন করছে :

নেংচাতে নেংচাতে এখানে এসে হাজির হল কি করে ?

খুনই তো প্রায় করে ফেলেছিলে জোসিমী—আর তাহলে আমার ছেলে-গুলোকে কি দিয়ে বুঝ দিতে বলতো ? চোখেমুখে একটা দারুণ তৃপ্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে গ্‌ভাদি ব্রিগেড কমাণ্ডারকে বলে।

তা'হলে তোমার চাইতে অন্তত আমরা ওদের ভাল ভাবেই দেখতাম ! কি মনে কর তুমি ? জোসিমী জবাব দেয়, তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করে : কি করছ তুমি এখানে ?

সবাই যা করছে, কি বিপদ ··তুমিতো তোমার ঐ গাছের গুঁড়িটা দিয়ে আর একটু হলে মেরেই ফেলেছিলে আমায়, যদি না আমি চট্‌ করে পাশে সরে যেতুম··· গুঁড়িটার কথা উল্লেখ করতেই জোসিমী চারদিক পানে তাকায়। যখন দেখল যে কারোর সাহায্য ছাড়াই গুঁড়িটা উৎরাই বেয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে তখন সে তার হাতের ওকের লাঠিটা বাড়িয়ে চীৎকার করে গ্‌ভাদিকে বলে : যাও, এখন ওটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে মাঠের ভিতরে নিয়ে যাও। ওকে হুকুম দিয়েই জোসিমী কাজের জায়গায় ফিরে যায়।

গ্‌ভাদিও চেয়েছিল ·এমনি একটা কিছু ; সে ছুটে চলে যায়। এমন কি

তখন আর পিলেটার কথাও ওর মনে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে গুঁড়িটা কিসে যেন আটকে গিয়ে মাঝপথে থেমে পড়ে। অনতিদূরেই এক জোড়া বলদ একটা বিরাট গাছের গুঁড়ি টেনে নিয়ে চলেছে, যৌথ চাষীরাও হাত লাগিয়ে বলদ দুটোকে টানতে সাহায্য করছে। ওদের পাশ দিয়ে গ্ভাদি ছুটে চলে যেতেই সবাই সমস্বরে ওকে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়ঃ

চেয়ে দেখ একজন কাজের লোক! দেখ সে একাই কেমন একটা ওকের গুঁড়ি গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সাবাস্ জোয়ান!

গ্ভাদি স্থির করে যে ওদের আর একটু দেখিয়ে দেয় তার কাজ; মাথাটা নুইয়ে সে গুঁড়িটার পানে ছুটে যায় তারপর ওর সবটুকু শক্তি দিয়ে গুঁড়িটাকে নড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু মাঝখানটায় ধাক্কা না দিয়ে সে একটা পাশে ধাক্কা দিতে শুরু করে; হঠাৎ গুঁড়িটা একপেশে হয়ে গড়াতে আরম্ভ করে, আর হাত পিছলে গিয়ে টাল সাম্লাতে না পেরে গ্ভাদিও পড়ে যায়। অনেকগুলি ডিগবাজী খেয়ে সে কঠিন মাটির উপর এসে আছড়ে পড়ে গোঙাতে শুরু করে, যৌথ চাষীদের ভিতর থেকে একটা হাসির গুঞ্জন ওঠে,—কেউ কেউ উচ্চ কণ্ঠেও হেসে ওঠে। বলদ দুটো দাঁড়িয়ে পড়ে আর দূরে যারা কাজ করছিল শব্দ শুনে তারাও আসে ছুটে। গ্ভাদির ভূপতিত দেহটাকে ঘিরে দস্তুরমত ভিড় জমে ওঠে,—কেউ হাসছে, কেউ ঠাট্টা করছে এই কৌতুকপ্রদ অবস্থাটাকে উপলক্ষ্য করে।

প্রাণপণ চেষ্টায় গ্ভাদি মাথা তোলে তারপর ওদের হাসি আর টিটকারি শুনতে পেয়ে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে খানিকটা উঠে সমস্ত শরীরটাকে গড়িয়ে এক কাতে ফিরিয়ে নেয়।

হাসছ, ভাই সব!—ওকে ঘিরে দাঁড়ানো যৌথ চাষীদের উদ্দেশ্যে গ্ভাদি

বলতে শুরু করে ; ওর কণ্ঠে কান্না ফেনিয়ে ওঠে : হাস, খুব হাস, ঈশ্বর তোমাদের দিয়েছেন ভাল স্বাস্থ্য আর মনে সুখ,—সুতরাং কেনই বা হাসবে না তোমরা ! আর আমার ভাগ্যে কি ?—না দিনরাত নেক্‌ড়ের বাচ্চাগুলো আমার মাংস খুবলে খাচ্ছে—পাঁচ পাচটা বাচ্চা মিলে, আর পিলেটা তো শরীরের সবটুকু রক্ত খাচ্ছে চুষে· ·আর সহ্য হয় না আমার···তোমরাই বিচার কর আমি সত্য বলছি কি মিথ্যা বলছি···হাস না, হাস, কি বিপদ !

হঠাৎ হাসি বন্ধ হয়ে যায়—ঘাম ঝরা ধূলা কাদায় মাখা মুখগুলি সহসা গম্ভীর হয়ে ওঠে।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া ঐ জনতার ভিড়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে ছিল জেবা আর জোসিমী।

অদ্ভুত, সত্যি একটি অদ্ভুত লোক তুমি ! তোমাকে কি গুঁড়িটার জন্য প্রাণ দিতে বলেছিলাম নাকি ? ভৎর্সনাপূর্ণ কণ্ঠে জোসিমী বলে ওঠে, কিন্তু তবুও তার কথার ভিতরে বেজে ওঠে একটু সহানুভূতির সুর। কিন্তু যখন সে দেখতে পেল যে গ্‌ভাদি সম্পূর্ণ অক্ষত শরীরেই বেঁচে আছে, তখন সে তার স্বাভাবিক খুসীভরা উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে : কি ভীষণ দুর্বল তুমি ! যাক এখন উঠে পড দেখি বীর-পুরুষ !

একটু দূরেই দাঁড়িয়ে জেরা ; গ্‌ভাদি তার ক্ষুদ্র চোখ দুটি পাকিয়ে উদ্বেগ পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে আড় চোখে তার পানে তাকাতেই উভয়ের চোখাচোখি হয়ে যায় ; আর মুহূর্তে জেরার মুখের চিন্তাকুল ভাব পরিবর্তিত হয়ে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, তাই না গ্‌ভাদি ? ভেবো না কিছু, সবই ঠিক আছে। সে বলে।

জেরা ওর কাছে এসে তার হাতটা বাড়িয়ে দেয়। জামার আস্তিনটা

তার কনুইয়ের কাছ পর্যন্ত গুটানো।

এবার উঠে পড় দেখি। আমি জানতুমই না যে তুমি এখানে আছ; সবাই বলল যে তুমি নাকি ডাক্তারের কাছে গেছ· ·

আমি তো আর তার সঙ্গে রাত কাটাতে যাইনি, কি বিপদ! একটু দেরী হয়ে গেছে আমার, কিন্তু তেমন বেশি না···গ্ ভাদির মুখে যেন খৈ ফুটছে। তারপর সে তার সবটুকু শক্তি এক করে জেরার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে।

জেরা ওকে টেনে তোলে—শুকনো ঘাসের মতো হাল্‌কা।

উঠে পড়, সোজা হয়ে দাঁড়াও! চীৎকার করে জেরা বলে তারপর সকৌতুকে গ্ ভাদির কাঁধের উপর ধীরে ধীরে চাপড় মারতে থাকে। কিন্তু তখনই গ্ ভাদি কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারে না; এক হাতে কোমরটা চেপে ধরে আর অন্য হাতে টিপে ধরে একটা পাশ; তারপর অতিকষ্টে জেরার পানে ফিরে তার স্বাভাবিক নির্বোধ ভাষায় বলে ওঠে:

একজন আমাকে বলেছে যে জেরা আমাকে নূতন ঘর তৈরী করে দিচ্ছে, তাই ভাবলাম যে আমাকেও একজন বীর কর্মী হয়ে উঠতে হবে, তাই না আমি একাই ঐ গুঁড়িটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলাম ···

হাওয়ার ঝাপটায় যেমন ভোরের কুয়াসা উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি গ্ ভাদির কথায়ও মুহূর্তে ওখানকার নীরবতা বিদূরিত হয়ে যায়; সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে,—না, খুব অল্পের জন্য গ্ ভাদি বেঁচে গেছে এ যাত্রা। গ্ ভাদিকে লক্ষ্য করে আবার হাসি ঠাট্টার তুবড়ী ছোটে; কিন্তু সবার কণ্ঠ ছাপিয়ে জেগে ওঠে যৌথ চাষী ওনিসীর উচ্চ স্বর; কবরের নীচে গেলেও ওর জিভটা কারখানার যন্ত্রের মত চলতেই থাকবে সব সময়ে; ঈশ্বর তোমাকে সুস্থ রাখুন গ্ ভাদি! বলেই এমন উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে

যে সমস্ত মাঠটা প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। ওনিসীর দেহটা শক্ত; পাকানো। মনে হয় যেন পুরানো আঙুর লতার শেকড়ের মত; কাঁধের উপর কুড়ুলটা রেখে পাইপ টানতে টানতে সে একপাশে দাঁড়িয়েছিল সবার চাইতে একটু তফাতে। ওর চুলগুলি পাকা আর লম্বা, অনাবৃষ্টির শুকনো মাঠের ঘাসের মত দাড়িগুলোর রং বাদামী হয়ে গেছে তামাকের ধোঁয়ায়। দাড়িগোঁফের ঝোপের ভিতরে পাখীর ঠোঁটের মত বাঁকানো নাক আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটি বাদামী চোখ—সব মিলে ওর মুখময় জেগে ওঠে একটা পাখীর সাদৃশ্য।

ওনিসীর কথার জবাব দেবার জন্য গ্‌ভাদি উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ব্রিগেড কমাণ্ডার জোসিমী আগেই বলে ওঠে: গ্‌ভাদির রসিকতা নিয়ে ওকেই থাকতে দাও ওনিসী, এখন এস দেখি আমরা গুঁড়িটাকে একবার দেখি,—এস সবাই, একবার হাত লাগাও দেখি। যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের সবাইকে ডাক দিয়েই সে তার হাতের মোটা ওক্ ডালের লাঠিটা দিয়ে গুঁড়িটাকে ঠেলতে শুরু করে; সবাই ছুটে আসে ওকে সাহায্য করতে—ওনিসীও আসে সঙ্গে সঙ্গে।

খানিক পরে জেরা আর গ্‌ভাদি ছাড়া আর সবাই সে স্থান ছেড়ে চলে যায়; জেরা একবার গ্‌ভাদির আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে: একটু বিশ্রাম করে নাও তুমি, একটু বিশ্রাম নিলে পরেই শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে;—তারপর একটু গলা চড়িয়ে দূরের ওরা যাতে শুনতে পায় তেমনি করেই বলে: নূতন ঘরের সম্পর্কে তোমার একটু ভুল ধারণা আছে গ্‌ভাদি—তোমার জন্য যৌথ খামার থেকে নূতন ঘর তুলে দিচ্ছে না; এমন কিছুই তুমি করনি যাতে করে এতোটা আশা করতে পার; এর জন্য বার্ডগুনিয়া আর তার ভাইগুলিকে ধন্যবাদ দাও; নূতন ঘর হবে তাদের—তাদেরই জন্য আমরা ঘর তুলে দেবো।

এবার আর গ্‌ভাদি মুখ বুজে থাকতে পারে না; ইতিপূর্বেই ওনিসী আর জোসিমীর কথার উত্তরে একহাত নেবার সুযোগ সে ছেড়ে দিয়েছে —সুতরাং সেও গলা চড়িয়ে সবাই যাতে শুনতে পায় তেমনি করেই জবাব দেয়ঃ

নূতন একটা ঘর পাওয়ার মত যোগ্যতা আমি অর্জন করিনি তুমি বলতে চাও? এটাই হচ্ছে তোমার ভুল, কি বিপদ! কেবলমাত্র একটা ঘরের কথা কি বলছ? আমার প্রাপ্য তার চাইতেও অনেক—অনেক বেশী। কে দিয়েছে সরকারের হাতে পাঁচটি ছেলে—সে আমি নইতো কে? তুমি কি ভাব তার কোন মূল্য নেই? পাঁচটি বীর—পাচটি চম্‌কী-মজুর! নিজের কৃতিত্বের হিসাব কবার আগে আমার দান সম্পর্কে একবার খতিয়ে দেখ। না, কেবলমাত্র একখানা ঘরের বদলেই তার দাম উসুল হয় না, কি বিপদ। কাজ ছেড়ে ওনিসী ঘুরে দাঁড়ায় তারপর উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে, ওর সেই স্বভাবসুলভ সরল হাসিঃ

চালিয়ে যাও পড়সী, চালিয়ে যাও! ভগবান্ তোমার গায়ে তেমন ক্ষমতা দেননি বটে, কিন্তু হাঁ, একখানা জিভ দিয়েছিলেন বটে, সাবাস বুড়ো! তুমি পাঁচটা নেকড়ে ছানা পুষছো আর তাতেই ওরা তোমাকে একখানা ঘর দিচ্ছে, আর আমি যে পাঁচ পাঁচটা বাঘ পুষছি তার জন্য কেউতো আমাকে একটা খড়ের টুপীও দিচ্ছে না! সুতরাং কেন……

সে ছিল আগের কালে, ওনিসী! আজকালকার জমানায় সব কিছুই বদলে গেছে; তাছাড়া তোমার বাঘগুলো বড় হয়েছে—কারোর সাহায্যেরই তোমার দরকার করে না,—আর কেবল একখানা ঘর কেন, তারা মনে করলে তোমাকে গোটা একটা রাজ-প্রাসাদও তুলে দিতে পারে যদি তুমি চাও! আসল কথা হচ্ছে বাচ্চা পুষে ডাগর করে তোলা—বুঝেছ? কিছুতেই গ্‌ভাদি হার মানতে রাজী নয়।

গ্ভাদির কথার উত্তরে ওনিসীর দল সোল্লাসে চীৎকার করে ওঠে—"সাবাস্"। ওনিসীর লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে, কেউ আর ওর কথা শুনতে রাজী নয়। পরাজিত ওনিসী প্রতিযোগিতা বন্ধ করে কার্যরত দলের সাহায্যে ফিরে আসে।

(আট)

বুঝিবা ওকুয়ের গুঁড়িটা নিতান্তই অলক্ষুণে, কর্মনাশা ; সবাই মিলে ঠেলে ঠেলে প্রায় যখন ওটাকে মাঠের কাছ অবধি নিয়ে এসেছে তখন হঠাৎ একটা দারুণ শব্দ করে গুঁড়িটা পাহাড়ী উৎরাই বেয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে নেমে চলে, জোসিমীর দল অমনি অবস্থায়ই ওটাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার উপক্রম করে। যে ভাবেই গড়িয়ে পড়ুক না কেন মাঠ পেরিয়ে তো আর অন্য কোথাও চলে যেতে পারবে না। কিন্তু মাঠ ভর্তি তখন অনেকগুলো গরু মোষ চরে বেড়াচ্ছে, রাখাল পাখভালা ওগুলোকে মাঠে ছেড়ে দিয়েই কোথায় সরে পড়েছে। চরতে চরতে কয়েকটা গরু এগিয়ে এসে পড়েছে আড়াআড়ি ভাবে গড়িয়ে পড়া ওকের গুঁড়িটার পথের উপর। যৌথ চাষীরা প্রাণপণে চীৎকার করে পাখভালাকে ডাকে—কিন্তু কোথায় পাখভালা! পাখভালার টিকিটিও কেউ দেখতে পায় না। নিরুপায় হয়ে সবাই চলমান গুঁড়িটার পিছু পিছু ছুটে যায়, একটা নিদারুণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় প্রত্যেকটি লোক সচকিত হয়ে চীৎকার করে ওঠে—গরুগুলো যাতে ভয় পেয়ে সরে যায় তারই চেষ্টা করতে থাকে কেউ কেউ।

ওদের ভীত চীৎকার আর চেঁচামেচি শুনতে পেয়েই যেন গুঁড়িটা হঠাৎ ডানদিকে মোড় নিয়ে একটা খাদের দিকে এগিয়ে চলে ; তারপর গড় গড় শব্দে ধূলা উড়িয়ে খাদটার কিনারায় এসে লাটিমের মত পাক খেতে খেতে একেবারে তলার দিকে নেমে যায়।

মুহূর্তে জোসিমীর গোটা দলটা এসে জড়ো হয় ঐ খাদের পারে,—কিন্তু অত নীচু খাদটার তলা থেকে গুঁড়িটাকে টেনে তোলা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়! ওরা যখন দেখলো যে কোনও উপায়েই

আর নেই, তখন সবাই মিলে ঠিক করলো যে বলদ লাগিয়েই ওটাকে টেনে তোলা যাক। একজন চাষী যখন পরীক্ষা করে দেখছিল যে কোন্ দিক থেকে ওটাকে টেনে তোলা সহজ হবে, তখন হঠাৎ সবার নজর পড়লো, কপালে চাঁদ আঁকা একটা বিরাট মোষ চরতে চরতে ঐ খাদটার পানেই এগিয়ে আসছে। নিকোরা—নিকোরাই বটে, একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে চরতে চরতে সে ওদিক পানেই আসছে এগিয়ে—গাছের গুঁড়িটা, লোকজন বা আশপাশের কোনও কিছুর সম্পর্কেই ওটার ভ্রুক্ষেপ নেই এতটুকুও।

কয়েকজন চাষী ইতিমধ্যেই চলে গেছে বলদের সন্ধানে, কিন্তু, মন্থর পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসা মোষটার পানে তাকিয়ে হঠাৎ জোসিমীর মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি আসে। মোষটার পানে দু পা এগিয়ে এসে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ভাল করে ওটাকে দেখে নেয়, তারপর বলদের সন্ধানে গমনরত চাষীদের পানে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে বলে ওঠে—একটু দাঁড়াও। পরে ওনিসীর দিকে ফিরে বলে ঃ

ওটা নিশ্চয়ই গোচার নিকোরা, কি বলো, ওনিসী ?

হাঁ তাই তো দেখছি। ওনিসী জবাব দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাইও সমর্থন করে ওনিসীর কথা।

খানিকক্ষণ জোসিমী চুপ করে থাকে, তারপর যখন সে আবার কথা বলতে শুরু করে, ওর কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে একটা চাপা বিদ্বেষ ঃ গোচাতো কঠিন কাজ দেখলে সব সময়েই এড়িয়ে চলে—খেটে খেটে আমাদের পিঠের ছাল চামড়া উঠে গেলেও গোচার তাতে কিছুই এসে যায় না……সুতরাং কেন তবে ওর মোষটাকেই আমরা কাজে লাগাই না ? ওটাকে দিয়ে সহজেই গুঁড়িটাকে টেনে তোলা যাবেখন।

ব্রিগেড কমাণ্ডারের প্রস্তাব সবাই সমর্থন করে। ওদের সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে জোসিমী সোৎসাহে নির্দেশ দিতে শুরু করেঃ যাও দেখি এখন,—এতক্ষণে কাজ শেষ হয়ে যেত ;—প্রচুর সময় নষ্ট হল গুঁড়িটাকে নিয়ে ; যাও, গিয়ে ওটাকে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল। খানিক পরে দেখা যায় গোচা সালাণ্ডিয়ার মোষটা খাদের ভিতর থেকে গুঁড়িটাকে টেনে তুলছে।

কাজ শেষ হয়ে গেলে পর জোসিমী বনের দিকে ফিরে চলে, হঠাৎ একটি লোকের উপর তার দৃষ্টি পড়ে—এইমাত্র সে মাঠে এসেছে। বিভিন্ন স্থানে স্তূপ করা কাঠের খণ্ডগুলোর একটা স্তূপ ছেড়ে আর একটা স্তূপের কাছে সে এগিয়ে যাচ্ছে, গুনছে, কখনও বা হাতের চাবুকের বাঁটটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে কাঠগুলোকে পরীক্ষা করে দেখছে। লাগামশুদ্ধ ঘোড়াটা মন্থর পদে চলেছে ওর পিছু পিছু। একটু ভাল করে নজর করে দেখতেই জোসিমী লোকটাকে চিনতে পারে—আর্চিল পোরিয়া।

মোষটাকে ঘিরে অনেকগুলো লোকের উল্লসিত কণ্ঠের কল-কোলাহল ভেসে আসে ; আর্চিল কান পেতে শোনে, তারপর জোসিমীর পানে ফিরে চীৎকার করে বলে ওঠেঃ

সাবাস, কমরেড জোসিমী ! সত্যিই তুমি মহান্ ! মোটেই আশা করিনি আমি যে এত শিগ্গির তুমি এতোটা কাজ শেষ করতে পারবে ! আর্চিল জোসিমীর কাছে এগিয়ে আসে,—ঘোড়াটাও এগিয়ে আসে ওর পিছু পিছু একান্ত সতর্ক পদক্ষেপে।

কমরেড ! সবাইকে অভিবাদন করে উৎসাহভরা কণ্ঠে আর্চিল বলেঃ দিনে দিনে ওর্কেটি কি চমৎকার সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছে—এ বিষয় কোন সন্দেহই আর থাকতে পারে না। কি চমৎকার সব ওক্—কি চমৎকার

এ্যাষ! এমনটি আর পাবে তুমি কোথাও? এক একটা কাঠেই একটা গোটা ঘর তৈরী হয়ে যাবে. চমৎকার—সত্যিই চমৎকার!

তারপর আরও ধীরে, একান্ত সতর্ক অনুযোগ-ভরা কণ্ঠে বলে চলে:

একটা কাজ কিন্তু মোটেই ভাল হয়নি, কমরেড—সেটা অবশ্য না বলে আমি পারছি না। আবার তোমরা সব ভুল ভাবে কেটেছ, তাই খণ্ডগুলো সব হয়েছে অসমান—বিভিন্ন মাপের, আর তাতে করে আমার কারখানাটার উপরই অযথা চাপ পড়বে। অবশ্য জেরাকে বলেছিলাম আমি এদিকে একটু লক্ষ্য রাখতে··· ·বলতে বলতে হঠাৎ ওর কণ্ঠ বুজে আসে, যেন বাকী কথাগুলো সে গিলে ফেলে, তারপর নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে অবাক বিস্ময়ে ওকের গুঁড়িটার সঙ্গে বাঁধা মোষটার পানে তাকিয়ে চমকে ওঠে,—যেন ওটা নিকোরা নয়, ওর সামনে দাঁড়িয়ে একটা অতিকায় দৈত্য। পর মুহূর্তেই সে নিজেকে সামলে নেয়—কিন্তু ততক্ষণে ওর ভাবান্তর সবার চোখেই ধরা পড়ে। আর্চিল তার এই বিশ্রী অবস্থাটাকে লুকোবার প্রচেষ্টায় জোসিমীর পানে তাকিয়ে একটু হেসে ওঠে, তারপর মোষটার দিকে ফিরে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথাটা একবার নীচ করে অর্ধনিমীলিত চোখে বলে ওঠে:

আমি ভেবেছিলাম বুঝি ওটা গোচার মোষ। কি করে এল ওটা এখানে? নিশ্চয়ই গোচা ওটাকে যৌথ খামারে দিয়ে দেয়নি!

আর্চিল জোর করে একটু শুষ্ক হাসি হেসে ওঠে।

হাঁ, ওটা নিকোরাই বটে; গোচা তার নিজের পরিবর্তে ওটাকেই আজ পাঠিয়ে দিয়েছে কাজ করার জন্য; সে বলে পাঠিয়েছে যে আজ তার সময় নেই, তা বলে সে আমাদের কারুর চাইতে পিছনেও পড়ে থাকতে রাজী নয়,—হাসতে হাসতে জোসিমী জবাব দেয়, তার হাসিটাও আর্চিলের হাসির মতনই মনে হয় কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক।

হাঁ, তাছাড়া যদি সে তার নিকোরাকে একটু বিশ্রাম দিতে চায় তো নিজেই চলে আসতে পারে,—অবজ্ঞা ভরা কণ্ঠে ওনিসী বলে ওঠে, তারপর কুড়ুলের বাঁটটা দিয়ে মোষটার পিঠের উপর একটা মৃদু আঘাত করে ওটাকে মাঠের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে।

জাহান্নমে যাক গোচা আর গোচার মোষ! কিছুই যায় আসে না তাতে আমার—আর্চিল বুঝতে পারে যে নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে আর তাই সে প্রসঙ্গের পরিবর্তন করে: হাঁ, কি যেন আমি বলছিলাম····? জেরাকে বলেছিলাম আমি যে সে যেন লক্ষ্য রাখে গাছগুলো কাটার সময়ে—সবগুলো যেন একই মাপের হয়। কিন্তু এখন আবার সবগুলোকে সমান করে কাটতে হবে আর তাতে সময় নেবে প্রচুর···এখন থেকে অন্তত এদিকটায় তুমি একটু নজর রেখ, জোসিমী। তারপর চারদিক পানে একবার দেখে নিয়ে আর্চিল প্রশ্ন করে: জেরা কোথায়, কেউ বলতে পার? ওকে একটা জিনিস দিতে হবে, জেলা অফিস থেকে দিয়েছে ওকে দেবার জন্য আর সে জন্যেই আমার এখানে আসা।

এইতো এক্ষুনি ওখানে ছিল। গুঁড়িটার ধাক্কায় যেখানটায় গভাদি পড়ে গিয়েছিল সেদিক পানে আঙুল দেখিয়ে জোসিমী জবাব দেয়।

তখনও গভাদি ছিল সেখানে; একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলে বিরাট একটা ওকের কাটা মুড়োর উপর কনুইয়ের ভর রেখে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে আরাম করে সে পাইপ টানছিল।

ঐ যে যেখানটায় গভাদি বিশ্রাম করছে সেখানেই তো ছিল·· বোধ হয় ও বলতে পারবে কোথায় গেছে জেরা,—অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক একটি চাষী বলে ওঠে।

ঘোড়াটার উপর চড়ে আর্চিল ওটাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে কাটা ওক্ গাছটার কাছে যায়।

গ্‌ভাদি নিশ্চয়ই অসুখের ভান করে পড়ে আছে,—আর্চিল ভাবে, তারপর আপন মনেই একটু হেসে ওঠে; কেননা, এটা ওর কাছে নিতান্তই অদ্ভুত আর অসম্ভব মনে হয় যে, এই প্রকাশ্য দিবালোকে, সমস্ত যৌথ চাষীদের চোখের উপর গ্‌ভাদি নবাব বাদশাদের মত আরাম করে শুয়ে আছে গাছেব ছায়ায়, আর সব কমরেডরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চলেছে। আর্চিল বরাবর গাছটার কাছ অবধি না গিয়ে একটু দূর থেকেই নেহাৎ পথচারীদেব মতন করে গ্‌ভাদিকে প্রশ্ন করে:

বলতে পার ভাই, জেবা কোথায়?

গ্‌ভাদি তৎক্ষণাৎ ওর আসার কারণটা অনুমানে বুঝে নেয়। দেখ, ব্যাটা কি ভীষণ হুঁশিয়ার। মরুগে ছাই! গ্‌ভাদি মনে মনে ভাবে, তারপর ঠিক করে যে, সে এমন ভাব দেখাবে যেন কস্মিন কালেও আর্চিলের সঙ্গে তার পরিচয় নেই; সুতরাং তক্ষুনি সে জবাব দেয় না, যেন সে তার বিশ্রামই উপভোগ করে চলেছে এমনি ভাবে একান্ত ঔৎসুক্যহীন দৃষ্টি মেলে একবার আর্চিলের পানে তাকায়, অবশেষে, একটু উঠে পাইপটাকে মুখের একটা কোণের দিকে ঠেলে দিয়ে জঙ্গলটার পানে নির্দেশ করে বলে: গোচার মেয়ে নেইয়া এসে তাকে ঐদিকে ডেকে নিয়ে গেছে;—বলেই সে অর্থপূর্ণভাবে মাথা নাড়তে শুরু করে, ভাবখানা এই যে সে একটা এমন অতি গোপন কথা বলে ফেলেছে, যা নাকি কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছেও প্রকাশ করা যায় না।

আমার মনে হয়, বোধহয় ওরা দুজনে মিলে চা বাগানের দিকে গেছে। বনটা দেখেছ তো ভাল করে? ঐদিকে,—এখানে এসে দেখতে পার······

মিথ্যা কথা বলছিস! ওদিকে কোন চা-বাগান নেই,—কথাটা যেন আর্চিলের মুখ থেকে ফেটে বেরিয়ে আসে। ভীষণভাবে সে ওকে গাল পাড়তে শুরু করে, গ্‌ভাদির মনে হয় সংবাদটা ওকে দারুণভাবে বিচলিত করে তুলেছে।

ওরা একই সঙ্গে চা-বাগানেও গেছে আবার জঙ্গলের ভিতরেও গেছে? কি বাজে বকছিস! আর্চিল আড়চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার গ্‌ভাদির পানে তাকায়। কিন্তু গ্‌ভাদি অবিচলিতভাবে বলে ওঠেঃ আমি কি জানি, কি বিপদ! যা দেখেছি তাই বল্‌লাম····· ।

এবার আর আর্চিল তার উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারে না; গ্‌ভাদির নিদেশ মত সেই দিকে তাকিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখতে শুরু করে, কিন্তু জেরা বা নেইয়া কাউকেই সে দেখতে পায় না। ওর মুখখানা গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে ওঠে।

হুঁ···—একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলে উঠেই আর্চিল ঘোড়াটার পেছনে চাবুক কষে রেকাবে পা ঢুকিয়ে জিনের উপর সোজা হয়ে বসে তারপর বনের ভিতরে ছুটে চলে। কিন্তু খানিকটা দূর গিয়েই সে থমকে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ ঐদিকেই ঐ পথে,—আর্চিলকে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে, সে যে ঠিক পথেই যাচ্ছে এই ভরসা দিয়ে ওকে উৎসাহিত করার জন্য গ্‌ভাদি পেছন থেকে চীৎকার করে বলে ওঠে।

এভাবে ঘোড়ায় চড়ে জেরা আর নেইয়ার পিছু পিছু ধাওয়া করাটা ওর পক্ষে হয়তো মোটেই সম্মানজনক নয়—এই ভেবে আর্চিল একটু ইতস্তত করতে করতে হাতের চাবুকটা সশব্দে কয়েকবার শূন্যে আন্দোলিত করে, তারপর ঘোড়াটার মুখ ফিরিয়ে গাঁয়ের অভিমুখে

এগিয়ে চলে। গ্‌ভাদিব পানে একটি বারের তরেও আর সে ফিরে তাকায় না। চাবুকের শব্দে গ্‌ভাদি বুঝতে পারে যে তার ছোঁড়া তীর ঠিকই লক্ষ্যভেদ করেছে, আর লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠেছে ক্রোধ, আর্চিলের অন্তব পূর্ণ করে। খুসীভরা মনে গ্‌ভাদি আবার তাব আরাম কেদারাটার উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। এমন কি পেছন থেকেও যেন সে দেখতে পাচ্ছে, কি ভীষণ চটে গেছে আর্চিল, চলতে চলতে সে তার শরীরটা ঝুঁকিয়ে প্রায় মিশিয়ে দিয়েছে ঘোড়াটার গলার সঙ্গে—মনে হয় যেন ওর কোমর থেকে আধখানা দেহ ভেঙে ঝুলে পড়েছে। একটা বিদ্বেষ ভরা হাসিতে গ্‌ভাদির মুখখানা উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। বেশ খানিকটা সময় লাগবে আর্চিলকে এই দুর্বিসহ চিন্তার হাত থেকে কাটিয়ে উঠতে—যে চিন্তায় ওর অন্তব উঠেছে বিষিয়ে। নেইয়া আর জেরা উভয়ে এক সঙ্গে গেছে বনের ভিতব—এটা মোটেই সাধাবণ কথা নয় আর্চিলের কাছে।

আব এটাই হচ্ছে ওব উপযুক্ত শাস্তি। জ্বলে পুড়ে মরুক গে সে মনে মনে! নিজেব কাছেই গ্‌ভাদি বলে। কি ভেবেছিলে তখন, বন্ধু, যখন তুমি আমার নেবুগুলো কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে অন্যকে আপ্যায়িত করেছিলে? বে-ওয়ারিস মাল পেয়েছিলে বুঝি, তাই না?

আবার গ্‌ভাদি হেসে ওঠে—এবাব আব তাব স্বভাবসুলভ মৃদু হাসি নয়, প্রাণ খোলা দরাজ হাসি। নিজের চাতুরীতে নিজেই সে খুসী হয়ে ওঠে দারুণ—ওর অন্তর পূর্ণ করে আনন্দের বান ডেকে ওঠে, তাই আর চাপা হাসি হেসে সে তৃপ্ত হতে পারে না। ওর সবটুকু অন্তরাত্মা যেন চীৎকার করে ডেকে দুনিয়াব সবাইকে শুনিয়ে দিতে চায় কি চমৎকার প্রতিশোধই না সে নিয়েছে আর্চিলের উপর—দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেন সে জানিয়ে দিতে চায় এই

অত্যাশ্চর্য ঘটনার সংবাদ। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব নয়। গ্ ভাদি একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে—ফুস্ ফুস্ ভরে হাওয়া টেনে নিয়ে থেমে থেমে শব্দ করে ছেড়ে দেয়,—এই মুহূর্তে এই একটি মাত্র উপায়েই যেন সে তার অন্তরের অনাবিল আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে।

(নয়)

দ্রুত ছুটে চলেছে আর্চিল ; বনটা পেরিয়ে যাবার পর একটি বারের তরেও আর সে ঘোড়াটাকে থামায় না কোথাও, এমন কি বাড়ী কিংবা কারখানা কোন দিকেই না গিয়ে সোজা এসে সে গোচা সালাণ্ডি-য়ার দরজার সামনে দাঁড়ায় ; তারপর নিজের হাতেই গেটটা খুলে ঘোড়া সমেতই ভিতরে গিয়ে ঢোকে।

অসমাপ্ত ঘরটার কাছে দাঁড়িয়ে গোচা রেঁদা ঘসে একটা বেঞ্চের উপরে রেখে একটা কাঠ পালিশ করছে, আর কাছেই একটা নীচু টুলের উপরে বসে তার স্ত্রী তাসিয়া উল সুতায় মোজা বুনছে। পুরানো বেঁকে যাওয়া চশ্‌মাটা তাসিয়ার নাকের ডগায় সওয়ার হয়ে ঝুলছে,—হাতল নেই, একটা ফিতা দিয়ে মাথার পেছন দিকে রুমালটার সঙ্গে বাঁধা। মোজা বুনবার কাঠি হু'টো তার অভ্যাস-অর্জিত নিপুণ হাতে এতো দ্রুত চলেছে যে, হাত ছুটো প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে।

তাসিয়াই প্রথম আগন্তুককে দেখতে পায়, ঘোড়ায় চড়ে সে এসে ঢুকেছে ওদের উঠানে। চশ্‌মাটা কপালের উপর তুলে দিয়ে হাতের বোনাটা গুটিয়ে সে উঠে দাঁড়ায় টুল ছেড়ে, তারপর পবনের স্কার্টটা টেনে দিয়ে মাথার রুমালটা ঠিক করে বেঁধে নেয়।

আর্চিল এসেছে, যাও এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা কর! অনুচ্চ কণ্ঠে স্বামীকে বলেই সে আস্তে বসে পড়ে।

গোচা রেঁদাটা রেখে অতিথির অভ্যর্থনায় এগিয়ে যায়।

আজই ভেবেছিলাম তোমায় আমি ডেকে পাঠাবো আর্চিল,—কতকগুলো জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে। গোচা বলে, তারপর ঘোড়াটার

কাছে এগিয়ে গিয়ে এক হাতে লাগাম আর অন্য হাতে রেকাবটা ধরে বিনীতভাবে ওকে নেমে আসতে অনুরোধ করে।

মোটেই সময় নেই, অনেক কাজ আছে—এই বলে প্রথমটায় আর্চিল প্রত্যাখ্যান করে ওর অনুরোধ; অবশেষে ওর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আর ওকে অবতরণে সাহায্য করার দারুণ গোচাকে ধন্যবাদ জানায়।

নেমে এসে আর্চিল ঘোড়াটাকে বেঞ্চটার সঙ্গে বেঁধে দেয়, তারপর ওর ওভারকোটের পকেট থেকে একটা লম্বা বাক্স টেনে বের করে :

তোমার মেয়ের জন্য একটা উপহার এনেছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সে নেই এখন এখানে···তুমিই ওকে এটা দিয়ে দিও তাসিয়া, মিছামিছি আমি আর এটাকে বাড়ী বয়ে নিয়ে যেতে চাই না,—গৃহ-কর্ত্রীর পানে তাকিয়ে আর্চিল বলে।

আঃ কি লজ্জা!—ওর হাতের ঐ অদ্ভুত ধরনের বাক্সটার পানে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাসিয়া জবাব দেয়। নেইয়া গেছে চা বাগানে পাতি তুলতে; আমিও যেতুম কিন্তু গোচাকে একা ফেলে তো আর যেতে পারি না।

তাসিয়া ওর হাতের বাক্সটার পানে অপলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আর্চিল হাতের ভিতর বাক্সটা নাচাতে নাচাতে কথা বলে। ওর কণ্ঠে ফুটে ওঠে একটু ক্ষীণ অভিযোগের রেশ :

সেটাই হচ্ছে কথা, বুঝেছ তাসিয়া; চা-বাগানে যায়নি সে; সবাই বল্‌ল সে নাকি গিয়ে ঢুকেছে বনের ভিতর, আর একাও যায়নি সেখানে·· আর্চিল একটু ইতস্তত করে—অতটা বলা বুঝিবা ঠিক হল না, তারপর আবার আস্তে আস্তে বলতে শুরু করে : কি যে বলবো সত্যি কিছুই বুঝতে পারছি না···ঐ একটি মাত্র মেয়ে তোমার, বিয়ের যুগ্যি, তাসিয়া, আর জান তো তুমি······

বলতে বলতে আর্চিল থেমে যায়। যে স্বরে যে কথা সে বলছে তা তার নিজের কাছেই বেশ একটু খারাপ লাগে—ওর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাগুলো যেন বেরিয়ে আসছে ওর মুখ থেকে। একটু হাল্কা ঠাট্টার স্বরেই নেইয়ার বাপ মাকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিল, যে সংবাদটা এই মাত্র সে শুনে এসেছে গভাদির কাছ থেকে, কিন্তু ওর কণ্ঠে মোটেই বেজে ওঠে না ঠাট্টার স্বর। মোটেই সঙ্গত হচ্ছে না এটা—আর্চিল মনে মনে ভাবে—মেয়ের চরিত্র নিয়ে মায়ের কাছে অভিযোগ করা, নিজেই তো সে বলতে পারতো নেইয়াকে। কিন্তু কথায় বলে,—মুখের কথা আর হাতের ঢিল—ফস্‌কে বেরিয়ে গেলে তা আর ফিরিয়ে নিতে পারে না কেউ। জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে এনে আর্চিল বাক্সটা তাসিয়ার হাতে দেয়।

একটু ঠাট্টা করছিলাম আমি—কিছু মনে কোরো না। তোমার মেয়ে বনের ভিতর ঘুরে বেড়ায় সেটা তো আর তোমার দোষ নয়···দয়া করে এটা নাও আর বোলো না নেইয়াকে যে এটা আমিই দিয়েছি তাকে।

অনেক ঋণী আমরা তোমার কাছে আর্চিল,—গম্ভীর কর্কশকণ্ঠে গোচা বলে ওঠে—অযথা এমনি করে আর তোমার পয়সা নষ্ট কোরো না। তারপর হঠাৎ সে তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে:

এই দেখ, শুনছ! এর আগেও তোমাকে বলিনি আমি···কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের বয়স্থা মেয়ে এমন একা-একা বিনা কাজে বনে বাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াবে সেটা মোটেই শোভন নয়। অসংখ্য বার বলেছি তোমায় যে ওকে একটু চোখে চোখে রেখ—নজরের বাইরে যেতে দিও না কখনও। এই আমি শেষবার বলে দিচ্ছি তোমাকে, আর কখনও যেন এমনটি না ঘটে। কোন দিন যদি আমার হাতে পড়ে, সে দিন তাহলে আর রক্ষা রাখবো না কিন্তু বলে দিচ্ছি···আর্চিল গোচাকে শান্ত করতে প্রয়াস

পায় ; ওর হাত ধরে ওকে ঘরের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

আমি চেয়েছিলাম তোমাকে একটু চটাতে, গোচা ; কিন্তু এতোটা উত্তেজিত হওয়া কি ঠিক হয়েছে তোমার ? যাই বল সত্যিই তো আর তুমি একটি বয়স্থা মেয়েকে—তাছাড়া একটি তরুণ কম্যুনিস্টকে দিনরাত ঘরের ভিতরে আটকে রাখতে পার না তালাচাবী বন্ধ করে ! আর এতে কোনই দোষ হয়নি তার, সুতরাং মিছামিছি আর রাগ করো না…

যেমন চট করে গোচা রেগে উঠেছিল তেমনিই অতি শীঘ্রই তার রাগ পড়ে যায়। বেঞ্চটার উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সে তার স্ত্রীর পানে তাকায়। পরম যত্নে আর্চিলের দেয়া উপহারটা তখনও হাতে করে তাসিয়া দাঁড়িয়ে—যেন ওটা একটা অতি মূল্যবান সম্পদ—কিন্তু তার চোখে মুখে একটা দারুণ বিরক্তি, একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব। যাই হোক, ঝগড়াঝাঁটি না করে চুপ করে থাকাটাই সে ভাল মনে করে, পাছে নেইয়ার পক্ষে সেটা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। স্বামীর কটু কথায় ওর ভীষণ রাগ হয়, কিন্তু নেইয়ার পক্ষে ক্ষতিকর হবে ভেবেই সে চুপ করে যায়।

একেবারে চুপ করে থাকলেও—তাসিয়া ভাবে—নেইয়ার পক্ষে সেটাও হয়তো খারাপ হতে পারে।

মুহূর্তে রাগ পড়ে গিয়ে গোচা অমায়িকতায় গলে পড়ে, তারপর স্ত্রীর পানে ফিরে বলে :

যাও তো এক বোতল মদ আর কিছু ফল নিয়ে এস দেখি অতিথির জন্যে ; ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

একটি আস্ত বোকা আমি—কথাটা আমারই তো আগে মনে হওয়া উচিত ছিল,—মনের ভাব চেপে গিয়ে সোৎসাহে তাসিয়া বলে ওঠে ;

তারপর ত্রস্ত পদে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকে,—উপহারের বাক্সটা তখনও তার হাতে, সযত্ন সতর্কতায় সেটাকে সে ঘরে নিয়ে যায়।

বেঞ্চটার উপর থেকে করাতের গুঁড়োগুলো ঝেড়ে ফেলে গোচা আর্চিলকে বসার জায়গা করে দেয়।

তারপর, ঘরের কাজ কি রকম এগোচ্ছে, গোচা? তক্তা আছে তো? বেঞ্চটার উপর বসতে বসতে আর্চিল প্রশ্ন করে, তারপর অসমাপ্ত ঘরটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয় যে সামনের দেয়ালটা কতো খানি উঁচু।

যতগুলো তক্তা আছে আমার. তোমার শত্তুরের পরমাই হোক তত দিন। যেটা পালিশ করছি এটাই হোল শেষ তক্তা—গোচা জবাব দেয়, ওর কণ্ঠে বেজে ওঠে একটু দুঃখের সুর। আচ্ছা এ সম্পর্কে কি আমায় একটু সাহায্য করতে পার, আর্চিল?

কেন নয়? কিচ্ছু ভেবো না! সঙ্গে সঙ্গেই আর্চিল জবাব দেয়, তারপর একটু ভেবে নিয়ে নীচু গলায় বলে:

যত শীঘ্র যৌথ খামারটা ভেঙে যাবে, তখন……

আর্চিল পরিহাস করছে মনে করে গোচা পুনরায় বলে:

তার মানে, ততদিনে আমিও খতম হয়ে যাবো, এই যা। যে দিকেই তাকাও দেখবে যৌথ খামার—দুনিয়া ভর যৌথ খামার গড়ে উঠেছে. সুতরাং এ সময়ে কি করে ওগুলো ভেঙে যাবে বলে মনে করছ তুমি………

ওটা কোন কথাই নয়, গোচা…কমিউনই যখন তারা ভেঙে দিতে পারলো তখন যৌথ খামার কি আর তার চাইতে ভাল কিছু? গোচার কথার প্রতিবাদে আর্চিল আর একটা প্রশ্নের অবতারণা করে।

যাক্‌গে, আপাতত আমি অবশ্য তার কোনই সম্ভাবনা দেখছি না, এই

মাত্র! তাছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমাকে এ ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে পাব কি? আড়া, পাড, এসবগুলো আমি অন্য জায়গা থেকে জোগাড করে নেবো, কেবল খানকতক তক্তা ··জেরাকে কোন রকমে একটু রাজী করাতে চেষ্টা কর যদি—পারবে বলে মনে হয়, আর্চিল? উৎকণ্ঠিত গোচা আচিলকে প্রশ্ন করে। যৌথ-খামারের ঐতিহাসিক পরিণতির সম্পর্কে আলোচনা করার চাইতে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস সম্পর্কে আলোচনা করাটাই গোচার কাছে অধিক মূল্যবান বলে মনে হয়।

কিন্তু, আচিল তার নিজের যুক্তি সম্পর্কেই বলতে শুরু করে: খানকতক তক্তা, সে আর এমন বেশী কথা কি? জেরাকে ছাড়াও আমরা তার ব্যবস্থা করতে পারবো, এমন কি যদি তার জন্য আমার উপর কমিশনও বসে তো পরোয়া করি না—প্রত্যেক টুকরা কাঠের জন্য যদি জবাবদিহি করতে হয় তো আমিই করবো···কারোর হুকুমের তোয়াক্কা না রেখে আগেও যেমন তোমাকে দিয়ে এসেছি তেমনিই দেবো ব্যবস্থা করে, তাতে করে কমিশন কেন জেরা নিজেও যদি এসে দাঁড়ায় আমার বিরুদ্ধে তাতেও আমি ভয় পাবো না। বলি যাই হোক না কেন কারখানাটাতো আমারই—তাতে যে যাই বলুক না কেন কিছুই এসে যাবে না। ওরা আমাকে বলেছে ম্যানেজার হিসাবে কারখানাটা দেখাশোনা করতে আর তার বদলে দিচ্ছে কিনা মাত্র কয়েকটি টাকা; কি পেয়েছে ওরা আমাকে?

কিন্তু সে যাকগে, যৌথ খামারের দিন যে ঘনিয়ে এসেছে সে সম্পর্কে এখনও কি করে তোমার মনে সন্দেহ থাকতে পারে, আমিতো বুঝতে পারি না। অবাক লাগে আমার! তুমি বুদ্ধিমান লোক, সব জিনিসই বোঝ তুমি—দেখতে পাচ্ছ না দুনিয়ায় কি ঘটছে না ঘটছে?

জমি বাড়ী সব কিছুই তারা চাষীদের দিয়েছে ফিরিয়ে ; আর শুধু তাই নয় ফলের বাগান পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছে। এর কি কোন মানে নেই বলতে চাও? তুমি আবার ভাল করে ভেবে দেখ। এর অর্থ হচ্ছে সব কিছুই শেষ হয়ে আসছে। অবশ্য এটা ঠিক যে, তারাতো এক কলমের আঁচড়েই আর যৌথ খামার ভেঙে দিতে পারে না! যাই কেন না বল তুমি, মোটেই হাসির কথা নয় এটা। মনে হচ্ছে এখন ওরা চাষের গরু মোষগুলোও ফিরিয়ে দেবার কথা চিন্তা করছে· শীঘ্রই দেখবে একটু একটু করে যৌথ খামাবের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না —কোন কিছুর উপরেই থাকবে না তার কোন প্রতিপত্তি। আব তা যদি না হয় তবে দেখে নিও, এই তোমায় আমি নিশ্চিত করে বলে রাখছি, অদূর-ভবিষ্যতে গভর্ণমেণ্টও অচল হয়ে পড়বে। আমার কথাগুলো ভাল করে বিচার করে দেখ গোচা! পরে দেখবে যারা যৌথ খামারে যোগ দেয়নি কিম্বা যারা সময়মত ছেড়ে এসেছে তারাই শেষ পর্যন্ত জিতে যাবে ; চাই কি এমনও হতে পারে যে তারা পুরস্কৃতও হবে ঠিক সময়ে ঠিক পথটি বেছে নিতে পেরেছে বলে।

বলতে বলতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আর্চিল থেমে যায় তারপব কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে গোচার পানে তাকিয়ে সম্পূর্ণ অন্য স্বরে বলতে শুরু করে :

ভাল কথা, চাষের গরু মোষগুলোর কথা বলতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল। জান, তোমার আদরের নিকোরাকে দিয়ে ওরা গাছের গুঁড়ি টানাচ্ছে। এই মাত্র নিজের চোখে দেখে এলাম বনের ভিতর। বিরাট একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ওটাকে জুতে দিয়েছে আর বেচারা অতি কষ্টে খাদের ভিতর থেকে ওটাকে টেনে তুলছে। সত্যি ভীষণ দুঃখ হয়েছে আমার হতভাগ্য পশুটার অবস্থা দেখে—আর যেন চলতেই

পারছে না মোটে। ভাবলাম, গোচা কি পাগল হয়ে গেল নাকি? কে তাকে বুদ্ধি দিয়েছে মোষটাকে যৌথ খামারের হাতে ছেড়ে দিতে? নিজের একান্ত প্রয়োজনেও তো কখনও ওটাকে তুমি হালে জোত না —জোত কখনও?

এতক্ষণ গোচা বেঞ্চটার গায়ে হেলান দিয়ে দাড়িয়েছিল। ওর কথা শুনেই সোজা হয়ে দাড়ায়, মাথাটা পেছনের দিকে হেলিয়ে, ভ্রু দুটো কপালের উপর তুলে, হতচকিত দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ সে তাকিয়ে থাকে তারপর তীব্র দৃষ্টিতে আর্চিলের পানে তাকায়, যেন সে তার পরম শত্রু। কে দিয়েছে? কে বলেছে, আমি দিয়েছি? তীব্র কণ্ঠে গোচা প্রশ্ন করে,—আর সঙ্গে সঙ্গে উন্নীত ভ্রু-যুগল নেমে আসে এক জোড়া পাখীর পাখার মতন।

যৌথ চাষীরাই বলল। যদি ওরা মিছে কথা বলে থাকে--তুমি যদি না দিয়ে থাক ওটাকে ওদের হাতে, তবে নিশ্চয়ই এর জন্য ওদের জবাব-দিহি করতে হবে। যাই হোক, আজকাল সব কিছুর জন্যই আইন আছে, তোমার যা কিছু সে তোমরাই। ওদের তুমি আদালতে পর্যন্ত টেনে তুলতে পারবে।

ব্যাটাদের মুখ থেকে রক্ত তুলে ছাড়বো না আমি? বদমাসগুলোর বিচার করবো আমি নিজের হাতে! রাগে আগুন হয়ে ওঠে গোচা। বেঞ্চটার উপরে একটা ছোট দা পড়েছিল সেটা তুলে নিয়ে গোচা ছুটে উদ্যান ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

এতোটা চটে যাবে গোচা আর্চিল তা মোটেই আশা করেনি। সেও লাফিয়ে উঠে গোচাকে থামাবার চেষ্টা করে।

ঝগড়াঝাঁটি করার প্রয়োজন নেই গোচা, সেটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না! আদালত থেকে তুমি ঢের বেশী আদায় করতে পারবে···

শোন আমার কথা—আর্চিল চীৎকার করে বলে ওঠে, কিন্তু গোচা হাত নেড়ে ওকে বিদায় দেয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে তাসিয়া এসে উপস্থিত হয়; তার দু হাত ভর্তি কেক আর কাটা ফলে বোঝাই প্লেট আর বগলে চাপা একটা মদের বোতল।

যখন গোচা কাকে যেন উদ্দেশ্য করে খুন করে ফেলবে ইত্যাদি বলে শাসাতে শাসাতে ওর পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল তখন সে হঠাৎ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—ওর মুখে চোখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে।

কোথায় চললে? অতিথিকে একা ফেলে রেখে · কি হয়েছে, ব্যাপার কি?—তাসিয়া পেছন থেকে গোচাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বলে, কিন্তু ওর কথা গোচার কানে পৌছায় না—ততক্ষণে সে উঠান ছেড়ে বাইরে অনেকটা দূর চলে গেছে।

আর্চিল তাসিয়াকে নিবৃত্ত করে, তার পর গোচার হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে ওকে বুঝিয়ে বলে।

কে যেন গোচাকে বলেছে যে ওর কাছ থেকে মোষটা নিয়ে যাবার পেছনে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে···আর সেই জন্যই সে তাড়াতাড়ি ছুটে যাচ্ছে জানতে যে এর অর্থ কি। কিচ্ছু ভেব না সবই ঠিক হয়ে যাবে। —আর্চিল তাসিয়াকে ভরসা দেয়। কিন্তু নিকোরাকে হারাবার কথাটা ওর কাছে এতই বিস্ময়কর বলে মনে হয় যে, সে মোটেই বিশ্বাস করতে পারে না ওর কথা; বিস্ময়াবিষ্ট তাসিয়ার হাত থেকে খাবারের প্লেটগুলো আর একটু হলেই খসে পড়েছিল আর কি!

সে কি করে হবে? আমাদের ঐ একটিমাত্র মোষ নিকোরা। কে কবে শুনেছে যে পরিবারের একটি মাত্র দুধের মোষকেও নিয়ে যায়?

আমিও তো তাই ভাবছি ; মোটেই কথাটা সত্যি বলে মনে হয় না —নিশ্চয়ই এর ভিতরে কোথাও একটা গলদ আছে।

তাসিয়ার উত্তেজনায় আচিল মোটেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। ওর হাত থেকে একটা প্লেট আর মদের বোতলটা সে নিয়ে নেয়।

ঐ নূতন ক্ষেতের আঙুরের মদ বুঝি তাই না? বোতলটাকে আলোর পানে তুলে ধরে রংটা দেখে নিয়ে তাসিয়াকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে আসার চেষ্টায় আচিল প্রশ্ন করে।—নিশ্চয়ই! নইলে যদি 'ইসাবেলা' আঙুরের হোত তবে অনেক আগেই টকে যেত। কিন্তু এটা, কি চমৎকার·· ·?

(দশ)

গোচা সালাগুিয়ার আদরের মোষ নিকোরাকে দিয়ে একবার যখন একটা গুঁড়ি টানানোই হয়েছে, তখন বেশী টানালেই বা ক্ষতি কি ? ওনিসীর পরামর্শ মত আর একটা ব্রিগেডের সাহায্যের জন্য মোষটাকে লাগানো হয়। এই দলে রয়েছে ওনিসীর ছেলেরা ; বিশ্রী রকমের বাঁকা একটা বিরাট গুঁড়িকে কিছুতেই ওরা কায়দা করে উঠতে পারছিল না— ওদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ওটা এগোচ্ছিল একটু একটু করে।

বিশ্রামের পর গ্‌ভাদি বিগভা এই দলে এসে যোগ দেয়। প্রথমত সে পেছন থেকে গুঁড়িটাকে ঠেলতে আরম্ভ করে, তারপর হঠাৎ অনাবশ্যক সোরগোল করে ছুটে যায় সামনের দিকে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই জোর লাগায় না এতটুকুও। যখন ওর কমরেডরা নিকোরাকে নিয়ে এল, গ্‌ভাদি প্রথমটায় চিনতে পারে না মোষটাকে। দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা হাল-টানা মোষ নিয়ে এসেছে ওরা গুঁড়িটাকে টানবার জন্য,—যাই হোক মন্দ নয় পরিকল্পনাটা ! গ্‌ভাদি ভাবে আর সঙ্গে সঙ্গেই সে গ্রহণ করে বসে চালকের ভূমিকা ! স্তূপীকৃত ডালপালার ভিতর থেকে একটা সরু ডাল ভেঙে নিয়ে তা দিয়ে বানিয়ে নেয় একটা ছড়ি মোষটাকে হাঁকাবার জন্য।

দলের সর্দার জোসিমীর কিন্তু ব্যবস্থাটা মোটেই মনঃপুত হচ্ছিল না। কি জানি, শেষ পর্যন্ত একটা গোলমালের সৃষ্টি না হলেই ভাল, জোসিমী ভাবে, কিন্তু কোনরূপ উচ্চবাচ্য করে না সে এ সম্পর্কে। স্বাস্থ্য ভাল মোষটার, অনায়াসেই এ গুঁড়িটা ও টানতে পারবে, কোন ক্ষতিই হবে না তাতে;—নিজের মনকে বুঝাবার চেষ্টা করে জোসিমী। তবুও পাছে কোনরূপ গোলমালের সৃষ্টি হয়, এই ভেবে সে একটু দূরে

সরে গিয়ে যেন সম্পূর্ণ অন্য একটা কাজে ব্যাপৃত আছে, এমনি একটা ভান করে।

মোষটা সেই বিরাট গুঁড়িটাকে যখন টেনে নিয়ে আসছে, ঠিক সেই মুহূর্তে গোচা সালাগুিয়াও এসে হাজির হয়, এবং নির্মূল-করে-কাটা বনের মাঝখানে একক বৃক্ষের মত মাঠের ভিতরে দাঁড়িয়ে, চোখের উপর হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে, ব্যাপারটা কি হচ্ছে ওখানে।

মুহূর্তেই গোচা চিনতে পারে তার নিকোরাকে, মোষটা টেনে নিয়ে চলেছে বিরাট একটা গাছের গুঁড়ি; বিস্ময়ে গোচা নির্বাক হয়ে যায়, যেন এতো বড একটা আশ্চর্য ব্যাপার ভূ-ভারতে কেউ দেখেনি আর কোনদিনও। দাঁতে দাঁত কড়মড় করে হুংকার দিয়ে উঠে গোচা সবাইকে জানিয়ে দেয় তার উপস্থিতি, তারপর কোষমুক্ত তরবারির মত দা-টাকে ঘোরাতে ঘোরাতে গম্বুজের মতন মাথা উঁচু করে সে আক্রমণে এগিয়ে যায়। পাছে হঠাৎ ওর রাগটা পড়ে যায় এই আশঙ্কায় তৃণভূমি বিদলিত করে ছুটে চলে গোচা—হাতুড়ি পেটার শব্দ ওঠে ওর চলার তালে, পেছনে পড়ে থাকে গভীর পদচিহ্ন, মাটির উপর দিয়ে নয়, – যেন সে চলেছে নূতন পড়া বরফের উপর দিয়ে।

হঠাৎ ওর মনে জেগে উঠে এক নূতন ভাবনা। মোটেই সমীচীন হচ্ছে না এমনি প্রকাশ্যভাবে আক্রমণের জন্য এগিয়ে যাওয়া—ওরা দেখতে পেলে তৈরী হয়ে উঠবে বাধা দিতে।

হঠাৎ পাশে সরে গিয়ে মোড় নিয়ে গোচা আঁকাবাঁকা পথে ঝোপঝাড় আর উঁচু ঢিবির আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে এগিয়ে চলে: ওর মতলব —সম্পূর্ণ অতর্কিত অবস্থায় ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মম প্রতিশোধ নেবে ওদের ঐ অমার্জনীয় অপরাধের।

ভীতিপ্রদভাবে এগিয়ে চলেছে গোচার ছায়াটা তার পাশে পাশে, অন্যান্য যৌথ চাষীদের একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল জোসিমী—তাকে অতিক্রম করে গোচার ছায়াটা পড়ে ঘাসের উপর, ছায়ার ভিতরেও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তার বলিষ্ঠ দুটি কাঁধের প্রশস্ত গড়ন। ছায়াটা এগিয়ে চলে তারপর পড়ে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির উপর; ঠিক সেই মুহূর্তে নিকোরা সেই বিরাট বাঁকা গুঁড়িটাকে টেনে নিয়ে এসে পৌঁছায় ঐ গুঁড়িটার কাছে।

ঘাসের উপর গোচার বিরাট দেহের প্রশস্ত ছায়াটার উপর লক্ষ্য পড়তেই ভয়ে জোসিমী আঁতকে ওঠে। কেমন করে গোচা এল এখানে? ওকে প্রশ্ন করার আগেই গোচা ওকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়, যেন মোটেই কেউ নেই সেখানে, তারপর গুঁড়িটাকে ঘিরে কর্মরত যৌথ চাষীদের উদ্দেশ করে চীৎকার করে হেঁকে ওঠে:

কার এতো বড় দুঃসাহস রে? দাঁড়াতো দেখি সব, যদি তোরা মেয়েমানুষ না হোস, তবে পালাবি না কেউ!

ওর কণ্ঠে বেজে ওঠে রণধ্বনির স্বর,—বিরাট বজ্রগর্জনে পর্বতগাত্র থেকে তুষার ভেঙে পড়ার মত তৃণভূমির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। সমস্ত চাষীরা ঘুরে দাঁড়ায়; কে একজন মোষটাকে থামায়। গোচা সালাগুিয়ার অপ্রত্যাশিত আগমনে সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

গ্ভাদি দাঁড়িয়েছিল মোষটার ঠিক মুখের সামনে—কেঁপে ওঠে তার অন্তর, জীবনে কোনদিন কোন অবস্থাতেই আজকের মত এতোখানি বিহ্বল হয়ে পড়েনি সে। হাত দিয়ে চোখ রগড়ে সে বার বার তাকায় যেন গোচাকে স্বশরীরে সামনে উপস্থিত দেখেও তার ঠিক প্রত্যয় হচ্ছে না। তীব্র স্বরে গোচা যৌথ চাষীদের গালি পেড়ে চলে;

হঠাৎ গ্ভাদি যেন আবিষ্কার করে মোষটার কপালের উপরের খচ্চরের পায়ের নালের মত সাদা দাগটা, আর সঙ্গে সঙ্গেই গোচার গালাগালি গর্জন সব কিছুরই তাৎপর্য ওর কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—পরিষ্কার হয়ে যায় সব; একটা নিদারুণ ভয়ের তীব্র হিমপ্রবাহ বয়ে যায় ওর প্রত্যেকটি শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে। গ্ভাদি ছিট্‌কে সরে যায় মোষটার পাশ থেকে—যেন কেউ ধাক্কা মেরে ওকে দিয়েছে সরিয়ে; হাতের ছড়িটা যেটা দিয়ে সে মোষটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, লুকিয়ে ফেলে দেয় হাত থেকে, তারপর গুটি গুটি পায়ে ওর কমরেডদের পেছনে গিয়ে আত্মগোপন করে—যেন সে মিলিয়ে যেতে চায় কোন যাদুকরের অদৃশ্য টুপীর আড়ালে।

ওনিসী অনুভব করে বর্তমান অবস্থায় তার পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া আর মোটেই সম্ভব নয়; এখন যদি সে শক্ত হয়ে না দাঁড়ায় আর ওর স্পর্ধিত আহবানে সাড়া না দেয়, তা হ'লে গোচা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে ওদের, প্রতিকারের কোনই পথ আর থাকবে না তখন। সুতরাং ওনিসী গোচার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রুখে দাঁড়ায়।

ওনিসী তার পাখীর মত ছুঁচলো ঠোঁট দুটি উঁচিয়ে কপট স্বরে চীৎকার করে বলে ওঠে:

মেয়েমানুষ তো তুই-ই নিজে, তাইনা রোজ রোজ ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে থাকিস, আমাদের কাছেও ঘেঁসিস না·· যারা পুরুষ—সাচ্চা মরদ যারা তারা সবাই এখানে এসেছে কাজ করতে। ওনিসী তার নুয়ে পড়া বাঁকা দেহটা সোজা করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। তারপর আক্রমণের ভঙ্গীতে হাতের কুড়ুলের লম্বা বাঁটটা শক্ত করে ধরে এগিয়ে এসে ছেলেদের সামনে দাঁড়ায়, আড় চোখে গোচা ঐ বিশেষত্বহীন বৃদ্ধ লোকটির পানে তাকায়—ভ্রূ কুঁচকে চোখ পাকিয়ে

লোকটা অপলক দৃষ্টিতে ওর পানে তাকিয়ে থাকে, যদিও এই বীরত্ব-ব্যাঞ্জক ভঙ্গীতে ওনিসীকে নিতান্তই অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

তুমি যে একটি আস্ত লড়াইয়ের মোরগ, সেটা ঠিকই দেখতে পাচ্ছি। গোচা বলে ; তারপর চারদিকে তাকিয়ে বলে ওঠে :

সবাই দেখছি এখানে রয়েছে—সমস্ত মরদের বাচ্ছারা, আর সবাই মিলে লেগেছে ঐ একটা মোষের পেছনে ! তাই কি ?

গোচা এগিয়ে যায় নিকোরার কাছে, তার গলায় বাঁধা দড়িটার উপর হাত দিয়ে ওনিসীর দিকে ফিরে আদেশভরা কণ্ঠে চীৎকার করে বলে ওঠে :

খোল শিগ্‌গির—এক্ষুনি দড়ি খুলে ছেড়ে দে ওটাকে।

খুলতে পারি যদি ওটার বদলে নিজেকে জুততে রাজী থাকিস্ ; কি বলিস্ ? গুঁড়িটাকে টানবার কাজে করলিই বা একটু সাহায্য ;—আর এটাও তো একটা কর্তব্য। নইলে, ভাবছিস কি তুই খালি খালি নবাবজাদার মত ঘুরে বেড়াবি ? ভাগ্ এখান থেকে। খবরদার দড়িতে হাত দিবি না বলছি—মোষটার গায়ে হাত দিচ্ছিস, এতো বড় দুঃসাহস। চীৎকার করে ওনিসী বলে ওঠে। ওনিসী মোটেই নরম হতে রাজী নয় ; ওর সাহস সম্পর্কে গোচার ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষে হাড়ে হাড়ে চটে গেছে ওনিসী,—তাই সেও নির্ভিকভাবে চালিয়েছে পাল্টা আক্রমণ।

ওনিসীর কথায় গোচার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে :

কি বল্‌লি হাত দেবো না ? আমার নিজের মোষটার গায়ে ? এতো বড় সাহস তোর ! গর্জে ওঠে গোচা, তারপর হাতের দা-টাকে এমনভাবে ঘোরাতে শুরু করে যেন সে চারদিকেই আঘাত করে চলেছে ওটা দিয়ে। মুহূর্তে ওনিসীর হাতের কুড়ুলটাও ঝলসে ওঠে। শুরু হয় চেঁচামেচি, চীৎকার ! একসঙ্গে বহু কণ্ঠের গোলমাল জেগে ওঠে !

জোসিমী পূর্বেই বুঝতে পেরেছিল যে গোচার আবির্ভাবটা যৌথ চাষীদের পক্ষে মোটেই সুলক্ষণের নয়; তাই সেও চুপি চুপি গোচাব পেছন পেছন এসে হাজির হয়েছিল যাতে করে নিকোরাকে নিয়ে অবধারিত গোলমালের সময়ে প্রয়োজন হলে সেও অংশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এতোটা সেও আশা করেনি যে ওরা দা কুড়ুল নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করবে। গোচা যখন দা-টা ঘুরিয়ে চলেছে তখন পেছন থেকে জোসিমী অতর্কিতে ওর দুটো হাতই শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে।

দোহাই ঈশ্বরের, ফেলে দাও বলছি। জোসিমী চীৎকার করে বলে ওঠে, তারপর গোচা সামলে ওঠার আগেই সে ওর হাতটা মুচড়ে ধরে পলকের ভিতর ওর হাত থেকে দা-টা কেড়ে নেয়।

চাষীরা গোচা আর ওনিসীর মাঝখানে এসে দাঁড়ায়, উভয়েব ভিতরে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে। ওনিসীর বড ছেলে গম্ভীর কণ্ঠে তাব বাবাকে বলে:

দাঁড়াও তুমি, আমিই ওর বদলা নিচ্ছি। সেও এসে দাঁড়ায় ওনিসীকে পেছন করে। গোচাকে নিরস্ত্র দেখে ওনিসীও তার হাতের কুড়ুলটা নামিযে নেয়। ইতিমধ্যে মাঠের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এই ঝগড়াব সংবাদ,—পৌঁছে গেছে বনের ভিতর যেখানে হচ্ছিল গাছ কাটা— সেখান থেকে চলে গেছে চা বাগানে; গোচার ক্রুদ্ধ কণ্ঠের বিরাট গর্জনে মুহূর্তে আশপাশের সমস্ত চাষীরা এসে জড়ো হয় ঘটনাস্থলে— আর দূরের সবাই ক্রমে ক্রমে এসে জড়ো হতে থাকে; ওর্কেটি যৌথ খামারের প্রায় সব চাষীই এসে উপস্থিত হয় মাঠে।

গোচা সালাগুিয়া লড়াই শুরু করেছে! এ সংবাদ চা বাগিচায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরাও কাজ ফেলে ছুটে আসে বনের দিকে।

জেরা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দলের কাজ পরিদর্শন করছিল—একটি দলের কাজ দেখে আর একটি দলের দিকে যাবার পথে দূরে হৈ চৈ শব্দ শুনতে পেয়ে অবাক হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। কে ঝগড়া করছে অমনভাবে—আর করছেই বা কেন? এই তো আধ ঘণ্টাও হয়নি সে এসেছে মাঠ থেকে, এরই ভিতর কি এমন ব্যাপার ঘটলো? সবাই ছুটে চলছে মাঠের দিকে; ওকেও তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা কি। ঝড়ের বেগে সেও ছুটে চলে সারি সারি গাছগুলোর ভিতরের পথ বেয়ে।

কেবলমাত্র নেইয়া—গোচার মেয়ে, যখন শুনতে পেল যে তার বাবা কার সঙ্গে যেন ঝগড়া বাধিয়েছে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে ইতস্তত করে—কি করবে বুঝে উঠতে পারে না, প্রথমত সে মোটেই কথাটা বিশ্বাস করে না; কিন্তু বিধবা মরিয়ম, যে নাকি কাজ করছিল ওর পাশেই, সেও যখন অন্য মেয়েদের পিছু পিছু ছুটে গেল তার টুকরিটা ফেলে রেখেই, নেইয়ার মনে ঘনিয়ে উঠলো দারুণ দুশ্চিন্তা, কোঁচড় ভর্তি তোলা চায়ের পাতি নিয়ে সেও ছুটে চল্‌লো ঘটনাস্থলের অভিমুখে।

(এগার)

গোচা নিরস্ত্র। জোসিমী অনেকবাব ওকে বুঝিয়ে শান্ত কবার চেষ্টা কবে, কিন্তু কিছুতেই ওর বাগ পড়ে না। অবশ্য একথা সত্যি যে, পরস্পর পরস্পরকে দৈহিক আক্রমণ করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছে ওবা দুজনেই, কিন্তু তাব পরিবর্তে চলেছে শক্তিশালী বাক্যবাণেব প্রবল আক্রমণ। প্রমাণ হল, এ ব্যাপারে ওনিসী গোচার চাইতে অনেক বেশি শক্তিমান—ওনিসীর তীব্র আক্রমণে গোচা ক্ষত বিক্ষত।

এই খণ্ড প্রলয়ের মূল কারণ যে মোষটা—সেটার কথা কিন্তু মনে নেই কারুবই—ভুলে গেছে অনেকক্ষণ; যৌথ খামাবেব নাম করে ওনিসী গোচাকে আক্রমণ কবে চলে। ফলে, সহানুভূতি আর সমর্থন লাভ করে সে সবার কাছ থেকে। ওনিসী গোচাকে এই বলে অভিযুক্ত করে যে সে যৌথ খামারে যোগ না দিয়ে, সার্বজনীন কাজে অন্য সবার সঙ্গে এক যোগে সংঘবদ্ধভাবে কাজ না করে, সমাজের বিরুদ্ধে নিদারুণ বিশ্বাস-ঘাতকতা করছে; তারপর অন্য সব চাষীদের দিকে ফিরে বিজেতার ভঙ্গীতে বলতে শুরু করে :

গোচা সালাণ্ডিয়ার মাথায় এই সোজা কথাটা কেন যে ঢুকছে না যে সে যতই কেননা লাফালাফি করুক আমাদের সবার মাথা ডিঙিয়ে যাবার ক্ষমতা তার নেই ? যাই কেননা ঘটুক, শেষ পর্যন্ত তাকে আসতেই হবে একদিন আমাদের কাছে··

চারদিক থেকে সমর্থনসূচক ধ্বনি ওঠে,—ওনিসী উৎসাহিত হয়ে ওঠে আরও, কিন্তু সব চাইতে তার সাহস বেড়ে যায় এই ভেবে যে ওর হাতে রয়েছে লম্বা কুড়ুল, কিন্তু গোচা নিরস্ত্র—তার হাতের দা-খানা বর্তমানে ওনিসীর হাতে।

এই আমি বলে দিচ্ছি ওকে, খুব ভাল করেই যেন সে আমার কথাটা শুনে রাখে,—তেমনি পৌরুষভরা কণ্ঠেই ওনিসী বলে চলে; যত খুসী সে চেষ্টা করুক না কেন, আমাদের সাহায্য ছাড়া ঘরটি তার কখনই শেষ হবে না···তাই না কমরেডরা ?

নিশ্চয়ই—জেগে ওঠে মিলিত কণ্ঠের বজ্রগর্জন—একই সঙ্গে সবাই বলে ওঠে।

গোচা যেন এ কথাটা চিরদিন মনে রাখে,—আমার নাম ওনিসীই নয় যদি এর একটি বর্ণও মিথ্যা বলে থাকি আমি। স্বগর্বে ওনিসী কথাটা শেষ করে।

হোঃ হোঃ হোঃ। প্রত্যুত্তরে অপর পক্ষ থেকে একটা অবজ্ঞার উচ্চ হাসি জেগে ওঠে।

জানি হে, জানি। কেন তোদের মুরগীর কল্‌জেগুলো ফেটে যাচ্ছে। আমার ঘরটা ইতিমধ্যেই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আর তোদের এখনও শুরুই হয়নি কিনা। তাইতো হিংসায় ফেটে মরছিস সব। যে কোন দিন দেখবি, আর তোদের চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে—এখন কেবলমাত্র ছাদটা হলেই হয়ে যায় আমার—তখন বলিস যা তোদের বলার থাকে, বুঝেছিস্ ?

সেটা নিতান্তই তোর দুরাশা। এখন মালিক কে সেটাই তোর হিসাবে নেই। এখানকার সবাই জানে তোর কি আছে না আছে। এত শিগ্‌গির অতটা অহংকার করা ঠিক নয়; এইটুকু মাত্র তোকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তালিকায় তোর নামটা বাদই থেকে যাবে আর ঘরটাও তোর অমনি ছাদ ছাড়াই দাঁড়িয়ে থাকবে চিরদিন। একথাটা ঢুকেছে তোর মাথায় পরিষ্কারভাবে ? আর আমি যা বল্‌লাম তার যদি ব্যতিক্রম ঘটে এতটুকু, তবে এই আমি

সবার সামনেই বলে রাখছি যে, তাহলে আমার নিজের প্রাপ্য অংশটাই আমি ছেড়ে দেবো···নিজের বাক্‌পটুত্বে ওনিসী নিজেই ক্রমান্বয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, যেন ওর সর্বাঙ্গে হুল ফুটছে এমনি-ভাবে সে গোচার দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বলে ওঠে :

ভাবছিস কি, কাদের সঙ্গে লড়াই করছিস তুই ? বলি কাদের সঙ্গে ? চোখ দুটো রগ্‌ড়ে ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখ দেখি·· একটা মোষ কি আর ষাড়ের সঙ্গে লড়াই করে পারে,—শুনেছিস কখনও ? আমরা সবাই হচ্ছি যৌথ চাষী—মনে রাখিস—সবাই আমরা যৌথ খামারের !

বিজয় গৌরবে ওনিসী বার কয়েক যৌথ চাষীদের সামনে পায়চারি করে, সবাই একাগ্রচিত্তে শুনে যাচ্ছিল ওর কথা ; তারপর পুনরায় সে গোচার পানে ফিরে বলতে শুরু করে ; এবার ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে মুরুব্বিয়ানার সুর :

তোমাকে আবার আমি বলছি, বুঝেছ পড়সী—আমাদের কাছ থেকে আলাদাভাবে থেকো না—আমরা যেমন কাজ করছি তেমনি তুমিও এস, কাজ কর আমাদের সঙ্গে। আমরা কাঠ বয়ে আনছি—তুমিও যোগ দাও আমাদের সঙ্গে—সাহায্য কর আমাদের গুঁড়িগুলোকে গড়িয়ে নিয়ে আসার কাজে। তারপর হয়তো আমরা তোমাকে কিছু তক্তা দিতেও পারি। কিন্তু তা না হলে····

তোদের সাহায্য ভিক্ষা করার আগে যেন আমার দুটো হাতই খসে যায়। ওর মাতব্বরী সুরের কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে গোচা বলে ওঠে, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে ওনিসীর পানে তাকায়।

থাম, আমাকে শেষ করতে দে! ওকে বাধা দিয়ে ওনিসী বলে ওঠে ;

যাই হোক না কেন, সে কেবল মুরুব্বিয়ানার সুরেই বলে শেষ করতে চায় না—শেষের দিকটায় চায় সে ওকে একটু শাসিয়েও দিতে :

নইলে, কথাটা তোমার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, এই আমি বলে রাখছি, যে তক্তাগুলো বে-আইনীভাবে সংগ্রহ করেছ তুমি কারখানা থেকে, সেগুলো সবই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে; আমার এ কথা যদি সত্য না হয় তবে আমার নাম ওনিসীই নয়; বলি ভাবছ কি মনে মনে?

কে নেবে শুনি? সংযত কণ্ঠে গোচা বলে ওঠে, কিন্তু তবুও ওর গলার স্বরের ভিতর দিয়ে এমন একটা দারুণ উৎকণ্ঠা—একটা অনিশ্চয়তার রেশ ফুটে ওঠে যে, সে নিজেই অবাক হয়ে যায়। তীব্র কণ্ঠে সে তার নিজের প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করে :

বলি কে নেবে আমার কাছ থেকে—জবাবটা শুনি!

লোমশ ভ্রু জোড়া কপালের উপর টেনে তুলে কান খাড়া করে জবাবটা শোনার জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারে যে এটা এমন একটা কিছু শক্ত কাজ নয়, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটা তীব্র হিমপ্রবাহ বয়ে যায়।

বেশ ভাল করেই জান কারা পারে নিতে—মোটেই সেটা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই।

এ কথার প্রতিক্রিয়া যে কি হবে সে সম্পর্কে ওনিসীর হিসাব মোটেই ভুল হয়নি; সে ঠিক করে এই অস্ত্রেই গোচাকে বেশ করে ঘায়েল করবে।

যাই হোক না কেন, তোমার ভূতপূর্ব বন্ধুরা ছিল সব কুলাক্।

এতক্ষণ পর্যন্ত সমবেত চাষীরা তার কথায় নীরব সমর্থনই জানিয়ে এসেছে, কিন্তু ওনিসীর শেষের কথাটায় সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।

সাবাস্ ওনিসী, সাবাস্—কেউ কেউ বলে ওঠে।
কি চতুর ওনিসী ! অবাক হয়ে বলে ওঠে অন্য-কেউ।
এমনি হাসি ঠাট্টার ভিতরে কে যেন ভীড়ের পেছনে থেকে চুপি চুপি বলে ওঠেঃ সত্যি বলতে কি গোচার লেজ এখনও কুলাক্‌দের ঘরেই বাধা·····
সেই চুপি চুপি বলা চাপা কণ্ঠের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্বেষ ঝরে পড়ে। চমকে ওঠে সবাই, শুরু হয় মৃদু গুঞ্জন, সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে; কে বললে কথাটা ? সামনের সারের লোক তাকায় পেছনের লোকদের পানে—পেছনের সবাই গলা বাড়িয়ে সামনের লোকদের দেখে—কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না, কে বললে এমন বিদ্বেষভরা মারাত্মক কথাটা।
কেউ কেউ ভাবে, গ্‌ভাদি ছাড়া এমন মন্তব্য করবে আর কে, কিন্তু গলার আওয়াজ শুনে সেটাও সঠিক করে বলা কঠিন, তাছাড়া গ্‌ভাদিতো অনেক আগেই সরে পড়েছে।
গোচাও সন্ধান করতে চেষ্টা করে, কে ওকে ধনিকের লেজুড় বলে অপমান করলো। কিন্তু চোখ মুখ দেখে কিম্বা কথা শুনে সেও ধরতে পারে না কে বল্‌লো কথাটা, ওর মনে হয় চারদিকে কিম্বা আশে পাশে যারা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে ওকে ঘিরে, সবার মুখই যেন একই রকম—একাকার হয়ে গেছে সবগুলি মুখের আদল—সবারই মুখে যেন সেই অপমানকর চাপা বিদ্রূপ—একক কিম্বা সমবেতভাবে সবাই যেন সেই কথাটারই পুনরাবৃত্তি করে চলেছে।
পাগলের মত গোচা এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে কিন্তু তার এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়—সর্বত্রই যেন কঠিন দেয়ালে অবরুদ্ধ হয়ে আছে ওর পথ,—অগত্যা বাধ্য হয় সে ফিরে আসতে।
জোসিমীর দিকে গোচার চোখ পড়ে; গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে সবার

চাইতে আলাদা হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে ; অবাক হয়ে যায় গোচা ; পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, কিন্তু কৈ, সে তো হাসছে না। কেবল বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ওর পানে—ছুটি চোখ বেয়ে তার ঝরে পড়ছে করুণা।

বুকের উপরে বদ্ধ ছুটি হাতের ভিতরে একটা দা-য়ের বাঁট, গোচা চিনতে পারে দা-টা।

তাহ'লে আমি হচ্ছি একটা কুলাক্, তাই কি জোসিমী? কুলাক আমি? বেশ, আমার দা-টা ফিরিয়ে দাও! গোচা জোসিমীর পানে এগিয়ে যায়—জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

জোসিমী নীরবে ওর এই আক্রমণ প্রতিহত করে ; গোচার ছুটি চোখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দা-টা আর একটু দূরে সরিয়ে নেয়, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে :

ব্যাপারখানা কি গোচা? কেন তুমি মিছামিছি আমাদের সঙ্গে লাগতে এসেছ? দিন ভর আমরা খাটছি, আমাদের এক একজনে কম পক্ষে বিশখানা গাছের গুঁড়ি বয়ে এনেছি, আর তুমিতো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ, তাতে আমাদের কারুর কোন অঙ্গই খসে যায়নি, কিম্বা ক্ষতিও হয়নি কারুর এতটুকুও···আর সে জায়গায় তোমার মোষটা মাত্র ছ'খানা গুঁড়ি টেনেছে, তাও জঙ্গল থেকে নয়, মাঝ পথ থেকে ; নিশ্চয়ই তাতে এমন কোন ক্ষতি হয়নি যাতে করে তুমি আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পার। ভেবে দেখ একটিবার, তাছাড়া সবার মোষগুলোকে যদি কাজে লাগানো হয়ে থাকে, তবে তোমারটাই বা বাদ যাবে কেন?

জোসিমীর আপোষ রফার কথায় গোচা মোটেই কান দেয় না ; কথাটা এখন আর কোন মোষ সংক্রান্ত নয়, ওকে বলা হয়েছে

কুলাক্ আর শাসানো হয়েছে ওকে উচ্ছেদ করা হবে বলে। জোসিমী সব রকমে চেষ্টা করে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য,—স্পষ্টই শুনেছে সে গোচাকে কি বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে,—বলা হয়েছে ওকে, 'কুলাক্দের সঙ্গে ওর লেজ বাঁধা,' আর তার মানে হচ্ছে গোচা একটি আস্ত বদমায়েস।

ঘোষটোষের কথা ছেড়ে দিয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দাও তুমি ব্রিগেড লীডার। আমি কুলাক্ কি না? গোচা জোসিমীকে শক্ত করে ধরে। ওর বিরাট দেহটা ঝুঁকিয়ে জোসিমীর মুখের কাছে ওর কানটা এগিয়ে আনে, তারপর কানের পাশে হাতটা বাঁকিয়ে যাতে করে জোসিমীর জবাবের প্রত্যেকটি কথা খুব ভাল করে শুনতে পায় এমনিভাবে দাঁড়ায়, কিন্তু কি যেন হয়েছে জোসিমীর; সে গোচার প্রশ্নেরও কোন জবাব দেয় না, কিম্বা সরেও যায় না একটি পা-ও, কেবলমাত্র উত্তেজিত জনতার মাথার উপর দিয়ে অপলক দৃষ্টি মেলে দূরের পানে তাকিয়ে থাকে।

মাঠের ভিতরে কি যেন একটা রহস্যজনক ব্যাপার ঘটছে, সমস্ত দেহমন দিয়ে গোচা অনুভব করে একটা হঠাৎ পরিবর্তন, কেউ আর হাসছে না, কিম্বা কোন রকমের টিট্কারিও আর যাচ্ছে না শোনা, এমন কি ওনিসী পর্যন্ত চুপচাপ, ক্রমান্বয়েই শান্ত হয়ে আসছে কলরব; চারদিক এমন নিশ্চুপ নিস্তব্ধ যে গোচা শুনতে পাচ্ছে তার নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ, তার ভারী নিঃশ্বাস পতনের মৃদু আওয়াজ। প্রথমটায় তার মনে হয় সবাই বুঝিবা জোসিমীর জবাব শোনার জন্যই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে,—তাই আবার সে তার কানটা জোসিমীর মুখের কাছে এগিয়ে আনে।

কেন তুমি আমার পেছনে অতো করে লেগেছ, গোচা? থাম বলছি!

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেই জোসিমী গোচার হাতটা ধরে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ওকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে দ্রুত যেদিক পানে তাকিয়েছিল সেদিক পানে ছুটে যায়।

গোচা রাগে গর গর করে ওঠে।

এই তাহ'লে তোমার জবাব, জোসিমী? ব্রিগেড লীডারের পিছু পিছু ছুটে যেতে যেতে চীৎকার করে গোচা বলে ওঠে।

তুমিও তাহলে তাই-ই ভাবো—আমি একজন কুলাক্? .

ওর পানে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে গোচা ভীড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে যায়। গোচা খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আবার শুরু করে:

এখন বুঝলাম কেন আমাকে তক্তা দেয়া হয়নি, এটাই তা'হলে ঠিক। কুলাক্‌দের সব কিছুই দিয়ে দিতে হবে, পাবে না তারা কিছুই,—সবাই জানে এ কথা। কেন এ কথাটা আমি আগেই বুঝতে পারিনি? আর আমি কুলাক্ বলেই ওরা আমার মোষটাকেও নিয়ে নিয়েছে,—এই কথাটাই কি সত্যি নয়?

গোচা গাছের শাখার মত তার বিরাট বাহু দুটি আন্দোলিত করতে করতে আরও উচ্চকণ্ঠে বলে চলে:

বেশ, যদি আমি কুলাক্‌ই হয়ে থাকি, তবে নিয়ে নে তোরা মোষটাকেও, ওটা এখন আর আমার নয়,—চাই না আমি। নে তোরা নিয়ে নে।

গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলে চলে গোচা, আর মনে মনে ভাবে বুঝিবা সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনছে ওর কথা; এমন কি ওর কথা শুনে ওনিসীর লম্বা গলা পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে,—কেউই আর ওর পানে তাকিয়েও দেখছে না; সবাই তাকিয়ে রয়েছে জোসিমীর পানে। একটা নূতন দৃশ্য গোচার চোখে পড়ে—একটি মাত্র

লোক কেবল ওর কথা শুনছে ; একটু অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকটি কাঁধ দুটো ঝুঁকিয়ে বিস্মিত অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে গোচার পানে। লোকটি আর কেউ নয়, স্বয়ং জেরা—যৌথ খামারের ব্যবস্থাপক কমিটির সভাপতি।

জোসিমী জেরার কাছে গিয়ে মোষটাকে দেখিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কি সব বলছে—ওর হাতে তখনও গোচার দা-টা। ওনিসীও এক পা দু পা করে জোসিমীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

চেয়ারম্যানের উপস্থিতির পরিণতি কি ঘটবে—কি আছে ওর অদৃষ্টে—এ সম্পর্কে গোচা কিছু একটা ভেবে উঠতে পারার আগেই জোসিমীর কথার মাঝ পথে বাধা দিয়ে জেরা বলে ওঠে, তার তীব্র পরিষ্কার কণ্ঠ মাঠের স্তব্ধ নীরবতা ভঙ্গ করে জেগে ওঠে :

খুলে দাও মোষটাকে ওনিসী····· এক্ষুনি খুলে দাও বলছি !

জনতার ভিতর থেকে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠে পরক্ষণেই আবার স্তব্ধ হয়ে যায়।

চমকে ওনিসী দু'পা পেছিয়ে যায়, যেন অতর্কিতে ওর বুকে এসে লেগেছে একটা রাইফেলের গুলি।

যে জুতেছে সেই খুলুক, আমার বয়ে গেছে খুলতে। বলেই ওনিসী ইঁদুর যেমন করে গর্তের ভিতরে গিয়ে ঢোকে, তেমনি করেই ভীড়ের ভিতরে মিশে যায়।

মোটেই আশা করেনি গোচা যে এই ধরনের একটা পরিণতি হতে পারে।

প্রথমত সে জেরার হস্তক্ষেপ, তার প্রকাশ্য অনুমোদন এবং ওনিসীর লজ্জাকর পলায়নে খুসী হয়েই ওঠে মনে মনে ; অবশ্য সেও এইটুকুই মাত্র চেয়েছিল যে ওনিসী নিজের হাতেই নিকোরাকে খুলে দিক—

আর কিছুই নয়। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে আর একটা সন্দেহের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে: সবাই কেমন যেন কানাকানি করছে· আর অর্থ হচ্ছে ওরা ব্যাপারটাকে কোন রকমে উড়িয়ে দিতে চায়। আবার ওর মনে হয় নিশ্চয়ই জেরা ভয় পেয়ে গেছে। যাই বল·না কেন, যৌথ খামাবের চাষীরা কাজটা করেছে বে-আইনী, তাই জেরা চাইছে কোন মতে ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দিতে।

কিন্তু, না, কক্ষনো গোচা মিষ্টি কথায় ভুলবে না—এতো সহজেই আসবে না সে কোন মীমাংসায়, কোন চিন্তা করার প্রয়োজন নেই ওনিসীর! এমন কি তক্ষুনি যদি সে এসে খুলেও দিত মোষটাকে তোতেও তার অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের মোটেই ক্ষতিপূরণ হ'তো না। জেরার আশা সম্পূর্ণ বৃথা—এতো সহজেই গোচা তার ফাঁদে ধার দেবে না। জেরাই হচ্ছে কর্তা, ওঃ হ্যাঁ! সে হুকুম দিল আর সব গোল চুকে গেল! কিন্তু, দাঁড়াও একটু! মোটেই কিছু মিটে গেল না তাতে! গোচা অপমানিত হয়েছে, সবাই মিলে ওকে করেছে উপহাস,—কুলাক্ বলেছে ওকে—ভেবেছে বুঝি এমনি করেই মিলবে নিষ্কৃতি? আর সব চাইতে আশ্চয কথা হচ্ছে যে ঐ একটুখানি একটা পুঁচকে ছোঁড়া কিনা ভাবছে গোচাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

নূতন করে ওর বুকে বল আসে। শত্রু দ্বিধাগ্রস্ত—আর এই হচ্ছে ঠিক উপযুক্ত সময় তাকে চরম আঘাত হানার। হঠাৎ বিদ্যুতের মত কথাটা গোচার মাথায় এসে হাজির হয়।—একপা'ও পেছু হটো না— —নরম হ'য়োনা একটুও—পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়াও, গোচা। দৃঢ় পদক্ষেপে গোচা ভীড় ঠেলে জেরার পানে এগিয়ে যায়:

চুপ করে থাকো। মোষটাকে খুলতে হবে না ওকে, বলেইতো দিয়েছি, আমি ওটাকে চাই না—আমার যেই কথা সেই কাজ। আমি কুলাক্।

নাও, সব কিছুই নিয়ে নাও আমার কাছ থেকে, যা কিছু আমার আছে সব—আর এই কাজের জন্যেই তো তোমাকে বহাল করা হয়েছে। আব একজন এলেন লডাই করতে! আব ব্যাপার ঘোলা দেখলেই পড়েন খসে! তোমাদের কিছুই চাই না আমি—ঐ রইলো মোষটা, চললুম আমি। বলেই গোচা পিছু ফিরে ভীষণভাবে চীৎকার করতে করতে মাঠের পথে ফিরে চলতে শুরু করে।

আচ্ছা, আমরা দেখে নেবো, কে কি নেয়!

কিন্তু যেতে যেতে পথে গোচা একটা অপ্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন হয়, চা-বাগান থেকে অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে ছুটে এসে নেইয়া দ্রুত পায়ে জেবাব দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পথে তাব বাবার মুখোমুখি গিয়ে পড়ে। এক হাতে মাথার বড সোলাব টুপীটা ধরা, অন্য হাতে ধরা রয়েছে কোঁচড ভর্তি চায়েব পাতা। নীল আয়ত চোখ দুটি মেলে ভীত দৃষ্টিতে সে তার বাবাব পানে তাকায, তারপব অতিকষ্টে নিঃশ্বাস রুদ্ধ কবে প্রশ্ন করে :

কি হয়েছে বাবা? এখানে এসেছ কেন তুমি? নেইয়া তাব পিতার পানে হাত বাডিয়ে দিতেই গোচা খপ কবে তাব হাতটা দৃঢ মুষ্টিতে ধবে ফেলে, তারপর ওকে কাছে টেনে এনে কর্কশ কম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে :

আঃ... ...ভালই হয়েছে তুই এসে পড়েছিস। আর কক্ষনো এদিক মাড়াবি না বলছি, খবরদার! বাড়ী যা। এক্ষুনি এই মুহূর্তে চলে যা বাড়ী। যেমন করে মুরগী তার বিস্তারিত পক্ষপুটের আড়ালে শাবক-গুলিকে ঢেকে রাখে শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে, তেমনি করে গোচা নেইযার কাঁধটা ধরে ওকে তার সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে।

কি বলছ তুমি? চলেছ কোথায়?

নেইয়ার মোটেই ধারণা ছিল না যে ওর বাবা ওকে এমনিভাবে নিয়ে যেতে চাইবে। সে তার হাত ছাড়িয়ে সরে যায়, কিন্তু টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে হাতের সাহায্যে কোন মতে সামলে নেয়।

চারপাশে জনতার ভীড়ের ভিতর থেকে একটা গুঞ্জন ওঠে—সবাই ভাবে বুঝিবা গোচাই ধাক্কা দিয়ে তাব মেয়েকে ফেলে দিয়েছে, অনেকেই তীব্র কটু কণ্ঠে গোচাকে গাল পেড়ে ওঠে—কেউ কেউ ছুটে আসে ওর কাছে। সব চাইতে বেশী চটে যায় কম বয়স্কেরা, যারা এসেছে নেইয়ার সঙ্গে।

এ ধরনেব স্বেচ্ছাচারিতার অর্থ কি, কমরেড গোচা? খুবই ভাল দেখাচ্ছে তোমার এ ধবনের ব্যবহার, না? ওবা গোচার উপরে ঝাঁপিয়ে পডাব উপক্রম কবে।

বিধবা মরিয়ম আগুন হয়ে ওঠে, আর তীব্র কণ্ঠে গোচাকে গাল পাড়তে শুরু করে:

কি মনে কব তুমি একটা মস্ত বড কেউকেটা হযে পড়েছ, না? নির্লজ্জতার সীমা নেই একটা—কোথা থেকে শিখেছ এমন নির্লজ্জ ব্যবহার? কিসে পেযেছে তোমাকে? কেন মারলে মেয়েটাকে অমন কবে? এই সব ভদ্রলোকদেব সামনে এই ধরনের ইতরামো করতে একটুও লজ্জা হলো না তোমার? মাথায় আর কিছুই নেই নাকি? মরিয়ম দৃঢ়ভাবে ওর পথ আগলে দাঁডায়-—যদিও এমন কিছু ঘটেনি যাতে সে অতটা চটে উঠতে পারে। ইতিমধ্যেই নেইযার চার পাশে দস্তুরমত ভীড় জমে উঠেছে।

পথ ছাড় বলছি! আমার যা খুসী করি না কেন তোমার তাতে কি? আমি ওর বাপ! চাষীদের দিকে ছুটে যেতে যেতে গোচা গর্জে ওঠে। ওর ইচ্ছা ভীড় হটিয়ে মেয়ের কাছে গিয়ে পৌছানো।

জেবা নেইয়ার কাছে এগিয়ে যায়, তারপর শান্ত কণ্ঠে ওকে ওর বাবার সঙ্গে চলে যাবার জন্য বোঝাতে শুরু করে। কিন্তু নেইয়া অস্বীকার করে।

কেন যাবো? আর যাবোই বা কি করে? আমি এখন আর নাবালিকা তো নই, তাই নয় কি?

উত্তেজিত কণ্ঠে নেইয়া প্রতিবাদ করে।

তবে এখন আমাদের কি করতে হবে শোন, কমরেড নেইয়া—জেবা বলে ওকে। তুমিই তোমার বাবাকে সরিয়ে নিয়ে যাও—কি বলো? গোচা বুঝুক সে-ই যেন তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তুমিই ওকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ—বুঝেছ? একটু চতুর হাসি হেসে জেবা বলে।

দেখ জেরা, পরিহাস করবার সময় নেই আমার এখন। আমার দ্বারা ও কাজ হবে না—নেইয়া বলে, ওর কণ্ঠে দৃঢ় সংকল্পের স্বর।

গম্ভীর কণ্ঠে তখন জেবা বলতে শুরু করে:

এই মুহূর্তে এর চাইতে ভাল আর অন্য কোন ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারছি না, নেইয়া। তোমার বাবার স্বভাব খুব ভাল করেই জান তুমি। মোটেই দমবার পাত্র নয় সে; আর, তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে আমাদের লোকেরাই অন্যায় কাজ করে ফেলেছে··এতে করে স্বেচ্ছাকৃত উস্কানি দেয়া হয়েছে বলেই যেন বোধ হচ্ছে, কিন্তু, যাকগে, সে হিসাব নিকাস করবো আমরা পরে,—এখন প্রথম কথা হচ্ছে, এই নোংরা ঝগড়াটার পরিসমাপ্তি। আমার কথা শোন—মিছামিছি আর সময় নষ্ট করো না, নিজেই দেখতে পাচ্ছ তুমি কি হচ্ছে সব·····

নেইয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করে।

কিন্তু গোচা সমানেই চীৎকার করে চলেছে, আর দাবী করছে যে

এক্ষুনি নেইয়া তার কথা মত কাজ করুক। এমন কি সে তাকে ভীষণ শাস্তির ভয় পর্যন্ত দেখিয়ে শাসাতে শুরু করে :

আমার কথার অবাধ্য হোস এত বড় সাহস! আমি তোর বাপ কি না বল?

নেইয়া সম্মত হয়।

বেশতো বাবা, আমি আসছি—একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে গোচা নেইয়াকে বলতে শোনে।

হুঁ······আচ্ছা······গুমরে ওঠে গোচা, যেন সে তার নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। নেইয়া ওর পাশে এসে দাঁড়ায়, গোচা ওর হাত ধরে, এবং যখন দেখে যে নেইয়া কোনরূপ বাধা দিচ্ছে না তখন সে আশপাশের জনতার দিকে ফিরে জয়দৃপ্ত ভঙ্গীতে তাকায়, তারপর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে—যেন ওরই হুকুম মাফিক,—পিতা পুত্রী উভয়ে মিলে গ্রামের অভিমুখে চলতে শুরু করে।

যৌথ চাষীরা নীরবে ওদের গমন পথের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

খানিকটা দূরে গিয়েই নেইয়া ওর বাপকে পেছনে ফেলে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আগে আগে চলতে আরম্ভ করে। নিজেকে পেছনে পড়ে থাকতে দেখে গোচা হঠাৎ পথের মাঝে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে—যেন ওর পা দুটি মাটির ভিতরে আটকে গেছে। তারপর হঠাৎ সে বুক ফুলিয়ে, হাত নেড়ে আঙুল উঁচিয়ে মেয়ের প্রতি নির্দেশ করে চীৎকার করে বলে ওঠে :

এদিকে আয় শিগ্‌গির, মেয়ে। বলি শুনতে পাচ্ছিস? আমার পাশে পাশে চল······

নেইয়া কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দেয়, কিন্তু ওর আদেশ পালন করে। যৌথ চাষীরা মুখ টেপাটিপি করে হেসে ওঠে।

গোচা আর নেইয়া একটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতেই জেরা মোষটার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। নিকোরা তখনও গুঁড়িটার সঙ্গে জোতা—গুঁড়িটার পাশে দাঁড়িয়েই সে নির্বিকারভাবে জাবর কেটে চলেছে। যেন এসব কোন ব্যাপারের সঙ্গেই তার কোন সম্পর্ক নেই, এমনি একটা ভাব নিয়ে গ্‌ভাদিও ঐ অভিশপ্ত গুঁড়িটার উপরে বসে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছে; কোনও একটা অজ্ঞাত কারণে যেন সে তার খাপ থেকে ছুরিটা টেনে বের করে, তারপর আর কিছুই করার না পেয়ে সে ছুরিটা নিয়েই আপন মনে খেলা করতে থাকে।

জেরা এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে, তারপর চীৎকার করে ডাকে: কমরেড জোসিমী!

ব্রিগেড লীডার জনতার ভীড়ের ভেতর থেকে এগয়ে আসে, তারপর জেরার পানে একটিবারের জন্যেও ফিরে না তাকিয়ে গোচার দা-খানা তার কোমরবন্ধের সঙ্গে আটকে রেখে সোজা মোষটার কাছে এগিয়ে গিয়ে যে দড়িটা দিয়ে গুঁড়িটার সঙ্গে মোষটা বাধা ছিল সেটা খুলতে শুরু করে। গ্‌ভাদি ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে; সে ছুরিটা তার খাপে পুরে রেখে মোষটার চারদিকে সোরগোল তুলে ঘুরন্তে আরম্ভ করে আর তার প্রত্যেকটি চলার ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে গোঙাতে থাকে; যেন ঐ গোঙানির ভিতর দিয়েই মাঠের ভিতরে এতক্ষণ ধরে যা কিছু সব ঘটেছে তারই বিবরণ প্রকাশ পাচ্ছে।

সব চাইতে আশ্চর্য কথাটা হচ্ছে কি জান তুমি, জোসিমী? একটা গেরো খুলতে খুলতে গ্‌ভাদি নীচু গলায় ব্রিগেড লীডারকে বলে: দেখ, যারই সম্পত্তি হোক না কেন তা নিয়ে মোষটার কোন মাথাব্যথা নেই—যৌথ খামারেরই হোক, বা গোচারই হোক অথবা আমি কিম্বা

তুমি যেই ওর মালিক ইহ না কেন, কিছুই যায় আসে না ওর তাতে। ওটার পানে তাকিয়ে দেখ, কেমন আপন মনে জাবর কেটে চলেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, যেন কিছুই হয় নি। কিন্তু ধর যেমন গোচার কাছে, তোমার কাছে, কিম্বা আমারই কাছে ব্যাপারটা ঠিক একই রকমের নয়, আচ্ছা, বলতে পার কেন এমন হয়?

জোসিমী ওর কথার কোনরূপ জবাব দেবার লক্ষণ প্রকাশ করে না। গ্‌ভাদি বলেই চলে:

আচ্ছা আমিই বলি তাহলে শোন।

জোসিমী দড়িটা খুলে মোষটার গলায় বেঁধে দেয়।

ঢের হয়েছে, রাখ এখন তোমার বাচালতা। জোসিমী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, তারপর দড়িটা এমনভাবে গ্‌ভাদির দিকে ছুঁড়ে দেয় যে ওটার শেষের দিকটা গিয়ে গ্‌ভাদির গলায় জড়িয়ে যায়।

জেরা ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়।

গ্‌ভাদি, মোষটা নিয়ে গিয়ে এক্ষুনি ওর মনিবের কাছে পৌঁছে দিয়ে এস,—জেরা হুকুম দেয় তারপর জোসিমীর দিকে ফিবে ভৎর্সনাপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে: কেমন করে তুমি এ কাজটা করলে জোসিমী? তোমার কাছ থেকে এটা মোটেই আমি আশা করি নি!

এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। জেরার চোখের পানে না তাকিয়েই জোসিমী জবাব দেয়, তারপর ওর কোমরবন্ধ থেকে গোচার দা-টা টেনে বের করে গ্‌ভাদির কাছে বাড়িয়ে ধরে,—এই যে, এটাও নিয়ে গিয়ে ওকে বক্‌শিশ দিয়ে এস,—'বক্‌শিশ' কথাটার উপর বেশ একটু জোর দিয়েই সে কথাটা শেষ করে।

(বারো)

গ ভাদি মোষটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে।

মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে চলে সে গাঁয়ের পথে। ঠিক করে, যাবে নিজের বাড়ীর পাশ দিয়ে, তা'হলে অন্তত দেখে যেতে পারবে ছেলেগুলো বাড়ী ফিরেছে কিনা।

গাঁয়ের সীমানার অনতিদূরে রাস্তার মোড়ের পাশে কোনও একজন স্বতন্ত্র চাষীর ছোট্ট এক টুকরো ভুট্টার ক্ষেত, যেন সবার অজ্ঞাতে সসংকোচে চুপটি করে পড়ে রয়েছে এক পাশে; সারবন্দী গাছগুলো এগিয়ে গেছে মাঠের কিনারা ধরে।

অল্প কয়েক দিন আগেই ফসল কাটা হয়ে গেছে, কেবল মাত্র এখানে সেখানে ডগাবিহীন ডাঁটাগুলো বামনের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঠের বুকে। সোজা পথে যাবার জন্য গ ভাদি ঐ মাঠের উপর দিয়েই মোষটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে; হঠাৎ একটা ঝোপের মাথার উপরে আগুনের ধোঁয়ার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে—ঝোপের ভিতর থেকে সরু ফিতার মত একটা ক্ষীণ রেখা আকাশের পানে উঠে যাচ্ছে। কোনও একটা ঝোপে বুঝিবা আগুন ধরে গেছে গ ভাদি ভাবে।

গ ভাদি চারদিকে তাকায়। নিশ্চয়ই মাঠটার মালিক রয়েছে কোথাও আশে পাশে—এই ভেবে সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

কারো সঙ্গে বসে দু দণ্ড গল্প গুজবে সময় কাটানোটা মন্দ নয়। ঐ অত সব গোলমাল, বাক-বিতণ্ডার ভিতরে একটি বারের জন্যেও মুখ খুলতে পারিনি—বোবার মতন থাকতে হয়েছে মুখটি বুজে। গ ভাদির জিভ্‌টা সুড় সুড় করে ওঠে।

ধোঁয়াটাকে লক্ষ্য করে গ ভাদি এগিয়ে চলে; কাছাকাছি গিয়ে

পৌঁছাতেই হঠাৎ সে চমকে ওঠে, বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসে, অবাক হয়ে সে বলে ওঠে : দেখ ব্যাটা চাষীর মরণ দেখ ! হাঁ করে ঘুমোচ্ছে যেন মরার মতন, —আর ঐ ব্যাটাই হচ্ছে কিনা এতোসব ঝগড়া বিবাদের মূল।

একটা গাছের তলায় নিবন্তপ্রায় আগুন মিট্ মিট্ করে জ্বলছে—কেউ উস্কে দিচ্ছে না, আশ পাশের শুক্‌নো ডালপালায় লেগে আপনা থেকেই জ্বলে জ্বলে উঠছে। পাশেই পড়ে রয়েছে একটা ভুট্টা, খানিকটা তার পুড়ে গেছে। অনতিদূরেই একটা গাছের তলায় শুক্‌নো এক আঁটি ভুট্টার ডাঁটার উপরে জরাজীর্ণ লম্বা কোটটা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে রাখাল পাগভালা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। টুপীটা বালিশ করে দিয়েছে মাথার নীচে ; ওর পাশেই একটা ছোট কলসী, চারদিকে ছড়ানো ভুট্টার খোলা। মরার মতন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে পাখভালা, সমব্যবধান সময়ে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে মুখ দিয়ে ; পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দন্তবিহীন ফোকলা মাড়ি বেরিয়ে রয়েছে।

গ্‌ভাদি দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে কিছুক্ষণ এই অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করে ; তার পর হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় সেই আধ পোড়া ভুট্টাটার কথা,— বুঝিবা একটু দুঃখও হয় এই ভেবে যে বৃথাই ওটা পুড়ে যাচ্ছে। ঝুয়ে পড়ে গ্‌ভাদি ভুট্টাটার উপর দিকটা আগুনের উপর ধরে সেঁকে নেয়। সেঁকা ভুট্টা সত্যিই লোভনীয়,—একটি দানা খুলে সে মুখে পোরে। চমৎকার সুস্বাদু ! আগুনের পাশে বসে পড়ে সে সবগুলো পোড়া দানা খুলে নেয়, তারপর বাকী দানাগুলোকেও সেঁকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভুট্টা খেতে খেতে সে বারবার আড় চোখে পাখভালার পানে তাকায়, ভয় হয়, পাচ্ছে ওর ঘুম ভেঙে যায়।

পাখভালা চোখ মেলে না। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পর ওর তেষ্টা পায়—গ্‌ভাদি এগিয়ে যায় কলসীটার কাছে।

বেশ ভারী মনে হয় কলসীটাকে—নিশ্চয়ই পাখভালা অনেকের বেশী শেষ করতে পারেনি।

কলসীটার মুখের ঢাকা দেয়া পাতাটা সরিয়ে গ্‌ভাদি ওটাকে মুখের কাছে তুলে ধরে, তারপর এক ঢোঁক খেয়েই বিস্ফারিত চোখে অবাক হয়ে তাকায়।

কি, কি এটা? মদ নিশ্চয়ই মদ নয়?

হাতের চেটোয় সে ঠোঁট দুটো মুছে ফেলে।

হাঁ, মদই তো দেখছি! কি ভাগ্যি!

ওর ঠোঁট দুটো জোঁকের মতন এঁটে যায় কলসীর কানায়। হাঁ, জল নয়, মদই বটে! শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ করার পরে গ্‌ভাদি মুখ তোলে। তাইতো আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, বুড়োটা এমন মরার মত ঘুমোচ্ছে কি করে! ব্যাটা কুকুর, মাতাল হয়ে পড়ে আছে। জড়িত স্বরে গ্‌ভাদি বলে; আর মদটার চমৎকার স্বাদের কথা মনে পড়ে মুখটা হাসিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। কলসীটাকে ঠিক আগের মতন করে পাতা ঢাকা দিয়ে যথাস্থানে রেখে দিয়ে গ্‌ভাদি পাইপটা ধরিয়ে কয়েক গাল ধোঁয়া ছেড়ে পাখভালার পানে আড় চোখে তাকিয়ে চলতে শুরু করে।

আপন মনে গান গাইতে গাইতে গ্‌ভাদি মোষটাকে তাড়িয়ে নিয়ে পাহাড় বেয়ে নেমে চলে। কল্পনায় আনন্দের মোহময় ছবি ভেসে ওঠে ওর মানস পটে—মনটাও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

দেখ একবার, কি আরামেই না আছে লোকটা! গ্‌ভাদি ভাবে,—নিশ্চয়ই কেউ মদটা দিয়ে বলেছে পাখভালাকে—দেখ, আমার গরুটার

উপর ভাল করে একটু নজর রেখ। তা ভগবান্ ওকে দিচ্ছেন দিন, কিন্তু যাই বলো সে লোকটা একটি নিরেট মূর্খ; ভুলেই গেছে যে মদটা হচ্ছে একটা উগ্র জিনিস—নেশা, খেলে পরেই ঘুম আসে; আর একবার যদি ঘুমিয়ে পড়ে তবে জাহান্নমেই যাক না কেন গরুগুলো কে আর তার খোঁজ রাখে! যাই হোক পাখভালার যদি ঐ এক কলসী মদের হাত থেকে রেহাই মেলে তবে সে একটা খাঁটি লোক হতে পারে, রাজী আছি তখন ওকে নমস্কার করতে। এক কলসী কবে মদ দিনে ··বেশ আরামেই আছ তবে!

এক সময়ে গ্‌ভাদি খুবই চেষ্টা করেছিল ঐ রাখালের পদটি পাবার জন্য, কিন্তু কতকগুলো কারণে গাঁয়ের লোকেরা পাখভালাকেই এ কাজে বহাল করে। যদি গ্‌ভাদি জানতো যে এমনটা হবে, তাহলে নিশ্চয়ই সে শেষ পর্যন্ত লড়তো এর জন্য আর কাজটা নিয়েই তবে ছাড়তো। কি মজাটাই না হতো তখন! মদ খাও আর ঘুমোও—এর চাইতে সুখের জীবন কিইবা আর হতে পারে? কিন্তু এবার সে পাখভালাকে অমনি অমনি ছেড়ে দেবে না। ঢের পেয়েছে ঐ রাখালটা! প্রাণ ভরে খেয়েছে আর টেনেছে মদ। গ্‌ভাদি একথা জেরার কানে না তুলে কিছুতেই ছাড়বে না, পাখভালাকে মোটেই আর এমনি করে চলতে দেয়া যেতে পারে না। যদি সে গরু-মোষগুলোর উপর ঠিক মত নজর রাখতো তবে তো আর গোচার মোষটাকে নিয়ে এতো কাণ্ডও হতো না কিম্বা এত ঝগড়াঝাঁটিও হতে পারতো না। এটা তো পরিষ্কার ধ্বংসাত্মক কাজ! ওরা তোমায় খাওয়াচ্ছে, মদ জোগাচ্ছে, লোকের কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছ তুমি, অন্তত কাজটাতো তোমার করা উচিত ঠিকভাবে! কিন্তু তা নয়, গ্যালন খানেক মদ গিলে, টাটকা ভুট্টায় পেট বোঝাই করে এই ভর দুপুর বেলায় পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছ! কার হুকুমে করছ

এ সব? আবার কিনা আগুন জেলে সেটা না নিভিয়েই রেখে দিয়েছ? ধর যদি জঙ্গলেই আগুন লেগে যেত—কি জবাব দিতে তখন? নূতন দিন দেখবে বলে লোক আশা করে আছে—সবাই মিলে লেগে গেছে বাড়ী তৈরীর কাজে, আর এসময়ে বনটায় যদি আগুন লেগে পুড়ে যেত তবে তার বদলে কি পেত তারা তোমার কাছ থেকে—কি ব্যবস্থা করতে তুমি তার?

হেঃ··হেঃ··হঠাৎ সে গুন্ গুন্ স্বরে একটা শব্দ করে ওঠে—হেঃ··· হেঃ—হঠাৎ কেমন যেন নিতান্ত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ঐ শব্দটা গানে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। মনের আনন্দে সে গান করে চলে—নিজের গানে নিজেই দারুণ খুশী হয়ে ওঠে।

চলতে চলতে হঠাৎ নিকোরা থমকে দাঁড়ায়; এখান থেকে পথটা কতক-গুলো ভেজা পিছল ধাপের মত হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে গেছে। গ্ভাদি হাতের দা-টার বাঁট দিয়ে মোষটার পিঠের উপর আঘাত করে চীৎকার করে হেঁকে ওঠে। মন্থর পায়ে মোষটা নামতে শুরু করে, হঠাৎ মোষটার পিছনের পা দুটোর মাঝখানের পালানটার উপর গ্ভাদির চোখ পড়ে; পালানটা এতো ভারী যে চলতে গিয়ে দুটো ঊরুর মাঝখানে একবার এদিকে একবার ওদিকে ধাক্কা লাগছে।

পালানটা কি চমৎকার, দেখ! বুঝিবা গ্ভাদি অবাক হয়ে যায়। সে মোষটার আরও কাছে এগিয়ে আসে।

কি চমৎকার তুই নিকোরা! দুধে ভর্তি শক্ত পালানটায় হাত বুলিয়ে গ্ভাদি মোষটার প্রশংসা করে।

হঠাৎ ওর চিন্তার ধারা একটা নূতন খাতে বইতে শুরু করে: সত্যি বলতে কি, এমন চমৎকার একটা মোষ, এটা গোচার না হয়ে গ্ভাদিরই হওয়া উচিত ছিল···এরকম একটা মোষের কি প্রয়োজন আছে

গোচার ? একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের কোনই দরকার নেই দুধ খেয়ে খেয়ে নাড়ু গোপালটি হয়ে ওঠার। যদি সে সত্যিকারের পুরুষই হয়ে থাকে তবে হয় তাড়ি খাক নয় তো মদ খাক। আর তাসিয়া…খুব ভাল করেই জানে গ্‌ভাদি সে কি পছন্দ করে ; দুনিয়ায় সব চাইতে মুখরোচক হচ্ছে তার কাছে ঝাল মরিচ আর টক মিশিয়ে মটর শুঁটি সেদ্ধ তাছাড়া নেইয়া ; সে অবশ্য এখনও হয়তো দুধ খায়—কতোটা আর সে দিনের ভিতরে খেতে পারে ? এক গ্লাসই খেল না হয়—তার চাইতে বেশী নয় কিছুতেই। কিন্তু গ্‌ভাদির বেলায় কথাটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। ওর বাচ্চা আছে—পাঁচটি বাচ্চা, আর একটিও এখন পর্যন্ত দুধ খাওয়ার বয়স পেরোয় নি ; আব সে ক্ষেত্রে কিনা গ্‌ভাদির সম্বল মাত্র একটা ছাগল ;—পাঁচটি শিশুকে খাওয়াবার মতন দুধ কি আর ঐ একটা ছাগল থেকে পাওয়া যায় ? যার যে জিনিসের প্রয়োজন, সে পাবে না তা পাবে অন্যে ! একেই বলে কিনা ন্যায় বিচার ! জেরা যদি প্রকৃত পক্ষে সমাজতন্ত্রীই হতে চায় তবে গোচার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দিয়ে দিক না ওটা গ্‌ভাদিকে !

গ্‌ভাদি যদি সভাপতি হতো তাহলে দেখ্‌তে, দুনিয়াটাকে এমনভাবে নূতন করে ঢেলে সাজতো যে চিনবার জো-ই থাকতো না আর……

কিন্তু সে যাই হোক, যখন গ্‌ভাদির নেই তখন গোচারই বা কেন থাকবে একটা মোষ ? কথাটার জবাব দাও আগে ? নিকোরার মত এমন একটা মোষকে নিশ্চয়ই আর গ্‌ভাদি হাটে বেচতে নিয়ে যেতো না গোচার চাইতে কোন অংশেই কম যত্ন করতো না গ্‌ভাদি মোষটাকে, সে কি আর জানে না কেমন করে ওগুলোকে যত্ন করতে হয় ? তাছাড়া যখন অতটা দুধ দিচ্ছে, তখন কেই বা না ওটাকে দেখা শোনা করে এমন একটা পালান—যাকে বলা যেতে পারে একটা পরিবারের সম্পদ।

এখন এটাই হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত···মনে হয়না যে অতটা দুধ আমার সেই দুধের হাড়ীটায় ধরবে, যেটা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ঝুলছে দেয়ালের গায়ে। আর অতটা দুধ দিয়ে কিইবা না তুমি করতে পার! ঘোল যতটা খুসী তোমার তৈরী করতে পার, করতে পার দু'চাক পনীর—তিনটাও হতে পারে, আর বাজারে এক একটার দামই হচ্ছে কিনা দশ টাকা! কতখানি দই-ই না হতে পারে! আর মাঠাও হবে নিশ্চয়ই প্রচুর। যদিও প্রয়োজনই বা কি তার? মাঠা খেতে কেউই তেমন পছন্দ করে না। বুটকিযা দু'দিনেই কেমন নাদুস নুদুস হয়ে উঠতো। ছেলেগুলো কেমন বেড়ে উঠতো—দিনে দিনে—ঘণ্টায় ঘণ্টায়, ঠিক যেন উপকথার গল্পের মতন—চেহারাগুলো হয়ে উঠতো দৈত্যের মত। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা করে বাড়তি রোজও আসতে শুরু করতো—আর এতো ধন দৌলত হতো তখন যে, অতটুকু জায়গায় মোটেই সংকুলান হতো না। গত বছর ওরা প্রত্যেকটি বাড়তি রোজ পিছু নগদ আট টাকা আর কিছুটা ভুট্টা, মটর, চাল, তাছাড়া অন্য সব জিনিসও দিয়েছে কিছু কিছু। সুতরাং সে হিসাবে গ্‌ভাদি পেতে পারতো ঐ আট টাকার পাঁচ গুণ আর মটর ভুট্টা প্রভৃতিও পাঁচ গুণ করে। কিন্তু এটা হচ্ছে গত বছরের হিসাব, এ বছরে শুনছি নাকি এগারো টাকা করে ধার্য করেছে বাড়তি রোজ পিছু—এগারোর পাঁচ গুণ—অসম্ভব গ্‌ভাদির পক্ষে হিসাব করা! আর ভেবে দেখ এ সব কিছুই হতো কিনা একটা মোষ থেকে। এমন সম্পদ রয়েছে কিনা গোচার হাতে! কিন্তু গোচার কাছে মোষটা মোটেই কোন সম্পদ নয়—ওর হাতে নষ্ট হচ্ছে পড়ে পড়ে। হতভাগাটার একটাও ছেলে নেই—একটাও না, সুতরাং কি দরকার তার দুধের? দুনিয়ায় এমন কি কেউই নেই, যে এই অবিচার ঘুচিয়ে দিয়ে মোষটা গ্‌ভাদিকে দিয়ে দেয়?

মনে মনে হিসাব জুড়ে চলে গ্ভাদি—ঢোঁক গেলার সময়টুক পর্যন্ত নেই ওর—স্থির অপলক দৃষ্টি পালানটার উপরে নিবদ্ধ—যতই দেখছে ততই ওর অন্তর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণে আবার গ্ভাদি এসে পৌচেছে বাড়ীতে, মোষটাকে দাঁড় করিয়ে সে চীৎকার করে ছেলেদের ডাকে।

কোনই সাড়া শব্দ নেই; আবার ডাকে, তবুও কোন জবাব আসে না। একান্ত নিরীহভাবে আধ-বোজা চোখে সে চারদিকে তাকায়; আশে পাশে কাউকেই দেখতে পায় না। মুহূর্তকাল কি যেন ভেবে নিয়ে আবার সে তার কুঁড়েঘরটার পানে মুখ করে চীৎকার করে ডাকে:

এই, কে আছিস! এদিকে আয়!

নীরব—কোনই প্রত্যুত্তর আসে না। নিশ্চয়ই ছেলেরা এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। গ্ভাদি খানিকক্ষণ কি ভাবে তারপর কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে আশপাশে কারুর কোন সাড়া শব্দ শুনতে পায় কিনা।

তারপর মোষটার পিঠের উপর একটা মৃদু আঘাত করে নীচু গলায় খোসামুদে স্বরে বলে:

চল এবার, লক্ষ্মীটি,—এই পথে, এই পথে, কি বিপদ। গ্ভাদি তার উঠানের ভিতরে মোষটাকে তাড়িয়ে আনে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় কুঁড়েটার অনতিদূরে একটা গাছের তলায় নিকোরা দাঁড়িয়ে আর বিরাট একটা দুধের পাত্র হাতে নিয়ে গ্ভাদি ক্ষিপ্র হস্তে গোচা সালাণ্ডিয়ার মোষটাকে দুয়ে চলেছে।

(তেরো)

খানিকক্ষণ পর্যন্ত গোচা আর নেইয়া নীরবে পথ চলে—কেউ একটি কথাও বলে না ; উপর থেকে গোচাকে মনে হয় শান্ত কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে রাগে ফুলছে। আর সেটা প্রকাশ হচ্ছে তার চলার ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে—দৃঢ়, আক্রমণাত্মক প্রতিটি পদক্ষেপ।

নেইয়া ভিতরে ভিতরে অধৈর্য হয়ে উঠছে একটা উপযুক্ত সময় বুঝে বাপের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার জন্য। কিন্তু কোন সুযোগই খুঁজে পাচ্ছে না। মনে মনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠছে নেইয়া ; যতই সে তার কমরেডদের পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে ততই সে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠছে, আর এজন্য যতটা না সে চটে যাচ্ছে তার বাবার উপর, তার চাইতেও ঢের বেশী রাগছে জেরা আর তার নিজের উপরে :—কেমন করে সম্ভব হলো এটা ? কেনইবা জেরার কথা শুনে বাবার সঙ্গে চলে এলাম ?

দারুণ অপমানকর ব্যাপার। জেরা ওকে ধোঁকা দিয়েছে। কি বিশ্রী আর লজ্জাকর ব্যাপার—নেইয়া ভাবে—তাহ'লে মোটেই সাবালিকা হইনি আমি এখনও !

নেইয়া এখন পর্যন্ত সঠিক জানে না যে কেন তার বাবা ঝগড়া বাধিয়েছিল। কি যেন একটা তাড়াতাড়ি করে বলেছিল বটে জেরা নিকোরা সম্পর্কে, কিন্তু, সেটাতো একটা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার এর হিসাবে। একটা সামান্য মোষ নিয়ে এতোটা ঝগড়া বিবাদের কোনই অর্থ হয় না। নেইয়া ভাবে এ সম্পর্কে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করবে।

ওরা এসে পড়েছে এবার গ্রামের কাছে ; নেইয়া ভাবে একবার সে তার বাবার মুখের দিকে তাকাবে, ওর পাশে ওর বাবার শরীরটা

দেখাচ্ছিল যেন একটা বিরাট পাহাড়ের মতন। কোন দিকে না তাকিয়েই গোচা এগিয়ে চলেছে—যেন ওর কাঁধটা জমে শক্ত হয়ে গেছে; মনে হয় দূরের কোন একটা লক্ষ্যবস্তুর উপর থেকে কিছুতেই সে তার চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না—যেটা নাকি ওকে আকর্ষণ করে টেনে নিচ্ছে তার কাছে।

কেন তুমি সবার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ছিলে বাবা? অবশেষে ভয়ে ভয়ে সম্ভ্রমভরা কণ্ঠে নেইয়া প্রশ্ন করে।

গোচা ওর কথার কোনই জবাব দেয় না। যেন শুনতে পায়নি এমনি একটা ভান করে চুপ করে থাকে।

ব্যাপারটা খুবই বিশ্রী দাঁড়ালো কিন্তু বাবা,—আরও শান্তকণ্ঠে সে বলে চলে—কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ঘটেছিলো কি নিয়ে? মনে হল যেন ওরা গাছের গুঁড়ি বয়ে আনতে নিকোরাকে জুতেছিল···আর একটু উচ্চ আর একটু দৃঢ় কণ্ঠে নেইয়া দ্রুত বলে যায়ঃ

নিশ্চয়ই আমরা ওদের অমনি অমনি ছেড়ে দেবো না—জবাবদিহি করতে হবে এর জন্য ওদেরকে···

তারপর আবার গলাটা নীচু করে বলেঃ

কিন্তু কথা হচ্ছে, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে কমরেডদের সঙ্গে এতোটা ঝগ্ড়া বিবাদ করা মোটেই সমীচীন হয়নি বোধ হয়, নয়·কি?

হঠাৎ গোচা থমকে দাঁড়ায়, তারপর ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে মেয়ের পানে তাকায়।

ভাবছিস্ কি তুই, আমাকে উপদেশ দিতে এসেছিস্? মুখ সামলে কথা বলিস্ বলে দিচ্ছি। গোচা খেঁকিয়ে ওঠে তার পর সামনে পথের দিকে আঙুল উঁচিয়ে আদেশভরা কণ্ঠে বলে ওঠেঃ চল শিগ্গির!

এটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি! নেইয়াকে প্রকাশ্যে অপমান করা! তবুও সে

আত্মসংযম করতে প্রচেষ্টা পায়, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে গোচার পেছনে পড়ে, আর কয়েক পা ওরা এগিয়ে যায় তারপর সাহসে ভর করে আবার নেইয়া প্রশ্ন করে ওঠে ঃ

এমনি করে টেনে হিঁচড়ে আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার মানে কি, বাবা। আমি বুঝতে পারছি না যে··

বাড়ী গিয়ে বুঝবে,—পূর্ববৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে গোচা ব'লে ওঠে—ওর কণ্ঠে তেমনিই আদেশের সুর—ভঙ্গীতে কর্তৃত্বের পরিস্ফুট আভাস,—যে সুরে, যে ভঙ্গীতে হুকুম করেছিলো সে নেইযাকে তার পাশে পাশে চলতে।

না আর বেশী বাক-বিতণ্ডার প্রয়োজন নেই—সে ঠিকরে তার বাবার পেছনে পড়বে তারপর ফিরে চলে যাবে মাঠে।

কিন্তু যখন সে সুযোগ উপস্থিত হল নেইযা দেখলো যে তার ইচ্ছা অনুযায়ী মাঠে ফিরে যাবার এতটুকু শক্তি বা সাহস তার নেই—পা দুটো কিছুতেই ওর ইচ্ছানুরূপ পথে ওকে এগিয়ে নিয়ে চলছে না; যেন কোন্ এক অদৃশ্য শিকল দিয়ে ওর দেহটা ওর বাবার সঙ্গে বাঁধা। অবশ্য, খুব যে ভয় পেয়ে গেছে সে তা নয়। কিন্তু কি যে করবে কিছুই স্থির করে উঠতে পারছে না, তাছাড়া এই অস্থিরতার কারণ যে কি কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না নেইয়া। মনে হচ্ছে যেন ওর বাবা কি একটা দারুণ শক্তিতে ওর হাত পা বেঁধে রেখে গেছে। ঘৃণাভরা দৃষ্টি মেলে নেইয়া তার পিতার পানে তাকায়। একটা দর্শনীয় ব্যাপার! কি ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় ঐ বিরাট দেহখানি দ্রুত এগিয়ে চলেছে! —যেন সে মানুষ নয়, একটা বিরাট গম্বুজ—জড়—অনধিগম্য। ওর নিদারুণ উত্তেজনা যেন কঠোর অনমনীয় ইচ্ছাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে কি এক বিপুল অপার্থিব শক্তিতে নেইয়ার মুক্তির পথ অবরুদ্ধ করে

দাঁড়িয়ে আছে। উৎকণ্ঠিত অন্তরে সে তার বাবার হাবভাব আর নিজের অন্তরের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে চলে। কেন সে শেষ পর্যন্ত তারই ইচ্ছাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করল?—ওর সবটুকু অন্তরাত্মা প্রবলভাবে চাইছে বিদ্রোহ করতে। যতই ভাবছে ততই সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠছে মনে মনে, গাঁয়ের ভিতরের পথ ধরে ওরা দু'জনে হেঁটে চলেছে বাড়ীর পানে; প্রতিবেশীরা সব বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ওদের পানে তাকায়;—এমন অসময়ে কেন পিতা আর পুত্রী চলেছে এক সঙ্গে? আর কেনইবা এমন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে ওদের চেহারা?

কেউ কেউ উঠানের বেড়ার পাশে এগিয়ে আসে গোচার সঙ্গে একটু আলাপ করার ইচ্ছা নিয়ে—কিন্তু তার মুখ চোখের ভাব ভঙ্গী দেখে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করে।

সোজা গ্রামের পথ ধরে পিতা পুত্রী এগিয়ে চলে, যখন তারা এসে পৌঁছলো বাড়ীতে, দেখে গোচার ছোট বোন সালোমীও রয়েছে তাসিয়ার সঙ্গে।

সালোমী বাস করে ওর্কেটিতে, সে এসেছে তার আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে, দুটি নারী পুরানো ঘরটার বারান্দায় বসে মটর শুঁটির খোসা ছাড়াচ্ছিল। স্বামীকে আসতে দেখেই তাসিয়া বুঝতে পারে, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, সুতরাং সে তার ননদের দিকে তাকিয়ে একটা অর্থপূর্ণ ইশারা করে: নিশ্চয়ই সে কোথাও ঝগড়া বিবাদ করে এসেছে—ওকে এখন একটু সামলাও ভাই সালোমী…

হাতের কাজ রেখে উভয়েই এগিয়ে যায় গৃহকর্তার পানে; সালোমীর ভয় কম পরিবারের অন্যান্যদের চাইতে।

কি ব্যাপার গোচা? হয়েছে কি? শান্ত মিষ্টি কণ্ঠে সালোমী প্রশ্ন

করে। প্রতি অভিবাদনটুকু পর্যন্ত না করেই গোচা এগিয়ে চলে। সালোমী গোচাকে পথ ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায় তারপর নেইয়ার পানে ফিরে বলে :

একবারটিও তো যাও না তুমি আমাকে দেখতে? থাকো কোথায় সমস্ত দিন? নিশ্চয়ই এমন কিছু ব্যস্ত থাক না যে পিসিমাকে একবারটি দেখতে যাবারও ফুরসত পাও না…

নেইয়াকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে সালোমী পরম স্নেহে গভীর চুম্বন এঁকে দেয় ওর দুটি গালে।

তোমার কাছে যাওয়ার ওর সময় কোথায় বোন? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে মাঠে মাঠে তারপর আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কাটে মিটিং করে। কিন্তু এই আমি বলে রাখছি, আজ থেকে সেটা আর চলবে না মোটেই ;—ওকে যদি না সায়েস্তা করতে পারি তো আমার নাম গোচাই নয়। ভগ্নীর সাদর সম্ভাষণের জবাবে গোচা বলে, তারপর স্ত্রীর পানে ফিরে গলাটা চড়িয়ে পুনরায় বলতে শুরু করে :

ঢের আগে থেকেই ওর দিকে তোমার লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। এটা হচ্ছে তোমারই কাজ। আগেই না আমি বলে দিয়েছিলাম যে এসব ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে চাই না। কি বলে গেল আজ সেই লোকটা?

তাসিয়া ঠিক করে, চুপ করে থাকবে।

কিন্তু সালোমী গোচাকে আক্রমণ করে: সে যাই হোক, এখন বল দেখি ব্যাপারটা কি হয়েছে? মেয়েটার মুখখানা যেন শুকিয়ে আমসি হয়ে উঠেছে…

গোচা তার বোনের কথায় তিলমাত্র কর্ণপাত না করে ঘরটার পানে হাত উঁচিয়ে আদেশ ভরা উদ্ধত কণ্ঠে চীৎকার করে মেয়েকে হুকুম করে :

যা ঘরের ভিতরে! ফের যদি কখনও দেখি উঠোনের বাইরে পা বাড়িয়েছিস তবে বুঝবি মজা!

তাসিয়া আর সালোমী ছুটে আসে নেইয়ার কাছে তারপর ওকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে দিয়ে তা'য়ে বসা মুরগীর মত ওকে আড়াল করে দাঁড়ায়। বারান্দার অনতিদূরেই উঠানের ভিতরে একটা কড়িকাঠের উপর গোচা ধপ্ করে বসে পড়ে, তার পর শান্ত কণ্ঠে আপন মনেই বলে চলে:

ভগবান আমাকে ছেলে দেন নি···কিন্তু তবুও ভেবেছিলাম যে মেয়ে যখন বড় হয়ে উঠবে সেই আমাকে শান্তি দেবে—পূরণ করবে ছেলের অভাব। ও স্কুলে যেতে আরম্ভ করলো—উঠলো সপ্তম শ্রেণীতে, কি আনন্দই না আমার হ'লো, সন্তান শিক্ষিত হলে বাপ মায়ের যে কতখানি আনন্দ, কে না জানে সে কথা? অতোখানি ভালোবেসে, অতটা আদর দিয়েই না আজ ওকে এমন ভাবে নষ্ট করে ফেলেছি! আমার সে সুখ বেশী দিন রইলো না। বড় হয়ে উঠতে না উঠতেই সে বলে বসলো: আমি এখন তরুণ কম্যুনিস্ট, আমাকে এখানে যেতে হবে, হেনো করতে হবে তেনো করতে হবে--ইত্যাদি। তখনও কিছুই বলিনি, ভাবলাম যাকগে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দু দিন হেসে খেলে আমোদ করে বেড়াক্! আর তাতে করেই আমার অদৃষ্টে শুরু হল দুর্ভোগ। কি ভাবলাম আর কি হল,—আমারই বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছিল তখন। তখন থেকেই মেয়ে যত সব বিগ্‌ভাদের সঙ্গে মিলে কাজ করতে শুরু করলো, এমন কি আমাকে পর্যন্ত উপদেশ দিতে আরম্ভ করলো। আমাদের যৌথ খামার গড়ে উঠেছে,—ক্রমাগত আমার পেছনে তাগাদা জুড়ে দিল—তুমিও যোগ দাও, ইচ্ছা থাক আর নাই থাক তোমারও যোগ দেয়া উচিত। দেখো আমাদের

অবস্থা আরও ভাল হবে। আর ঐযে মেয়ে মানুষটিকে দেখছ—আঙুল উঁচিয়ে তাসিয়াকে লক্ষ্য করে বলে চলে,—উনি হচ্ছেন আরও খারাপ। দুটিতে একজোট হয়ে দিন রাত আমার পেছনে লেগে রইলো। এখন বোঝ মজা, কি হাল তারা করে তুলেছে,—বুঝলে বোন!

কি আবার তারা করলো তোমার? আমাদের সবার চাইতে তুমি কিছু আর আলাদা নও। আমরা সবাইতো রয়েছি যৌথ খামারে। কথাটা একটু ভাল করে ভেবে দেখ। আগের দিনে পারতে তুমি এমন একখানা ঘর তুলতে? যৌথ খামারের জন্যই না আজ তোমার এই অবস্থা দাদা, আর যাই হোক, তারা অন্তত কোন ক্ষতিই করেনি তোমার। মৃদু ভর্ৎসনাপূর্ণ কণ্ঠে সালোমী বলে। গোচা সোজা হয়ে পা ফাঁক করে কোমরের উপর হাত রেখে উঠে দাঁড়ায়: ওরা বলেছে, আমি নাকি কুলাক্, তাই কোন কিছু পাবারই আমার অধিকার নেই আর মোষটাও নাকি এখন আর আমার নয়, আমাকে না জিজ্ঞেস করেই তারা সেটা নিয়ে নিয়েছে।

কি বল্লে? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তাসিয়া চীৎকার করে বলে ওঠে, এ হতেই পারে না গোচা। কে বিশ্বাস করবে এ কথা? নিশ্চয়ই কেউ তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে,—তীক্ষ্ণবুদ্ধি সালোমী প্রতিবাদ করে।

এমন কি আমার নিজের মেয়ে পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—কি ভীষণ অপমানিতই না আমায় হতে হয়েছে! গোচা বলে চলে: সবাই ছিল সেখানে, মিথ্যুক আত্মম্ভরি ওনিসী—আর যত সব বিগ্ভার দল আর তাদের ভিতরে কিনা নেইয়া। কিছুতেই আমি ওকে নিয়ে আসতে পারছিলাম না ওখান থেকে···না কিছুতেই আমি ওকে ক্ষমা করবো না, কিছুতেই পারি না আমি ওকে ক্ষমা করতে। ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক ওকে চলতেই হবে আমার কথার বাধ্য হয়ে······গোচা

বারান্দার সামনে পায়চারি করতে শুরু করে, তারপর নেইয়ার দিকে ফিরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে বলে ওঠে :

একটি পাও বাড়াবে না উঠোনের বাইরে. এই বলে দিচ্ছি, খবরদার।

তাসিয়া ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিছু একটা বলে সে তার স্বামীকে শান্ত করে তুলতে চায়. কিন্তু ভরসা পায় না ; ওর ভয় হয় পাছে ব্যাপারটাকে আরও ঘোলাটে করে তোলে—আরও ভীষণভাবে চটে ওঠে গোচা। অস্থিরভাবে গোচা বারান্দার সামনে নীরবে পায়চারি করে চলে, তাসিয়া ঠিক করে, এই সাময়িক নীরবতার সুযোগ গ্রহণ করবে. সাহসে ভর করে সে নেইয়ার মাথার উপরে সস্নেহে মৃদু মৃদু চপেটাঘাত করতে করতে বলতে শুরু করে :

তোর বাবার কথা মত চলিস. খুকি, সে ছাড়া কে আছে আর যে তোকে সৎ পরামর্শ দেবে ? কমরেডদের কথা বলবি, সে হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার···

যখন তাসিয়া নিশ্চয় করে বুঝতে পারলো যে তার কথায় অন্তত কোন খারাপ ফল হয়নি, তখন সে আর একটু সাহস করে বলতে শুরু করলো :

যখন তোর বাবা নিষেধ করছেন বাইরে কোথাও যেতে, তখন তাঁর অবাধ্য হোস না খুকি। ভেবে দেখ আগেও কতোবার তোকে বলেছি আমি এ কথা, বলিনি ? বাড়ীতেই থাক আর তুই কচি খুকিটি নোস—বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছিস এখন। অনেকেই তাকিয়ে আছে তোর দিকে ; সবাই জিজ্ঞেস করে তুই কোথায় থাকিস, কি করিস, ইত্যাদি আর তারা চায় তোর সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করতে। কিন্তু গোটা ওর্কেটির ভিতরে তোর মতন আর এমন একটি মেয়েও দেখাতে পারিস। এই ধর আজকেই একজনে তোকে একটা উপহার দিয়ে গেছে। চাস্ দেখতে ? চমৎকার উপহার ; আমি নিশ্চয় করে বলতে

পারি দেখলে পরে খুবই পছন্দ হবে তোর...

উৎসাহ ভরে তাসিয়া ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকে, তার পর আর্চিল পোরিয়ার দেয়া বাক্সটা হাতে নিয়ে সগর্বে বেরিয়ে আসে। ঠিক সময়টিতেই কথাটা পাড়া হয়েছে,—তাসিয়া মনে মনে ভাবে—হয়তো এতেই সমস্ত গোলমাল, অশান্তির শেষ হয়ে যাবে।

একটা অপরিচিত সুগন্ধ নেইয়ার নাকে এসে লাগে, অবাক হয়ে সে বাক্সটার উপরের লেবেল আর বড বড় অক্ষরে লেখা "টিঝি" কথাটার পানে তাকিয়ে থাকে।

এমন জিনিস আমি কখনও চোখেও দেখিনি বুঝেছিস খুকি—জানিও না একে কি বলে,—তাসিয়া বলতে শুরু করে।—ঐ যে কি যেন একটা রয়েছে কোণের দিকটায় তুলোর ভিতরে, ঠিক যেন একটা পাখীর বাসার মত ওটা নিশ্চয়ই একটা সাবান,—তোর হাত মুখ ধোয়ার জন্য। দেখ এটা কেমন সুন্দর রেশমী কাগজে মোড়া আর কাগজের উপর একটা সুন্দরী মেয়ের ছবি;—কি সুন্দর ওর চুলগুলি—তাই না সালোমী? নিশ্চয়ই তুমিও এটার প্রশংসা করবে। আঃ কি চমৎকার গন্ধ......

কে দিয়েছে এটা? তীব্র কণ্ঠে নেইয়া প্রশ্ন করে; নিদারুণ বিরক্তি আর মানসিক উত্তেজনায় ওর সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে ওঠে।

তাসিয়া একটু ভাবে কি উত্তর দেবে—বলবো কি বলবো না?—সালোমীর পানে প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেলে তাকায়।

সে কথা শুনিস পরে তোর বাবার কাছ থেকে...লোকটিকে তোর বাবার ভারী পছন্দ হয়েছে, নইলে কি আর সে সাহস করে উপহার দিতে...

হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাসিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়।

অত্যুগ্র অগ্নি শিখার মত নেইয়ার মুখখানা জ্বলে ওঠে,. মায়ের হাতটা সজোরে ঠেলে দিয়ে সে লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়; বাক্সটা

ছিটকে গিয়ে দূরে বারান্দার এক কোণে গিয়ে পড়ে, ওডিকোলোনের শিশিটা আছড়ে পড়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে আর সাবানটা—যা দেখে এতোখানি বিমোহিত হয়ে পড়েছিলো তাসিয়া, রেশমী কাগজের মোড়কটার ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছিটকে গড়াতে গড়াতে সেটা গোচার পায়ের কাছে এসে পড়ে।

এত বড়ো দুঃসাহস! ফের যদি দেখি কখনও! নেইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে তার হতচকিত মায়ের প্রতি চীৎকার করে বলে উঠেই দ্রুত পায়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকে।

মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যায়। তাসিয়া যেন পাথর বনে গেছে—এই অদৃষ্টপূর্ব ঘটনায় গোচাও নির্বাক, হতভম্ব হয়ে পড়ে; সে একবার ঐ গোলাপী রংয়ের সাবানটার দিকে একবার যে দরজাটা দিয়ে নেইয়া ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে সেই দরজাটার দিকে বারবার তাকাতে থাকে। ওর নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ওঠে, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাসে বুকটা ওঠানামা করতে থাকে, তারপর হঠাৎ বজ্রগর্জনের মত চীৎকারে ফেটে পড়ে:

কুড়ো বলছি শিগ্‌গির, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে কুড়িয়ে আন···

প্রত্যুত্তরে ঘরের ভিতর থেকে একটুও সাড়াশব্দ আসে না।

এই শুনছিস, শিগ্‌গির কুড়িয়ে নিয়ে যা, বলে দিচ্ছি। পুনর্বার গোচা গর্জে ওঠে, তারপর দরজাটার দিকে এগিয়ে যায়।

ছেড়ে দাও, দাদা,—অত রাগারাগির কোনই দরকার নেই···একটু পরেই কুড়িয়ে নেবেখন। সালোমী এগিয়ে এসে ওকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে। সে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওর বুকের উপর তার হাতখানি রাখে পাছে গোচা গোয়ার্তুমি করে, ওর কথায় কান না দেয়।

তাসিয়া অস্পষ্ট কণ্ঠে বিড় বিড় করে বলতে শুরু করে, যেন সে মন্ত্র

আওড়ে চলেছে, আমার দোষেই ঘটলো এতটা, আমার নির্বুদ্ধিতার দরুণই ; এই অশান্তি ডেকে আনার জন্য আমিই দায়ী···

তাসিয়া খালি বাক্সটার পানে হাত বাড়িয়ে ওডিকোলোনের শিশিটার ভাঙা টুকরাগুলি একবার স্পর্শ করে, তারপর সাবানটা কুড়িয়ে আনার জন্য বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠানে নেমে আসে। যখন প্রায় সে লক্ষ্য-বস্তুর কাছাকাছি এসে পৌচেছে তখন হঠাৎ তার স্বামীর আদেশভরা কণ্ঠের ক্রুদ্ধ চীৎকারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে :—খবরদার, ছুঁও না বলছি !

ছেড়ে দাও, গোচা যেতে দাও—এটা সত্যিই বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সালোমী তার দাদাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে বলে—কে তুল্লো না তুল্লো কি এসে যায় তাতে—এখন একটু ঠাণ্ডা হও দেখি···

কি, ঠাণ্ডা হবো আমি ? আমাকে বলছ ঠাণ্ডা হতে, সালোমী ?

নতুন দিন আমার কাছে অন্তত একটা আশীর্বাদ বয়ে এনেছে, এটা ঠিক। আজ সবাই সমান,—সালাণ্ডিয়া পোরিয়া সবাই এক। নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার সে কথা যে, জুরাবিয়া পোরিয়ার দাপটে এক কালে কেমন বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত ? আর আজ, কতোখানি আশ্চর্যের ব্যাপার যে, তারই ছেলে উপহার হাতে করে এসে আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য কিনা আমারই কাছে এসে খোশামোদ করছে ? এটা কেবলমাত্র একটা সাবানের প্রশ্ন নয়, বুঝেছ ? প্রশ্ন হচ্ছে তার মনোভাবের। কিন্তু ঐ নির্লজ্জ মেয়ে অহংকারেই বাঁচেন না। কি ভাবে ও নিজেকে মনে মনে ? পাজী মেয়ের এতো বড় স্পর্ধা ?

সালোমীকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে গোচা দরজাটার দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বারবার চীৎকার করে বলতে থাকে :

বলি শুনছিস, আনবি কিনা তুলে ; আমার হুকুম···

কিন্তু সালোমী পথ আগলে দাঁড়িয়েই থাকে, ওকে এগোতে দেয় না; আর ওকে সরিয়ে দিয়ে যাওয়াটাও খুব সোজা কথা নয়।

আনবেথন তুলে একটু পরে,—তুমি কি ভাব এটা একটা খুবই কঠিন কাজ, পাগল হয়ে গেলে নাকি? এখন না হোক দু দণ্ড পরেই আনবে খন; এখন ছেড়ে দাও ওকে, একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

ঐ ঘরটা তোলার জন্য কেন আমি এমন করে আমার শক্তি ক্ষয় করছি, বলতে পার বোন? সে কি আমার নিজের বাস করার জন্যে? ষাট বছর দুঃখে কষ্টে ঐ চালাঘরেই যদি আমার জীবন কেটে গিয়ে থাকতে পারে, তবে বাকী কটা দিনও কেটে যাবে, সে জন্য আমি ভাবি না মোটেই; কিন্তু যে লোক চিরদিন ভাল ঘরে বাস করে এসেছে কেমন করে তাকে এনে আমি এই চালাঘরের ভিতরে তুলি,—সিলিং পর্যন্ত নেই যে ঘরটায়? সে সব রকমে আমার সাহায্য করে আসছে—তার ক্ষমতায় যতদূর কুলায়, একটুও কসুর করছে না, আর তাছাড়া আমি তার পায়ে ধরেও সাধতে যাই নি কখনও। কিন্তু সে আমাকে ঘৃণা করে না—আর আমিও আমার আত্মসম্মান বজায় রেখে চলি। অবশ্য একথা সত্যি যে আমি একজন চাষী—এককালে ছিলাম ভূমিদাস; কিন্তু তবুও আমি মানুষ—আমার মূল্য কতোখানি আমি তা বুঝি। বলতে পার, আজ পোরিয়ার কিছুই নেই—জমিজমা, ঘর বাড়ী সব কিছুই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। বাজে কথা! এ কথার মোটেই কোন মূল্য নেই—মোটেই কোন কাজের কথা নয় এটা। তার বুদ্ধি, চতুরতা তার মূল্য কি অনেকখানি নয়? সে কি তার বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলেছে? সংসার সম্বন্ধে কি সে অনভিজ্ঞ? না, দেখতে শুনতে খারাপ? আগের চাইতে দ্বিগুণ সে রোজগার করছে এখন। তাছাড়া লেখাপড়াও জানে বেশ, অন্তত আমার মেয়ের চাইতে এতটুকুও কম নয়। আর ও এমন

কিছু একটা ভদ্র মহিলাও হয়ে ওঠেনি যে, এমন ছেলেকে প্রত্যাখ্যান করছে! নিজের হাতে ওকে আমি গলা টিপে খুন করে ফেলে দেবো না। বেরিয়ে আয় শিগ্গির বলছি, শুনেছিস, বেরিয়ে আয়!

সে সবই তো বুঝলাম, গোচা, কিন্তু আগের দিনেও তো মেয়ের অমতে জোর করে তাকে বিয়ে দেওয়ার কোন রীতি ছিল না। এ খেয়াল কি করে তোমার মাথায় ঢুকলো বলতো? ভর্ৎসনাপূর্ণ কণ্ঠে সালোমী বলে।

এ সম্পর্কে তোমার কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই, সালোমী। কিছুতেই না, কিছুতেই আমি ঐ হতচ্ছাড়া ভবঘুরে জেবাকে আমার বাড়ীতে ঢুকতে দেব না। ভাড়াটে, বদমায়েস কোথাকার! কি করে পোরিয়ার সঙ্গে জেরার তুলনা হতে পারে? কি, তাহলে তুমিও কি চাও যে আমাদের সর্বনাশ হোক?

মনে মনে যা-তাই ভেবে বসে থেক না গোচা! কেউই বলছে না যে তোমার মেয়েকে একজন বিগ্ভার কাছে বিয়ে দিতেই হবে তোমাকে··· কিন্তু ধর মেয়ে যদি একজন পোরিয়াকে না চায় বিয়ে করতে সে ক্ষেত্রে কি করতে পার তুমি?···

যদি না চায়? তাকে জিজ্ঞাসাই বা করতে যাচ্ছে কে?

ঘর-জামাই করে কাউকে বাড়ীতে আনবো যাকে আমার পৈতৃক সম্পত্তির করবো উত্তরাধিকারী—সে হবে কিনা একজন বিগ্ভা—বলুকতো সে একথা একটিবার মুখ ফুটে! এ কথা যদি সে বলে দিনের বেলা, তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর তাকে বেঁচে থাকতে হবে না—আর যদি বলে রাত্রে, তবে ভোরের আলো দেখবে না সে আর এ জীবনে! এই মেয়ে শুনছিস? বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় শিগ্গির, কুড়িয়ে নিয়ে আয়গে, যা, নিজের হাতে করে ওটা কুড়িয়ে আনতে হবে তোকে! কিন্তু নেইয়ার কোনই সাড়া শব্দ নেই বা তাকে দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে না।

কে বলতে পারে এর পরিণতি কতদূর পর্যন্ত গড়াতো এবং অন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতো গোচা মেয়েকে জব্দ করার জন্য? কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সদর দরজাটা খোলার শব্দ হয় আর গ্‌ভাদির গলার আওয়াজ শুনে সেদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

ঢুকে পড়, কি বিপদ·········এইতো তোর বাড়ী··· ·····গ্‌ভাদির গলার আওয়াজ পেয়ে সবাই সেদিকে তাকায়। ঠিক সেই মুহূর্তে নিকোরা সদর পেরিয়ে ভিতরে ঢুকেছে। পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাড়িয়ে গলাটা টান করে গ্‌ভাদি চীৎকার করে ডেকে বলে—এই গোচা! এই নাও।

ওর হাবভাবে মনে হয় যে, কোন ক্রমেই গ্‌ভাদি বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে রাজী নয়।

মোষটাকে দেখে সালোমী দারুণ খুসী হয়ে ওঠে। যাক্ মোষটাকে পেয়ে গোচা অন্তত এখন নেইয়াকে নিষ্কৃতি দেবে—সালোমী মনে মনে ভাবে।

ঐ দেখ গোচা, দেখলে? আর তুমি বলেছিলে কিনা, ওরা তোমার মোষটাকে নিয়ে নিয়েছে। যাও গিয়ে দেখ সে কি চায়—সালোমী তার ভাইয়ের পিঠের উপর হাত দিয়ে একটু ঠেলে দেয়।

তাসিয়াও যেন পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে, পোষাকের প্রান্তে চোখ মুছে, অনুচ্চ কণ্ঠে বিলাপ করতে করতে সেও মোষটার কাছে ছুটে আসে।

নিকোরা! ভগবান রক্ষা করুণ!

কি চাও গ্‌ভাদি? অনেকক্ষণ পরে দরজার কাছে এগিয়ে এসে অবশেষে কর্কশ কণ্ঠে গোচা প্রশ্ন করে।

জেরা আমাকে হুকুম দিল······বললো, এখনি মোষটাকে তার মালিকের কাছে পৌছে দিয়ে এস—ওর পানে এগিয়ে আসতে দেখে গ্‌ভাদি বিশদ

ভাবে বলতে শুরু করে। আর তাকে বোলো যেন সে না রাগ করে—আমি তার সব শত্রুদের সায়েস্তা করে দেবো। জেরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, এর জন্য সবাইকে কঠিন শাস্তি দেবে। নিজের কানে শুনে এসেছি আমি এ কথা। এখন আমার কাছ থেকে ষোষটাকে বুঝে নাও, যাতে করে আমাকে না আবার কোন বিপদে পড়তে হয়। আর এই নাও তোমার দা, ফেলে এসেছিলে ভুলে, জোসিমী বল্‌লে এটাও ওকে দিয়ে দিও ··

গোচা একান্ত মনোযোগের সঙ্গে গ্‌ভাদির কথা শোনে। একান্ত মনোযোগের সঙ্গে গোচা গ্‌ভাদির প্রত্যেকটি কথা শুনে যায় আর গভীর তৃপ্তিতে ওর মন ভরে ওঠে। গ্‌ভাদির কণ্ঠে এমন একটা সম্ভ্রমের একটা প্রত্যয়ের স্বর বেজে ওঠে যে, গোচার মনে আর তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে তার প্রত্যেকটি কথাই নিছক সত্য।

ঈশ্বর মঙ্গলময়! মনের আনন্দ চেপে রেখে গোচা বলে ওঠে, তারপর ষোষটার পানে এগিয়ে যায়। বার বার ষোষটার গলায় হাত বুলিয়ে দেখে, জোয়ালে জোতার দরুণ কোথাও চোট লেগেছে কি না—ওর গলাটা ছড়ে গেছে কি না। এতক্ষণ পরে গোচা সালোমীর কথার জবাব দেয়ঃ

শুনেছ সালোমী, লোকটা কি খবর নিয়ে এসেছে? ওরা কি ভেবেছিল যে পার পেয়ে যাবে? অবশ্য, আমার কাছে সবই সমান ··· যতই কেন চেষ্টা করুক না বিগ্‌ভা, যাই কিছু সে বলুক না কেন, কিছুতেই আমার মনে এতটুকুও দয়ার উদ্রেক করতে পারবে না··· ··

লোভীর মত ষোষটা টাটকা ঘাস খেতে শুরু করে।

হতভাগীর ক্ষিদে পেয়েছে খুব। আর, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে, গোটা দিনটাই তো জোয়ালে জোতা ছিল!······খা, খা, লক্ষীটি

পেট পুরে খেয়ে নে···মোষটার পিঠের উপর সস্নেহে মৃদু মৃদু আঘাত করতে করতে গোচা বলে।

তাসিয়াও নিকোরাকে আদর করতে শুরু করে; মোষটার লেজের উপর থেকে, শুকিয়ে-ওঠা খানিকটা কাদা খুঁটে খুঁটে ফেলে দেয়, তার পর পালানটায় হাত বুলিয়ে দেয়; হঠাৎ সে তারস্বরে চীৎকার করে দু পা পিছিয়ে আসেঃ পাষণ্ডেরা ওর সবটুকু দুধই দুয়ে নিয়েছে! শেষ ফোঁটাটুকু পর্যন্ত! পালানটা কেমন দড়ির মতন ঝুলে পড়েছে দেখ!

তাসিয়ার চীৎকার শুনে গ্‌ভাদি উঠানের ভিতরে এসে দাঁড়ায় তার পর হো হো করে উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে। সবাই ওর পানে ফিরে তাকায়। তাসিয়া··· বল দেখি, কি করে গরুর দুধ হয়? ঘাস থেকে, বুঝেছ, জোয়াল থেকে নয়। একটা গরু যদি গোটা দিন জোয়ালে জোতা থাকে, তবে সেটা হয়ে যায় বলদের সামিল—যতই চেষ্টা করো না তখন, এক ফোঁটা দুধও তুমি পাবে না। বুঝেছ? গ্‌ভাদির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ঠিক আর প্রাঞ্জল মনে হয় গোচার কাছে। নীরবে সে তার গোফের ফাঁকে একটু মুচ্‌কি হাসি হেসে ওঠে।

দেখ কি রকম করে সে ঘাস খেয়ে চলেছে; সমস্তটা দিন কেটেছে ওর উপবাসে; কি করে ভাবো যে ও দুধ দেবে? স্ত্রীর কথার উত্তরে গোচা মন্তব্য করে ;—কিন্তু ব্যাটাদের আমি দেখে নেবো! কি করে এতোটা দুঃসাহস হল······

গোচা মোষটার পিঠের উপর আস্তে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ওটাকে উঠানের কোণের দিকে ঘন সরস ঘাসের কাছে নিয়ে যায়, আর যেতে যেতে তাসিয়াকে উদ্দেশ করে বলেঃ যাও, গিয়ে তোমার মেয়েকে দয়া করে একবার আসতে বলে দাও—দেখুক এসে, ওরা তার বাপকে কতটা

সম্মান করে—তার মর্যাদা কতখানি। যাও, নিয়ে এস গে তাকে
ওর কণ্ঠের আওয়াজ থেকে সালোমী বোঝে যে নেইয়াব সম্পর্কে ওর মনটা এখন নরম হয়ে এসেছে,—বিপদ কেটে গেছে। জোর করে ওকে দিযে আচিল পোরিয়ার উপহাব কুড়িয়ে তোলার জন্য এখন আর সে ওকে ডাকছে না। তাসিয়াও বোঝে গোচা ব্যাপাবটা মিটিয়ে ফেলাব জন্যই মনে মনে তৈরী হয়েছে। তবুও সে নেইয়ার কাছে যেতে একটু ইতস্তত করেছে দেখে সালোমী চোখের ইঙ্গিতে ওকে দরজাটা দেখিযে দেয়ঃ যাও ওকে ডেকে নিয়ে এস এবার—মনে হচ্ছে ওরা মিটমাট করে নেবে।

সালোমীর সমর্থনে আর একটু ভরসা পেযে তাসিয়া ঘবেব ভিতরে গিযে ঢোকে। শোবার ঘরে নেইয়া নেই, অবশ্য, সে ওকে সেখানে পাবে বলে আশাও করেনি। নেইয়ার বাবা নেইযার ব্যবহারের জন্য পেছনের বারান্দায় একটা ছোট ঘর করে দিয়েছে—পাখরাব খোপের মত ছোট একটি ঘর, শোবার ঘর আর নেইয়ার ঘরের মাঝখানের দবজাটা মনে হয় যেন খোলা। তাসিয়া মেয়েকে ডাকে, কিন্তু কোনই জবাব আসে না; একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে তাসিয়া মনে মনে।

ঢের হয়েছে, এখন উঠে আয়! বাপকে তো আর ধরে পিটতে পারবি না, সেতো জানিসই। চলে আয় এখন, ওর রাগ পড়ে গেছে—দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলে। কিন্তু নেইয়া তার নিজের ঘরেতে নেই; মেয়ের অনুপস্থিতিতে তাসিয়া অবাক হয়ে যায়ঃ নিশ্চয়ই ঘর ছেড়ে চলে যায়নি সে? তাসিয়া পুনরায় শোবার ঘরে আসে; এতক্ষণে তার নজর পড়ে যে পেছনের উঠোনে যাবার দরজাটা একেবারে খোলা—ওর সন্দেহের নিরসন হয়, কিন্তু কাছেপিঠে কেউ কোথাও নেই। তারপর কঞ্চির বেড়াটার ওপাশে তাকাতেই

হঠাৎ বৃদ্ধা প্রায় চীৎকার করে ওঠে,—দেখে ওদের বাড়ী থেকে খানিকটা দূরের ঐ সরু পথটা ধরে নেইয়া দ্রুত হন্ হন্ করে ছুটে চলেছে। একটি বারের তরেও পিছন ফিরে না তাকিয়ে এতো দ্রুত সে হেঁটে চলেছে, মনে হয় যেন ও ছুটছে প্রাণপণে।

তাসিয়া অনুভব করে যেন সে তার বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। একি দেখল সে? অর্থ কি এর? সে দ্রুত পিছনের উঠানে নেমে আসে তারপর ঘুরে ঘরের পেছনে এসে তাড়াতাড়ি বেড়াটার খোলা দরজাটার কাছে এগিয়ে যায়; কিন্তু চীৎকার করে নেইয়াকে ডাকতে তার সাহসে কুলোয় না।

ওর বাপ যদি শোনে যে মেয়ে আবার বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, তবে দারুণ অনর্থ ঘটবে—কিছুই আর বাকী রাখবে না সে। ছুটে ধরবে গিয়ে ওকে? ওর পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয় তা। অর্ধপথে তাসিয়া থম্‌কে দাঁড়ায়; ওর পা দুটো কাঁপছে থর থর করে, বুকের ভিতরে কি যেন একটা ঠেলে ঠেলে উঠছে।' কি করি এখন? কেমন করে এ কথা বলি গিয়ে গোচাকে? তাসিয়া তার নিজের দুটো হাত মুচড়াতে শুরু করে, নখ দিয়ে সজোরে মুখের উপর আঁচড়াতে থাকে।

না তবুও অযথা দেরী করার সময় নেই—গোছা ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে আছে; সম্পূর্ণ বিহ্বল হয়ে পড়ে তাসিয়া: কিছুই বুঝতে পারে না কি করবে সে এখন—কেমন ভাবে বলবে,—কিছু স্থির না করেই পুনরায় সে শোবার ঘরে ফিরে আসে তার পর তাড়াতাড়ি সামনের বারান্দার দিকে এগিয়ে চলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালোমী ক্লান্ত হয়ে ওঠে —সেও তার ভ্রাতৃবধুর সন্ধানে ঘরের ভিতরে চলে আসে। তাসিয়ার সামনা সামনি এসেই সে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে: কোথায় সে, বৌদি? কোন কথাই বলে না তাসিয়া……আলোচনা করাও সহজ নয়, আবার চুপ করে

থাকাটা আরও শক্ত। অসহায় ভঙ্গীতে তাসিয়া হাত নাড়ে : বাড়ীতে নেই—ওর হাতের ভঙ্গী জানিয়ে দেয় সে কথা। কিন্তু সালোমী তার নিজের মত করেই বুঝে নেয় ব্যাপারটা : জেদ করে বসে আছে নেইয়া—আসতে চায় না কিছুতেই। যাতে করে না আবার গোচা চটে মটে অনর্থ বাধিয়ে তোলে এই ভয়ে সালোমী ছুটে গোচার কাছে এসে দাঁড়ায় :

এবার আমার পানে একটু তাকাও দেখি গোচা—মেয়েটাকে আর টানা হেঁচড়া করার দরকার নেই, থাক ও এখন নিজের মতন। ওকে এখনও নেহাৎ শিশু বললেই চলে—ওর সঙ্গে কি তোমার সমান জুড়ি দেয়া চলে! মনে হচ্ছে, সে দারুণ লজ্জায় পড়ে গেছে—তাই সে আসতে চাইছে না এখন। ওর সাথে পরে কথা বললেও চলবেখন। গ্‌ভাদি সালোমীর কথার সমর্থন করে।

চমৎকার মেয়ে পেয়েছ তুমি, গোচা, সর্বান্তকরণে বলছি আমি! সেরা মেয়ে। সুখী লোক তুমি—সুখ শান্তিতেই তোমার দিন কাটছে। ভগবান, এখন নাতির মুখটি দেখবার জন্য বাঁচিয়ে রাখুন তোমায় গোচা। জানইতো তুমি, কি বিপদ, কথায় বলে নিজের সন্তানের চাইতে নাতি, নাতনী অনেক বেশী আনন্দের জিনিস। তোমার যা খুসী আমাকে করতে পার, তাছাড়া আমার বার্ডগুনিয়াও আর হঠাৎ কিছু তার চোদ্দ বছর বয়স অতিক্রম করে বড় হয়ে উঠতে পারবে না, কিন্তু সে যদি তোমার মেয়ের বয়সী হতো ....তাহলে, বুঝেছ......আমি জানি তুমি বিগ্‌ভাদের মানুষ বলেই জ্ঞান কর না, কিন্তু তবুও বলি, আমার বার্ডগুনিয়া মোটেই কিছু আর জামাই হিসাবে নেহাৎ অপাত্র হতো না, আর তুমিও তাকে মোটেই প্রত্যাখ্যান করতে পারতে না। সত্যি, সে আমার অতি চমৎকার ছেলে, কি বিপদ,—সব কিছুই পারে সে : চাইকি পাখীর দুধ পর্যন্ত এনে দিতে পারতো সে তোমার মেয়ের জন্য।

সবাই হেসে ওঠে, এমন কি তাসিয়া পর্যন্ত তার দারুণ ভয়ের ভিতরেও নিঃশব্দে হেসে ওঠে।

বুঝেছ গ্ভাদি মুখের মত একখানা মুখ আছে বটে তোমার! বলেই তাসিয়া কোন রকমে পা দুটো টেনে নিয়ে সালোমীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

আঃ রসিকতা পরে করবে! এখন এস তো এদিকে—গোচা চীৎকার করে বলে ওঠে; ভয়ে চমকে ওঠে গ্ভাদি, আর সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে গিয়ে ওর কাছে হাজির হয়; এত সহজে, এত অনায়াসে সে লাফিয়ে যায় যে যে, কোনও যুবক ওমনি করে লাফ দিতে পারলে গর্ব অনুভব করতো। সব বিগ্ভারা একই রকমের—কানা কড়ির মূল্যও নেই তাদের কারোর, কিন্তু তার মধ্যে তুমি আর তোমার বার্ডগুনিয়া এসেছ ঘোড়ায় চড়ে।

সালোমী মনে মনে খুসী হয়ে ওঠে যে গোচা এতক্ষণে একগুঁয়ে মেয়েটার কথা ভুলে গেছে—যে নাকি ওর ডাকে সাড়াটি পর্যন্ত দিল না।

কিন্তু তাসিয়ার মনে হয় যেন সে আগুনের ভিতর পড়েছে, বলবে কি সে তার স্বামীর কাছে যে নেইয়া বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেছে—না চুপ করে থাকবে।

তাসিয়ার মাথা ঘুরে ওঠে—কোন্ পথ নেবে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

(চোদ্দ)

বাড়ীর কাছে এসে গ্‌ভাদি দরজার কাছে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়ায়, সম্ভবত এতক্ষণে ছেলেরা সব ফিরেছে স্কুল থেকে। সে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করেঃ জানবার কৌতূহল হয় যে যখন সে বাড়ীতে থাকে না তখন ছেলেরা কি করে।

পিছনের উঠান থেকে বার্ডগুনিয়ার কণ্ঠ ভেসে আসে, ছেলেটা কি যেন চীৎকার করে বলছে, কিন্তু কি বলছে সে কিছুই বুঝতে পারেনা গ্‌ভাদি। কার উপর অমন তম্বি করছে? অবাক হয়ে যায় গ্‌ভাদি। কৌতূহল চেপে গ্‌ভাদি চুপি চুপি বাড়ীর ভিতরে এসে ঢোকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে ওর্কেটির আকাশে ঘনিয়ে এসেছে কালো ছায়া, শরতের ঠাণ্ডা বাতাস ঝির্ ঝির্ করে বইতে শুরু করেছে।

ফল ইন্! আদেশ ভরা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বার্ডগুনিয়া চীৎকার করে বলে ওঠে। গ্‌ভাদি কান খাড়া করে থমকে দাঁড়ায়।

কুচ্‌নিয়া তুমি তোমার জায়গা মতন এসে দাঁড়াও! নিজে দেখে নাও কোথায় দাঁড়াবে, ভীষণ শাস্তি পাবে; হাত নামাও চিরিমিয়া; তোমার ডান হাত···কোন্‌টা তোমার ডান হাত? জান না কোন্‌টা? কিট্‌নিয়া কি রকম দাঁড়িয়েছে দেখে নাও—ঠিক অমনি করে দাঁড়াও··· এ্যাজ ইউ ওয়ের! মোটেই ঠিক হয়নি। বার্ডগুনিয়া তার ছোট ভাইদের গাল দেয়।

চমৎকার ট্রেনিং দিচ্ছে ওদের বার্ডগুনিয়া। খুসী ভরা মনে গ্‌ভাদি ভাবে। ওর ইচ্ছা হয় ছেলেদের ব্যায়াম আর বড় ছেলের আধনায়কত্বে ওদের কুচকাওয়াজ দেখে। বার্ডগুনিয়া কেমন ওদের কঠিন নিয়মানু-বর্তিতার ভিতরে রেখেছে, এমন কি এতটুকু চিরিমিয়া পর্যন্ত যে কোন

পূর্ণবয়স্ক সৈনিকের মতন তাদের নায়কের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করছে।

কুঁড়েঘরখানির চতুর্দিক ঘেরা নর্দামাটার পাশে গ্‌ভাদি চুপটি করে উঁচু হয়ে বসে পাছে তার উপস্থিতিতে ওরা বাধা পায়, তারপর নীরবে ছেলেদের খেলা দেখতে থাকে। পিছনের উঠানের দূরের একটা কোণে চারটি ছেলে মিলে সুন্দর কুচকাওয়াজ করে চলেছে ; এ সেই কোণটা যেখানে রয়েছে ওদের পাঁচটি নেবুর গাছ। গ্‌ভাদি চঞ্চল হয়ে উঠে বুঝতে চেষ্টা করে, ঘরের আশ পাশে এতো জায়গা থাকতে ঠিক ঐ নেবু গাছগুলোর তলায়ই কেন বার্ডগুনিয়া তার ভাইদের মার্চ করিয়া নিয়ে গেছে। তবুও সে খুসী ভরা মনে দেখতে থাকে, তার বাচ্চা-গুলো কি সুন্দর লাইন ঠিক রেখে চলেছে।

এ্যাটেনশান্! আবার বার্ডগুনিয়া চীৎকার করে হুকুম দেয়। রাইট টার্ণ। সবাই পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়।

এ্যাজ ইউ ওয়্যের! অমনি করে না। বার্ডগুনিয়া শাসানোর স্বরে গর্জন করে ওঠে।

হিস্ হিস্ শব্দে সজোরে হাতের ছড়িটা বার দুই আন্দোলিত করে বার্ডগুনিয়া এক পা পিছিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তারপর আরও তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করে হেঁকে ওঠে—এ্যাটেনশান্! রাইট টার্ণ!

সবাই একই সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায়, ঠিক যেন একটি মানুষ।

বার্ডগুনিয়া একটির পর একটি হুকুম দিয়ে চলে :

লেফ্‌ট হুইল।···কুইক্ মার্চ! ওয়ান্, টু···ওয়ান্, টু···শরীর সোজা করে। ওয়ান্, টু···

ছেলেরা এক সার হয়ে নেবু গাছগুলোর তলা দিয়ে এগিয়ে চলে।

হল্ট! যেখান থেকে ওরা শুরু করেছিল পুনরায় সেইখানে এসে পৌছাতেই

বার্ডগুনিয়া হুকুম করে ; তারপর সে ছড়িশুদ্ধ হাতটা উঁচিয়ে ভাইদের ডেকে বলে : প্রস্তুত হও !

সর্বদা প্রস্তুত ! একই সঙ্গে বিভিন্ন কণ্ঠের ঐক্যতানে জবাব আসে।

তুমি সবার চাইতে পরে বলেছ, চিরিমিয়া ! ক্রুদ্ধকণ্ঠে বার্ডগুনিয়া বলে,—খুবই খারাপ ! আবার সে চীৎকার করে বলে ওঠে :

প্রস্তুত হও !

সর্বদা প্রস্তুত !

এবারেও চিরিমিয়া অন্য ভাইদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলতে পারে না, কিন্তু এবার আর বার্ডগুনিয়া এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে প্রত্যেকের চোখের পানে তাকিয়ে কি যেন সন্ধান করে, বিশেষ করে যেন আজ বার্ডগুনিয়াকে একটু বেশী কঠোর মনে হয়। গ্‌ভাদির মনে হয় যেন বার্ডগুনিয়া ওদের ভিতরে ভগবৎ ভীতি ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, ওর আচরণ থেকে মনে হচ্ছে যেন এই যে শারীরিক ব্যায়াম, এটা মোটেই খেলা নয়; বার্ডগুনিয়া তার নিজের ভাবধারায় ওদের অভিভূত করে ফেলেছে আর ওরাও এক পায়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে তাদের নায়কের আজ্ঞা পালন করতে।

বার্ডগুনিয়া লাইনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

চিরিমিয়া ! সব চাইতে ছোট ভাইটিকে সে ডাকে,—এদিকে এস !

কেন ? চিরিমিয়া প্রশ্ন করে ; ভুলে যায় যে এখন সে কুচকাওয়াজ করছে। বার্ডগুনিয়া সোজাসুজি ওকেই ডেকেছে, আর তাতেই সে ভুল করে বসে, কিন্তু পরক্ষণে তার মনে পড়ে যায়, কুচকাওয়াজের সময়ে লাইনে দাঁড়িয়ে কথা বলা নিষেধ,—কথাটা মনে পড়তেই সে হাত দিয়ে মুখটা চাপা দিয়ে কমাণ্ডারের দিকে এগিয়ে আসে।

ওখানেই দাঁড়াও ! অর্ধপথে ওকে থামিয়ে বার্ডগুনিয়া হুকুম করে।

চিরিমিয়া শরীরটা সোজা করে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

শোন এখন! যদি তুমি চট্‌পটে হয়ে থাক, তবে এক্ষুনি একটা নেবু ছিঁড়ে এনে আমাকে দাও! তোমার যে গাছ খুসী সে গাছ থেকেই পাড়তে পার···জল্‌দি! চিরিমিয়া কাছের গাছের পানে এগিয়ে যায় তারপর তার ছোট্ট মুখখানি তুলে উপর দিকে তাকায়। একটা নেবুও সে নাগালে পায় না—গাছগুলো অনেক উঁচু, কাজটা তার পক্ষে একান্তই অসম্ভব, এই বিবেচনা করে সে বুড়ো আঙুলটা মুখে পুবে অসহায়ভাবে ভাবতে শুরু করে।

চিরিমিয়া ওগুলোর নাগাল পাবে না—চারটির ভিতরে বড় গুটুনিয়া মন্তব্য করে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে পর্যবেক্ষণ করে; তার সমস্ত ভাবভঙ্গী থেকে মনে হয় যে এক্ষুনি সে হুকুম তামিল করতে পারে। দাদার মন্তব্যে চিরিমিয়া ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ছুটে সে সব চাইতে ছোট গাছটার কাছে সব চাইতে নীচু ডালটার পানে হাত বাড়ায়, কিন্তু ওর পক্ষে সেটাও অনেক উঁচু। কিন্তু তবুও সে তার অকৃতকার্যতা স্বীকার করে নিতে চায় না, একটার পর একটা সবগুলো গাছের কাছে গিয়ে সে চেষ্টা করে, কিন্তু ফল একই থেকে যায়।

নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও—বার্ডগুনিয়া হুকুম দেয়।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আর ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চিরিমিয়া লাইনে গিয়ে দাঁড়ায়।

এবার তুমি চেষ্টা কর কুচুনিয়া! পরবর্তী ভাইটির পানে তাকিয়ে বার্ডগুনিয়া হুকুম দেয়।

কুচুনিয়া একটি একটি করে সমস্ত গাছগুলোর কাছে ঘুরে আসে, কিন্তু সেও একটিও নেবু নাগালে পায় না। কিন্তু সে কেঁদে ফেলে না—বীরের মতন নিজের জায়গায় ফিরে এসে দাঁড়ায়।

এবার তোমার পালা কিটুনিয়া !

কাছাকাছি দু'টো গাছের একটি নেবুও কিটুনিয়া নাগালে পায় না ; তৃতীয় গাছটার কাছে গিয়ে সে একটা ডাল নুইয়ে ধরে, কিন্তু তবুও একটিও ফল নাগালে না পেয়ে লাফ দিয়ে সে একটা নেবু ছিঁড়ে আনার জন্য প্রস্তুত হতেই বার্ডগুনিয়া তার হুকুম পরিবর্তন করে :

দেখেছি তুমি পারবে.—সে বলে, তুমি এখানে এক পাশে দাঁড়াও···

যখন গুটুনিয়ার পালা এল, তখন এটা পরিষ্কারই দেখা গেল যে সে অনায়াসে যে কোন গাছ থেকেই নেবু পাড়তে পারে ; কিন্তু বার্ডগুনিয়া ওকে নিষেধ করে নেবু ছিঁড়তে এবং কিটুনিয়ার পাশে এসে দাঁড়াতে নির্দেশ দেয়, তারপব আদেশ করে : এ্যাটেনশান্ !

ওরা ঠিক হয়ে দাঁড়াতেই বার্ডগুনিয়া শ্যেন পাখীর মত গুটুনিয়া আর কিটুনিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর গুটুনিয়ার গলায় বাঁধা তরুণ পাইয়োনিয়ারের স্কার্ফ টা মুঠি করে ধরে সোজা তার মুখের উপর প্রশ্ন করে :

এই স্কার্ফ টার মানে কি তুমি জান কমরেড ?

হাঁ, কমরেড কমাণ্ডার। সঙ্গে সঙ্গেই গুটুনিয়া জবাব দেয় ; স্কুলে সে তরুণ পাইয়োনিয়ার বাহিনীর রীতিনীতি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কিছুটা শিক্ষা লাভ করেছে।

এ কথা জান তুমি যে, পাইয়োনিয়ারদের কখনও মিছে কথা বলতে নেই ?

হাঁ। দৃঢ়কণ্ঠে সে জবাব দেয়।

তাহলে জান দেখছি ; বেশ, এবার বল দেখি : পাকা নেবুতে হাত দিয়েছিলে তুমি ? তুমি পেড়ে খেয়েছ সেগুলো ?

অন্য ভাইদের মুখের উপর নিদারুণ বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে—মুখ হাঁ করে অপলক দৃষ্টিতে ওরা কমাণ্ডারের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। হতবুদ্ধি গুটুনিয়া বুঝি বা ঢোঁক গিলতে শুরু করে।

এই হচ্ছে একটি—চোর ধরা পড়ে গেছে;—মনে মনে খুসী হয়ে ওঠে বার্ডগুনিয়া; পরিষ্কার ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে পুনরায় প্রশ্ন করেঃ

নেবুগুলো পেড়েছ তুমি? বল, শিগ্‌গির করে বল!

না, আমি পাড়িনি!

উদ্বেগ ভরা শঙ্কাকুল দৃষ্টি মেলে দাদার মুখের পানে তাকিয়ে গুটুনিয়া জবাব দেয়।

মিছে কথা বলছিস্!

না, আমি বলছি না মিছে কথা।

নিশ্চয়ই মিছে কথা বলছিস তুই·····

কখ্‌খনো না।

ভীষণভাবে রেগে ওঠে বার্ডগুনিয়া।

স্কার্ফ খোল! ওটা পরার যোগ্য নোস্ তুই।

ছড়িটা বগলে চেপে ধরে দু হাত দিয়ে বার্ডগুনিয়া ওর স্কার্ফটা টেনে ধরে। কিন্তু এতোখানি অপমান মোটেই সহ্য করতে রাজী নয় গুটুনিয়া। ছেড়ে দাও বলছি!—বলেই সে তার সবটুকু শক্তি দিয়ে বার্ডগুনিয়ার হাত থেকে স্কার্ফ শুদ্ধ নিজেকে টেনে ছাড়িয়ে নেয় তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা ছুটে পালিয়ে যায়।

থাম! বার্ডগুনিয়া চীৎকার করে ওঠে, কিন্তু একটুও না থেমে সে সোজা ছুটে চলে যায়।

বার্ডগুনিয়া দ্বিতীয় অপরাধীর পানে ঘুরে দাঁড়ায়; কিন্তু যখন সে বুঝতে পারলো যে কিটুনিয়াও ছুটে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন সে

মুহূর্ত বিলম্ব না করেই খপ করে কিটুনিয়ার কানটা টেনে ধরেঃ তুই পেড়েছিস নেবু?

না, ঈশ্বরের দোহাই!

কতবার তোকে নিষেধ করিনি যে ঈশ্বরের নামে শপথ করবি না? বল সত্যি করে?

আমি পাড়িনি নেবু—কিটুনিয়া হাজার রকম শপথ করে বলে।

তবে কে পেড়েছে?

আমি জানি না!

নিশ্চয়ই জানিস তুই?…

আমি জা-নি-না…

বল শিগ্‌গির, নইলে…

নর্দমার পাশে চুপটি করে বসে এতক্ষণ গ্‌ভাদি এই দৃশ্য উপভোগ করছিল; যখন বার্ডগুনিয়া তার ভাইদের নেবু পাড়বার জন্য হুকুম দিল, তখনও সে তার সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলে নাঃ ওর উদ্দেশ্য কি? ওদের লাফ দিতে শেখাচ্ছে নাকি? গ্‌ভাদি ভাবে।

কিন্তু যখন সে সোজাসুজি নেবুগুলো সম্পর্কে ওদের প্রশ্ন করল তখনই কেবল গ্‌ভাদি বুঝতে পারলো যে এই নেবু গাছের ছায়ায় এমনি সময়ে এই ধরনের খেলার পরিকল্পনার পেছনে তার জ্যেষ্ঠপুত্রের কতোখানি গূঢ় উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে যায় গ্‌ভাদি।

হারামজাদা! কালে দেখছি ও একটা মানুষের মতন মানুষ হবে! আত্মগতভাবে গ্‌ভাদি বলে ওঠে—কতোখানি ভেবে বুদ্ধি বের করেছে। —কি চমৎকার কৌশল! কোত্থেকে শিখলো এসব? কিন্তু যখন রাগে দুঃখে ক্ষিপ্ত বার্ডগুনিয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ গুটুনিয়ার কানটা সজোরে টেনে

ধরলো—আর ওর ভাব ভঙ্গী থেকে যখন স্পষ্ট বুঝা গেল যে সে কেবল মাত্র ওর একটা কান ধরেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি, তখন কিছু একটা করার জন্য গ্‌ভাদি মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলো। নীরবে সে নর্দমাটার পাশ থেকে উঠে এসে ছেলেদের কাছে দাঁড়ায়, যেন সে এইমাত্র বাড়ী ফিরে এসেছে।

থাম, থাম, কি হচ্ছে এখানে, ব্যাপার কি ছেলেরা? বার্ডগুনিয়াকে প্রশ্ন করেই সে কিটুনিয়াকে ওর আক্রমণের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসে।

তুই হচ্ছিস বড় আর ও ছোট; একটুও মায়া হয় না তোর? ছেড়ে দে, কি বিপদ!...

না, ছেড়ে দেবো না, ও চোর! ও আর গুটুনিয়া দু'জনে মিলে আমার নেবুগুলো চুরি করে খেয়েছে, বাবা। সবগুলো পাকা নেবু খেয়ে নিয়েছে, জিও আর আমি বাজী রেখেছিলাম—কার নেবু আগে পাকে;—এখন জিওই জিতে যাবে, আর তখন আমার মুখখানা থাকবে কোথায় বলতো? ওরাই সম্পূর্ণ দোষী—ওরাই চুরি করেছে, মোটেই ছেড়ে দেবো না আমি—অন্তত এটুকু শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়বো যাতে ভবিষ্যতে আর কখনও চুরি করে নেবু পাড়তে সাহস না হয়—তীব্র কণ্ঠে বার্ডগুনিয়া পিতার কাছে নালিশ জানায়।

বেশ তো,আমার উপরই ছেড়ে দাও তুমি, আমিই এর বিচার করছি; যদি ওরা কোন শয়তানি করেই থাকে তবে বাবার কাছে তো আর তা স্বীকার না করে পারবে না—গ্‌ভাদি বলে, ফলে বার্ডগুনিয়া বাধ্য হয়েই ওর কানটা ছেড়ে দেয়।

বার্ডগুনিয়াকে আস্তে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গ্‌ভাদি ক্রন্দনরত কিটুনিয়াকে নিজের কাছে টেনে নেয়, তারপর ওর মাথার উপর

সস্নেহে মৃদু মৃদু চড় দিতে দিতে বলে : কাঁদিস্ না খোকা, ও কিছু নয়—বার্ডগুনিয়া কেবলমাত্র তোকে ভয় দেখিয়েছে একটু···

পিতার সস্নেহ কণ্ঠের সান্ত্বনা ভরা কথায় কিটুনিয়া আরও জোরে শব্দ করে কেঁদে ওঠে।

লেগেছে খুব? দেখি দেখাতো কোথায় লেগেছে? গ্ভাদি আস্তে আস্তে ওর কানে হাত বুলিয়ে দেয়, তারপর নীচু হয়ে ব্যথার জায়গাটায় বার দুই ফুঁ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এই দেখ, এখন আর ব্যথা করছে না। করছে কি? দেখতো, কত শীঘ্র ব্যথা চলে গেল! বাবা হাত বুলিয়ে দিলে কখ্খনো আর ব্যথা থাকে না, জানিস্!

কিটুনিয়ার পাশে বসে পড়ে গ্ভাদি ওর চোখের পানে তাকায়।

আমার চোখের দিকে তাকাতো, খোকা···হ্যাঁ ঠিক, সাবাস্ বীর-পুরুষ; এই তো কান্না থেমে গেছে, সাহসী ছেলে! আর না, কেমন? আর কাঁদবি না কখ্খনো।

গ্ভাদি কুচুনিয়া আর চিরিমিয়াকে কাছে ডাকে, তারপর হাত বাড়িয়ে ওদের গলা জড়িয়ে ধরে ভ্রূ কুচ্কে মুখখানি অসম্ভব রকম গম্ভীর করে অর্ধনিমিলিত চোখে ভর্ৎসনা ভরা কণ্ঠে বলে :

বার্ডগুনিয়া হচ্ছে তোদের বড় ভাই—ও যা বলে তা শুনতে হয়। ও তোদের জ্ঞান বুদ্ধি সব কিছুই শেখাচ্ছে; কখনও চুরি করবি না, মিথ্যা কথা বলবি না কখনও। আর কখনও যেন এমনটি না হয়, কেমন? কখনও যেন আর আমি না শুনতে পাই যে তোরা চুরি করেছিস কিম্বা মিথ্যা কথা বলেছিস। এ ধরনের এতোটুকু চিন্তাও যেন কখনও তোদের মনে না আসে। তা নইলে কখ্খনো তোরা বড় হতে পারবি না—চিরদিন ছোট হয়েই থাকতে হবে, বুঝেছিস···আর যদি বড় হোস কোন দিন তবে,

চিরদিন লোকের কাছে বদনাম নিয়েই থাকতে হবে। সবাই বলবে তোরা একপাল খারাপ লোক! ঈশ্বর কখনো খারাপ লোকদের ভালবাসেন না। ভগবান আমাদের রক্ষা করুন, যে মিথ্যা কথা বলে কিম্বা চুরি করে সে নরকে যায়—অনেক দূরে সাত পাহাড়ের ওপারে,—তার চাইতেও দূরে। আচ্ছা এবার দাঁড়া দেখি সবাই : তোদের ভিতরে কে নেবু চুরি করেছিস? তোরা যা বলবি তাই আমি বিশ্বাস করবো, তোদের সবাইকে আমি বিশ্বাস করি। হয়তো তোরা একটা পেড়েছিস…কিম্বা দুটো? আর এমনও হতে পারে হয়তো একটাও পাড়িসনি…

না বাবা, আমি একটা নেবুও ছুঁইনি—কিটুনিয়ার কণ্ঠে এতোখানি আন্তরিকতা ফুটে ওঠে যে বার্ডগুনিয়া পর্যন্ত চমকে ওঠে। তবুও বার্ডগুনিয়া পুনরায় ওকে সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে বলে ওঠে :

এখনও তোর স্বীকার করা উচিত কিটুনিয়া! বেরিয়ে যাবেই যে করেই হোক, তুই না বলিস গুটুনিয়া বলবে। বাইরে থেকে তো আর চোর এসে চুরি করে নিয়ে যায় নি আমাদের বাড়ী থেকে।

কিন্তু গ্ভাদি বলে ওঠে :

নিশ্চয়ই ওদের সত্য কথা বলা উচিত, খোকা, কিন্তু ধর যদি ওরা না নিয়েই থাকে, আর ভয়েতে কবুল করে নেয়, সেটাও তো মিছে কথা বলা হবে। একটু অপেক্ষা কর খোকা, কথার মাঝখানে কথা বলিস না… ; তারপর ছেলেদের পানে ফিরে পুনরায় আদেশ ভরা কণ্ঠে বলতে শুরু করে :

আচ্ছা, এখন তোদের পেট দেখাতো,—পেঠ দেখলেই আমি বুঝতে পারবো নেবু খেয়েছিস কিনা।

সম্পূর্ণ নির্দোষ শিশুরা এক এক করে গলা পর্যন্ত জামা তুলে পেট বের

করে দেখায়; পেটগুলি দেখে মনে হয় যেন এক একটি পরিপূর্ণ ভর্তি চামড়ার মদের বোতল। গ ্ভাদি প্রত্যেকের পেটে হাত বুলিয়ে অনুভব করে, তারপর সস্নেহে মৃদু মৃদু আঘাত করতে করতে বলে ঃ

আহা! নেবুগুলো যদি তোদের পেটেও অন্তত যেত! তবুও কিছুটা কাজ হতো; নিশ্চয়ই কোন বদমায়েস ওগুলো চুরি করে খেয়েছে, কিন্তু, যেই থাক না কেন কোনই ফল হবে না সে কুকুরের! একান্ত আন্তরিকতার সুরে গ ্ভাদি বলে যায়। তারপর সব চাইতে ছোট চিরিমিয়াকে কাছে টেনে এনে পরম স্নেহে ওর ফোলা পেটটার উপরে তার মুখটা চেপে ধরে নাভির উপর সশব্দে একটা চুম্বন করে।

আমি জানি, আমি জানি তোরা নেবু নিসনি···আর তাতেই আমার মনে আরও কষ্ট হচ্ছে। অসম্ভব উত্তেজনা ভরা কণ্ঠে গ ্ভাদি বলে উঠেই আরও জোরে তার মুখটা ওর পেটের সঙ্গে চেপে ধরে। কি যেন একটা ঠেলে ঠেলে উঠছে ওর গলা বেয়ে—বুঝিবা এতক্ষণে সে কেঁদেই ফেলে। শিশুটি কেমন যেন হকচকিয়ে যায়; আড় চোখে কিটুনিয়া উদ্বেগভরা দৃষ্টিতে তার পিতার মুখের পানে তাকায় ঃ কি হল তার?

গ ্ভাদির দু'গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নেমে আসে; শিশুটি এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নেয় তারপর ছুটে বার্ডগুনিয়ার কাছে এসে ক্রন্দনরত পিতাকে দেখিয়ে বলে ঃ

দেখছ, বাবা কাঁদছেন! কেন জান! তুমি রেগে গিয়ে আমাদের মারধোর করছিলে বলে, জানলে? রাগে পাকা টমেটোর মতন মুখ চোখ লাল করে কিটুনিয়া দাদাকে আক্রমণ করে।

(পনেরো)

কোত্থেকে কেমন করে ওরা অত সব জিনিস চুরি করে আনলো ? দেখে মনে হয় যেন কেউ তুলে নিয়ে যাবে বলেই বুঝি ওগুলো অসতর্ক অবস্থায় এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

দেখছি দুনিয়ায় তাহলে এখনও প্রচুর ঐশ্বর্য আছে।

জিনিসগুলো মোটেই সাধারণ যা-তা জিনিস নয়, দেখে শুনে মনে হচ্ছে সবগুলোই বাছাই করা—সবগুলোই রেশম এবং পশমের তৈরী। এমন সব জিনিসও রয়েছে ওর ভিতরে যেগুলো নাকি স্থানীয় সমবায় ভাণ্ডারে পাওয়া যায় না। সকালে আর্চিল আর ম্যাক্সিমের সঙ্গে ভোজনাগারে যে বেড়াল-চোখ লোকটাকে দেখা গিয়েছিল নিশ্চয়ই সেই এনেছে এসব। হাঁ, সেই রকমই মনে হচ্ছে যেন··

লোকটা অহংকার করতে পারে বটে এই বলেঃ আমি একটি চোর—খাঁটী চোর একটি আমি।

আর তুমি হচ্ছ একটি আস্ত মূর্খ—এক নম্বরের একটি হাঁদারাম···তুমি কিনা চুরি করলে তোমার নিজের বাগানেরই নেবুগুলো···

ধর এই জিনিসগুলো···একবার দেখলে আর মেয়েরা চোখ ফিরাতে পারবে না···এমনি একটা ব্লাউজ···না কি এটা ? সেকালে এসব জিনিসের চল ছিল না। বাড়ীতেই তখন মেয়েরা কিছু একটা হাতে সেলাই করেই পরে নিত গায়ে। এসব জিনিসের প্রচলন হয়েছে আজকাল—আর এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এ ধরনের পরিকল্পনা সত্যিই খুব চমৎকার—অর্ধেকটা সিল্ক আর অর্ধেকটা পশমী। হাতের ভিতরে গুটিয়ে নাও, এক হাতের মুঠোর ভিতরেই ধরবে অনেকগুলো তারপর···দেখ এখন···কি রকম করে আবার ফুসে উঠেছে !

আগুনের আলোতে গ্‌ভাদি নূতন চমৎকার রংয়ের জাম্পারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। বারবার ওটার গায়ে হাত বুলায় আর মনে মনে ভাবে গায়ে লাগবে কি! গ্‌ভাদি ওটা ধরে ফেলে—হাত দুটো মনে হয় যেন একটু বেশী লম্বা। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বর্তমান অবস্থাটা ওর চিন্তারাজ্য জুড়ে বসে।

আগুনের পাশে একটা নীচু বেঞ্চের উপর গ্‌ভাদি বসে—পাশে খোলা থলেটা,—সেই থলেটা যেটা, সকাল বেলায় হাট থেকে বয়ে এনেছিল, সে ঠাসা ভর্তি অবস্থায়। থলেটার ভিতর থেকে কতকগুলি জিনিস টেনে বের করে প্রত্যেকটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখে: রাত অনেক, নৈশ ভোজনের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, চুল্লীর আগুন নিবন্তপ্রায়—মিইয়ে এসেছে উত্তাপ, ঘরের মাঝখানে কেবলমাত্র ঐ আগুনের ফিকে আলো মৌন দীপ্তিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে বারবার; ঘরের কোণে একদা বিতাড়িত অন্ধকারে ঐ ক্ষীণ আলোকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বেঞ্চটা ঘুরিয়ে গ্‌ভাদি ছেলেদেরকে আলো থেকে আড়াল করে বসে। ঘরের একটা কোণের দিকে বিছানো লম্বা কার্পেটের উপর শুয়ে ছেলেগুলি গভীর নিদ্রায় মগ্ন—একটু আলোও সেখানে গিয়ে পড়ে না।

গ্‌ভাদি জাম্পারটা বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে—মুহূর্তের জন্যেও চোখ ফিরায় না। ভারী পছন্দ হয়ে তার ওটা। কি চমৎকার, কতোখানি লম্বা আর চওড়া!

প্রাণভরে দেখে নিয়ে সে আধ-ভাঁজ করে জাম্পারটা এক পাশে আলাদা করে সরিয়ে রাখে, তারপর হাত দুটা আড়াআড়িভাবে বুকের উপর রেখে জ্বলন্ত কয়লার পানে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে গ্‌ভাদি। নিশ্চয়ই কোন একটা সুখচিন্তায় অভিভূত

হয়ে পড়েছে—ওর ঠোঁট দুটি নড়ছে বিড়বিড় করে আর ক্ষণে ক্ষণে মৃদু হাসিতে বেঁকে বেঁকে উঠছে দুটি ঠোঁটের কোণ……

পুনরায় গ্‌ভাদি জাম্পারটা হাতে তুলে নেয় তারপর হাতটা বাড়িয়ে ধরে; কল্পনায় কে যেন এসে দাঁড়ায় ওর সম্মুখে, যাকে সে সসম্ভ্রমে নিবেদন করছে ওটিকে উপহার হিসাবে। মৃদু হাসিতে ওর মুখখানি ঝলমল করে ওঠে—ঠোঁট দুটির ফাঁকে জেগে ওঠে অস্পষ্ট কথার ফিস্ ফিস্ শব্দ:

আমি শপথ করে বলছি, কি বিপদ, এ কাজ করার সিদ্ধান্ত করেছি কেবল মাত্র এই জন্য যে তোমায় আন্তরিক শ্রদ্ধা করি আমি। অন্য কিছু ভেব না…প্রত্যাখ্যান করো না আমায়, যে করেই হোক আমার নিজের মতন করেই করবো আমি; তোমার মুখের দুটো দরদ ভরা কথা শুনবার জন্য অন্তর আমার আকুলি বিকুলি করে ওঠে, কিন্তু তার পরিবর্তে তুমি আমার ভৎর্সনা করো, গাল দাও; একটি বারের জন্যও এ কথা তোমার মনে আসে না যে, যে মুহূর্তে নেবু তোলার সময় আসবে সেই মুহূর্তেই আমি ছুটে গিয়ে হাজির হবো, বাড়তি রোজ কাজ করতে তিনশটি দিনের হাজরির কম কিছুতেই আমি না নিয়ে ছাড়বো না! হতে পারে চারশ পর্যন্ত, আর তখন এ কথা ভাবতেও তুমি সাহস করবে না যে গ্‌ভাদি দুর্বল,—গ্‌ভাদি অপদার্থ। এতো কথা বলার কি আছে! এমন কি আমার পিলেটার পক্ষেও ওষুধের চাইতে কাজ করাটা ঢের বেশী উপকারী। আজকেই জঙ্গলে গিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল সেটা—কাজ করতে শুরু করলাম, হাত নাড়লাম, পা নাড়লাম, সমস্ত শরীর মনে হল যেন হালকা হয়ে গেছে, এমন কি পিলেটা পর্যন্ত আর পেটের ভিতরে নাড়াচাড়া করছে না। বেশ……তুমি কিছু আর চারশ রোজের হাজরি সংগ্রহ করতে পারছ না, কি বিপদ। সত্যি কথা স্বীকার করো,

নিশ্চয়ই তুমি পারবে না অতগুলো, পারবে কি? আমার কাছে সত্য কথা বলতে ভয় পেও না। যদি নাই পার, সেটা এমন কিছু আর একটা বিরাট ব্যাপার নয়···আমি হচ্ছি ব্যাটাছেলে, তুমিতো আর পারবে না আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আর সেই চারশ বাড়তি রোজের জন্যই না আমার তোমাকে উপহার দেয়া······চারশ রোজের কি প্রয়োজন আছে আমার? দু'শ হলে পরেই আমাদের যথেষ্ট—আমার এবং আমার ঐ বাচ্চাগুলোর। এই তোমার নাম নিয়ে আজ আমি শপথ করছি! ভাল করে শুনে রাখ আমার কথাটা: অবস্থাটাকে যদি কোন রকমে একবার ভালর দিকে মোড় ফেরাতে পারি তাহলে কখ্‌খনো আর যৌথ খামারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখছি না······ওরা আমাকে একটা ঘর তুলে দেবার প্রাতশ্রুতি দিয়েছে এবং তার পর······

তখন আমার ঘরের ঝোলানো বারান্দায় হবে তোমার আবির্ভাব নীল আকাশের বুকে ফুটে ওঠা পূর্ণিমার চাঁদের মতন, তারপর আমার পানে ফিরে বলবে—ওগো, কোথায়, কোথায় তুমি গ্‌ভাদি? খাবে এস শিগ্‌গির, সব হয়ে গেছে······

এই ব্লাউজটা পরেই সেদিন আসবে তুমি বেরিয়ে······তোমায় দেখে হিংসায় আমূল শুকিয়ে উঠবে ঐ ঝাউবন—তোমার কণ্ঠের সুরের ছোঁয়ায় ঐ কাঁটাভরা আলকুসী বনেও জেগে উঠবে বিকশিত গোলাপের রক্তিম সমারোহ···কি বিপদ· ····কখনও কখনও গ্‌ভাদি নীরব হয়ে যায়, কিন্তু তবুও নড়ে চলে অবিশ্রাম ওর দুটি ঠোঁট, আপন মনেই সে কথা বলে যায় আপনারই সঙ্গে; শিশুর মতনই সে ডুবে যায় এই এক নূতন খেলায়—ওর মনে হয় বুঝিবা এ সব কিছুই বাস্তব, একান্ত আপন মনে বলে চলেছে সে যত সব কথা।

কিন্তু কেন তার এই কল্পবিলাস কাজের ভিতর দিয়ে পরিণত হয়ে

উঠবে না বাস্তবে? এই সব সম্পদ—এই সব অবিশ্বাস্য দ্রব্য সম্ভার, যা নাকি এই মুহূর্তে ছড়িয়ে রয়েছে তার ঘরের মেঝের উপর, এগুলোতো বাস্তব—এ গুলোকে তো আর সে দেখছে না স্বপ্নের ঘোরে।

যাই হোক, এই যে মূল্যবান জাম্পারটা এটা যাদের উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল তাদের ছাড়া অন্যের হাতেই বা আসবে না কেন? নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে এগুলো বিক্রি করা হবে; সুতরাং তেমনি ভাবে গ্‌ভাদিও হয়তো জাম্পারটা কিনে নিতে পারে। ওগুলো বয়ে আনার জন্য পোরিয়া তো ওকে মজুরী দেবেই, তার উপরে আর যা দরকার তা না হয় দিয়েই দেবে গ্‌ভাদি—তাহলেইতো দেনা পাওনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অবশ্য আর্চিলকে মাসখানেক অপেক্ষা করতে হবে—এই ধর একমাস কি দু'মাস, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তিনশ হাজরি জমিয়ে তুলতে পারে, এমতাবস্থায় কটা দিন না হয় গ্‌ভাদি একটা জিনিস রেখেই দিল তার নিজের কাছে?

আর একটা জিনিস তুলে সে ভাঁজ খুলে ফেলে—এক জোড়া সিল্কের মোজা, চোখের কাছে তুলে ধরে গ্‌ভাদি—মোজা জোড়া এত লম্বা যে ওর ডগার দিকটায় প্রায় আগুন ধরেই উঠেছিল আর একটু হলে, আগুনের কাছ থেকে সে ওটাকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

ওর পছন্দ হয়ে গেছে মোজা জোড়া।

মোজা জোড়া পরে দেখ দেখি, কি বিপদ, দেখতো পায়ে ঠিক হয় কিনা। বেশ লম্বা আছে উরু পর্যন্ত ঢাকা পড়বে, কিন্তু একটু সরু, সন্দেহ হচ্ছে তোমার পা ঢুকবে কিনা, কেন না তুমিওতো আমারই মতন·মোটা—তোমার হাত, পা আর কোমরটা ঠিক আমারই মতন; সে যাই হোক, চেষ্টা করে দেখা যাক, ওটা বাড়বেও তো একটু। কি চমৎকার! পরেই দেখ না, তবু তো নিশ্চিত হওয়া যাবে; নইলে অযথা পয়সা নষ্ট করে কি

লাভ যদি না পায়ে হয় ··জাম্পারটার উপরেই গ্‌ভাদি মোজা জোড়াও ঝুলিয়ে দেয়। একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে একই উদ্দেশ্যে সে জাম্পার আর মোজা জোড়া তুলে ধরে। থলেটার ভিতরের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সে তার বাছাই করে এক পাশে সরিয়ে রাখা জিনিসগুলোর তুলনা করে; ওর মনে হয় অতি সামান্যই সে রেখেছে; বস্তুত বিভিন্ন রকমের প্রচুর দ্রব্য সম্ভার এখনও রয়েছে ঐ থলেটার ভিতরে আর সে তুলনায় গ্‌ভাদি রেখেছে কেবলমাত্র একটা জাম্পার আর এক জোড়া মোজা। গ্‌ভাদি যদি তেমনি নীতিজ্ঞান-রহিত হত—যদি না এসব কাজে তার ঘৃণা না থাকতো তবে ঐ জাম্পারটা আর ঐ মোজা জোড়া অনায়াসেই সে গায়েব করে দিতে পারতো; থলেটার ভিতরে প্রচুর জিনিস রয়েছে কেউই ধরতে পারতো না ও দুটো জিনিস কম হয়েছে বলে। কিন্তু গ্‌ভাদি কখ্‌খনো এসব কাজ পছন্দ করে না। আর একটিমাত্র জিনিস সে বেছে নেবে পছন্দ করে, তারপর পোরিয়ার সঙ্গে নগদ দাম দস্তুর ঠিক করে নেবে—এটাই হচ্ছে সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা; এর চাইতে ভাল আর কিছুই হতে পারে না। যে নাকি তিনশ চারশ রোজ উপায় করতে পারে তার কাছে দু পাঁচটা টাকা খরচ করা তো কিছুই নয়। তাছাড়া থলেটা বয়ে আনার জন্যে তার কাছে পাওনাও আছে ওর বেশ কিছু টাকা; অবশ্য সেটা সে দাম দস্তুর ঠিক হয়ে গেলে পর কাটিয়েই দিতে পারবে। সুতরাং কেনই বা না সে আর একটা জিনিস রাখবে যখন শেষ পর্যন্ত দেনা পাওনা মিটিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা এমন চমৎকার ভাবেই শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?

আর একটা জিনিস বাছাই করবো আমি তোমার জন্যে, কি বিপদ, যা হাতে ওঠে তাই নিয়ে নেবো! যাই কিছু উঠুক না কেন হাতে, সেটা আর বদলাবো না।

আবার ঐ আগুনের অস্পষ্ট আলোকে কি একটা জিনিস চক্‌চক্‌ করে ওঠে—কর্ণেলিয়ান মণির মতন। ওর হাতের ভিতরে যেন রেশমী ঢেউ ছলছল করে ওঠে, বিস্ময়ে গ্‌ভাদি হতবাক হয়ে যায়। জাঙিয়া? না জাঙিয়া নয়—একটা লেজ? আচ্ছা, লেজই বা হবে কি করে····· তা হলে কি এটা ছাই? হঠাৎ সে দরাজ কণ্ঠে হেসে ওঠে।

বল দেখি, কি বিপদ, যদি তুমি আদৌ আমাকে ভালবাস, এ পোষাকটা কিসের জন্য? শয়তানের লেজ, তাই কি! কোন লোক জাঙিয়া পরে, যাতে উরু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে না ভাল করে? জাঙিয়াটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বার বার ওটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে, তারপর ভ্রূ কুঁচকে গ্‌ভাদি হঠাৎ বলে ওঠে:

না, কখ্‌খনো পরবে না ওটা, তাহলে আমি······এই শপথ করে বলছি তোমাকে, যে মুহূর্তে দেখবো তুমি পরেছ ওটা সেই মুহূর্তেই আমি আর তোমাকে ভালবাসবো না! কোন ভদ্র মহিলা কি কখনও পরে ওসব? ছোঃ ছোঃ! আগাতিয়া হতভাগী অবশ্য পরতো আমার জাঙিয়াটা, যদিও সেটা তেমন কিছু বিসদৃশ্য হতো না; সত্যি, তার কেবলমাত্র একটা সুতার জাঙিয়াই ছিল, তাও আবার তৈরী করেছিল কুমারী বয়সে; একটুও ঝুল ছিল না সেটার—কি বিশ্রী! না, কি বিপদ, কখ্‌খনো তোমাকে আমি ওটা পরতে দেব না। সংসারের অন্য সবার কথাও আমাদের ভাবতে হবে—জানতো ছেলেগুলো রয়েছে; না, না—সে কিছুতেই হতে পারে না···আচ্ছা, আর একবার দেখা যাক, ঘাবড়ে যেও না, প্রচুর জিনিস আছে থলেটার ভিতরে। যদি বল তবে কপাল ঠুকে আর একবার দেখি, কি ওঠে ভাগ্যে? রাগ করো না, তাছাড়া মনে কোরো না যে দামের জন্য আমি কিছু মনে করছি···

শয়তানের লেজটাকে সে থলের ভিতর পুরে ফেলে—যত দূর হাত ঢোকে

ওটাকে ঠেলে নীচের দিকে সরিয়ে দেয়—সে চায় না যে ওটা আবার তার চোখে পড়ে। গ্‌ভাদি থলেটাকে একবার ঝেঁকে নেয় তারপর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওটার ভিতরে হাতড়ে বেড়ায়। ভাগ্যে কি আছে বেছে নাও, ভাগ্যে কি আছে বেছে নাও। বার বার বলতে বলতে হঠাৎ এক সময়ে চট্‌ করে হাতটা তুলে নেয়—যেন সে বড়শি খাওয়া মাছ ছিপে টেনে তুলছে। কপাল ঠুকে তুলে আনা জিনিসটা সে চোখের কাছে তুলে ধরে দেখতে শুরু করে। হঠাৎ ওর মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তারপর বেঞ্চটার উপর অস্থিরভাবে নড়েচড়ে ওঠে। ওর হাতে ছোট ছেলেদের গায়ের মাপের ঘন বুনাটের একটা রঙিন জামা,—কিন্তু খুবই নরম আর হালকা। কলারের ওপর ছোট ছোট রঙিন গুটি সুতা দিয়ে আঁটা।

যাঃ! রোস, রোস, একটু থাম,···হাত নেড়ে গ্‌ভাদি বলে ওঠে, যেন সে কাউকে কথা বলতে বারণ করছেঃ বিরক্ত করো না, এখন সময় নেই আমার তোমার সঙ্গে কথা বলবার।

পায়ের গোড়ালি দিয়ে সে বেঞ্চটা সরিয়ে দিয়ে আগুনের পাশে উবু হয়ে বসে পড়ে,—একটা ধৈর্যহীন লোলুপতায় ওর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে; জামাটা ভাঁজ করে ছোট্ট একটা বাণ্ডিলের মতন করে গ্‌ভাদি সেটাকে বুকের নীচে লুকিয়ে ফেলতে উদ্যত হয়। একবার ঘরের সেই অন্ধকার কোণটার দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ দেখছে কিনা। হঠাৎ সে স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়; দেখে মনে হয় যেন তার হাত থেকে পড়ে যাওয়া সম্পদ রক্ষা করার জন্য কোন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে চিরিমিয়া। ওর জন্যেই তৈরী হয়েছে এটা। সোৎসাহে গ্‌ভাদি বলে ওঠে তারপর হঠাৎ সে জাম্পারটা আর মোজা জোড়া থলেটার ভিতরে ফেলে দিয়ে যে কোণটায় ছেলেরা ঘুমিয়ে আছে সে দিকে চলতে শুরু করে।

কিন্তু কে যেন দূর থেকে ওর নাম ধরে ডেকে ওঠে।

গ্‌ভাদি!

গ্‌ভাদি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে—এতটুকু সামর্থও নেই আর যে ঘুরে দাঁড়ায়।

না, কেউতো ডাকেনি ওর নাম ধরে—হয়তো ভুল শুনেছে।

না কেউইতো কোথাও নেই···নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে—একটা মনের ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার ও ডেকে ওঠে, কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার বাইরে; ও শুনতে পাচ্ছে কথা বলার ফিস্‌ফিস্ শব্দ।

মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে; আরও জোরে কড়াটা নাড়।

কার গলা, বুঝতে পারে না গ্‌ভাদি। আরও বেশী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে সে। কে হতে পারে?

আর একটু হলেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তো যদি না সে তক্ষুনি শুনতে পেত তার একান্ত পরিচিত কণ্ঠের জবাব।

ঘুমিয়ে পড়েছে? তা বেশ, কিন্তু ব্যাটা আমার জিনিসগুলো পৌছে দিয়ে এল না,—এই গ্‌ভাদি!

আর্চিল পোরিয়া!

জেগে ওঠে গ্‌ভাদি—দারুণ ভয়ে স্তব্ধ হয়ে আসা হৃৎপিণ্ডটা আবার দ্রুত স্পন্দিত হতে শুরু করে; বুঝতে পারে সে কোনো বস্তুর আকর্ষণে এই গভীর রাত্রে আর্চিল ওর দোরে এসে হাজির হয়েছে—আর সে দোরের বাইরের ক্রুদ্ধ কণ্ঠের আহ্বানে এতটুকুও বিচলিত হয়ে উঠবে না; নড়ে উঠুক দুয়ারটা যত জোরে সম্ভব—ধৈর্যহীন প্রতীক্ষমানতায় যত জোরে জোরেই কড়া নাড়ুক না সে, গ্‌ভাদি ভাল করেই জানে কি তাকে করতে হবে এখন—কেমন করে সে আর্চিলকে করবে অভ্যর্থনা।

নিঃশব্দে গ্ভাদি থলেটার পাশে গিয়ে বের করা জিনিসগুলো দ্রুত থলেটার ভিতরে পুরে ফেলে তারপর সব কিছুই ঠিক হয়ে গেলে পর সে ভয় জড়িত অর্ধ-জাগ্রত কণ্ঠে বলে ওঠে :

কি ? কে ওখানে ?

কে, দেখাচ্ছি তোকে ! খোল শিগ্গির দরজা। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আর্চিল চীৎকার করে ওঠে।

এই এক মিনিট, কি বিপদ, এক মিনিট অপেক্ষা কর······জড়িত কণ্ঠে গ্ভাদি জবাব দেয় তারপর আস্তে দরজাটার কাছে এগিয়ে আসে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায় ; বুকের ভিতরে সেই জামাটার কথা ওর মনে পড়ে। মুহূর্ত খানেক চিন্তা করে সে—ওর মুখের উপরে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের ছাপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—ফিরিয়ে দেব, কি, দেব না ? বেশীক্ষণ সে এমনি ভাবে আর সংগ্রাম করতে পারে না—ঘুরে দাঁড়িয়ে বুকের তল থেকে জামাটা টেনে বের করে থলেটার ভিতরে রেখে দিয়ে দরজা খুলে দিতে ফিরে আসে।

ভাবলাম রাত একটু বেশী হলে পর থলেটা পৌছে দিয়ে আসবো, কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম, কি বিপদ। গ্ভাদি কৈফিয়ৎ দেয়, কিন্তু ওর চোখ দুটো অন্ধকারে দাঁড়ানো আর্চিলের সঙ্গীটির প্রতি উদ্বেগ ভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে।

বার্ডগুনিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে ? অনুচ্চ কণ্ঠে আর্চিল জিজ্ঞাসা করে।

যখন গ্ভাদি উত্তর দিল—হাঁ, সে আর কোনরূপ ভণিতা না করে সোজা ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে।

আর্চিলের বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং যাবতীয় দুষ্কর্মের সহচর এণ্ড্রিও ওর পিছু পিছু ঘরে এসে ঢোকে। এণ্ড্রিও কাজ করে ঐ করাত-কলে।

থলেটা কোথায়? আর্চিল প্রশ্ন করে, কিন্তু প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই থলেটার প্রতি ওর দৃষ্টি পড়ে।

ঐ তো রয়েছে ওখানে, কি বিপদ, অনেক আগেই আমি নিয়ে এসেছি ওটা, কিন্তু কি জানি কেমন করে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুমিয়ে পড়লাম।

গ্‌ভাদির পানে একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে আর্চিল এগ্রিকে হুকুম করে থলেটা কাঁধে তুলে নিতে এবং বলে ঃ চলে এস!

কিন্তু অর্ধ পথে গ্‌ভাদি আর্চিলকে থামায়।

ভুলে গেছ তুমি, কি বিপদ···তুমি জান তুমি কি কথা দিয়েছিলে— একান্ত ভয়ে ভয়ে কৃপা কুন্ঠিত কণ্ঠে গ্‌ভাদি বলতে শুরু করে; ঈষৎ নমিত দেহ—দুটো চোখ আর্চিলের মুখের পরে ন্যস্ত, আর সে দুটো চোখ বেয়ে যেন একান্ত প্রভুভক্ত কুকুরের বিশ্বস্ত আনুগত্য ঝরে পড়ছে।

আর্চিলের ঠোঁটের কোণে একটুখানি ঘৃণার হাসি ফুটে ওঠে, একটা আঙুলে গোঁফের এক পাশটায় একটু তা দিয়ে পাশের একটা পকেট থেকে একখানা কাগজ টেনে বের করে গ্‌ভাদির পানে ছুঁড়ে দেয়।

গ্‌ভাদি বুঝতে পারে ওটা একটা তিন টাকার নোট।

কাগজটা ওর পায়ের কাছে এসে গড়িয়ে পড়ে, এমন কি সে একবার চোখ তুলেও ফিরে দেখে না,—একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে আর্চিলের হাতের পানে যে তার হাতটা আর একবার পকেটের ভিতরে ঢোকে কি না দেখবার জন্য।

থলেটা আমার বাড়ীতে পৌছে দেবার কথা ছিল না তোর? পাজী ব্যাটা; তুলে নে ওটা!

এ নিতান্ত কম, কি বিপদ!

ইচ্ছা হয় নে, না হয় নিবি না,—কিছুই যায় আসে না আমার তাতে।

কিন্তু আমার ছেলেদেরকে কিছু উপহার দেবার কথা ছিল,—তুমি নিজে থেকেই স্বীকার করেছিলে।

ওহো! হঠাৎ দেখছি দারুণ অর্থলোভী হয়ে উঠেছিস, ব্যাটা চাষা?

ঐ ছোট বল…একটা জিনিস আছে তাতে ছোট ছোট কয়েকটা বল ঝুলছে; উপরেই আছে সেটা; ওটা আমাকে দাও আর্চিল আমি চেয়ে নিচ্ছি ওটা তোমার কাছ থেকে। পেলে কি খুসীই না হবে আমার বাচ্চাটা…

কি, থলেটার ভিতরে হাত ঢুকিয়েছিলি? জানিস তাহলে কি কি আছে ওর ভিতরে? দাঁড়া, আমি সব মিলিয়ে দেখবো—একটা কিছুও যদি কম হয় তবে খুন করে ফেলবো তোকে। আবার বলছি তোকে তোল টাকাটা।

ও আমি নেবো না, কি বিপদ।

তোকে নিতেই হবে…

আর্চিল এণ্ড্রিকে থলে শুদ্ধ আগে আগে চলতে বলে নিজেও পিছু পিছু বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেয়।

বহুক্ষণ গভাদি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—যেন সে এখনও অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর্চিলের পকেটটার পানে। আড় চোখে একবার নোটটার দিকে তাকায়, তারপর লাথি মেরে ওটাকে সরিয়ে দেয়।

আঃ, এটা দিয়ে তোর বাপের পিণ্ডি চটকাবো; ব্যাটা তো নরকে পচে মরছে নইলে তোর মতন এমন ছেলে রেখে যায়…

গভাদির বুকটা খানিকটা হালকা হয়ে ওঠে—ওর বুকের উপর থেকে যেন একটা বোঝা নেমে যায়।

এগিয়ে যায় সে তার বিছানাটার কাছে; সার্টটা খুলে ফেলতে ফেলতে

হঠাৎ ভাবতে শুরু করেঃ নিশ্চয়ই ভুল হয় নি আমার, হয়েছে কি? হয়তো আমি যা ভেবেছি তার চেয়ে বেশীও হতে পারে? খুসী হয়ে ওঠে গ্‌ভাদি মনে মনে—চোখ দুটো চকচক করে ওঠে; দ্রুত কাগজটার কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে কুড়িয়ে নেয়—না, তিন টাকার নোটই বটে, তার বেশীও নয়, কমও নয়।

ওর ইচ্ছা হয় ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু পারে না।

যখন একবার হাতে তুলেই নিয়েছি তখন সবই চুকে গেছে—আপন মনেই গ্‌ভাদি বলে ওঠে।

একটা দারুণ বিরক্তির কালো ছায়া নেমে আসে ওর মুখের উপর, কথা মিলিয়ে যায়।

থলেটা! হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে ওর কণ্ঠ চিরে।

হাঁ থলেটা, ওর নিজের থলে!

পাগলের মত হয়ে ওঠে গ্‌ভাদিঃ থলেটার ভাড়াও তো তিন টাকার চাইতে ঢের বেশী। হাত নেড়ে চীৎকার করে ওঠে গ্‌ভাদি—যে হাতটার ভিতরে নোটটা ধরা রয়েছে।

আর্চিল পোরিয়া! আমার থলেটা নিয়ে গেছ তুমি; ফিরিয়ে দিয়ে যাও আমার থলেটা! তারপর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে সে চীৎকার জুড়ে দেয়ঃ থলেটা ফিরিয়ে দিয়ে দাও বলছি!

ভদ্রগোছের একটা চেরীর ডালের লাঠি—লাঠির চাইতে বেড়ার খুঁটির সঙ্গেই ওটার সাদৃশ্য অনেক বেশী—ওর বিছানার পাশে দাঁড় করানো ছিল, সেটাকে টেনে নিয়ে গ্‌ভাদি ছুটে উঠানে নেমে আসে।

(ষোলো)

বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে নেইয়া সোজা বনের দিকের পথটা ধরে এগিয়ে চলে, যেমন করে হোক দেখা সে করবেই জেরার সঙ্গে।

অবশ্য বেলা শেষ হয়ে এসেছে ; সূর্য অস্তগামী ; যে সব দল জঙ্গলে কাজ করছিল তারা এতক্ষণে কাজ ছেড়ে যে যার বাড়ী চলে গেছে। চা বাগানেও কেউ নেই। পথে যার সঙ্গে দেখা হয় তার কাছেই নেইয়া জেরার সংবাদ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সবার কাছ থেকেই একই উত্তর পায় :

ছিল এখানেই কিন্তু বহুক্ষণ হ'লো চলে গেছে ·তবুও ধরতেই হবে জেরাকে যেমন করে হোক ; সামনাসামনি জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে যে, কি হয়েছিল ব্যাপারটা। কিন্তু এই ভর সন্ধ্যাবেলায় ঝোপ ঝাড় আর পাহাড়ের ভিতরে কোথায় তাকে খুঁজে বেড়াবে? তবে কি তার বাড়ী ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে? না, তাতে ঢের সময় নেবে!

নেইয়া ঠিক করে সে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে যৌথ খামারের আফিসেই ওকে ধরবে ; সম্ভবত এতক্ষণে সে সেখানেই গিয়ে থাকবে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছেন। ক্ষুব্ধ নেইয়া মনে মনে ভাবে। এতে বড়ো দুঃসাহস কি করে হ'ল তার ; আমাকে না জিজ্ঞেস করে, আমার মতামত না নিয়েই আমাকে বিয়ে দিচ্ছেন? সম্পূর্ণ অভাবনীয় কাণ্ড।

আর্চিল পোরিয়ার ব্যবহারে মোটেই আশ্চর্য হয় না নেইয়া। এর জন্য ওর বাপ মাই সম্পূর্ণ দায়ী—নিশ্চয়ই তারা ওকে আস্কারা দিয়েছেন, সুতরাং ওর কাছ থেকে এ ছাড়া আর কি আশা করা যেতে পারে। গোটা

গাঁয়ের ভিতরে পোরিয়ার মত এরকম একটা লোফার, একটা মেয়ে-হ্যাংলা আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। নেইয়ার আত্মসম্মানে সব চাইতে বেশী আঘাত লাগে এই ভেবে যে সেই পোরিয়ারই কিনা এতোখানি সাহস হয়েছে যে ওর পানে নজর দেয়!

একটা নূতন দোতালা ঘর—ওটাতে কেবলমাত্র যে যৌথ খামারেরই আফিস তাই নয়, লাইব্রেরীও রয়েছে ওরই ভিতরে; নীচের তালায় আলাদা একটা ঘর নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে লাইব্রেরীর জন্য। লাইব্রেরীটি পরিচালনা করে এলিকো—নেইয়ার বন্ধু। পিতৃ-মাতৃহীনা এলিকোর দাদার সংসারে স্থান হয়নি, কেননা, স্ত্রী পুত্র নিয়ে তার নিজের সংসারটাই বেশ ভারী—বহু সন্তানের পিতা সে। সুতরাং কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যৌথ খামারের আফিস বাড়ীটার ভিতরেই লাইব্রেরীর পাশের ছোট ঘরটায় ওকে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। যৌথ খামারের দিক থেকে এলিকো একটি অমূল্য সম্পদ, বিশেষ করে সে হচ্ছে একজন শিল্পী—অসাধারণ শক্তিশালী মৌলিক প্রতিভাব অধিকারিণী। সমস্ত জেলার ভিতরে তার ছবি ও পোস্টার বিখ্যাত।

কাছাকাছি এসে নেইয়া দেখতে পায়, এলিকোর ঘরে বাতি জ্বলছে। সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে।

দেয়ালে ঝোলানো একটা অর্ধসমাপ্ত ছবির সামনে এলিকো দাঁড়িয়ে; জেরা হুকুম দিয়েছে, দুই গ্রামের ভিতরের সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার শেষে যে বড় সভা হবে, সেই সভার জন্য ছবিটা আঁকতে।

নেইয়ার গলার আওয়াজ পেয়ে এলিকো বেরিয়ে আসে;

শুনলাম তোমার বাবা নাকি তোমাকে জোর করে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ঘরের ভিতর চাবী বন্ধ করে রেখেছে! কেমন করে এলে এখানে, নেইয়া! সে তার বন্ধুকে প্রশ্ন করে। ছেলেরাতো সব তোমার বাবার

উপরে দারুণ ক্ষেপে গেছে—বলে দিচ্ছি কিন্তু তোমাকে! ভেবেছিলাম আমিই যাবো তোমার ওখানে ;···জেরা এসে আমাকে বল্‌লো তোমাকে খবর দিতে যে, আজ সন্ধ্যায় একটা পার্টি মিটিং ডাকা হয়েছে আর সেখানে যেন তুমি নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকো।

এই সংবাদটাই নেইয়ার কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় ; সে এলিকোর কাছে খবরটার সম্পর্কে সবিস্তারে শুনতে চায়।

জেরা পাগলের মত গ্রামময় ঘুরে বেড়াচ্ছে—এলিকো বলে, নিজেই সে প্রত্যেক কমরেডের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সবাইকে সংবাদ দিয়ে জড়ো করছে। পার্টি সংগঠক জর্জিকে সে না খুঁজে বেড়িয়েছে হেন ঠাঁই নেই ; জেলা আফিস থেকে অনেক আগেই তার ফিরে আসা উচিত ছিল··· এতো তাড়াতাড়ি করে মিটিং ডাকার কারণ কি, বোধ হয় জানো না তুমি? জেরা অবশ্য সে সম্পর্কে কিছুই বলেনি আমায়, কিন্তু আমি গিযেছিলাম তরুণ কম্যুনিস্ট বিভাগেব আফিসে, সেখানে বিসোর কাছে শুনলাম, যে কোন দিনই সেনারিয়া গাঁয়ের লোকেরা তাদের চুক্তিমত কাজ শেষ করে এসে পড়তে পারে সুতরাং আমাদেরকেও তার জন্য তৈরী হতে হবে। আর তাছাড়া ওরা বল্‌লো যে আজকের ঘটনা সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে। জোসিমী দাবী করেছে যে, যে করেই হোক তোমার বাবাকে খানিকটা শায়েস্তা করতেই হবে।

নেইয়া খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে ঃ

না, আমি যাবো না মিটিংয়ে, তরুণ কম্যুনিস্টদের তরফ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে বিসোই যাক আজ···

কেন তুমি যাবে না?

সে ভারী বিশ্রী দেখাবে এলিকো, আমিও আমার বাবার বিরুদ্ধে···

নেইয়া বসে পড়ে।

কি চায় সে? কেমন করে এসব গোলমালের সৃষ্টি হলো?

আঃ কি আর বলবো তোমায় এলিকো, দুঃখ যে তুমি সেখানে ছিলে না, একটিবার যদি দেখতে, সে কি কাণ্ড! আমি তো গিয়ে পৌছুলাম শেষ মুহূর্তে। দেখা মাত্রই বাবা আমাকে তেড়ে এলেন...বাড়ী যা, আর কখনও যেন তোকে না দেখি এখানে...বোধ হয় সবই শুনেছ ওদেব কাছে? ওখানে পৌছুবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বিন্দুবিসর্গও ধারণা ছিলো না আমার যে ব্যাপারটা কি ঘটেছে। আমার বাবাকে জানো তো—কিছুতেই তাকে কখনও বাগ মানানো যাবে না। তারপর জেরা এসে বল্‌লো আমাকে—যে কোন রকমেই হোক ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আমিও দেখলাম বাবা ক্রমেই ক্ষেপে উঠছেন—কিছুতেই আর তাঁকে সামলানো যাচ্ছে না, আর আমারও তখন যেন বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল...

বলতে বলতে নেইয়া চুপ করে যায় তারপর একটু হেসে উঠেই হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে বলতে শুরু করে:

বাড়ীতে এসে শুনলাম, তিনি নাকি আমার বিয়ে ঠিক করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বিস্ময়ে এলিকোর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

কি করেছে?

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত শোন, এলিকো,—ভাবতে পারো কার সঙ্গে বাবা বিয়ে ঠিক করেছেন আমার?

এলিকো জানে যে নেইয়া আর জেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, সুতরাং অন্য কোন উপযুক্ত নাম তার কল্পনায়ও আসে না।

আর অযথা দুশ্চিন্তার ভিতরে রেখ না নেইয়া—স্পষ্ট করে খুলে বল

দেখি ব্যাপারটা কি ! উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে এলিকো জিজ্ঞাসা করে।

বাড়ীতে যা যা ঘটেছে সব কিছুই নেইয়া ওকে খুলে বলে।

কিন্তু আর্চিল পেরিয়ার বাক্সটার কথা উল্লেখ করতেই এলিকো চমকে ওঠে; ওর মুখ থেকে হাসির শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়ে যায়,—বিহ্বল দৃষ্টি মেলে সে তার বন্ধুর মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। ওর এই উত্তেজনা পাছে নেইয়ার চোখে ধরা পড়ে যায়, তাই সে চকিতে নেইয়ার হাতটা তার মুঠোর ভিতরে তুলে নেয়, তারপর ধৈর্যহীন কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে ওঠে :

বলে যাও নেইযা, বলে যাও; ভারী মজা লাগছে কিন্তু শুনতে।

এলিকো তার চেয়ারটা নেইয়ার কাছে আর একটু সরিয়ে এনে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে ওর কথা শুনে যায়।

কিন্তু যখন নেইয়া দেখালো যে, কেমন করে সে আর্চিলের দেয়া বাক্সটা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, এলিকো আবার তার সংযম হারিয়ে ফেলে; দারুণ ক্রোধে জ্বলে উঠে সে পুরুষের মতন টেবিলটার উপর একটা প্রবল ঘুসি মেরে বলে ওঠে : ঠিক করেছ নেইয়া,—ও জিনিসের অমনি পরিণতি হওয়াই উচিত।

এলিকো স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল রং, শক্ত গড়ন,—সর্বদাই সে একটু চঞ্চল—যেন একটি লেলিহান বহ্নিশিখা। ওর আনন্দোজ্জ্বল আর্দ্র দুটি চোখ ভরে যেন জেগে ওঠে নীল আকাশের তারার ঝিকিমিকি। সজীব মুখখানি ঘিরে উদ্ধত হাসির বঙ্কিম রেখা মুখশ্রীকে আরও কমনীয় আরও লোভনীয় করে তুলেছে।

বন্ধুর উৎসাহভরা কণ্ঠের সমর্থন পেয়ে নেইয়া সোৎসাহে তার গল্প বলে চলে, কিন্তু হঠাৎ এলিকোর উত্তেজিত মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে ওঠে :

কেন, হোল কি তোমার? আর একটু অপেক্ষা করো, এখনও শেষ হয় নি আমার।

কিন্তু শেষ পযন্ত না শুনেই এলিকো তার দেহটা চেয়ারের গায়ে এলিয়ে দিয়ে প্রবল হাসির ধমকে ফেটে পড়ে। উদ্দাম হাসির তুমুল তরঙ্গে ওর নগ্ন গ্রীবার প্রত্যেকটি শিরা উপশিরা বার বার কেঁপে কেঁপে ওঠে,—পরিপূর্ণ নিটোল স্তন দুটি ঘিরে বুঝিবা জেগে ওঠে সাগর দোলার ঢেউ—প্রবল স্পন্দনে হিল্লোল তুলে বার বার ওঠা নামা করে, মনে হয় এক্ষুনি বুঝিবা ব্লাউজের বোতামগুলো সব পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ে যাবে। নেইয়া তার বন্ধুর ভাবভঙ্গী কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। হোল কি ওর? অবাক হয়ে সে ভাবে, কিন্তু একটি কথাও আর বলে না।

কিন্তু এলিকোর হাসি আর থামে না। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে দু হাতে পেটটা চেপে ধরে।

ওঃ আর পারি না···একটু অপেক্ষা করো ভাই। আনন্দের অসহনীয়তায় বুঝি বা সে কেঁদে ফেলে আর অসংলগ্ন কথা বেরিয়ে আসে ওর মুখ থেকে। অবশেষে হাসির বন্যা থেমে যায়ঃ নিঃশ্বাস নেবার জন্য সে সোজা হয়ে উঠে বসতেই দু'গাল বেয়ে বড় বড় মুক্তার মত চোখের জলের ফোঁটা গড়িয়ে নেমে আসে।

কিন্তু হোল কি তোমার? এ সব অভিনয়ের অর্থ কি? এলিকোর হাসিতে দারুণ বিরক্ত হয়ে তিক্ত কণ্ঠে নেইয়া প্রশ্ন করে।

হাঁ, অভিনয়! ঠিক কথাই বলেছ! এলিকো জবাব দেয়। তারপর একটা হাত ঘুরিয়ে শূন্যে একটা বৃত্ত এঁকে নিয়ে জোরে জোরে কয়েকবার নিঃশ্বাস টেনে নেয় যাতে করে সে পুনরায় সম্পূর্ণ আত্মস্থ হয়ে উঠতে পারে, পরে বলতে শুরু করেঃ

এক মিনিটেই বুঝতে পারবে এর মানে।

এলিকো ত্রস্তে ঘুরে দাঁড়ায় তারপর ঘরের কোণের দিকের টেবিলটার কাছে এগিয়ে গিয়ে এক গাদা বইয়ের উপর থেকে লম্বা একটা বাক্‌স টেনে বের করে নেইয়ার কাছে ফিরে আসে। বাক্‌সটার ঢাকনার উপরে একটি নারীর চিত্র—কবরীমুক্ত চুলগুলি পড়েছে ঝুলে। এলিকো ঢাকনাটা খুলে ফেলে; ভিতরে একটা কোণের দিকে কয়েকটা চকোলেট—আরও বেশী ছিল, কিন্তু বেশীর ভাগই খাওয়া হয়ে গেছে—অন্য কোণে ভাঁজ করা একখানা কাগজ।

কাগজখানি বের করে সে ভাঁজ খুলে ফেলে।

এমনি আর একখানি কাগজ তোমার বাক্‌সে নেই, নেইয়া? কাগজখানা নাড়তে নাড়তে এলিকো নেইয়াকে প্রশ্ন করেই আবার হেসে ওঠে। নিশ্চয়ই আছে, কেবল তোমার চোখে পড়েনি এই যা। মনে করো না এটা একটা মামুলী যা-তা কাগজ, পড়ে দেখ। কাগজটা সে নেইয়ার হাতের ভিতরে গুঁজে দেয়, তারপর বলে ওঠে: চমৎকার ব্যবসা, বুঝেছ বন্ধু!

এখন আর ওর মুখে চোখে হাসির চিহ্নমাত্রও নেই; অপলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সে তার বন্ধুর মুখের পানে তাকিয়ে থাকে—দেখতে চায় পড়তে পড়তে নেইয়ার মুখে কি ধরনের অভিব্যক্তির বিকাশ হয়।

কাগজটার উপরের দিকে একটা ছবি—উজ্জ্বল রং দিয়ে হাতে আঁকা এক গুচ্ছ ভায়োলেট ফুল, নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা এলিকোর নাম; তারপরে শুরু হয়েছে একটা কবিতা। কবিতাটির প্রত্যেকটি অংশের চারদিকে বন্ধনী আঁকা—দুটি বন্ধনীর মাঝখানে বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন রংয়ের হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা; এক একটি হৃৎপিণ্ড ভেদ করে অনুরূপ আকারের এক একটি তীর মাঝখানে

বিঁধে রয়েছে আর সেই তীর বিদ্ধ হৃৎপিণ্ড বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা লাল রক্ত ঝরে পড়ছে।

নীরবে নেইয়া কবিতাটি পড়তে শুরু করে—প্রত্যেকটি শব্দের অস্ফুট উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এলিকোর ঠোঁট দুটিও নড়ে ওঠে ঃ

লেখনীর মুখে উত্তর যদি পাই,
ভালোবাস তুমি, ভালোবাস মোরে প্রিয়া,
সমাজতন্ত্রী এখনি বনিয়া যাই,—
অথবা যা কিছু চাহেগো তোমার হিয়া।
সাক্ষী করিয়া চন্দ্র সূর্য তারা,
শপথ করিনু, তব প্রেমে আজীবন
রবো বিশ্বাসী,—আমি গো আত্মহারা
শুনুক জগৎ আজি এই মোর পণ।
বাপ মার দেয়া 'আচিল' মোর নাম,
বংশ পদবী 'পোরিয়া' নামের পিছে,
ওর্কেটি গাঁয়ে মোদের বাসস্থান
খাঁটী মজ্‌দুর,—সে কথাটি নয় মিছে।
তাইতো আজিকে আহ্বান করি তোমা
বরণ করিয়া লহ মোরে একবার,
গর্ব করিয়া বলিতে পারি গো রমা
ব্যর্থ হবে না এ মিলন আজিকার।
ধরায় আনিব সাতটি শিশুরে মোরা
এ শপথ মোর শুনুক বিশ্ব জনা
নূতন কীর্তি রাখিবো জগৎ জোড়া
এ নহে মিথ্যা, নহে এ গো কল্পনা।

সময় নাহিকো বৃথা এ প্রতীক্ষার
চিঠির জবাব দিও কাল তাড়াতাড়ি
ওরই সনে গাঁথা ভাগ্য এ অভাগার
বৃথা বিলম্বে দুঃখ পাবো গো ভারী।

একান্ত সন্নিকটে বসে এলিকো তার বন্ধুর ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে, আর সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটির প্রত্যেকটি লাইন মনে মনে আবৃত্তি করে চলে। পড়া শেষ করে নেইয়া চোখ তুলতেই সে ওকে প্রশ্ন করে—যেন আর একটি মুহূর্তও ওর সবুর সইছে না:

ভীষণ বদমায়েস লোকটা, তাই না?

শুচিবাইগ্রস্ত লোকের মতন নেইয়া চিঠিটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়—যেন এক্ষুনি তার হাতটা নোংরা হয়ে যাবে চিঠিটার স্পর্শে, তারপর এলিকোর পানে ক্রুদ্ধ চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করে:

সেতো বুঝলাম, কিন্তু তোমার অত হাসির কারণটা কি, এলিকো?

মুহূর্তে এলিকো গম্ভীর হয়ে ওঠে:

একমাত্র তোমাকেই আমি ভালোবাসি, দুনিয়ায় সব চাইতে তুমিই আমার প্রিয়—তোমাকেই ভালোবাসি আমি সব চাইতে বেশী; আমাকে বিয়ে করো এলিকো—গ্রহণ করো আমায় তোমার স্বামী হিসাবে; নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি আমি তিলে তিলে; আমার মতন অসুখী কেউ নেই আর এ দুনিয়ায়! জান না, কি মর্মান্তিক যাতনায়ই না আমার দিন কাটছে; আমার সব কিছুই ওরা নিয়ে নিয়েছে, তাই কেউই আর আমাকে ভালবাসে না। এখন কেবল এই একটি মাত্র আশা বুকে নিয়েই আমি বেঁচে আছি যে একদিন তুমি আমায় ভালোবাসবে—পাবো আমি তোমার প্রেম—পরিপূর্ণভাবে পাবো তোমায় আমার জীবনে···যেদিন থেকে আমি এসে এই ঘরে বাস করতে আরম্ভ করেছি,

সেদিন থেকেই আর্চিল প্রতিদিন দু বেলা এসে এসে আমার কাছে বলতে শুরু করেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে এসে হাজির হবে আমার ঘরে···তাই আমার অত হাসি পেয়েছিল এই ভেবে যে, কি নির্বোধ আমি, ওর কথাগুলো কিনা বিশ্বাস করেছিলাম সত্যি ভেবে। এখন হয়তো বুঝতে পারবে যে মুহূর্তে তুমি বল্‌লে সে একটা বাক্‌স উপহার দিয়েছে তোমায় কি ভীষণ অপমানিতই না মনে হল নিজেকে···তোমাকে দেয়া উপহারটা আবার আমারটার চাইতে বেশী দামী···খুবই হাসির ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না তোমার, নেইয়া ? কখনও কখনও ভাবতাম : নেইয়া পেয়েছে জেরাকে, কিন্তু সে যাই হোক, আমিও যে দেখতে শুনতে নেহাৎ খারাপ কিছু তাও নই ; দেখ, আমিও ভাবছিলাম ওকে বিয়ে করবো ; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, যে লোকটা গোড়া থেকেই অন্য মতলব নিয়ে যাওয়া আসা করছিল। এখন ভেবে দেখ দেখি, সমস্তটাই কেমন একটা হাসির ব্যাপার হয়ে ওঠে নি ? দেখছি মেয়েদের মগজের কানাকড়িও মূল্য নেই! তাছাড়া আমি হচ্ছি কিনা একজন তরুণ কম্যুনিস্ট! নিশ্চয়ই সে আমাকে প্রতারিত করতো নেইয়া, যদি না তুমি আমাকে বলতে এসব। এখন বুঝে দেখ ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছিল! উঃ, লোকটা এতোবড়ো ভণ্ড! মনে কর কি ঐ একটা কবিতাই সে পাঠিয়েছে আমায় ? প্রায় প্রত্যেক দিনই সে আমায় চিঠি দিতো, নইলে এমনি করে কবিতা লিখে জানলা গলিয়ে ফেলে যেত। আমার নাম করে করে সব কবিতা···কিন্তু এবার এলে পরে সেগুলো ওর মুখের উপর ছুঁড়ে মেরে তবে আমার শান্তি হবে। এলিকো রাগে জ্বলে ওঠে, তারপর টান মেরে বাক্‌সটা হাতে নিয়ে সে এমনভাবে নাড়তে আরম্ভ করে যেন আর্চিল পোরিয়া স্বশরীরে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আর সে ঐ বাক্‌সটা দিয়ে সামনে তার মুখের উপরে আঘাত করে চলেছে ; একটা নিদারুণ

বিজাতীয় বিদ্বেষে ওর ঠোঁট দুটো বিকৃত হয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে বারবার—নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

তা হ'লে সে তোমাকেও প্রতারিত করেছে, নেইয়া? তাই না?

এমনভাবে এলিকো তার বন্ধুকে প্রশ্ন করে যেন সে তাকে ডাকছে কোন একটা কাজ এক সঙ্গে করবে বলে।

ভ্রূ-জোড়া কপালে তুলে নেইয়া মাথা নাড়েঃ

আমাকে প্রতারিত করতে পারেনি সে তবে করেছে আমার বাবাকে। হঠাৎ তার মনে হয় যেন সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেছে; আর্চিল পোরিয়া ওর বাবাকে প্রতারিত করেছে—কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মনে হয়ঃ হাঁ, তাই বল, এতক্ষণে তবে ঐ রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল—যে সমাধান কিছুতেই সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ভয় ও আনন্দে নেইয়া অভিভূত হয়ে পড়ে।

লোকটা সত্যিই ভীষণ পাজী, এলিকো! আর ওর শয়তানী বুদ্ধি কেবল যে আমাদের এই ব্যাপারের ভিতরেই সীমাবদ্ধ তাই নয়, একথা পরিষ্কার জেনে রেখ তুমি, বুঝেছ? সোৎসাহে নেইয়া বলে ওঠে।

কেবলমাত্র আমাদের ব্যাপারেই নয়? এ কথার অর্থ কি, নেইয়া? কিছুই বুঝতে না পেরে এলিকো প্রশ্ন করে।

হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেল যখন আমি বল্লাম যে সে আমার বাবাকে প্রতারিত করেছে। এখন এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পোরিয়াই বাবাকে যত সব নোংরা, কুপরামর্শ দিচ্ছে আর বাবাও তাই আজকাল এমন অদ্ভুত ব্যবহার আরম্ভ করেছেন—মনে হয় যেন তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি সব কিছুই হারিয়ে ফেলেছেন। এটা সত্য যে তাঁর বর্তমান চাল চলনটা হচ্ছে পোরিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বেরই ফল। সত্যই অতি খারাপ

লোক ঐ আর্চিল—এতে আর এতটুকুও সন্দেহের অবকাশ নেই।
নেইয়ার সন্দেহে এলিকো ভীত হয়ে ওঠে।
না নেইয়া, নিশ্চয়ই সে অতদূর অগ্রসর হতে সাহস পাবে না—এলিকো তার বন্ধুকে বুঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু নেইয়া তার এই অনুমানে দারুণ বিচলিত হয়ে ওঠে; নিদারুণ ঘৃণা ভরে ফেলে দেয়া সেই চিঠিটা সে পুনরায় কুড়িয়ে নিয়ে দ্রুত পড়ে ফেলে তারপর একটি একটি লাইন আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করে দেখে, অবশেষে বলে ওঠে:
তোমার কি মনে হয়নি এলিকো যে এই লাইনগুলোতে প্রকাশ্যভাবে সে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছে? এই কথাটার অর্থ কি··· "সমাজতন্ত্রী এখনই বনিয়া যাই, অথবা যা কিছু চাহেগো তোমার হিয়া?" আর এই "সাতটি সন্তানের" কথা—এ হচ্ছে পরিষ্কার আমাদের সব কিছু কাজের প্রতি প্রকাশ্য অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা। শোন, "নূতন কীর্তি স্থাপিবো"···এতক্ষণে সব কিছুই বোঝা গেল, এলিকো। এ কবিতাটা আমি জেরাকে দেখাবো···
কাগজটা ভাঁজ করে নেইয়া সেটাকে পকেটে রাখতে যাচ্ছে, দেখেই এলিকো চমকে ওঠে। নেইয়ার পরিকল্পনা মোটেই তার মনঃপূত হয় না! আর কেউ যে একথা জানে এটা আদৌ তার ইচ্ছা নয়। এ ঘটনা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে আমাকে নিয়ে একটা দারুণ আলোচনার সোরগোল উঠবে—আর সেটা কিছু আমার সপক্ষে যাবে না! এলিকো ভাবে, তারপর ভয়ে ভয়ে সে তার বন্ধুকে বলে:
দেখ নেইয়া, এটা হচ্ছে একটা নির্দোষ পরিহাস মাত্র, তাই না? এ নিয়ে অত হৈ চৈ করার প্রয়োজন আছে কিছু? এলিকোর ইচ্ছা হয় হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নেয়, কিন্তু পারে না অতটা অগ্রসর হতে।

এ সব কথা নিয়ে কি কেউ ঠাট্টা করে কখনও, কমরেড এলিকো?
নিশ্চয়ই আমরা বিচার করে দেখে নেবো কাদের সঙ্গে আমরা কাজ করছি,—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠেই নেইয়া কাগজটা ভাঁজ করে তার পকেটের ভিতরে পুরে ফেলে।
দেখ নেইয়া, আমি চাই না যে এক গাদা লোক ব্যাপারটা জানুক; ভাবো দেখি একবার, বাইরের লোকেরা কি সব রটাতে শুরু করবে এ নিয়ে!
যে কথাটা ওর মনকে পীড়িত করে তুলেছে সেটা সে সরলভাবেই নেইযার কাছে বলে ফেলে। কিন্তু ওর এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির বিনিময়ে অপর পক্ষ থেকে সে একটুও সহানুভূতি লাভ করতে সমর্থ হয না। নেইয়ার মনে হয় যে এলিকো বুঝিবা কোনরকমে আর্চিলকে বাঁচিয়ে দিতে চাইছে।
জেরা কিছু আর বাইরের লোক নয়, এলিকো। আর ওকে জানালে এক গাদা লোকের ভিতরেও কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ছে না; সত্যি, এ ধরনের কথা বলা মোটেই তোমার পক্ষে সমীচীন নয়…তুমি নিজেই বুঝতে পারছ যে বিষয়টা মোটেই কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। ভুলে যেও না যে আমাদের সব সময়েই শত্রুর সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতে হবে—নেইয়া বলে। তার বলার ধরন আর চোখের চাউনি পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে নেইয়া এলিকোর ব্যবহারে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছে।
আমি কি বলতে চাইছি তুমি তা বোঝনি ভাই…কি করে বোঝাবো তোমায়? দেখ…বিশ্বাস কর যে…
এলিকোর মুখে আর কথা জোগায় না—একটা বন্ধ্যা নীরবতায় সে মৌন হয়ে যায়। যাতে করে নেইয়ার সব সন্দেহের অবসান হয়ে যায় এমন একটা যুক্তিপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ কথা সে মনে মনে হাতড়ে বেড়ায়

—কিন্তু কোন কথাই আর সে খুঁজে পায় না। একান্ত অসহায়তায় ওর দুটি চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। অবশেষে সাহসে ভর করে আর একটু দৃঢ় কণ্ঠে বলতে শুরু করে :

বিশ্বাস করো আমায়···হঠাৎ সে বুঝতে পারে যে তার আত্মসংযম ফিরে এসেছে আর অনায়াসে কথাও আসছে বেরিয়ে—ঐ পাজীটার আর আমার ভিতরে কোনই সম্পর্ক থাকতে পারে না—যেমন নাকি আমাদের দেশ আর ধনতান্ত্রিক দেশের ভিতরে কোন সংশ্রব নেই··· যদিও সে একটু উচ্চ কণ্ঠে কেতাবী ভাষায়ই কথাগুলো বলে যায় কিন্তু তবুও তার ভিতরে একটা সুস্পষ্ট আন্তরিকতার সুর বেজে ওঠে। নেইয়ার মন একটু নরম হয়ে আসে, তাড়াতাড়ি সে বলে ওঠে :

থামো এলিকো, ওসব কথা বলছ কেন তুমি? তুমি কি মনে কর কিছু বুঝিনি আমি?

কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্চিলের চিঠিটা যৌথ খামারের সভাপতিকে দেখাবার সিদ্ধান্ত থেকে নেইয়া এতটুকুও বিচলিত হয় না।

(সতেরো)

রাত্রির আহারের সময় হয়ে এসেছে। জলন্ত উনুনের পাশে বসে তাসিয়া আর গোচা। উনুনের উপরে বসানো এক কড়া পরিজ, কড়াটার ভিতর থেকে কাঠের খুন্তিটার খানিকটা অংশ বেরিয়ে আছে। পেরিজটা প্রায় হয়ে এসেছে। দুই হাঁটুর উপরে কনুইয়ের ভর রেখে হাতের ভিতরে মাথা গুঁজে তাসিয়া একটা ছোট জল-চৌকির উপরে বসে একদৃষ্টে জলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। উনুনটার ওপাশে একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলে উঁচু পিঠওয়ালা একটা পুরানো চেয়ারে বসে গোচা দারুণ বিরক্তির ভিতরেও ছুরি দিয়ে একটা লাঠি চেঁচে চলেছে।

ওরা কেউই কারোর সঙ্গে কথা বলছে না কিম্বা তাকাচ্ছেও না কেউ কারোর দিকে, যেন ওদের ভিতরে ঝগড়া হয়ে গেছে। ঘরের ভিতরে এমন একটা কঠোর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে যে কড়াটার ভিতরে ফুটন্ত পরিজের টগবগ শব্দ ওরা বেশ পরিষ্কারভাবেই শুনতে পাচ্ছে,—তাছাড়া পরিজটাও যে আজ স্বাভাবিকভাবে শব্দ করে ফুটছে তাও নয়, ফুটছে পুট্‌ পুট্‌ করে; কেবলমাত্র যখন বাষ্প বেরিয়ে যাচ্ছে তখন হিস্‌ হিস্‌ এবং শিষ দেয়ার মত তীব্র আওয়াজ কখনও কখনও জেগে উঠেছে। মশার ভন্‌ ভন্‌ শব্দের মত শোনা যায় পরিজের বুদ্বুদ ফাটার শব্দ; বিভিন্ন বুদ্বুদ ফেটে বিভিন্ন সুরের আওয়াজ উঠছে—যেন কড়াটার ভিতরে লুকানো অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র থেকে একই সময়ে বিভিন্ন সুরের ঐক্যতান শুরু হয়েছে। ঐ শব্দে তাসিয়ার মনে পড়ে যায় কোনও এক দূর দেশ হতে ভেসে আসা বাঁশীর করুণ সুর—আর ঐ সুরের সঙ্গে যেন তার অন্তরের ভাবধারাও এক হয়ে

গেছে,—ওর মনের নিদারুণ দুশ্চিন্তার গুরুভারও বুঝিবা খানিকটা গেছে হাল্‌কা হয়ে।

কতো রকমের দুশ্চিন্তা এক সঙ্গে ভীড় করে এসেছে ওর মনে! এখন পর্যন্ত সে মেয়ের বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার কথাটা গোপন করেই রেখেছে স্বামীর কাছ থেকে। কিন্তু সময় ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে যখন এই গোপন করা কথাটা বলতেই হবে ওকে প্রকাশ করে। এখনই হোক বা একটু পরেই হোক গোচা খাবার চাইবে, আর সে সময়ে যদি মেয়ে এসে না তার পাশে বসে তবে কিছুতেই সে খেতে বসবে না। তাসিয়া অস্পষ্ট অনুচ্চ কণ্ঠে গজ্‌গজ্‌ করে: কি জবাব দেবে সে, যখন সোজা জিজ্ঞেস করবে—মেয়ে কোথায়?

যাই হোক সেই ভীষণ মুহূর্তটি এখনও এসে উপস্থিত হয়নি। পরিজ ফোটার শব্দ শুনতে শুনতে তাসিয়ার মনের ভারও খানিকটা হাল্‌কা হয়ে যায়; কুঞ্চিত ঠোঁটে, চোখ বুজে, সে দুলতে শুরু করে, যেন সে ঐ অদৃশ্য বংশীবাদকদের ঐক্যতান পরিচালনা করছে। কিন্তু গোচা আর আর অপেক্ষা করতে পারে না—অবশেষে সে পরিজের কড়ার ভিতর থেকে উত্থিত করুণ হিস্‌ হিস্‌ শব্দের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে: কি রকম করে ফুটছে! কড়াটায় একটা নাড়া দাও না গো গিন্নী! বিরক্তিজড়িত কণ্ঠে সে বলে ওঠে। তাসিয়া ধড়মড়িয়ে ওঠে, যেন সে এইমাত্র জেগে উঠেছে গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর,—তারপর অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়। স্বভাবসুলভ আনুগত্য বশে অজ্ঞাতেই সে উনুনটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আগুনের ভিতর থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠি টেনে বের করে উনুনের উপর ঝোলানো কড়াটাকে একটু দুলিয়ে দেয়; সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় যে একান্ত অনিচ্ছা সত্বে সে করেছে এটা,—তারপর হাতটা নামিয়ে নিয়ে কাটিটা এমনভাবে আগুনের

ভিতর ছুঁড়ে দেয় যে মনে হয় সে তার হাতাটকেই যেন আগুনের ভিতরে ফেলে দিতে চাইছে। তাসিয়া আবার গিয়ে তার জল-চৌকিটার উপরে বসে পড়ে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোচা তার স্ত্রীর ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে; ওর হাবভাব মোটেই যেন স্বাভাবিক নয়,—গোচা ভাবে; বিস্ময়ে গোচার চোখ দুটো কপালে উঠে যায়—তারপর অনিমেষ দৃষ্টিতে ওর পানে তাকিয়ে থাকে, যেন সে বুঝে উঠতে চায় ওর ব্যবহারটা স্বেচ্ছাকৃত না আকস্মিক।

না, নিশ্চয়ই এটা আকস্মিক নয় বোধ হয়? তবুও তাসিয়ার করুণ হতাশা মাখা মুখের পানে তাকিয়ে গোচা চুপ করে যায়।

মনে হচ্ছে ওর ঘুম পেয়েছে, বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে খুবই—গোচা ভাবে, কিন্তু তবুও সে তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তক্ষুনি সরিয়ে নেয় না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যেন সবই ঠিকমত চলেছে। চোখ নামিয়ে পুনরায় সে তার হাতের লাঠিটার দিকে মনোনিবেশ করে। খানিকক্ষণ পরে প্রশ্ন করে:

সবই যখন হয়ে গেছে গিন্নী, তবে এখনও কেন আমাদের খেতে দিচ্ছ না? কোন অতিথি আসবে বলে অপেক্ষা করছ কি?

কি বললে, অতিথি? তাছাড়া তুমি আর কি ভাববে? ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেই তাসিয়া ওর দিকে পিছন ফিরে বসে। এটা হচ্ছে প্রকাশ্য যুদ্ধের আহ্বান।

ওকি আজ আমার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করলো নাকি! গোচা ভাবে, তারপর ভ্রূ কুঁচকে সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে তাসিয়ার পানে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু তাসিয়া চুপ, একটি কথাও আর বলে না, মনে হয় যেন সে একটি পাথরের প্রতিমূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

গোচার মনে পড়ে যে, গোটা দিনটাই তার স্ত্রী কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে—নেইয়ার সঙ্গে ঝগড়ার সময়ে এবং তার পর থেকে সে ওর সঙ্গে কথাবার্তা এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু কেবলমাত্র এই মুহূর্তেই ওর মনে হচ্ছে যে এর পিছনের কারণ নেহাৎ সাধারণ নয়।

ভাবসাবে মনে হচ্ছে যেন মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে ওর মনে স্বতন্ত্র কিছু পরিকল্পনা ছিল, বোন সালোমীর বিগ্‌ভার সম্পর্কে মন্তব্যটা যেন ওর অনেক বেশী মনে ধরেছে—গোচা ভাবে, এবং স্বভাবসুলভ একটা তিক্ত শ্লেষপূর্ণ হাসিতে গোঁফের নীচেকার ঠোঁটের কোণটা বেঁকে ওঠে। স্ত্রীর মুখ থেকে জবাব আদায় করার জন্য ওর স্বভাবসিদ্ধ পাশবিক জেদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে; কিন্তু এবারও সে চুপ করে যাওয়াটাই ভাল বলে মনে করে। কি জানি, যদি তার সন্দেহটা সত্যেই পরিণত হয়ে ওঠে, আর তার চির অনুগত স্ত্রীও ঐ বিরুদ্ধ পক্ষেই চলে যায়? তাহলে সেটা বড় সহজ ব্যাপার হবে না!

ভীষণভাবে সে হাতের ছুরিটা দিয়ে লাঠিটা চাঁচতে আরম্ভ করে, কিন্তু ফল হয় এই যে, সেটা মাঝখান থেকে ভেঙে যায়; গোচা পায়ের উপরে রাখা পাটা নামিয়ে নেয়, তারপর আবার অন্য পা-টা নামিয়ে রাখা ঐ পা-টার উপর তুলে দিয়ে একটু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে আরাম করে বসে। মনে জমে ওঠা উদ্বেগাকুল চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের জন্য তার মনটা উস্‌খুস্‌ করে ওঠে।

ঘরের ভিতরে আবার এসে জুড়ে বসেছে অখণ্ড নীরবতা। না, কারণটা নেইয়ার বিয়ে সংক্রান্ত নয় নিশ্চয়ই—গোচার সন্দেহ দূর হয়ে যায়, মনে মনে সে অন্য কোনও সহজ যুক্তি খুঁজে বেড়ায়: যাই হোক মা-তো, মেয়েকে অতটা গাল দেয়ায় নিশ্চয়ই সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছে খুবই।

এতক্ষণে স্ত্রীর প্রতি গোচার মনে একটু মমতা জাগে।
যদি না অতিথির অপেক্ষাই করছ, তবে আমরাতো এখন খেয়ে নিতেও পারি, তাসিয়া ? খাবার দিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। আপোষের সুরে গোচা বলে।
তাসিয়া উঠে দাঁড়ায়, নীরবে ঘরের ওপাশে চলে গিয়ে মাথার রুমালটা ঠিক করে বেঁধে নেয়, পোযাকটাও একটু ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে ব্লাউজের আস্তিনটা গুটিযে কনুইযের উপর তুলে দেয়, তারপর স্বামীর পানে ফিরে না তাকিয়েই হেঁসেলের ভিতরে গিয়ে ঢোকে। কড়ার ভিতর থেকে খুন্তিটা তুলে নিয়ে শিকার ভিতর থেকে কড়াটা না নামিয়েই তাসিয়া শিকলের ফাঁক দিয়ে খুন্তিটা চালিয়ে দিয়ে পরিজটা নাড়তে আরম্ভ করে। হঠাৎ ওর হাত ফস্‌কে খুন্তিটা উনুনের আগুনের ভিতরে গিয়ে ছিটকে পড়ে, তাসিয়াও তাল সামলাতে না পেরে প্রায় আগুনের ভিতরেই গিয়ে পড়তে পড়তে কোন রকমে সামলে নেয় !
তোমার হয়েছে কি, গিন্নী ? দাঁড়িয়ে উঠে গোচা চীৎকার করে বলে ওঠে।
হয়েছে কি ? হয়েছে এই যে আমার শরীরে আর কুলোচ্ছে না, পারি না, পারি না আমি আর—নিদারুণ হতাশাভরা কণ্ঠে তাসিয়া বলে উঠেই ধপ করে চৌকিটার উপরে বসে পড়ে।
পারি না, পারি না আমি আর, হোল তো !
গোচা যেন তার নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তাসিয়া কেঁদে ফেলে,—বড বড ফোঁটায় ওর দু গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।
বল না ঠিক করে, কি হয়েছে তোমার, কেন এতোটা মনমরা হয়ে রয়েছ ? যদি এসব করতে তোমার কষ্ট হয় তবে সে কথা খুলে বল না,

মেয়ে এসেই করবেখন। ভৎর্সনাপূর্ণ কণ্ঠে গোচা বলে, কিন্তু তবুও ওর কথার ভিতর দিয়ে একটা দরদের সুর জেগে ওঠে।

গোচার মনে হয়, উনুনের পাশে এগিয়ে গিয়ে চেলাকাঠগুলির ভেতর থেকে খুন্তিটা তুলে নেয়, কিন্তু একটু ইতস্তত করে, কাজটা ঠিক সম্মান-জনক বলে মনে হয় না ওর কাছেঃ খুন্তি ধরাটা পুরুষের পক্ষে শোভা পায় না। নেইয়ার ঘরের দিকে ফিরে গোচা চীৎকার করে ডাকতে শুরু করেঃ এই মেয়ে, শুনছিস? খাবার সময় হয়েছে, এখন বেরিয়ে আয়। কোন সাড়া শব্দ নেই; দরজার কাছে ছুটে গিয়ে সে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলেঃ একটা ছোট ল্যাম্প জ্বলছে ঘরের ভিতরে—নেইয়ার চিহ্ন-মাত্রও নেই। হঠাৎ পিছন থেকে তাসিয়ার তীব্র কণ্ঠ জেগে ওঠেঃ ওখানে নেই। না, নেই সে ওখানে। কেমন, শুনলে তো এখন·· আর কি চাও? ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তাসিয়া এমনভাবে খেঁকিয়ে ওঠে যে সেটা সম্পূর্ণ তার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

এই বিনা মেঘে বজ্রপাতের আকস্মিকতায় গোচা হতভম্ব হয়ে রান্নাঘরে ফিরে আসে। তাসিয়া হাত উঁচিয়ে মাথাটা এক পাশে কাত করে স্বামীর দিকে এমন অপলক তীব্র দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে যেন সে দৃষ্টি পরিষ্কার নির্মম ভাষায় ওকে জানিয়ে দিচ্ছেঃ

এখন বোঝ, কি নিদারুণ বিপদ ভেঙে পড়েছে তোমার মাথায়! সব সত্য—আর এ সত্যের হাত থেকে কোথাও লুকিয়ে নিষ্কৃতি নেই তোমার, যেমন কর্ম তেমনি ফল···

কোথায় গেছে মেয়ে? গোচা চীৎকার করে বলে ওঠে।

অত বড় মেয়েকে তুমি ধরে মারতে চাইবে আর সে চুপ করে এখানে বসে থাকবে আশা কর? চলে গেছে, নেই সে এখানে। আমার কথা সরছিল না, পা দু'টো অবশ হয়ে এল—ভয়ে কিছুতেই সে কথা

তোমাকে বলতে পারিনি কিন্তু ওর জন্য আমার ভয় হচ্ছে···কি করে জানবো কোথায় গেছে সে? এতক্ষণ ধরে আশা করে আছি, ভাবছি আসবে সে; বারবার বেড়ার ওপাশে তাকাচ্ছি—বাইরে গিয়ে দেখে আসছি—কিন্তু কোথায় সে, এল না; আর সেই জন্যই এখনও খাবার দিইনি···কিন্তু আর তার জন্য অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই, আর তাকে আমরা দেখতে পাবো না ··খুন্তিটা না পড়ে গেলে নিজেই আমি ঐ আগুনের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়তুম, সব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়ে যেত।

ভৎসনাভরা কণ্ঠে তাসিয়া অনুযোগ করতে করতে বিলাপ করতে থাকে।

কোথায় গেছে সে? ভারী গলায় গোচা পুনরায় প্রশ্ন করে। কিন্তু ওর কথা তাসিয়ার কানে ঢোকে না, সে নিজের মনেই বলে চলে:

ভাবলাম আবার ওকে ধমকাবে; পিসির সামনে অমন করে গালমন্দ করায় দারুণ লজ্জা পেয়েছে। অত বড মেয়েকে ধরে পিটতে চাইবে আর সে বসে থাকবে তোমার মার খাওয়ার জন্য! বাড়ী ছেড়ে চলে না গিয়ে করবে কি সে? হাত পা তো আর শিকল দিয়ে বাঁধা নেই।

হঠাৎ তাসিয়া সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়, তারপর গোচার স্বরের অনুকরণে হাত নেড়ে বলতে শুরু করে:

এই মেয়ে! বেরিয়ে আয় বলছি. এক্ষুনি, নইলে খুন করে ফেলবো বলে দিচ্ছি!···

তারপর হাত দুটো নামিয়ে কোমরের উপর রেখে প্রকাশ্যভাবে স্বামীর উপরে গর্জন করে বলে ওঠে:

কে গাল দিয়েছিল তাকে, তুমি না আমি? তুমি কি মনে কর তোমার গলাটা এতোই মিহি যে পাড়ার কেউ শুনতে পায় নি সে কথা? আর

ভাবো কি গ্‌ভাদি হঠাৎ এসেই তোমার দরজায় সেই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছিল—প্রথম থেকেই শোনেনি সে কি রকম করে ওকে গাল পাড়ছিলে? তুমি নিজেই জান যে গ্‌ভাদির জিভখানা বেশ লম্বা আর ধারালো, আর তাই মনের ঘেন্নায় সে চলে গেছে। কতো রকমের দুশ্চিন্তাই যে তখন থেকে মাথার ভিতরে ঘোরাফেরা করছে। ধর যদি সে অপমানের জ্বালায় জলেই ঝাঁপ দিয়ে থাকে। কিম্বা তার চাইতেও খারাপ কিছু—আমি জানি না কি সে! হয়তো চিরদিনের মতনই সে আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেছে? হয়তো গেছে, অন্য কারুর কাছে গিয়ে উঠেছে পাছে আমাদের সঙ্গে থাকতে হয় এই ভয়ে। বয়স্থা মেয়ে, সে এখন নিজেই নিজের অভিভাবিকা……

স্ত্রীর এই ঘৃণা মিশ্রিত ক্ষুব্ধ গঞ্জনা আর তার স্বভাববিরুদ্ধ তীব্র গালাগালি—এতে করে মেয়ের হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ায় কম হতভম্ব হয়ে পড়েনি গোচা। দীর্ঘকাল ওরা একই ঘরে, একসঙ্গে বাস করে এসেছে, আর চিরদিনের সেই অনুগত তাসিয়া যার মুখে এতটুকু উঁচু কথা শোনেনি গোচা কোন দিনও, সে কিনা আজ এমনি মারমুখো হয়ে অসম্মানসূচক ভাষায় ওকে গাল পাড়তে শুরু করেছে…বিস্মিত, হতভম্ব গোচা অপলক দৃষ্টিতে তাসিয়ার পানে তাকিয়ে থাকে, আর তার প্রত্যেকটি ভৎর্সনাপূর্ণ কথার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ভাবে—কি এ সব বলে যাচ্ছে সে মাথা মুণ্ডু!

কিন্তু তাসিয়ার শেষ কথাটায় গোচার অন্তরে দারুণ আঘাত লাগে: হয়তো সে চিরদিনের মতনই আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেছে। হয়তো গিয়ে উঠেছে অন্য কারুর কাছে……

কেন তাসিয়ার মনে হল যে নেইয়া অন্য কারুর কাছে গিয়ে উঠেছে? কেন তার চিন্তাধারা এই বিশেষ দিকে প্রবাহিত হয়েছে? কেন

ভাবলো না সে যে, নেইয়া গেছে কোন মিটিংয়ে আর একটু রাত করেই বাড়ী ফিরবে? আগে কতো দিন তো হয়েছে এমনি—আর তাই বা কেন, প্রায় প্রত্যেক দিনই তো এমনি দেরী হচ্ছে তার,—এটা ভাবাই তো তার পক্ষে সহজ আর স্বাভাবিক হতো, তাছাড়া মানেও হত তার একটা কিছু।

নিশ্চয়ই তাসিয়া জানে কোন একটা ব্যাপার, কিন্তু কিছুতেই সোজা ভাবে প্রকাশ করে বলতে পারছে না—আর যদি নাই জানবে তবে কাঁদছেই বা কেন সে এমন করে আর মনঃকষ্টই বা কেন হবে তার এতোটা?

ব্যাপারটা ওর কাছে বেশ একটু সন্দেহজনক বলেই মনে হয়। বিগত দিনের সমস্ত ঘটনা ওর মনে পড়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহটাও গভীর হয়ে ওঠে। নেইয়ার সমস্ত কাযকলাপ, আর প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ভঙ্গীর কথা মনে পড়ে তাকে এমনি একটা সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে চলে। নেইয়ার প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি আচরণের ভিতর দিয়ে গোচার প্রতি নেইয়ার বিরোধিতা যেন সে হাতের আঙুলে গুণে গুণে বলে দিতে পারে। যৌথ চাষীদের সঙ্গে ঝগড়ার সময়ে সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐ বিগ্‌ভাটার পাশে আর মোটেই চায়নি সে তার বাবার সঙ্গে চলে আসতে, বাপ মার মুখের সামনেই আচিল্‌ পোরিয়ার উপহারটাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বাবার আদেশ অমান্য করে ঘরের ভিতরেই বসে রইলো—কিছুতেই বেরিয়ে এসে মাটিতে ফেলে দেওয়া উপহারগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গেল না.....

এতো বড় দুঃসাহস তার......নেইয়ার অপরাধের কথা মনে পড়ে ওর অন্তর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। হাঁ, হাঁ, এমনভাবে ব্যবহার করেছে গোচা যেন কেউ ওকে যাদু করেছিল, সব কিছুই গেছে সহ্য করে, এমন

কি তার মেয়ের এই অবাধ্যতা ক্ষমা পর্যন্ত করেছিল, তা সত্ত্বেও দেখা গেল নেইয়া তার নিজের মত মতই চলেছে। কিছুতেই এতটুকুও মাথা নোয়ালো না।

গ্‌ভাদি,—ঐ নির্বংশের ব্যাটারই যত দোষ। ঝগড়া শুরু হতে না হতেই কিনা ব্যাটা মোষটাকে নিয়ে এসে ঢুকলো—নইলে বেয়াদপ মেয়েকে বেশ কিছুটা শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়তো গোচা। অবাধ্যতার শাস্তি না পেয়েই না মেয়েটা এতদূর বেড়ে উঠতে সাহস করলো যে শেষ-পর্যন্ত হাতের বাইরে চলে গেল। এখন দেখ দেখি কি ভীষণ বিপদেই না পড়লো সে!

বিচিত্র কি, হয়তো ঐ স্বেচ্ছাচারী মেয়েটা বিগ্‌ভার কাছেই চলে গেছে? এতখানি কবার বিনিময়ে কিনা সে তার বাপ মাকে এই প্রতিদানই দিয়ে গেল··· গোচার কাছে এই সম্ভাবনাটাই সত্য বলে মনে হয়, কেননা যে কথাটা তাসিয়া প্রকাশ করে ফেল্‌ল, সেই রকমের একটা ভয় গোচার গোপন মনেও যে উদ্রেক হয়নি তা নয়। কিন্তু, মেয়ের আনুগত্যের উপবে একান্ত আস্থা ছিল বলেই ঐ ধরনের ভয়কে সে এতক্ষণ আমল দেয়নি: এতো বড় দুঃসাহস হবে না নেইয়ার যে আমাব কথার সে অবাধ্য হবে।

এতক্ষণে তার বিশ্বাসের ভিত নড়ে ওঠে।

ধর যদি সে কারুর কাছে চলে গিয়েই থাকে, কি হবে তাহলে? কি করতে পারি আমি তখন?

ভাল করে সব দিক বিচার করে দেখার পর সে বুঝতে পারে যে একটি মাত্র পথই কেবল তাহলে খোলা থাকে,—ভাগ্যের সঙ্গে আপোষ করা!

হঠাৎ বিস্ময়ে গোচা নির্বাক হয়ে যায়। কি? সে, গোচা,—এই চরম মুহূর্তে সে কিনা মাটির পুতুলের মতন স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের

ভিতরে ? ভীষণ দেরী হয়ে যাবার আগেই সমস্ত গ্রামটাকে তোলপাড় করে, যেখানে যার কাছেই যাক না কেন সেখান থেকে খুঁজে বের করে ঐ স্বেচ্ছাচারী মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে না ? সন্দিগ্ধ মনে বারবার গোচা কথাটা নিয়ে মনের ভিতর তোলপাড় করে। হঠাৎ সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তার পর দেয়ালের গা থেকে লম্বা কোটটা টেনে নিয়েই খোলা দোরের পথে বেরিয়ে পড়ে।

তাসিয়া আগুন হয়ে ওঠে :

কোথায় চল্‌লে আবার এখন ? তায়ে বসা মুরগীর মত তাসিয়া হঠাৎ তার চৌকিটা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আসে।

কিন্তু দারুণ শব্দ করে দরজাটা পিছন থেকে বন্ধ করে দিয়ে গোচা ছুটে চলে যায়।

তাসিয়ার মনে হয়, ওকে একলা ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। অনির্দিষ্টভাবে সে হেঁসেলের ভিতরে খানিকটা ঘুরে বেড়ায়, তার পর হাতের কাছে যা প্রথমে পায় তাই কুড়িয়ে নেয়; কিন্তু হঠাৎ ওর আচ্ছন্ন ভাব কেটে গিয়ে চিন্তাধারা সুস্থ হয়ে ওঠে—দেখতে পায় কি এখন করতে হবে ওকে। প্রথমে জ্বলন্ত কাঠগুলো উনুনের ভিতর থেকে তুলে জল দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেয়, খুন্তিটা কুড়িয়ে নিয়ে তাকের উপর তুলে রাখে, কড়াটা আরও উপরে তুলে ঝুলিয়ে দেয় যাতে করে না পরিজটা পুড়ে যায়। তার পর চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয় সব কিছু ঠিক আছে কি না—কোন রকম বিপদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না কোনখানে। যখন বুঝতে পারলো যে সব কিছুই ঠিক আছে তখন সে জল-চৌকিটার উপর থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে মাথায় জড়িয়ে স্বামীর পিছু পিছু বেরিয়ে পড়ে।

নীল আকাশের গায়ে তখন নক্ষত্রগুলি জ্বল্ জ্বল্ করে উঠেছে—চন্দ্রিমা-

হীন অন্ধ রাত্রিকেও করে তুলেছে আলোকময়ী।
গেটের বাইরে এসে তাসিয়া একবার ডান দিকে একবার বাঁ-দিকে তাকায়। ততক্ষণে গোচা বড় রাস্তার উপরে গিয়ে উঠেছে আর এত দ্রুত পায়ে ঝড়ের মত হেঁটে চলেছে যে ছুটে না গিয়ে ওর নাগাল পাওয়ার আশা তাসিয়া ছেড়ে দেয়। তবুও ওর পানে দৃষ্টি রেখে সে পিছন পিছন চলতে শুরু করে: হঠাৎ যদি সে ওর দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, কি হবে তখন?
ইতিমধ্যেই গোচা রাস্তা ছেড়ে আডাআড়ি পথে পাহাড়টাব কাছে গিয়ে পৌঁছায়। একটা ছোট টিলার পেছন ঘুরে পথটা বিগ্‌ভা পাডায যাবার গলিটার মোড় অবধি গিয়ে পৌঁচেছে।
তাসিয়া সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে: নিশ্চয়ই গোচা গিয়ে জেরার সঙ্গে ঝগডা বাধাবে আর নাম হাসাবে সালাণ্ডিয়া বংশের। ওকে ডেকে থামাবে নাকি? দারুণ ভীত হয়ে পড়ে তাসিয়া; নিশ্চয়ই ওকে গিয়ে ধরতে হবে: তাসিয়া প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে।
চডাই ভেঙে সে এগিয়ে যায়—পথটা এখনও অতিক্রম করতে পারেনি কিন্তু গোচা ততক্ষণে গলিটার পথ বেয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ তাসিয়ার মনে পড়ে যায় যে কাছেই ঐ অন্ধ গলিটার ভিতরে তার ননদ সালোমীর বাডী; আর মিছাই এতটা ভয় করছে তাসিয়া, সম্ভবত গোচা তার বোনের বাড়ীতেই যাচ্ছে। কিন্তু ঐ অন্ধ গলিটার দিকে যাওয়ার কথা মোটেই গোচার মনে হয়নি—সোজাই সে এগিয়ে চলেছে; সমস্ত ব্যাপারটার একটা শান্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি সম্পর্কে যা নাকি তাসিয়া একটু আগেই মনে মনে আশা করেছিল, সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়ে যায় তা; তাসিয়া পেছন থেকে চীৎকার করে ডেকে ওঠে: কোথায় চলেছ তুমি—বলি, যাচ্ছ কোথায়? সম্ভবত নেইয়া

তার পিসির ওখানেই আছে, তাছাড়া আর যাবে কোথায়?

গোচা যেন তার নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না; তাসিয়ার গলার আওয়াজ শুনল না সে। চট করে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাসিয়া ওর পিছন পিছন ছুটে আসছে; গোচাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে বলে ওঠে:

কোথায় চলেছ শুনি? একটু ধৈর্য ধর! আমি বলছি সে সালোমীর ওখানেই গেছে সম্ভবত রাত্রে থাকবে বলে, শুনতে পাচ্ছ, কি পাচ্ছ না?

মেয়ে কোথায় চলে গেছে বলে প্রথমটায় সে কেঁদেই আকুল, আর এখন কিনা সালোমীর দোহাই পাড়ছে—এসব গোলমেলে কথার অর্থ কি?··গোচা ভাবে। ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

তবুও তাসিয়ার কথায় ওর মনটা অনেকটা হালকা হয়ে যায়। কেন কথাটা তার আগে মনে পড়েনি যে নেইয়া তার পিসিমার ওখানেও যেতে পারে? গোচা সালোমীর বাড়ীর গলিটার পানে তাকায়। একটা জানলায় আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ওর নিশ্চিত ধারণা হয় যে, মেয়েটা ওখানেই আছে; তাসিয়া ওর কাছে এগিয়ে এলে পর সে সরাসরি তাকে প্রশ্ন করে: তুমি কোথায় চলেছ? সালোমীর ওখানে গিয়ে মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে এস।

ওর কথা অনুযায়ী তাসিয়া সালোমীর বাড়ীর পথে ছুটে চলে। দু'এক মিনিট পরে গোচা সালোমীর গলার স্বর শুনতে পায়; কি যেন বলতে বলতে আর বিলাপ করতে করতে সে ওর পানে ছুটে আসছে; তাসিয়া আসছে তার পিছে; কিন্তু কৈ নেইয়া তো নেই ওদের সঙ্গে!

মেয়ে তোমার গেলো কোথায়? খানিকটা দূরে থাকতেই চীৎকার করে সালোমী প্রশ্ন করে।

দারুণভাবে হাত মুখ নেড়ে সে দাদাকে গাল পাড়তে শুরু করে: মুখ হাসালে তুমি দাদা সমস্ত গায়ের লোকের সাম্নে, তোমার মেয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে! আর কেমন মেয়ে! মেয়ে তো নয় যেন পরী। কারো কথা তো আর তুমি কানে তুলবে না, নিজের খুসী মত ঝগড়া বিবাদ করেই চলেছ। এখন দেখলে তো কি বিপদ ডেকে নিয়ে এসেছ? তোমার জন্মেই যদি না হবে তবে কেন সে এমন বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে?

সালোমী তিলমাত্র নিজেকে সংযত করা প্রয়োজন মনে করে না, মনে হয় সে তার ভাইকে আক্রমণ করতেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

গোচা নীরব। তার অপরাধী দৃষ্টি যেন লোমশ ভ্রূ দুটোর নীচে আত্ম-গোপন করেছে, বস্তুত সালোমীর চোখে সেটা ধরা পড়ে গেছে,—তাই সে আরও সাহস পায়, আরও তীব্রভাবে ওকে বলতে শুরু করে; পাছে গোচা রেগে যায় এই ভয়ে যে কথাগুলো এতক্ষণ পর্যন্ত সে বুকের ভিতরে জমা করে রেখেছিল, নির্মমভাবে সেগুলো গোচার উপর সে বর্ষণ করতে থাকে।

খুবই বুদ্ধিমান বলে তুমি নিজেকে জাহির কর গোচা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ বাজে—সালোমী বলে,—নিজের মেয়ের সঙ্গে পর্যন্ত বনিয়ে চলতে পার না! কি চাও তুমি? কেন ওর পেছনে অমনভাবে লেগেছ? গোটা গাঁয়ের লোকের মুখে ওর প্রশংসা ধরে না—চাই কি তারা ওকে কাঁধে তুলে নাচতেও প্রস্তুত আর তুমি কিনা চাও তাকে ঘরের ভিতরে পুরে তালাচাবী বন্ধ করে রাখতে—ওর বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে ওকে দূরে সরিয়ে রাখতে, ওর জীবনটাকে গড়ে তোলার দিক থেকে বঞ্চিত করতে······ভেবে দেখ কতো দিন হল দুনিয়াটার পরিবর্তন হয়ে গেছে—পুরানো সব কিছুই গেছে সম্পূর্ণ বদলে, কিন্তু আজ পর্যন্তও

এ কথাটা তোমার মাথায় ঢুকল না যে যদি সে জেরাকে নাও চায় তবুও আর্চিল মোটেই তার উপযুক্ত পাত্র নয়। এতটুকুও আশ্চর্য হবো না আমি যদি নেইয়া বিয়ের অফিসে চলে গিয়ে জেরার স্ত্রী হিসাবে তার নাম রেজিস্ট্রি করে থাকে। কেউই আজকাল এ নিয়ে মাথা ঘামায় না, বুঝেছ—কেউ প্রশ্ন পর্যন্ত করবে না যে এ বিয়েতে তার বাপ মার মত আছে কিনা—সালোমী থেমে যায়।

তাসিয়া ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে :

সালোমী······কি সব বাজে বকছ তুমি! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার সঙ্গে তাসিয়া জড়িত কণ্ঠে বলে। গোচা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—কিন্তু সেটা সালোমীর দৃষ্টি এড়ায় না।

সত্যিই সে একটু বেশী কড়া কথাই বলে ফেলেছে। না, অবশ্য এ কথা আমি মনে করি না যে সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে—আপসোসের স্বরে সালোমী বলতে শুরু করে। ওসব ভাবছ কেন তাসিয়া? আমি বললাম যে এসব হয়ে থাকে আজকাল, অবশ্য এটা ঠিক যে আমাদের নেইয়া এমন কাজ করবে না—ওর বুদ্ধির ওপর অতটুকু আস্থা আমার আছে। সত্য কথা বলতে কি আমার ভীষণ ভয় হয়ে গিয়েছিল, দেখলাম তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ছুটে আসছ। আমার বুকের ভিতরটা এমনভাবে ধড়ফড় করে উঠলো যে কি বলবো। পথে এলিকোর ঘরটা দেখে এসেছ? হয়তো সে ওখানেই রয়েছে—বুঝতেও পারেনি যে এতটা রাত হয়ে গেছে।

উভয়েই নীরব।

হা ভগবান! তোমাদের হ'ল কি, দুজনার একজনেও কোন কথা বলছ না কেন? কিন্তু শুনে থেকে থাক যদি স্পষ্ট বলো না সে কথা। নেইয়াকে এলিকোর ওখানে না পাও তো আমার মাথাটা চিবিয়ে খেও। চল

তাসিয়া আর ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজে বাজে গবেষণা করে মন খারাপ করার প্রয়োজন নেই।

সালোমী ওভারকোটটা ধরে গোচাকে টেনে নিয়ে যায়। গলিটার ভিতর থেকে বেরিয়ে ওরা যৌথ খামারের অফিসের দিকের বড় রাস্তাটায় মোড় নেয়। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না—নীরবে চলতে থাকে।

ঐ পোরিয়াই তোমাকে পেয়ে বসেছে। সালোমী আবার বলে। বিশ্বাস করো আমাকে···আজকালকার দিনে তোমার ঐ অতি আদরের ভদ্রলোকটি জেরার কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নয়, কাগজে পর্যন্ত তার ছবি বের হয়—আর তাতেও তোমার মন ওঠে না! তুমি গোঁ ধরে বসে আছ পোরিয়াকেই চাই। আর তবু তো সে আমাদের কেউ নয়—তার বংশের দিক থেকেই বল আর আচার ব্যবহারের দিক থেকেই বল—কোন দিক থেকেই তার সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই। তাছাড়া ওর সম্পর্কে যে নানান ধরনের সব বদনাম রয়েছে, সেকি আর তোমার অজানা নাকি? প্রচুর! এ বলছে এ কথা—ও বলছে ও কথা, আর একজন বলছে আর এক কথা; আগুন ছাড়া কি আর ধোঁয়া ওঠে কখনও? তুমিও যে সে সব কথা না শুনেছ তাও নয়, কিন্তু তবুও তুমি তা গ্রাহ্য কর না···এসব জাতীয় লোকের অদৃষ্টে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে তাতো তোমার অজানা নেই। হয়তো জেলেই কাটে সারা জীবন···কি মনে হয় তোমার? তোমাকেও হয়তো জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। সে যদি মাতাল হয়, তোমার অন্তত মাথাটাও ধরবে—ভাল করে বিবেচনা করে দেখ কথাটা—বুঝেছ···।

(আঠারো)

দোতালায়, এলিকোর ঘরেরই ঠিক উপরে সভা বসে। পার্টি-সংগঠক জর্জির শহর থেকে ফিরতে অনেকটা দেরী হয়ে গেছে; সভায় জর্জি গত দুই দিন ব্যাপী জেলা পার্টি-সংগঠক সম্মেলনীর বিস্তৃত কায-বিবরণী পেশ করে এবং তারই উপরে কিছুক্ষণ আলোচনা চলার পর শুরু হয় অন্যান্য প্রসঙ্গ। সভার কাজ চলতে থাকে পুরো দমে। এলিকোর ঘর থেকে কখনও কখনও কমরেডদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। নেইয়ার দারুণ অনুশোচনা হয় যে জর্জির রিপোর্ট সবটা সে শুনতে পায়নি,—অবশ্য বাদ গেছে তার অতি সামান্যই।

এখন ওরা আলোচনা করছে সানারিয়া যৌথ চাষীদের সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা সম্পর্কে। সমাজতন্ত্রী প্রতিযোগিতার চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করার নির্ধারিত দিনটি খুবই কাছে এসে পড়ছে, কিন্তু ওর্কেটি গাঁয়ের লোকেরা এখন পর্যন্ত তাদের চুক্তির সর্ত ঠিক করে উঠতে পারেনি। বিষয়টির উপর জেরা কিছুক্ষণ বক্তৃতা করে। নেইয়া খুব ভাল করেই জানে জেরার পরিকল্পনা, কেননা, এ সম্পর্কে সে নিজেই জেরাকে সাহায্য করেছে অনেকখানি। কিন্তু পরবর্তী বিষয়টি শোনার জন্য নেইয়া অধিকতর উৎসুক হয়ে ওঠে: সকালবেলার ঘটনা—ওর বাবার ব্যবহার এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন কমরেডদের মতামত। বস্তুত গোচার প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে সভায় বেশ খানিকটা গরম আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। ক্রমেই যৌথ চাষীরা উত্তেজিত হয়ে উঠে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। বিশেষ করে ব্রিগেড লীডার জোসিমীর গলাই শোনা যায় বেশী স্পষ্ট। বেশীর ভাগ সময় মাঠ আর বনে কাটাবার দরুণ ঘরের স্বল্প পরিসর পরিধির ভিতরেও কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনীয় হ্রস্ব দৈর্ঘের আন্দাজ তার একটু কম।

ব্রিগেড লীডার যে কেবলমাত্র গোচার উপরেই ক্রুদ্ধ হয়েছে তাই নয়, ঐ দুর্বিনীত সালাণ্ডিয়ার প্রতি অত নরম ব্যবহারের জন্য জেরার বিরুদ্ধেও তার অভিযোগ প্রচুর।

গাছের গুঁড়ি আর কাঠ বয়ে বয়ে আমাদের পিঠের ছাল চামড়া সব উঠে গেল অথচ দিনের পর দিন গোচা থাকবে গরহাজির তবুও সে সম্পর্কে টুঁ শব্দটিও করবে না জেরা। প্রায় চীৎকার করে জোসিমী বলে ওঠে: আমার দলের অন্য সব লোকের কাছ থেকে কি দাবী করতে পারি, যখন তারা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে এমন একটা দৃষ্টান্ত? হয় কাল থেকে অন্য সবার মতন গোচাও কাজে যাবে নইলে তাকে এমন শাস্তি দিতে হবে যেটা অন্যের কাছে একটা শিক্ষনীয় বিষয় হয়ে থাকে।

কেউ কেউ জোসিমীকে সমর্থন করে, কিন্তু জেরা এবং জর্জি কিছুতেই ওদের সঙ্গে একমত হতে পারে না। সকালের ঘটনার জন্য জেরা জোসিমী আর তার দলকে সম্পূর্ণ দায়ী করে। মোষটাকে জোয়ালে জোতার জন্য জোসিমীর ভুলকে সে একটা দারুণ অপরাধ বলে মন্তব্য করে—অপরাধটা এমনই মারাত্মক যে এতে করে লীডারের "বামপন্থী বিচ্যুতি" হয়েছে বলেও সন্দেহ করা যেতে পারে।

নেইয়া বুঝে উঠতে পারে না, কেন জেরা ঐ সামান্য ব্যাপারটাকে অত অতিরঞ্জিত করে দেখছে। গোচা যখন নিশ্চিত অপরাধী তখন কেন সে তার হয়ে অত কথা বলছে? তবে কি নেইয়ার জন্যই জেরা করছে এ কাজ—নেইয়াকে ভালবাসে বলে? না, নিশ্চয়ই তা হতে পারে না। জেরা আর তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা।

বালিশের উপরে একটা কনুইয়ের ভর রেখে নেইয়া এলিকোর বিছানার উপরে অর্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে। হাত দিয়ে ঠেলে ঝুলে পড়া চুলগুলিকে

মাথার পেছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে সে আঙুল দিয়ে কানটাকে বাঁকিয়ে ধরে যাতে করে উপরের ঘরের আলোচনার প্রত্যেকটি কথা ভাল করে শুনতে পায়।

টেবিলের পাশে বসে এলিকো, ওর সামনে একটা খোলা খাতা বিভিন্ন চিত্রাঙ্কনে ভর্তি; আঙুলের ফাঁকে ধরা পেন্সিলটাকে যান্ত্রিকভাবে সে নেড়ে চলেছে, কেননা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেও শুনছে বসে উপরের ঘবের আলোচনা।

বলো তো নেইয়া, ঠিক ঠিক ঘটনাটা কি ঘটেছিল সকাল বেলায়? উপবেব ঘরের সোরগোল শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে এলিকো নেইয়াকে ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করে,—সব কিছুই কেমন যেন আমার কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে······

নেইয়া কোনও জবাব দেয় না, একদৃষ্টে সে ঘরের সিলিংটার পানে তাকিয়ে শুনে চলে······

তোমার বাবার মোষটাকে কেউ বুঝি কাঠ টানার জন্য জোয়ালে জুতেছিল—এইতো? তা সেটা কি একটা এমনি মারাত্মক ব্যাপার? এলিকো আবার প্রশ্ন করে।

কোন জবাব না পেয়ে খেলাচ্ছলে সে খাতাটার মার্জিনের দিকে পেন্সিল দিয়ে দ্রুত ছবি এঁকে যায়—কাগজের বুকে ফুটে ওঠে একটা মোষের মাথা, শিং দুটো পেছনের দিকে বাঁকানো।

ছবিটা এলিকো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে; হাঁ, দেখতে নিকোরার মতনই হয়েছে বটে, কপালের উপরে শাদা দাগটার পরিবর্তে সে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে দেয় মোষটার ভ্রূর উপরে, তারপর নেইয়ার দিকে ফিরে বলে: খুব খারাপ হয়নি, কি বলো নেইয়া?

চুপ কর এলিকো, গোল করো না, জেরা বলছে···শুনতে দাও! নেইয়া

বলে আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা তুলে ইশারায় ওকে কথা বলতে নিষেধ করে।

বাধ্য হয়ে এলিকো চুপ করে যায়; নীরবে সে ছবিটার বাকী অংশটা আঁকতে শুরু করে,—শরীর, পা—ক্রমে পুরো ছবিটা কাগজের উপর জীবন্ত হয়ে ওঠে।

শোন, শোন, এলিকো! জর্জিকে একবার শেষবারের মতন বাবার সঙ্গে কথা বলতে নির্দেশ দিচ্ছে। সবাই বলছে জর্জির উপরে তাঁর বিশ্বাস আছে, হয়তো ওর কথা শুনলেও শুনতে পারে···মনে হচ্ছে ওরা জোসিমীকে তিরস্কার করবে বলে ঠিক করেছে,—একটু পরে নেইয়া বলে তারপর পুনরায় মুখ ফিরিয়ে শুনতে চেষ্টা করে।

কিন্তু এবার আর এলিকো নেইয়ার কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে না।

এখন ধর যদি কোন শত্রু পক্ষের লোক মোষটাকে অমনি করে খাটাতো, সেটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা—কাগজের উপরে পেন্সিলটা দ্রুত চালাতে চালাতে এলিকো যেন আপন মনেই বলতে আরম্ভ করে। মোষটার গলায় সে একটা জোয়াল আঁকে, জোয়ালের সঙ্গে একগাছা দড়ি; কিন্তু হঠাৎ ওর হাতের পেন্সিলটা থেমে যায়, মুখে ফুটে ওঠে একটা দুষ্টুমীভরা মৃদু হাসি, চোখ দুটি চক্ চক্ করে ওঠে—নীরবে হাসতে হাসতে সে তার বন্ধুকে বলে:

নিকোরা মাদী মোষ বলেই বোধ হয় জেরা এতোটা চটে গেছে—কি বলো নেইয়া? কোন সাহসে ওরা একটা মাদী মোষকে জোয়ালে জুতলো, বুঝেছ? নিকোরা আমাদের জাতেরই তো···

বোকার মতন কথা বোলো না! নেইয়া বলে, চুপ চুপ! তুমি·কি মনে কর জর্জি ওদের যা খুসী তাই করতে দেবে? কোন্ সাহসে ওরা বাবাকে

কুলাক্ বললে ? ঠিকই করেছে সে। কমরেডদেরই একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

তা ছাড়া আমি কি বলছি জান ? কেবলমাত্র এই মোষ জাতটার ভিতরেই স্ত্রী পুরুষে সাম্য রয়েছে ; স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতের মোষ দিয়েই জোয়াল টানানো চলে—আর জোয়ালে জুতলে পর উভয়ের মধ্যে এতটুকুও পার্থক্য বোঝা যাবে না, কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা হলফ করে বলবে যে মেয়েরা হচ্ছে দুর্বল জাতি ; বস্তুত ওদের কথার কোনই অর্থ নেই। আচ্ছা, আমার দিকে ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখতো—আমি কি দুর্বল,—সেই যুবকটি সঙ্গে কি আমি পারি না ভাবো ?

কিন্তু নেইয়া এলিকোর শেষের দিকের কথাটা শোনে না ; উপরের দোতালা থেকে চেয়ার সরাবার শব্দ আর যৌথ চাষীদের ভারী পায়ের আওয়াজে কাঠের মেঝেটা আর্তনাদ করে ওঠে। নেইয়া চট্ করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

সভা ভেঙেছে, জেরার সঙ্গে একটিবার দেখা করবো আমি। চুলগুলি পেছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে দরজা খুলে সে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু, রাত্রে তা হলে তুমি থাকছ না আমার সাথে ? ওর পেছন পেছন এগিয়ে এসে এলিকো প্রশ্ন করে।

নেইয়ার কোটের প্রান্ত দরজার হাতলের সঙ্গে আটকে যায়, মুহূর্তের জন্য সে থমকে দাঁড়ায়।

পিসিমার ওখানেও চলে যেতে পারি···কিন্তু তা বলে এক্ষুনি শুয়ে পড়ো না যেন, হয়তো ফিরেও আসতে পারি,—নেইয়া বলে, তারপর কোটের কোণটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে যায়।

দ্রুত চলতে গিয়ে ওর কোটের পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ

পড়ে যায়। এলিকো তখ্‌খুনি সেটা কুড়িয়ে নেয়। নেইয়াকে ফিরে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ কি ভেবে সে থেমে যায়—আর্চিল পোরিয়াব কবিতাটা জেরা না দেখলেই ভাল।

কি ভাগ্য! ওর পেছন পেছন গিয়ে দিয়ে আসবো ওকে, না চেপে যাবো? চিঠিটার পানে তাকিয়ে সে ভাবে। কখনও সে লাল হয়ে ওঠে আনন্দে, কখনও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়।

হারিয়ে ফেলেছে—ভাববে নেইয়া,—এতো উচ্চকণ্ঠে সে বলে ওঠে—যে ঘরটা ওর গলার আওয়াজে গম গম করে ওঠে।

ক্রমে ওর ভয় কেটে গিয়ে খুসীতে পূর্ণ হয়ে ওঠে অন্তর। চিঠিটাতো যে কোন জায়গায়ই পড়ে যেতে পারে সুতরাং কেন সে এ কথাইবা ভাববে যে ওটা আমার ঘরেই পড়েছে? আমিও হলফ করে বলবো, জানি না, কিছুই জানি না তো আমি!

আঙ্‌ুলের টিপের ভিতরে ধরে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করতেই হঠাৎ ওর মনের সবটুকু আনন্দ উবে যায়। দাঁতে দাঁত শক্ত করে চেপে ধরে—চিঠিটা ছিঁড়তে গিয়েও থেমে যায়।

না, হয়তো কোন সময়ে এটা কমরেডদের কাজে লাগতে পারে···যদি কবিতাটার মানে তাই হয় নেইয়া যা বলেছে···

আত্মস্থ হয়ে ওঠে এলিকো, ঠিক করে কিছুতেই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলা হবে না, কিন্তু এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে যাতে কেউ না ওটার অস্তিত্ব খুঁজে পায়।

কোন দিন যদি এটা ভীষণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে···খু-উ-ব—খু-উ-ব দরকারী হয়ে পড়ে, তখনই কেবল বের করে দেবো।

ওর মনটা হালকা হয়ে ওঠে—সংশয় দূর হয়ে যায়, চিঠিটা আবার ভাঁজ করে তার বুকের তলায় লুকিয়ে রাখে।

ছুটতে ছুটতে নেইয়া প্রায় সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা কমরেডদের ভীড়ের কাছে এসে পড়ে; মুহূর্তে সে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে পা টিপে টিপে বাড়ীটা অতিক্রম করে একটা কোণের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এখন আর লুকোবার প্রয়োজন নেই, তারপর যতটা জোরে সম্ভব ছুটে গিয়ে বেড়ার খুঁটিটার ভিতর দিয়ে গলে উদ্যান পেরিয়ে একটা ছোট মাঠের ভিতরে এসে পড়ে। মাঠটার পাশ ঘেঁসে একটা সরু, অপরিসর পথ বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে; নেইয়া জানে এই পথ ধরেই জেরা আফিস থেকে বাড়ী ফেরে। দ্বিতীয়বার চিন্তা মাত্রও না করে ঐ পথটা ধরেই সে ছুটে যায় তারপর মাঠটা পেরিয়ে এসে যখন দু পাশে গাছের সারি দেখতে পায় তখন সে থেমে নিঃশ্বাস নেয়।

আকাশ ছেয়ে উজ্জ্বল তারাগুলি জ্বলজ্বল করছে—অন্ধকার অনেকটা ফিকা হয়ে এসেছে। পাছে কেউ ওকে দেখে ফেলে এই ভয়ে নেইয়া একটু সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অনুসন্ধিৎসুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পায় না—কেবলমাত্র শুধু চোখের সামনে ভেসে ওঠে গাছগুলোর অস্পষ্ট ম্লান ছায়া। চারদিক নিঝুম—একটু শব্দ বা কারুর কথার আওয়াজ কোথাও শুনা যায় না। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ওঠে নেইয়া; কিন্তু তবুও আর একটু নিরাপদ হবার জন্য সে নিকটবর্তী গাছটার আড়ালে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করে।

সময় বয়ে যায়, কিন্তু জেরার দেখা নেই। দূরে শুনতে পায় নেইয়া, কমরেডরা পরস্পর পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে।

ওর অন্তর জুড়ে এক তীব্র উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে; চারদিকে ঘেরা অন্ধকার বন, আর তারই ভিতরে একা সে। ভয় অবশ্য পায় না কিন্তু

তবুও কেমন জানি মনটা ভার হয়ে আসে—কেমন যেন স্বস্তিও বোধ করে না।

নেইয়া আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে।

চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম,—বুঝিবা কোন এক সুদূর পরপার থেকে হঠাৎ ভেসে আসা এই নিঝুম নীরবতায় ভরে গেছে দশ দিক; নিজের অজ্ঞাতেই কান খাড়া করে নেইয়া কি যেন শুনতে চেষ্টা করে। স্তব্ধতার ভিতরে কেমন যেন একটা বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেক মুহূর্তেই আরও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, শুনতে চেষ্টা করে—এতক্ষণে মনে হয় যেন এই নীরবতা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ নয়,—কেমন যেন একটা রহস্যপূর্ণ খস্ খস্ শব্দ, চাপা কণ্ঠের অস্পষ্ট ফিস্ ফিস্ আওয়াজের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য হচ্ছে এই যে, ঐ আওয়াজ বা কণ্ঠস্বরে নীরবতা এতটুকুও ব্যাহত হয় না, স্তব্ধতা আরও যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে। কি এসব? আকাশভরা তারার ঝিকিমিকি থেকেই কি জেগে উঠছে এই ধ্বনি, না জেগে উঠছে ধরিত্রীর বুক চেরা দীর্ঘশ্বাস, কিম্বা বাতাস মর্মরধ্বনি তুলে বয়ে যাচ্ছে গাছের শাখা, ঝোপ আর ঘাসের ডগায় শিহরণ তুলে…? তা ছাড়া এমন শব্দ আর আসতে পারে কোথা থেকে?

কিন্তু কৈ জেরা ত আসছে না এখনও।

নেইয়ার মনে হয় যেন তার পিছনের ঐ মর্মর শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে; খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওর মনে হয়, অনুভব করে ওর সর্বাঙ্গ দিয়ে যে কি যেন একটা ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে পেছন থেকে। এতক্ষণে সত্যিই ভয় পায় নেইয়া। সামনের বনটার দিকে তাকায়—হয়তো কেউ রয়েছে কাছাকাছি?

কিন্তু কৈ! কোথাও তো কেউ নেই। এখন আর যেন সে নিজের

চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না ; ভয়ের বুঝিবা চোখ আছে,—ওর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে ঐ বনের ভিতরে। ছুটে মাঠের ভিতর চলে যাবে কি সে ? না, তাতেও ভয় করছে তার ! ওর মনে হয় যে মুহূর্তে বনটার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াবে সেই মুহূর্তেই ঐ অদৃশ্য জীবটা তেড়ে আসবে ওর পিছু পিছু।

দু হাতে জড়িয়ে ধরে গাছটার সঙ্গে সে তার সমস্ত দেহটা মিশিয়ে দেয় ;—আর সঙ্গে সঙ্গে মনটাও খানিকটা হাল্‌কা হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরক্ষণেই কাছেই কোথাও গাছের ডাল মড়মড় করে ওঠে— অন্ধকারের ভিতর থেকে কি একটা অতিকায় জন্তু বেরিয়ে আসে। কিন্তু রক্ষা এই যে সেটা ওর কাছাকাছি নয়, অনেকটা দূরে····· প্রথমে ভেবেছিল বুঝি ঐ ভয়ংকর জন্তুটা ওর দিকেই তেড়ে আসছে—আর একটু হলে প্রায় মূর্ছা যেত নেইয়া, যদি না তখ্‌খুনি সে বুঝতে পারতো যে জন্তুটা ওর বিপরীত দিকেই চলে যাচ্ছে বনের কিনারা ধরে।

অন্ধকারের ভিতর থেকেও সে স্পষ্ট দেখতে পায় যে জন্তুটার পিঠের উপরে বিরাট একটা কুঁজ রয়েছে—কুঁজটা এতো বড যে সেটা গাছের ডালে ঠেকে ঠেকে যাচ্ছে।

কিন্তু ভীত কম্পিত নেইয়া একটা জিনিস কেবলমাত্র বুঝে উঠতে পারেনি যে জন্তুটার পা দুটো না চারটে।

দুটো পা সে পরিষ্কারই দেখতে পেয়েছে, কিন্তু মনে হল যেন পেছনে আরও দুটো পা নড়ছে। কি এক রহস্যজনকভাবে যেন পেছনের পা দুটো সামনের পা দুটোর অনেক পেছনে পড়ে যাচ্ছে আবার এগিয়ে আসছে খুবই কাছাকাছি ; চলার ভঙ্গী-ঠিক যেন একটা শুঁয়া পোকার মতন।

নেইয়া চোখ বোজে। অন্য কিছু চিন্তা করলে হয়তো ঐ ভয়ংকর দৃশ্যটার কথা মিলিয়ে যাবে ওর মন থেকে। পরে যখন চোখ খুল্‌লো তখন সেই অতিকায় জন্তুটা অদৃশ্য হয়ে গেছে—এমন ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে যে তার অস্তিত্বের লেশমাত্র চিহ্নটুকুও আর নেই।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে নেইয়া,—বুঝি বা ওর ভয় দূর হয়ে যায়। এবার বন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া যাক ;—নেইয়া ভাবে।

কিন্তু না,—হঠাৎ বনের ভিতরে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ ওঠে, সশব্দে গাছের ডাল পালা ভেঙে চুরে কে যেন এগিয়ে আসছে। গাছের ফাঁকে আর একটা জন্তুর আবির্ভাব হয়--আগেরটার চাইতেও ভীষণ,—বিরাট কালো রংয়ের শরীর ; দেহটা সম্পূর্ণ মিশে গেছে অন্ধকারের সঙ্গে—একাকার হয়ে গেছে সব ; কেবলমাত্র দেখা যাচ্ছে ওর চকচকে দুটো হলদে চোখ আর লাঠিব মতন সোজা শক্ত লেজটা। জন্তুটার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে আর শোনা যাচ্ছে একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ,--লেজটা গাছের গোড়ার সঙ্গে লেগে লেগে শব্দ উঠছে।

হঠাৎ জন্তুটা মানুযেব কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে :

থলেটা আমার, শুনছ ! আমার থলেটা ফিরিয়ে দিয়ে যাও !

দেহটা নিশ্চয়ই মানুষের নয় ? না কিছুতেই হতে পারে না তা। কিন্তু, যদি সে ভুল না শুনে থাকে, ঐ ভয়ংকর গর্জনটা মনে হচ্ছে যেন গ্‌ভাদি বিগ্‌ভার গলার স্বর। নিশ্চয়ই নেইয়ার ভুল হতে পারে না—গ্‌ভাদির ছাড়া ও আওয়াজ আর কারুরই নয়।

এ কি সব পাগলের মতন ভাবছে সে ? মাথাটা কি একেবারে খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

একটু পরেই লেজওয়ালা অতিকায় জন্তুটা গাছটার কাছেই এসে পড়বে, যেটার তলায় নেইয়া আত্মগোপন করে আছে। নিশ্চয়ই

এখন ও ছুটে পালিয়ে যাবে……তা ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই।

বনটার দিকে পিছন ফিরে নেইয়া ছুটতে শুরু করে—যেন মাঠের বুকের উপব দিয়ে বয়ে চলেছে একটা দমকা হাওয়া। দু হাতে বুকটা চেপে ধরে, চোখ বুজে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে চলেছে ছুটে· নিদারুণ ভয়ে বুঝিবা ওর পাখা গজিয়েছে, চলেছে উড়ে, যেন মাটির বুকে পা ঠেকছে না ওর মোটেই। কিন্তু যখন বুঝতে পারে যে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে সে রক্ষা পেয়ে গেছে আর কেউই আসছে না তেড়ে ওব পিছন পিছন, তখন আবার ওর দেহ মন জুড়ে ফিরে আসে শক্তি।

মাঠটা পিছনে ফেলে ছুটতে ছুটতে নেইয়া প্রায় যৌথ খামারের আফিসের দরজার কাছাকাছি এসে পড়ে; অনুভব করে সে এসে পড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি চোখ খোলে,—আর একটু হলেই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তো গিয়ে বেড়াটার গায়ের উপর; আঃ বেড়াটা দেখতে পেযে কি আনন্দই না হচ্ছে তার। বেড়ার খুঁটিগুলো যেন এক সার সৈনিক, প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শত্রুর কবল থেকে ওকে উদ্ধার করতে। এতক্ষণে নেইয়া নিরাপদ।

দেখা গেল, সে অন্ধের মত চোখ বুজে দরজা অতিক্রম করে চলে গেছে; আবাব ওকে এখন আসতে হবে ফিরে। কিন্তু ওর পানে দু হাত বাড়িয়ে কে যেন খোলা দরজার পথে দাঁড়িয়ে আছে—যেন ওকে ধরার জন্যই সে প্রতীক্ষা করছে অমনি প্রসারিত বাহু মেলে।

নেইয়া কেঁপে ওঠে; থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কোথায় ছিলে তুমি, নেইয়া?

কে জেরা? না আবার সে কল্পনায় শুনতে পাচ্ছে জেরার কণ্ঠ, যেমন একটু আগেই গ্‌ভাদির স্বর শুনতে পেয়েছিল বনের ভিতর?

নেইয়া পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়াবার উপক্রম করতেই জেরা এক লাফে ওর কাছে এগিয়ে এসেই শক্ত মুঠোয় ওর হাত দুটি চেপে ধরে।

এতোটা রাত অবধি কোথায় ছিলে তুমি ?

নেইয়া ওর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করতেই জেরা ছোট্ট শিশুটির মতন দু হাত দিয়ে তুলে নিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরে।

নেইয়া! কি হয়েছে বলতো? কেউ তোমাকে ভয় দেখিয়েছে নাকি ?

ঝুঁকে পড়ে জেরা নেইয়ার দুটি চোখের পানে তাকায়: দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড—শূন্য দৃষ্টি মেলে নেইয়া ওর পানে তাকায়,—কিছুতেই যেন তার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে ও জেরা। মমতায় জেরার বুক ভরে ওঠে, খুব কোমল কণ্ঠে সে ওকে বলে: এখন আমার দিকে খুব ভাল করে তাকাও দেখি, লক্ষ্মীটি; হাঁ ঠিক হয়েছে···অমনি করে তাকিয়ে থাক···

জেরা! অনেকক্ষণ পরে নেইয়া বলে ওঠে। আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে নেইয়ার অন্তর, দু হাত বাড়িয়ে সে জেরার গলাটি জড়িয়ে ধরে ছোট্ট খুকির মতন ওর বক্ষলগ্না হয়ে পড়ে থাকে।

ধীরে ধীরে নেইয়া সুস্থির হয়ে ওঠে,—ভুলে যায় বনের ভিতরের তার সেই নিদারুণ ভয়ের কথা, ভুলে যায় জেরার উপর তার সেই বিরক্তির কথা, ভুলে যায় যে ব্যাকুল প্রতীক্ষমানতায় কেটেছে তার সমস্ত দিন—দিনভর সুযোগ খুঁজেছে সে জেরার সঙ্গে দেখা করে তার মনের কথাগুলো খুলে বলতে!

জেরা ওকে নামিয়ে দেয়, তারপর জিজ্ঞাসা করে, কিসে সে এতোটা ভয় পেল যে জেরাকে পর্যন্ত চিনতে পারেনি। বনপ্রান্তে তার সেই অভিযানের কথা সব কিছু ওকে খুলে বলে নেইয়া।

এতোটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম আমাদের গ্‌ভাদিকে! একটা জানোয়ার যেন অবিকল ওর কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো—থলেটা আমার, দিয়ে যাও বলছি আমার থলেটা!···কি বোকার মতন কথা বলতো! ভাবতে পারো জেরা, কি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি···বলোতো, কি করে বিশ্বাস করলাম যে গ্‌ভাদি থলে থলে করে চীৎকার করছে? কি অদ্ভুত, না?

কি করে জানলে, হয়তো গ্‌ভাদিও হতে পারে? জেরা গম্ভীর কণ্ঠে বলে।

তাব মানে? গ্‌ভাদি কি করে আসবে?

যাকগে, এখন শোন! কাউকে আর বোলো না যেন একথা, ভীতু বলে ঠাট্টা করবে সবাই তোমাকে। চমৎকার তরুণ কম্যুনিস্ট, যাই বলো! জেরা ঠাট্টা করে।

কিন্তু, তুমি ছিলে কোথায় এতক্ষণ? মিটিং তো সেই কখন শেষ হয়ে গেছে।

জর্জিকে নিয়ে বাড়ী গিয়েছিলাম আমি,—তোমার বাবার সম্পর্কে ওর সঙ্গে কিছুটা আলোচনা হলো···আর গ্‌ভাদির ব্যাপার নিয়েও পরিষ্কার আলোচনা করলাম; তারপর ফিরে এলাম চা বাগানের ভিতর দিয়ে।

চা বাগানের কথাটা উল্লেখ করতেই নেইয়া ঝগড়া করার জন্য তৈরী হয়ে ওঠে:

ভাল কথা মনে পড়লো, সকালে আমার সঙ্গে ঐরকমের ব্যবহার করার অর্থ কি মশাই? চারদিকে লোক দাঁড়িয়ে, আর তুমি কিনা পাঠিয়ে দিলে আমাকে বাবার পেছন পেছন। যেন আমি একটি কচি খুকী আর কি? কেন তুমি আমাকে সবার সামনে অমন করে অপদস্থ করলে, তার কৈফিয়ৎ দাও দেখি।

বনের ভিতরের সকালের ঘটনার কথা মনে পড়ে জেরা হেসে ওঠে:
চটে আগুন হয়ে যায় নেইয়া, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে যায় তার বাড়ী ফেরার পরের সব ঘটনা। বাবা নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে একবার যখন তাঁর কথা শুনেছি তখন তাঁর হুকুম ছাড়া এক পাও আর বেরতে পারবো না আমি। 'আর্চিল পোরিয়াকে বিয়ে করতে হবে তোকে'—তিনি হুকুম করলেন—'আর কখ্খনো যেন দেখতে না পাই তুই কমরেডদের সঙ্গে মেলামেশা করছিস।'—ভাবো দেখি একবার! আমাকে ঘরের ভিতরে পুরে তালা বন্ধ করে রাখতে চেয়েছিলেন! এই হলো তার ফল, বুঝলে?

তুমি বল্‌লে না কিছু?

জেরা অবাক হয়ে যায়, মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপারটা ওর কাছে যেন একান্ত অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

কি বল্‌লে তুমি তখন? কৌতুকভরা কণ্ঠে জেরা প্রশ্ন করে, যেন ওরা এক অভিনব প্রশ্নোত্তরের খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু এবার সত্যি সত্যিই নেইয়া ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে:

পোরিয়া কি ধরনের লোক সে সম্পর্কে এতটুকুও ধারণা নেই তোমার। এমনভাবে নেইয়া বলে ওঠে যেন সে জেরাকে ওর বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে।

এতো দিনেও তুমি বুঝতে পারলে না যে কি ভীষণ শয়তান ঐ লোকটা! সে যে কেবল আমার বাবার মাথাটাই খেয়ে বসে আছে তাই নয়, তোমারও নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে; আর তুমি তা বুঝতেও পার না···এ কথা যে কতোখানি সত্য শীঘ্রই আমি তোমাকে তা প্রমাণ করে দেবো! আচ্ছা দাঁড়াও······

নেইয়া তার পকেটের ভিতরে হাত পুরে কি যেন খুঁজতে শুরু করে;

কিন্তু এলিকোকে লেখা আর্চিলের সেই চিঠিটা কোন পকেটেই সে খুঁজে পায় না।

ওকে অমনি করে পকেট হাতড়াতে দেখে জেরা কারণ কি জানার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে :

কি খুঁজছ অমন করে?

নেইয়া কোন জবাব না দিয়ে নীচু হয়ে ঘাসের ভিতর হাত ডুবিয়ে কি যেন হাতড়ে বেড়ায়। কি বিভ্রাট!

নিশ্চয়ই যখন তুমি আমাকে তুলে নিয়েছিলে তখন পড়ে গেছে,— খুঁজতে খুঁজতে নেইয়া বলে। কিন্তু আর্চিল পোরিয়ার কবিতার পাণ্ডুলিপিটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। নেইয়া জেরাকে দেশলাইটা বের করতে বলে।

আগে বল কি খুঁজছ, তাহলে দেবো দেশলাই···

উত্তেজিত কণ্ঠে এক নিঃশ্বাসে নেইয়া এলিকোর সঙ্গে আর্চিলের ব্যবহার, তার কবিতা ও উপহার দেয়ার কথা বলে যায়।

নীচ কুলাকটার কি দুঃসাহস দেখ, সে কিনা তরুণ কম্যুনিস্ট দলের মেয়েদের পিছনে লাগে! ক্রুদ্ধ কণ্ঠে নেইয়া বলে।

কিন্তু নেইয়া, কেউ যদি কোন মেয়ের দিকে নজর দেয় তাকে তো আর আমরা বারণ করতে পারি না।

কিন্তু তা বলে কি সে একজনকে প্রতারিত করবে?

কেন তুমি ভাবছ সে ওকে প্রতারিত করছে? বোধ হয় সে এলিকোকে প্রতারিত করেনি, করছে তোমাকে।

সে একই হ'ল! দেখছ না কবিতাটার মানে সম্পূর্ণ আলাদা?···সে আমাদের উপহাস করছে···অত্যন্ত জঘন্য···কাগজটা হারিয়ে ফেললাম কি? তাহলে কি বলবো গিয়ে এলিকোকে?

ছেড়ে দাও নেইয়া, কি এমন মূল্য আছে সেই কবিতাটার? তার চাইতে এস তোমার বাবার বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক এখন…'

কিন্তু জর্জি আর তুমি তোমরা দুজনেই না তার হয়ে বললে তখন?

হাঁ, কিন্তু সে যে কারণেই হোক, তোমার বাবা এ জন্য নয় তা বলে; কিন্তু কে বলেছে তোমাকে যে আমরা তার পক্ষ নিয়ে কথা বলেছি?

আর তোমার মতে তো জোসিমীই হচ্ছে ঐ সব ঝগড়া বিবাদের মূল··

সে কথা স্বতন্ত্র, নেইয়া, আমি যখন সকালের সব বৃত্তান্ত জর্জিকে খুলে বললাম সে কি বল্‌লে জান? সে বল্‌লো, নিশ্চয়ই কোনও শত্রুপক্ষের লোক গোচাকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এটা আমাদের পক্ষে একটা দারুণ লজ্জার কথা। গোচার মত লোকের সঙ্গে খুবই সতর্ক হয়ে চলা দরকার। জর্জি বললো, ওর সঙ্গে আমাদের আরও সন্তর্পণে চলতে হবে; দু'একটা তক্তা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করার কোন মূল্য আছে কি? ঘরটা শেষ করার জন্য প্রয়োজন ওর এখন অতি সামান্য জিনিসেরই; খুব সহজেই ওকে আমরা দলে টানতে পারি, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন আমাদের আর একটু নরম ব্যবহার করা…এই হচ্ছে জর্জির কথা, আর আমারও মত ঠিক তাই। ইচ্ছা করেই তখন আমি জোসিমীকে গাল দিয়েছিলাম, যাতে করে গোচার মনে একটু রেখাপাত হয়। জর্জি ভার নিয়েছে, তোমার ও তোমার বাবার মধ্যে যাতে একটা মিটমাট হয়ে যায় তারই চেষ্টা করতে। যদি সফল হয় তো ভালই, কিন্তু যদি তা না হয় তবে গোচার সঙ্গে আর আমাদের কোন সম্পর্কই থাকবে না। তুমিও এ বিষয়ে একটু কথা বোলো ওর সঙ্গে, কেমন?

দেখ এই কিছু দিন ধরেই তিনি যেন কেমন হয়ে উঠেছেন…কোন কিছুতেই যেন আর তাঁর মনে কোন তৃপ্তি আসে না। আগে আগে

বোঝালে তবু বুঝতেন···মনে হয় এ সবের মূলে ঐ আচিলেরই হাত রয়েছে। তুমি দেখে নিও আমার কথাটা ঠিক হয় কি না···

পোরিয়া যে আমাদের লোক নয় সেটা অবশ্য আমরা খুব ভাল করেই জানি, বুঝলে নেইয়া! ওকে এমনভাবে কারখানার ভার দিয়ে রাখার জন্য আমিই কতকটা দায়ী; তখন আমাদের এমন কেউই ছিলো না যাকে ঐ পদে বাহাল করি,—এক সঙ্গে চলতে চলতে জেরা বলে। তুমি ঠিকই ধরেছ নেইয়া, পোরিয়ার সম্পর্কে তোমার সন্দেহটা খুবই সত্যি···আমরাও অনেক কিছু প্রমাণ পেয়েছি যে পোরিয়া ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত,—বিমর্ষ কণ্ঠে জেরা বলে।

নীরবে ওরা আরও খানিকটা পথ এগিয়ে যায়। জেরা গোচার বাড়ীর দিকে মোড় নিতেই নেইয়ার গতি মন্থর হয়ে আসে।

বাড়ী যাবো না আমি, জেরা—হঠাৎ রেগে উঠে নেইয়া বলে।

চমকে উঠে জেরা ওর পানে তাকায়ঃ

তার মানে?

নেইয়া ওর কথার জবাব দেওয়ার পরিবর্তে নীরবে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দেয়। সে আমি জানি না? কি মাথা মোটা লোক তুমি! কথাটা বলে ফেলেই নেইয়া এমন বিবর্ণ হয়ে ওঠে যেন এক্ষুনি ওর ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে।

জেরাও আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে তারপর নেইয়াকে কাছে টেনে আনে। সে চায় নেইয়ার সঙ্গে একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা বলতে—একান্ত প্রয়োজনীয় কথা। আর কথাটাও এসে পড়েছে তার জিভের ডগায়; কিন্তু কিছুতেই জেরা কথাটা উচ্চারণ করে বলতে পারছে না; নেইয়া তার একান্ত সন্নিকটে—এই ঘনায়মান সান্নিধ্যের নিবিড়তায় বুঝিবা ওর নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত বন্ধ হয়ে আসে! তবুও সে মনকে

শক্ত করে রাখে, তারপর ধীরে ধীরে নেইয়ার পানে ঝুঁকে কম্পিত মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠে :

জান, আজ আমি তোমাকে কি বলতে চাই, নেইয়া ?

মুহূর্তে নেইয়ার কান খাড়া হয়ে ওঠে।

কি বলবে, জেরা ?

আবার জেরা নীরব হয়ে যায়, কিন্তু একটু পরেই যেন জোর করেই বলতে শুরু করে :

শোন,······কেন, তুমি এসে আমার সঙ্গেই থাক না······চিরদিনের মতন···বুঝেছ ?

বলে ফেলেই জেরা ওকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে নেয়, তারপর নীরবে দুজনে আরও খানিকটা পথ এগিয়ে চলে।

না, সে হয় না জেরা, অসম্ভব,—দৃঢ় কণ্ঠে নেইয়া বলে।

কেন হয় না ?

তুমি নিজেই জান কেন···

কিছুই যায় আসে না তাতে···

সব ছেড়ে দিলেও তোমার মা কি বলবেন বলতো ?

মা ? তাঁর মুখে তোমার কথা ছাড়া আর কোন কথাই নেই···সে তুমি ভাবতেও পারবে না, নেইয়া। তাঁর কথা হচ্ছে : আমি বেঁচে থাকতে থাকতে শিগ্‌গির কাজটা শেষ করে ফেল—যত শিগ্‌গির সম্ভব ঘরটা তুলে ফেলে মেয়েটাকে বাড়ী নিয়ে আয়······

আনন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নেইয়া হেসে ওঠে।

কি চমৎকার মা পেয়েছ তুমি, জেরা !

ওরা প্রায় মাঠ পেরিয়ে এসে পড়েছে।

এখনকার মতন আমি পিসিমার ওখানে যাচ্ছি···কিন্তু বাবা যদি না

রাজী হন এবং আবার আর্চিলের কথা তোলেন, তখন···

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে দুজনা দুজনের পানে তাকায়—দৃষ্টির অতলতায় হারিয়ে যায় কথা······

(উনিশ)

সালোমী, গোচা আর তাসিয়া প্রায় এসে পড়েছে এলিকোর ঘরেব সামনে ; জানালার পথে আলো এসে পড়েছে, সালোমী চলেছে আগে আগে।

নেইয়া ছাড়া কে আর এতো রাত পর্যন্ত এলিকোর ঘরে থাকবে?

সালোমী বলে,—একটু পা চালিয়ে এস তাসিয়া।

দ্রুত পায়ে দুটি নারী এগিয়ে চলে, খানিকটা পেছনে পড়ে যায় গোচা।

একটু দাঁড়াও সালোমী,—যখন সে প্রায় এলিকোর ঘরের দরজার কাছ অবধি এগিয়ে গেছে, তখন পিছন থেকে গোচা বোনকে ডেকে বলে, একটু দাঁড়াও, একটা কথা শুনে যাও আমার।

আসছ না কেন তুমি আমাদের সঙ্গে? একটু দূরে গোচাকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে অবাক হয়ে সালোমী প্রশ্ন করে। চলে এস দেখি এখন।

দাদার এগিয়ে আসার অপেক্ষায় সালোমী দাঁড়ায়।

আমার আর না গেলেও চলবে বোন, তুমি গেলেই হবে। একটা কথা বলছিলাম কি···তুমিই ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলো···যা ভাল বোঝ। বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বলো, বুঝেছ? বলো ঃ কেন তুই বাইরের লোকের কাছে থাকবি, বাড়ী যা ; কিন্তু বোলো না যেন আমি এখানে আছি···

গোচার কথায় তাসিয়া এতোটা খুসী হয়ে ওঠে, মনে হয় যেন সে ফিরে পেয়েছে নূতন জীবন।

একটা আপোষ নিষ্পত্তির জন্য এতক্ষণ ধরে তার অন্তর আকুলি বিকুলি করছিল। তাসিয়ার গলার স্বর বেয়ে যেন মধু ঝরে পড়ে—উচ্ছ্বসিত

হয়ে সে বলে ওঠেঃ আমিই বলবো তাকে, বলবো তোর বাবা কিছু জানে না তুই কোথায় আছিস—সে জানে তুই বাড়ীতেই রয়েছিস,— এভাবে বল্‌লেই বোধ হয় ভাল হবে। তাসিয়া হাত দিয়ে স্বামীর হাতের চেটোয় একবার তালি বাজায়—যেন সে বলতে চায়ঃ এতক্ষণে মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে, এবার নিশ্চিন্ত হতে পার!

এক পাশে সরে গিয়ে গোচা একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। সালোমী আর তাসিয়া বারান্দার সিঁড়ির উপরে ওঠে, কেন জানি ওরা এগোচ্ছে পা টিপে টিপে; অবশেষে ওরা এলিকোর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

এতো রাত্রে ওদের আসতে দেখে এলিকো এমন ভাবে হকচকিয়ে যায় যে সে ওদের ভিতরে আসতে বলতে পর্যন্ত ভুলে যায়। বিনা আহ্বানেই সালোমী আর তাসিয়া ওর ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকে। নির্বাক মেয়েটির পাশ কাটিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকেই চারদিকে তাকাতে শুরু করে। নেইয়া তো নেই সেখানে! তবে কি সে ওদের দেখে লুকিয়ে পড়েছে?

সে কোথায়, এলিকো? নেইয়া? সে কি আসেনি এখানে? সালোমী প্রশ্ন করে; কেমন যেন মনে হয় তার কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে।

এতক্ষণে এলিকো ওদের এই গভীর রাত্রে আগমনের কারণ বুঝতে পারে। একটু ইতস্তত করে সে—জবাব এড়িয়ে গেলে সেটা কি তার বন্ধুর পক্ষে আরও খারাপ হয়ে উঠবে না?

নেইয়া? এলিকো বলে, কেমন যেন একটু ভড়কে যায় জবাব দিতে—তাই বল, কি ভয়ই না পেয়েছিলাম, বাঁচা গেল! হাঁ, এখানেই তো ছিল এতক্ষণ, ওর যাবার কথা ছিল একটা

মিটিঙে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি কারণে যেন মত বদলালো। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল আর মাথাও ধরেছিল খুব···হঠাৎ এলিকোর কৈফিয়তের পুঁজি নিঃশেষ হয়ে যায়, অজ্ঞাতেই সে বলে ফেলেঃ বলেছিল মিটিঙের পর জেরার সঙ্গে কি নিয়ে যেন সে আলোচনা করবে······

চুপ! চুপ! জেরার নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত সালোমী ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠেই হাত দিয়ে এলিকোর মুখটা চেপে ধরে তারপর দ্রুত দরজাটার কাছে এগিয়ে দিয়ে খিল এঁটে দেয় যাতে করে গোচা না শুনতে পায় এলিকোর কথা।

তারপর, তারপর কি হল? বল্‌লে না সে জেরার সঙ্গে কি আলোচনা করবে বলেছিল······

হাঁ।

সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

কিন্তু কোথায় গেছে ওরা জান? সালোমী জিজ্ঞাসা করে।

এলিকো জানে না সে কথা।

নেইয়া বলে গেছে, যদি সে এখানে না ফিরে আসে, বুঝেছ সালোমী পিসি, তাহলে তোমার ওখানেই যাবে;—কথাটা মনে পড়তেই এলিকো বলে।

হঠাৎ সালোমী তর্জনী তুলে তাসিয়াকে সাবধান করে দেয়ঃ

এ সম্পর্কে একটি কথাও বলবে না গোচার কাছে, আমি নিষেধ করে দিচ্ছি! শুনেছ, তাসিয়া?

শুনেছি, শুনেছি, এতোও ছিল আমার কপালে! কিন্তু কি বলবো গিয়ে ওকে—হতভাগা মেয়ে তো এখানেও নেই? হতাশ হয়ে তাসিয়া ধপ্ করে মেঝের উপর বসে পড়ে।

ওঠো, ওঠো, শিগ্‌গির উঠে দাঁড়াও! ভৎর্সনাপূর্ণ কণ্ঠে সালোমী বলে,—

খুব সময় পেলে তুমি ভেঙে পড়ার! এটা বুঝতে পারছ না কেন যে যাহোক কিছু একটা বলে এখনকার মতন ওকে বুঝ দেয়া যেতে পারে? না গো, না এখনও সব কিছুই শেষ হয়ে যায় নি। ঘাড়ের উপর মাথাটা আছে কিসের জন্য? ওকে গিয়ে বলবো নেইয়া এখানেই আছে, এলিকোর সঙ্গে· ·তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বলবো, সে মিটিঙে এসেছিল, মিটিং ভাঙতে দেরী হলো তাই আর অন্ধকারে অতটা পথ হেঁটে বাড়ী যেতে চাইলো না। ব্যাস! আর আমরা এসে দেখি ইতিমধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে যে তুলতে মায়া লাগলো; তাই ভাবলাম, থাকগে আজকের রাতটা এখানেই, ভোরে উঠে বাড়ী আসবে খন; ভাবনার কোনই কারণ নেই। এই কথাই বলবো গিয়ে তাকে, বুঝলে তাসিয়া। এর চাইতে আপাতত আর কিছু ভাল পন্থা বের করতে পারছো না তুমি? মিথ্যা কথাটা খারাপ কিন্তু যখন তাতে অন্যের অনিষ্ট হয়···

মুখ চোখ অমন করে থেকো না, একটু হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে তোল— আমিও করছি তাই, যেন দুশ্চিন্তার আর কোন কারণই নেই। সাবধান, কোন কিছুতেই গোচা যেন সন্দেহ না করতে পারে! কিছু ভেবো না···নেইয়াতো আর হারিয়ে যাচ্ছে না। আর যদি সে এতক্ষণে বাড়ী গিয়ে থাকে তবে আর কোথাও যেতে দিও না, রাতটা যেন বাড়ীতেই থাকে। আর যদি সে আমার ওখানেই যায়—সে বলে গেছে যাবে বলে—তা সে তখন আমি দেখবো কি বলতে হবে না হবে। এখন এস দেখি তাসিয়া, ওঠো, চোখ টোকগুলো ভাল করে মুছে নাও। বিপদের সময়ে একটু শক্ত হতে হয়, বুঝেছ ওঠো দেখি এখন। সাবধান, গোচা যদি একটুও সন্দেহ করে তবে তোমাকে দেখাবো মজা, বুঝলে?···

সালোমীর আশা সফল হয়। শোনামাত্রই গোচার বিশ্বাস হয় যে নেইয়া তার বন্ধুর কাছেই আছে আর রাতটা থাকবেও সেখানে। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয় গোচা—ওর মনটা খুসী হয়ে ওঠে। মেয়ের ঘুমিয়ে পড়া সম্পর্কে সালোমীর গল্প ওকে বিশেষ করে অভিভূত করে ফেলে। এমন চমৎকার করে সালোমী গল্পটা বলে যে গোচার কঠিন হৃদয়ও তাতে গলে যায়।

যতোটা শান্তি তুমি আজ আমাকে দিলে বোন, ভগবান্ যেন তেমনি সুখ শান্তিতেই ওকে রাখেন,—শান্ত মৃদু কণ্ঠে কথাবার্তা বলতে বলতে তিনজনে ওরা বাড়ীর দিকে ফিরে চলে।

সালোমীকে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গোচা আর তাসিয়া বিদায় নেয়; কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার তাসিয়ার অন্তর ভয়ে মুসড়ে পড়েঃ ধর যদি গোচা মেয়ের সম্পর্কে আরও কিছু প্রশ্ন করে বসে? কি করবে সে তখন? যেমন করে বলা দরকার তেমন করে সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারবে না তো সে: সুতরাং সব চাইতে নিরাপদ হচ্ছে ওকে এড়িয়ে চলা,—তাসিয়া গোচাকে পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে চল্‌তে শুরু করে।

প্রথমটায় গোচা ভাবে সেও এগিয়ে গিয়ে ওকে ধরবে, একটু কথাবার্তা বলবে ওর সাথে। কিন্তু সালোমীর কথায় ওর মনে যে একটা কোমলভাবের উদয় হয়েছিল ক্রমেই সেটা বিলীন হয়ে আসে। আবার ওর মনে ঘনিয়ে আসে সন্দেহের কালো ছায়া। ব্যাপারটা মোটেই সন্তোষজনক নয়! ঠিকই হোক আর ভুলই হোক, মোট কথা ওকে ফিরতে তো হচ্ছে এখন খালি হাতে।

আজকের রাতের মতন নেইয়াকে এলিকোর কাছে ছেড়ে আসাটা ভাল হল কি,—গোচা ভাবতে শুরু করে। সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া

মনে মনে বিচার করে দেখে এই সিদ্ধান্তেই সে এসে পৌছায় যে কোন কিছু থেকেই শান্তি পাবার তার আর কোন উপায় নেই—এমন কি তার বোন সালোমীর গল্প থেকেও না ; তাছাড়া ওর কথার ভিতরে সন্দেহ করার মতন অনেক কিছুই আছে।

সব চাইতে সন্দেহজনক হচ্ছে ঘুমন্ত নেইয়ার সম্পর্কে সালোমীর অমন চমৎকার বর্ণনাটা—যে বর্ণনাটা শুনে গোচার মন অভিভূত হয়ে পড়েছিল সব চাইতে বেশী—গভীর রেখাপাত করেছিল ওর অন্তরে।

হাঁ, একটু ভালভাবে চিন্তা করে দেখলেই দেখা যাবে যে এ সব কিছুর ভিতরেই প্রচুর রহস্যের ব্যাপার রয়েছে ! একই ঘরে দুই বন্ধু—একজন ঘুমোচ্ছে আর একজন জেগে বসে আছে। নেইয়া যদি ঘুমিয়েই পড়েছে, তবে একা এলিকো কি করছে বসে ? চমৎকার ব্যাপার তো ! সম্ভবত সালোমী যা ভেবেছে মোটেই তা নয় ; হয় ত নেইয়া ঘুমোয় নি, ওদের দেখে ঘুমের ভান করে পড়ে আছে, যাতে করে ওর মা আর ওকে বাড়ী নিয়ে যেতে না পারে। হয়তো এটা সত্যি হলেও হতে পারে।

মেয়ে যদি এতটা ক্লান্তই হয়ে থাকে কেন সে অন্যের বাড়ীতে চলে আসবে ? বরং সে তার পিসি সালোমীর বাড়ীতে যেতে পারতো—তার বাড়ীতো মাত্র দু পায়ের পথ। কি বলে নেইয়া আফিসে এসে ঘুমালো—একে তো প্রকাশ্য স্থান বললেও অত্যুক্তি হয় না, যেখানে দিনরাত কত শত লোকজন আসছে যাচ্ছে ? আর সে কিনা চলে এলো কাউকে কিছু না বলে !

যে কাউকেইতো কমরেড বলে ডাকতে ওদের একটুও বিলম্ব হয়না—কিন্তু কে জানে কার মনে কি আছে ? তবুও যদি ওর ঐ বন্ধু হতচ্ছাড়ীর নিজের বাড়ী থাকতো তাহলেও না হয় একটা কথা ছিল ! কিন্তু তাও তো নয়, এমন একটা নিকট আত্মীয়ও কেউ তার নেই যে নাকি ওর

উপর নজর রাখবে, মেয়েটা ঠিক পথে চলছে কি না। এই দেখ না, ধারে কাছে কোথাও একটা কুকুরের ডাকার সাড়া শব্দ পর্যন্ত নেই আর এতোটা রাত পর্যন্ত কিনা আলো জ্বলছে ওর ঘরে! রাস্তার যে কোন জায়গা থেকেই ওর জানালার আলো দেখা যায়···

কিসের জন্য? ধরো হঠাৎ কারো খেয়াল হল, ভাবলো, এর মানে কি—তারপর উৎসুক হয়ে এগিয়ে এল দেখতে ব্যাপারটা কি? তখন কি হবে? ধর ঐ বিগ্‌ভা। এমন একটা রাতও তার বাদ যায় না যে রাত্রে সে তার জমিদারী পরিদর্শন করতে না বের হয়। গোচার চিন্তাধারা হঠাৎ একটা ভীষণ পথে মোড় নেয়; এমন কি নিজের অজ্ঞাতেই সে থমকে দাঁড়ায়।

দূরে সদর দরজা খোলার শব্দ হয়। তাসিয়া দোর খুলে বাড়ীর ভিতরে ঢুকছে। এক পা এগিয়ে যায় গোচা। একটু দাঁড়াও—পিছন থেকে সে তার স্ত্রীকে ডেকে থামাতে চায়, বলতে চায় তাকে ওর মনের এই দুশ্চিন্তার কথা। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর মনের ঐ ভাসা ভাসা সন্দেহটা দানা বেঁধে ওঠে—পরিণত হয়ে ওঠে নিশ্চিত ধারণায় আর সঙ্গে সঙ্গেই কথাগুলো ওর গলার ভিতরেই মরে যায়।

নিশ্চয় জেরার জন্যই এতক্ষণ পর্যন্ত ওর জানালায় আলো জ্বলছে। এটা হচ্ছে একটা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ইঙ্গিত,—মানে হচ্ছে এই যে, আমি অপেক্ষা করে বসে আছি, তুমি এস! আর ঐ ঘুমটা হচ্ছে নেহাৎই একটা ভান মাত্র, আর কিছুই নয়।

মুহূর্তে ভুলে যায় যে একটু আগেই ভেবেছিল সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে তার সঙ্গে একটু পরামর্শ করবে; কিন্তু আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়েই যে পথে এসেছিল সেই পথ ধরেই গোচা ফিরে যেতে শুরু করে।

খুব ভাল করেই জানে গোচা যে তাসিয়াকে ফাঁকি দেয়া এমন কিছু শক্ত

নয়, আর তাতেই ওর সন্দেহটা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু সালোমীকে তো অত সহজে ভুলানো অসম্ভব! অনেক বেশী বুদ্ধিমতী সে। কি করে সম্ভব যে সেও এ ব্যাপারটা কিছুই আন্দাজ করতে পারলো না? অবাক হয়ে যায় গোচা। ওর অন্তরের অন্তস্থল থেকে আরও একটা সন্দেহ উঁকি দিয়ে ওঠে—মন চায় মেয়ের ঐ চাতুরীর সঙ্গে সালোমীরও যোগাযোগ আছে বলে ভাবতে, কিন্তু তবুও কেন জানি তার মনের ঐ সন্দেহটাকে নিজের কাছেও সত্যি বলে গ্রহণ করে উঠতে পারছে না, কোথায় যেন বেধে যাচ্ছে। পুরোপুরি সায় পাচ্ছে না নিজেরই অন্তর থেকে।

তাসিয়াকে বুঝ দেবার জন্যই হয়তো সালোমী নিজেও ওর ঘুমের কথাটা বিশ্বাস করেছে এমনি একটা ভান দেখিয়েছে,—গোচা ভাবে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ গোচা দেখতে পায় যে আবার সে যৌথ খামারের আফিস বাড়ীটার সামনে এসে পড়েছে। অনেক দূর থেকেই এলিকোর ঘরের জানালার তীব্র উজ্জ্বল আলো ওর চোখে পড়ে। তাহলে নিশ্চয়ই সে যা ভেবেছে তাই ঠিক। একটা নিদারুণ বিদ্বেষে ওর অন্তর ধূমায়িত হয়ে ওঠে। নীরবে অন্ধকারময় উঠানটা অতিক্রম করে গোচা এলিকোর জানালার নীচে এসে দাঁড়ায়, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে পরস্পর সংলগ্ন কতগুলি গাছের ছায়ার জমাটবাঁধা অন্ধকারের অন্তরালে আত্মগোপন করে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা-রত প্রহরী-সৈনিকের শ্যেন দৃষ্টি মেলে নৈশ অন্ধকারের পানে তাকিয়ে থাকে। এতক্ষণে তার মনের সব সন্দেহ দূর হয়ে গিয়ে স্থির বিশ্বাস জন্মে যে এখ্‌খুনি সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে—এখনই হোক আর একটু পরেই হোক জেরা বিগ্‌ভা তার জালে এসে ধরা দেবে।

বেশীক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। বেড়াটার কাছে কে যেন

চুপি চুপি এগিয়ে আসে। উঠানের ভিতরে একটা ভারী জিনিসের পতন শব্দ শুনতে পায় গোচা, নিশ্চয়ই ওর শত্রু লাফিয়ে এসে ঢুকেছে বেড়া ডিঙিয়ে। আবার চারদিক নিস্তব্ধ, ঘোর অন্ধকারের ভিতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু আর কিছুই দেখতে পায় না। পরক্ষণেই একটা অনুচ্চ শিস্‌এর শব্দ ভেসে আসে—কে যেন বার বার শিস্ দিচ্ছে: ওর পাশ ঘেঁসে একটা ছায়া চুপি চুপি এগিয়ে যায় এলিকোর জানালার আলোর দিকে। নিশ্চয়ই জেরা বিগ্‌ভা ছাড়া আর কেউই নয়।

ছায়াটা ঘরের কাছে পৌঁছাবার আগেই জানালায় একটা শব্দ ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গেই এলিকো মুখ বের করে।

কে ওখানে? অনুচ্চ চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করে এলিকো।

আমি; জানতে না যে আমি আসবো? দোর খোল এলিকো!

গোচার মনে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদ্রেক হয়,—কি বলা যায় একে? "বিস্ময়"? না, "বিস্ময়" নয়। মনে হয় যেন ওর সর্বাঙ্গ পক্ষাঘাতে অসার হয়ে গেছে—লোপ পেয়ে গেছে তার বাকশক্তি, ঐ অপ্রত্যাশিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনে।

একটু অপেক্ষা করুন, মশাই, আসছি আমি। প্রত্যুত্তরে কঠিন কণ্ঠে যেন কথা কটা ছুঁড়ে মেরেই এলিকো ঘরের ভিতরে অন্তর্হিত হয়ে যায়। ছায়াটা এগিয়ে এসে ক্রমান্বয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করে। পরক্ষণেই জানালার আলো এসে পড়ে ছায়াটার উপর—একটু আগেই যে স্বর শুনে গোচা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল এবার চোখ দিয়েও সেটা প্রত্যক্ষ করে।

হাঁ, আর্চিল পোরিয়াই বটে, নিঃসন্দেহ লোকটা আর্চিল পোরিয়া। বারান্দায় বেরিয়ে এসে এলিকো অর্ধ পথে আর্চিলকে থামায়।

বলি ব্যাপারখানা কি ? একই সঙ্গে দুজনার পেছনে লেগেছ, নেইয়ার আর আমার ? ক্রুদ্ধকণ্ঠে এলিকো প্রশ্ন করে।

নেইযার কথা কি বলছ ? আর এক ধাপ উপরে উঠে আসে আর্চিল, ওর মাথাটা প্রায় এলিকোর বুকের কাছ অবধি এসে পৌছায়।

থাম! কিসের যেন একটা বাক্স আর্চিলের মুখের উপর সজোরে ছুঁড়ে মেরে চীৎকার করে এলিকো বলে ওঠে ; আর কাকে দিয়েছ এ রকমের উপহার···বাকদানের নিদর্শন ? আমাকে না নেইয়াকে ? বল শিগ্গির ?

আর্চিলের মুখের উপরে সজোরে আঘাত করার জন্যই সে বাক্সটা ছুঁড়ে মারে কিন্তু আর্চিল মাথাটা নীচু করতেই বাক্সটা ছিট্‌কে গিয়ে সিঁড়ির উপরে পড়ে।

একটু দাঁড়াও, এলিকো, আমি বলছি তোমায় বুঝিয়ে সব কথা ! যা শুনেছ সব ভুল ! এলিকোর হাতটা চেপে ধরে আর্চিল বলে।

সজোরে হাতটা ছিনিয়ে নিয়েই এলিকো ওর গালের উপর প্রচণ্ড একটি চড় বসিয়ে দেয়—এতো জোরে সে চড়টা মারে যে গোচার কানে পর্যন্ত তার শব্দ এসে পৌছায়; সঙ্গে সঙ্গেই গোচা দু হাত দিয়ে তার কান দুটো চেপে ধরে, যেন আর্চিলকে নয়, এলিকো চড়টা বসিয়েছে গোচারই গালে।

গোচাকে নিয়েই আরামে থাক্, তারই মাথা খা'গে, হতভাগা বদমায়েস ! খবরদার বলছি, ফের আমাদের ছুঁতে আসবি কখনও···দাঁড়া···শিগ্গিরই আরও মজা দেখবি···আর তখনই তোর সুখের ষোল কলা পূর্ণ হবে।

আর্চিল ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে আর পিছনে জেগে ওঠে এলিকোর ক্রুদ্ধ কণ্ঠের চীৎকার। এলিকো ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকে ; দু হাতে কান দুটো চেপে ধরে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে গোচা তখনও দাঁড়িয়ে।

* * * *

বাড়ীতে পৌঁছে গোচা আবার অবাক হয়ে যায়। দরজার সামনেই দেখা সালোমীর সঙ্গে।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ? ভৎর্সনাপূর্ণ কণ্ঠে সালোমী বলে ওঠে,—এতো রাত্রে তোমার জন্য কি আমরা পথে পথে ঘুরে বেড়াবো নাকি? এইমাত্র তোমার মেয়েকে তার মায়ের হাতে দিয়ে এলুম···চিন্তার কোন কারণ নেই আর তোমার! বোধ হয় আমরা এলিকোর ওখান থেকে চলে আসার পরই তার ঘুম ভেঙে যায়—আর জেগে উঠে যখন শুনলো যে আমরা তাকে খুঁজে বেড়িয়েছি তখন ভয় পেয়ে ছুটে এসেছে আমার ওখানে। এখন যাও গিয়ে দেখ; তবে অযথা আর গালমন্দ কোরো না, বুঝলে! কোন অন্যায়ই করেনি সে। তাছাড়া আর একটা কথা তোমাকে বলতে চাই গোচা···যৌথ খামারের সঙ্গে একটা আপোষ করে ফেল। কাজে যাও, নইলে তারাও তোমাকে ছেড়ে দেবে না—শত্রু বলে প্রচার করে দেবে। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, সে সব এখন মিটিয়ে ফেল। রাগের মাথায় যা বলেছ, ভুলে যাও সে সব, আর ওকথা মুখেও এনো না। নইলে তার ফল হবে এই যে তুমি আমাদের সবারই বিপদ ডেকে আনবে—নিজেও ডুববে আর আমাদের সবাকেই ডোবাবে। কেবলমাত্র তোমার নিজের ঘর তোলা ছাড়া আর কোন কাজই তুমি করছ না; আর সেদিক থেকেও দেখ তাদের কথাই ঠিক; নিজেই বিচার করে দেখ দেখি—এমন অনেক যৌথ চাষী আছে যাদের ভদ্র গোছের একটা কুঁড়েঘরও নেই; সে ক্ষেত্রে তুমি দুটো ঘরের জন্য পাগল হয়ে উঠেছ আর তাতে যাই কেন না হোক তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই। তবুতো তোমার কেবল ঐ একটিমাত্র মেয়ে বৈ আর দ্বিতীয়টি নেই। এতো তাড়াতাড়ির কি আছে? কোন জিনিসের জন্যই কেউ তোমাকে না বলবে না—সময় আসুক তোমার প্রাপ্য

যা তা ষোল আনাই পাবে তুমি। এর বেশী কি আর তুমি চাও বলতো?

মাথা নীচু করে গোচা ওর প্রত্যেকটি কথা শুনে যায়। প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বলে না কিম্বা এতটুকু চঞ্চলতাও ফুটে ওঠে না ওর দেহের কোথাও; কেবলমাত্র একটা অদ্ভুত ভ্রুকুটি কুটিল দৃষ্টি মেলে নির্নিমেষ নয়নে সে তার বোনের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। গোচার এই ধরনেব ব্যবহার সম্পূর্ণ অদ্ভুত বলে মনে হয় সালোমীর কাছে—ওর ভিতরে এমন নির্লিপ্ত মৌনতা দেখেনি সে আর কোন দিনও।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না—যাহোক একটা কিছু বল···হল কি তোমার?

একটি কথাও বলে না গোচা।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তাও কি বলতে চাও না নাকি? সালোমী বলে।

একটা কঠিন নীরবতা।

ঘরে যাও, নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তুমি, বিশ্রাম করগে। তোমার সাহায্য ছাড়াই নেইয়া তার সুখ শান্তির পথ বেছে নিতে পারবে—বুঝলে দাদা! দুঃখ করো না, মনে করে দেখ তো, বাবাও আমাকে আমার মনোনীত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাননি। তবুও দেখ··· হাঁ গোচা, জীবনে এমন বহু বিস্ময়ের ব্যাপার ঘটে—কিন্তু সব কিছু নিয়ে অতটা ভেঙে পড়লেতো চলে না ভাই।

এক পা এক পা করে গোচা এগিয়ে আসে, তারপর নীরবে ওভারকোটের তলা থেকে ডান হাতখানা বের করে তার ঐ মুখরা বোনটির কাঁধের উপর রাখে। সালোমী অনুভব করে, গোচার হাতখানা কাঁপছে,—দারুণ দুশ্চিন্তায় তার অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে।

তোমার কি কোন অসুখ করেছে গোচা? এস তোমায় ঘরে পৌছে দিয়ে আসি……

ওভারকোটের প্রান্ত ধরে সালোমী গোচাকে উঠানের দিকে নিয়ে চলে, কিন্তু গোচা চলতে শুরু করে বিপরীত দিকে।

চল বোন, আমিই তোকে বাড়ী রেখে আসি…কেবলমাত্র একটি অনুরোধ চুপ করে থাকিস না—কথা বল; সত্য হোক মিথ্যা হোক, যা কিছুই হোক না কেন বলে যা ··কিছুই আর আমার বলবার নেই · তবে একটা কথা শুনে রাখ ভাই, তোর কথাই ঠিক—আমারই সব দোষ…আয়, চলে আয় এখন। শান্ত কণ্ঠে গোচা বলে, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে একটা চাপা উত্তেজনার আভাস ফুটে ওঠে। তারপর হাত বাড়িযে সালোমীকে জড়িয়ে ধরে অন্ধকার রাস্তা বেযে এগিয়ে চলে।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

করাত কলে যাবার পথে আর্চিল পোরিয়া গোচার বাড়ীর পাশ দিয়ে যায়। সবেমাত্র ভোর হয়েছে—তখনও ভাল করে সূর্য ওঠেনি। পুরানো ঘরটার চালার নীচে একটা কাঠের উপর বসে গোচা একটা বড় কুড়ুলে ধার দিচ্ছিল। কাঠের ফ্রেমে আঁটা শান পাথরটা দু'হাঁটুর ভিতরে শক্ত করে ধরা; সামনেই এক কলসী জল। আজ গোচার সঙ্গে দেখা করা আর্চিলের একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু সে এমন একটা ভাব দেখাতে চায়, যেন ওদের বর্তমান সাক্ষাৎটা একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র।

সাধারণত ভোরে উঠেই গোচা হয় বাগানে নয়তো তার ঐ অর্ধসমাপ্ত নূতন ঘরটার আশপাশে কোথাও কোন কাজে ব্যাপৃত থাকে; তাই আর্চিল প্রয়োজন বোধ করেনি ঐ পুরানো ঘরটার বারান্দার নীচে

কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখার। একটুও না থেমে সে গোচার বাড়ীর সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যায়। গোচা আর্চিলকে দেখে, আর্চিলও গোচাকে দেখে দাঁড়ায়।

গত রাত্রের ঐসব ঘটনার পর শুধু যে কেবল গোচা আর্চিলের সঙ্গে কথা বলতেই নারাজ তাই নয় সে আর ওর মুখ দর্শন করতে পর্যন্ত চায় না। জলের কলসীটা একটু সরিয়ে রেখে পুনরায় মুখ নীচু করে গোচা এমন ভাবে তার কাজে মনোনিবেশ করে যেন আর্চিলের অস্তিত্ব মাত্রও নেই আর সেখানে। কিন্তু তবুও সে তার কোঁচকান ভ্রূর নীচ দিয়ে আড় চোখে বার বার আর্চিলের দিকে তাকিয়ে দেখে: ধর যদি আর্চিল ওর উঠানের ভিতরই এসে হাজির হয়; তখন কি যে একটা কাণ্ড ঘটবে সে কথা গোচা নিজেও বলতে পারে না—ঐ লোকটার প্রতি ক্রমশই একটা অতলস্পর্শী ঘৃণা জমে ওঠে গোচার মনে।

নিশ্চয়ই গোচা আমাকে দেখতে পেয়েছে আর ইচ্ছা করেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে—আর্চিল ভাবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার মনে হয়,— আমাকে দেখেও না দেখতে পাওয়ার ভান করার কি কারণ থাকতে থাকতে পারে? নিশ্চয়ই গোচা আমাকে লক্ষ্য করে নি।

একটু হেসে আর্চিল আস্তে আস্তে একটা শিস দেয়; ঠিক তেমনি, যেমন করে কাল রাত্রে শিস দিয়ে ডেকেছিল সে এলিকোকে।

পাজী বদমায়েস! এতো বড় দুঃসাহস...আবারও শিস দেয়! আর্চিলের প্রতি ঘৃণায় তার অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। শিস দেয়ার কথাটা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলার প্রবল ইচ্ছায় গোচা হঠাৎ যতদূর সম্ভব গলা চড়িয়ে চীৎকার করে হেঁকে ওঠে: ওগো গিন্নী, একটু জল নিয়ে এস তো! শুনছ? সদর দরজাটার দিকে ফিরে না তাকিয়েই সে উঠে দাঁড়িয়ে কুড়ুলটা হাতে করে বারান্দায় উপরে গিয়ে ওঠে।

কালা হয়ে গেল নাকি লোকটা—উদ্বিগ্ন আর্চিল ভাবে, তারপর গলা চড়িয়ে চীৎকার করে ডেকে ওঠে :

গোচা!

এবার আর না শুনে কোন উপায় নেই—তবুও গোচা যেন কালা, বোবা,—সবল কাঁধ দুটোয় ঝাঁকুনি দিতে দিতে সে ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আর কোন সন্দেহই থাকে না, নিশ্চয়ই কোন কারণে গোচা অসন্তুষ্ট হয়েছে আর তারই জন্য ওর সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত নারাজ।

আর্চিল ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে মনে মনে, অপমানিত মনে করে নিজেকে।

তক্তার জন্যই নিশ্চয়। এখনও তক্তা এনে দিইনি বলেই চটে গেছে গোচা,—মনে মনে গোচার এই ব্যবহারের সঙ্গত কারণ খুঁজতে খুঁজতে আর্চিল ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মন থেকে অপমানিত হবার কথাটা মুছে গিয়ে একটা দারুণ দুশ্চিন্তা এসে জুড়ে বসে।

ঐ বুড়ো বদমায়েস গোচাটা হচ্ছে একটি এক নম্বরের খচ্চর। ও হচ্ছে সেই জাতীয় লোক যে নাকি মুখে একটি কড়া কথা না বলেও এক আঁচড়েই আর্চিলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে পারে। আর এই শেষ মুহূর্তে গোচা যদি এমনি করে ওর হাত ফসকে বেরিয়ে যায় তবে সেটা খুব হেসে উড়িয়ে দেবার মতন ব্যাপার হবে না। কেবল মাত্র নেইয়াকেই নয়, তাহলে সব কিছু হারাতে হবে তাকে : ঐ নূতন ঘর, ক্ষেত খামার, ঐ নেবুর বাগান, সব কিছু সম্পদ যা নাকি সে ভবিষ্যতে পেতে পারতো গোচার কাছ থেকে।

আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা যায় না।

বহুবার সে বহু সংকটের হাত থেকে কেবলমাত্র তার কূটবুদ্ধির বলে বিপদ

কাটিয়ে উঠেছে—সুতরাং এবারও এ বিপদ সে কাটিয়ে উঠবেই তাতে সন্দেহ নেই।

কি করে গোচাকে তক্তা সংগ্রহ করে দিয়ে আবার তাদের পূর্ব সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে—কথাটা ভাবতে ভাবতে আর্চিল ধীরে ধীরে করাত কলের দিকে এগোতে থাকে।

করাত কলের কাছাকাছি এসে হঠাৎ একটা চমৎকার বুদ্ধি তার মাথায় আসে। আনন্দে লাফিয়ে ওঠে আর্চিল।

হাঁ, এটাই হচ্ছে ঠিক কৌশল। যতোদিন গ্‌ভাদি এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে ততদিন এমনি সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। তারপর ইচ্ছা হয় গোচার আর আমার দুজনের দুটো বাড়ী তৈরী করে নিলেই চলবে।

দ্রুত সে বাড়ীর পানে ফিরে চলে। গ্‌ভাদিকে খুসী করার জন্য কিছু একটা জিনিস নিয়ে যেতেই হবে তাকে।

* * * *

আর্চিল পোরিয়া রাস্তার প্রথম মোড়টা পেরিয়ে যেতে না যেতেই পার্টি-সংগঠক জর্জি গোচার বাড়ীর দিকের পথ ধরে এগিয়ে আসে; জর্জির গায়ে একটা সৈনিকের ছোট কোট, উঁচু টুপীতে মাথাটা ঢাকা আর কাঁধের উপর লম্বা বাঁটওয়ালা একটা কুড়ুল। এমন ভাবে জর্জি হেঁটে চলেছে যেন মনে হয় সে চলেছে কোন শত্রুর দুর্গ চূর্ণ করতে—আর কোন অবস্থায়ই পিছু হটে আসবে না সে, এমনি একটা দৃঢ় সংকল্পের ছাপ ফুটে উঠছে তার প্রতিটি পদক্ষেপের ভঙ্গীতে।

অর্ধ-নিমিলিত চোখে জর্জি একবার গোচার বাড়ীর পানে তাকায় যেন সে আক্রমণের পূর্বে লক্ষ্য স্থির করছে।

(বিশ)

গ্‌ভাদি আশা করেনি যে এতো ভোরেই আর্চিল এসে হাজির হবে। বাড়ীতে তখন সে একা, ছেলেরা সব স্কুলে গেছে আর নিজেও সে প্রস্তুত হচ্ছে জঙ্গলে কাজ করতে যাওয়ার জন্য। একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে গ্‌ভাদি দেখে আর্চিল···আর্চিল স্বশরীরে তার উঠানের ভিতরে দাঁড়িয়ে।

সামনে ভূত দেখলেও বোধহয় সে এতোটা আশ্চর্য হতো না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত সে জেগে কাটিয়েছে আর ভেবেছে কি করে আর্চিল পোরিয়ার উপরে ভীষণ প্রতিশোধ নেয়া যায়। একটার পর একটা বিভিন্ন ধরনের শাস্তির উপায় উদ্ভাবন করে গ্‌ভাদি কিন্তু কোনটাই যেন ঠিক তার মনঃপুত হয় না; প্রত্যেক বারই মনে হয় আগেরটার তুলনায় এটা কিছুই নয়। কিছুতেই ওর রাগ পড়ে না; কম পক্ষে দশটিবার বিভিন্ন উপায়ে ওকে হত্যা করার পর গ্‌ভাদি ঘুমিয়ে পড়ে। প্রথমে আর্চিলকে সে ফাঁসিতে লটকায়; কাজটা কিন্তু করতে হয় ওকে খুব চালাকির সঙ্গে। ভাল করেই জানে গ্‌ভাদি যে গায়ের জোরে পারবে না সে আর্চিলকে এঁটে উঠতে, তাই আশ্রয় নেয় কৌশলের।

ম্যাকসিম আরও কতোগুলো জিনিস পাঠিয়েছে তোমাকে,—গ্‌ভাদি আর্চিলকে গিয়ে বলে,—জঙ্গলে একটা গাছের উপরে সেগুলোকে আমি লুকিয়ে রেখে এসেছি; এখন এস দেখি সেগুলো বুঝে নাও আমার কাছ থেকে।

আর্চিলের চোখ দুটো চকচক্‌ করে ওঠে, মুহূর্ত বিলম্ব না করেই সে চলে আসে ওর সঙ্গে। আগের দিন আর্চিলের চোরাই মাল বাঁচাতে গিয়ে

যে গাছটার তলায় ওকে শুয়ে পড়তে হয়েছিল, গ্‌ভাদি আর্চিলকে নিয়ে সেই গাছটার নীচে এসে দাঁড়ায় তারপর ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে গাছটার উপর চড়ে যায়। এক দিকে ফাঁস বাঁধা একগাছা দড়ি লুকানো রয়েছে তার পেছনের দিকে। পছন্দমত একটা ডাল বেছে নিয়ে গ্‌ভাদি ঠিক হয়ে বসে তারপর আচমকা দড়ির ফাঁসটা নীচে দাঁড়ানো আর্চিলের মাথা গলিয়ে গলায় এঁটে দিয়ে দড়িটা ধরে টানতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে আর্চিলের দেহটা উপরের দিকে ওঠে; উপরে—আরও উপরে; চীৎকার করে ওঠার সময়টুকু পর্যন্ত পায় না আর্চিল, তার পূর্বেই ওর দেহটা হাওয়ায় দুলতে থাকে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। শূন্যে পা ছুঁড়তে থাকে আর্চিল, হাত দুটো ঝট্‌পট্ করে আর মাথাটা ঢলে পড়ে এক পাশে; ফাঁসটা দৃঢ়ভাবে, গলায় এঁটেই গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে যায়। দড়িটার অপর দিক ডালটার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিয়ে গ্‌ভাদি খুসীভরা চোখে শত্রুর পানে তাকায়। ফাঁসিতে লটকানো লোকটার কশ বেয়ে গাঁজলা নেমে আসে। আনন্দে ভরে ওঠে গ্‌ভাদির অন্তর—সে উচ্চকণ্ঠে গান জুড়ে দেয়—হাসান বেগুরী। মনে পড়ে যায় আর্চিল আর তার বন্ধুদের সেই নেবু খাওয়ার কথা।

গান গাও—গাও্ না, গাও, কি বিপদ! খাদেই ধর না সুর, তাহ'লেই ছেড়ে দেবো তোমায়। উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে গ্‌ভাদি। কিন্তু ততক্ষণে জন্মের মতন পোরিয়ার গান শেষ হয়ে গেছে।

গ্‌ভাদির মনে হয় যেন সব কিছুই সত্যি; নিজের অজ্ঞাতেই চিৎ হয়ে শুয়ে গলা ছেড়ে "হাসান বেগুরী" গাইতে শুরু করে; কিন্তু ছেলেদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে ভেবে পরক্ষণেই আবার থেমে যায়।

বেশ ভাল করেই আর্চিলকে সে ফাঁসি দিয়েছে, কিন্তু তবুও যেন তার স্থির প্রত্যয় হয় না যে চিরদিনের মতন শত্রুর শেষ হয়ে গেছে।

না, আর একবার ওকে শেষ করতে হবে—গ্ভাদি ঠিক করে মনে মনে। এবার সে আর্চিলকে নিয়ে আসে একটা নদীর পারে—নদীটা ভীষণ চওড়া আর গভীরও খুব। ঠিক আগের মতন ভাঁওতা দিয়েই সে ওকে নিয়ে আসে। শহর থেকে তোমার বন্ধুরা কতগুলো জিনিস পাঠিয়েছে আর বলে দিয়েছে সেগুলো তোমাকে দেয়ার সময়ে কেউ না যেন দেখতে পায়…। নদীর পার ধরে দুজনে এগিয়ে চলে ; গ্ভাদি সুবিধামত জায়গা খুঁজতে থাকে তারপর সুযোগ বুঝে একটা আচম্‌কা ভীষণ ধাক্কা মেরে সঙ্গীকে ফেলে দেয়।

খাড়া পাড়ের নীচে শান্ত নদীর নিস্তরঙ্গ জলের ভিতরে পড়ে যায় আর্চিল।

জলেব নীচে রয়েছে জিনিসগুলো—যাও নিয়ে এস! উপর থেকে চীৎকার করে গ্ভাদি ওকে ডেকে বলে।

কিন্তু আর্চিল হচ্ছে খুব ভাল সাঁতারু—সাঁতার কেটে খানিকটা দূর সে চলে আসে—তার চোখের চাউনি হয়ে উঠেছে ভীষণ ; যদি সে পাড় বেয়ে উঠে আসতে চেষ্টা করে, কিছুতেই সে সুযোগ দেবে না তাকে গ্ভাদি। কি ব্যাপার, খালি হাত কেন? ভীষণ রেগে ওঠে গ্ভাদি, তাবপব একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আর্চিলের মাথার উপর ছুঁড়ে মারে—ডুব দিয়ে তুলে আন জিনিসগুলো তলা থেকে… …

মাথার খুলি ভেঙে মগজ বেরিয়ে পড়ে,—জলের ভিতরে তলিয়ে যায় আর্চিল, কেবলমাত্র ধূসর রংয়ের ফিতার মতন বেরিয়ে পড়া মগজ জলের উপর ভাসতে থাকে, কিন্তু তাও আবার ঢেউয়ের ধাক্কায় বিলীন হয়ে যায়।

এতক্ষণে ওর রাগ খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে গ্ভাদি পাশ ফিরে শোয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ওর মনে

জেগে ওঠে সন্দেহ : শয়তানই জানে ! ধর যদি খুলিটার ভিতর, খানিকটা মগজ অক্ষত অবস্থায় থেকে গিয়েই থাকে ওর আর কোনরকমে ওপারে গিয়ে উঠে পড়ে আচিল। না,·ব্যাটাকে নিজের হাতে সম্পূর্ণ নিঃশেষ না করে আর কিছুতেই শান্তি নাই।

প্রথমে গ্ভাদি ছুরিটাকে শানিয়ে নেয় ভাল করে, তারপর আচিলের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায় অপেক্ষা করতে থাকে,—যদি দৈবাৎ আচিল এসে হাজির হয় ওর সামনে। অবশেষে এল সেই মুহূর্ত। ওর দরজায় এসে হাজির হয়েছে আচিল—নিশ্চয়ই কোন দরকারে। তৎক্ষণাৎ গ্ভাদি তার শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে হিঁচড়ে তাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়। অবাক হয়ে যায় পোরিয়া। এই সুযোগে গ্ভাদি ওকে শুয়োরের ছানার মতন করে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রথমে গলাটায় ছুরি বসিয়ে দেয় তারপর সেটাকে টেনে নিয়ে সজোরে বুকের ভিতরে বসিয়ে দিয়ে চেপে ধরে যতক্ষণ না ডগাটা ওর হৃৎপিণ্ড বিদীর্ন করে। ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্তের ধারা, আর গ্ভাদির হাত মুখ কাপড় জামা সব ভেসে যায় ঐ উষ্ণ রক্তে· এবার আর এতটুকুও সন্দেহ থাকে না গ্ভাদির যে আর্চিল মরেছে।

আর কখনও বেঁচে উঠবে না আচিল ; গলা কাটা—শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে বেরিয়ে গেছে তার দেহ থেকে··· !

তবুও গভাদি ওর দেহটা টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলে তারপর টুকরা-গুলো থলেটার ভিতরে পুরে ফেলে—সেই থলেটা যেটায় করে শহর থেকে সে চোরাই মাল এনেছিল বয়ে। দেহের কাটা অংশগুলোকে সমান ভাগে থলেটার দু দিকে পুরে নিয়ে সেটাকে কাঁধে তুলে নেয় ; তারপর এসে হাজির হয় গভীর জঙ্গলে। অভিশপ্ত থলেটাকে ভীষণ ভারী বলে মনে হয় তার—সেই চোরাই মালগুলোর চাইতেও অনেক

বেশী ভারী, কিন্তু তবুও কোন রকমে সে থলেটাকে বয়ে নিয়ে বনটার আরও গভীর অভ্যন্তরে এগিয়ে চলে।

অন্ধকার রাত—বনের ভিতরটা আরও অন্ধকার। গ্‌ভাদি নেকড়ে গুলোকে ডাকতে শুরু করে। ক্ষুধার্ত নেকড়ে—আগুনের ফুলকির মতন জ্বলে ওঠে ওগুলোর লোলুপ হিংস্র চোখ, মাংসের গন্ধ পেয়ে শুরু করে গর্জন।

গ্‌ভাদিকে ঘিরে নেকড়ের দলের ভীড় জমে ওঠে, যেন বলছে দাও না আমাদের, মিছামিছি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ কিসের জন্য?

প্রত্যেকটা নেক্‌ড়ের মুখে গ্‌ভাদি একটা করে টুকরা ছুঁড়ে দেয়—দেখা যায় যতগুলো টুকরা ছিল থলেটার ভিতরে নেকড়েও ছিল ঠিক ততগুলো—একটাও কম বা বেশী নয়। নেকড়েগুলো কড়মড় করে হাড় চিবিয়ে খায়—শব্দ ওঠে; হাড় আর মাসে কোন প্রভেদই নেই—দুই সমান ওদের কাছে। কান পেতে শোনে গ্‌ভাদি নেকড়েগুলো আর্চিলের দেহটা চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে—এমন শ্রুতিমধুর শব্দ কোন দিনও বুঝি সে শোনেনি আর এ জীবনে—পরম আনন্দে উপভোগ করে সে ঐ শব্দ। আর্চিলের দেহের শেষ কণাটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে খেয়ে নিয়ে নেকড়েগুলো আবার গ্‌ভাদিকে ঘিরে দাঁড়ায়ঃ আরও দাও!

আরও দিতে পারলে অবশ্য গ্‌ভাদি খুসী হত খুবই কিন্তু দুঃখের বিষয় থলেটা একেবারে শূন্য।

গ্‌ভাদি ভাবেওনি কখনও যে তার দ্বারা একাজ সম্ভব হতে পারে। কোথেকে এলো তার দেহে এতো শক্তি? কি অদ্ভুত নৈপুণ্য,—সুচতুর পরিকল্পনা! কি নিদারুণ রাগ আর নির্মমতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল ওর অন্তর! বেশ শক্তিশালী পুরুষ ছিল আর্চিল, কিন্তু তবুও গ্‌ভাদি একটা বলের মতন করেই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছিল।

গ্ভাদির দেহেও কি ছাগলের মতন কোন গোপন শক্তি আছে নাকি যে শক্তি সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন ধারণাই ছিল না তার ? যখন কোন একটা বুদ্ধি মাথায় আসে তখন ভীষণ চালাক হয়ে ওঠে ছাগলগুলো ; তখন চেষ্টা করে দেখ তো বাধা দিতে ! গ্ভাদিও ঠিক তেমনি ঃ আর্চিল পোরিয়ার মতন শক্তিশালী লোককেও সমস্ত রাত বসে বিভিন্নভাবে খুন করার মতন শক্তি আছে তার দেহে।

আর্চিল পোরিয়া বলে কেউ আর নেই এ দুনিয়ায় ; চিরদিনের মতন গ্ভাদি তার বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়েছে নিজেকে।

জন্মের মতন সাঙ্গ হয়ে গেছে আর্চিলের খেলা।

নিশ্চিন্ত মনে গ্ভাদি ঘুমিয়ে পড়ে—আর্চিলের চিন্তা আর এসে ওর মনকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে না ; এমন কি স্বপ্নেও সে একটি বারের জন্যও দেখে না আর্চিলকে—এমন নিঃশেষে সে তার মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে আর্চিলের স্মৃতি। পরদিন ভোরে বার্ডগুনিয়ার ঘুম ভাঙার আগেই গ্ভাদি উঠে পড়ে। রাত্রে বেশীক্ষণ ঘুমোয় নি সে, আর ঘুমও পোরেনি ভাল করে ; কিন্তু তবুও ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখীর মতনই তার ঘুম ভেঙে যায়—লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। সমস্ত দেহ মন জুড়ে অনুভব করে সে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব। মাথায় নানান ধরনের নূতন নূতন চিন্তার ভীড় আসে নেমে।

তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পরে নিয়ে সে লেগে যায় গৃহকর্মে আর এমন তৎপরতার সঙ্গে একটির পর একটি সে কাজগুলি করে যায়, মনে হয় যেন জীবনভোর এ ছাড়া আর কিছুই করেনি সে কোনদিন।

ছাগলটা দুয়ে নিয়ে সে উনুনে আঁচ দেয় তারপর সেঁকে নেয় ভুট্টার রুটি। ছেলেরা ঘুম থেকে উঠে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যায়।

সত্যিই ওদের বাবা না আর কেউ অমন করে আস্তিন গুটিয়ে ঘরময় ঘুরে ঘুরে কাজ করে বেড়াচ্ছে ?

সেদিন সকালে বার্ডগুনিয়ার আর কোনও কাজ থাকে না, এমন কি দুধ ছাঁকার জন্য গ্‌ভাদি কতগুলো টাটকা ফার্ন পাতা পর্যন্ত ভেঙে এনেছে।

কিন্তু ছেলেদেব কাছে সব চাইতে বেশী বিস্ময়ের মনে হয় তাদের পিতাব নীরবতা—মুখে তার একটিও শব্দ নেই, যেন মুখে জল পুরে নিয়ে একান্ত নিবিষ্টচিত্তে ঘাড় হেঁট করে একটির পব একটি কাজ করে চলেছে। সব চাইতে বেশী বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে বার্ডগুনিয়ার সঙ্গে একটি কথাও সে বলে না, চিরিমিয়াকেও ক্ষেপায় না কিম্বা কাছে ডেকে আদব করে না—বা একটু মাথায়ও হাত বুলিয়ে দেয় না। এটা সম্পূর্ণ ওব স্বভাববিরুদ্ধ !

কিন্তু কৈ বাবার মুখে তো রাগেরও কোন চিহ্ন নেই ! অধিকন্তু সব কিছু দেখে শুনে মনে হচ্ছে যেন তাঁর মেজাজটা বেশ ভালই আছে।

ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বার্ডগুনিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পিতার মুখেব পানে বার বার তাকায়—তার মনে হয় এক্ষুনি হোক কিম্বা একটু পবেই হোক, গতকালের ছাগল-ছানা ঘটিত ব্যাপারের মতনই তার বাবাব কোন একটা নূতন ফন্দিবাজী শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে।

যাই হোক দেখা গেল এবার বার্ডগুনিয়ার সন্দেহ ভুল।

কিন্তু চিরিমিয়া হঠাৎ এমন একটা কাজ করে ফেলে যাতে গ্‌ভাদির এতক্ষণের সব কাজকর্ম পণ্ড হয়ে যায়—ব্যর্থ হয়ে যায় তার সব পরিশ্রম। গ্‌ভাদি যখন ছেলেদের একটা নীচু টেবিলের পাশে বসিয়ে প্রত্যেককে এক প্লেট করে দুধ রুটি পরিবেশন করে তখন হঠাৎ চিরিমিয়া পেছন ফিরে এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করে যেন সে কাউকে খুঁজছে।

মরিয়ম খুড়ী কোথায় ? ভয়ে ভয়ে পিতার পানে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে ; যেন তার সন্দেহ হচ্ছে যে ওকে খাবার দিচ্ছে সে ওর বাবা নয়, মরিয়ম খুড়ী।

চিরিমিয়ার প্রশ্নে সব ভাই কটিরই খেয়াল হয় যে ওদের বাবা ঠিক মরিয়ম খুড়ীর মতনই ভোর বেলা উঠে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে আর মাঝে মাঝে সে যেমন ওদের সুস্বাদু গরম খাবার পরিবেশন করে থাকে ওদের বাবাও আজ তেমনই গরম খাবার খেতে দিয়েছে। যখনই মরিয়ম সকালের দিকে একটু সময় পায়, সে গ্ভাদির বাড়ীতে চলে আসে আর তাড়াতাড়ি ওর বাড়ী ঘরটাকে একটু গোছগাছ করে দেয়, কেননা বাড়ীটা হচ্ছে গৃহিণীশূন্য। বিশেষ করে চিরিমিয়ার উপরেই তার যত্ন একটু বেশী। প্রায়ই সে ওকে পৌছে দিয়ে আসে কিণ্ডারগার্টেনে। সুতরাং ওরা ভাবে, নিশ্চয়ই মরিয়মই আজও ওদের খাবার করে খেতে দিয়েছে।

গ্ভাদিও অনুভব করে যে চিরিমিয়ার কথাই ঠিক। বস্তুত তার নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই সে মরিয়মের কাজের অনুকরণ করে চলেছে।

একটু ইতস্তত করে গ্ভাদি।

পাজীটা কি চালাকই না হয়ে উঠছে দিনে দিনে! গ্ভাদি মনে মনে ভাবে, কিন্তু একটুও রাগ হয় না তার, তবুও তার বিরক্তি চাপতে গিয়ে হাঁড়িটার তলায় পড়ে থাকা দুধটুকুর ভিতরে একটু কড়া রুটি ভিজিয়ে বুটকিয়ার উদ্দেশ্যে ঘরের কোণের দিকে ছুঁড়ে দেয়। কুকুর-ছানাটা এতক্ষণ চিরিমিয়ার পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করছিল।

তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে ছেলেরা তাদের জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে স্কুলে চলে যায়।

দ্রুত গৃহকর্ম শেষ করে ফেলে গ্ভাদি, তারপর বাকী রুটিটা কেটে

গত রাত্রের ভুক্তাবশিষ্ট সিমের তরকারীর পাত্রটার ভিতরে ফেলে চামচ দিয়ে ভাল করে মেখে নিয়ে পেট ভরে খেয়ে নেয়। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পর কতগুলো কাঁচা সিম আবার ঐ হাঁড়িটার ভিতরে ঢেলে দিয়ে একটু উঁচু করে উনুনের উপরে বসিয়ে দেয় তারপর কুড়ুলটা কাঁধে ফেলে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দেয়। দোরের খিলটা এঁটে দিতে দিতে গ্‌ভাদি উঠানের সদর দরজাটার পানে তাকাতেই দেখে বাইরে দাঁড়িয়ে আর্চিল।

ভগবান রক্ষা করুণ! নিশ্চয়ই ওটা আর্চিলের ভূত! উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে গ্‌ভাদি। কাল সমস্ত রাত ধরে যে আর্চিলকে সে অমন করে হত্যা করেছে সেটা যে নেহাৎই তার কল্পনাপ্রসূত আর সেই পোরিয়াই আজ আবার বেঁচে উঠে স্বশরীরে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে এটা কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না গ্‌ভাদি।

এক্ষুনি আমি তোমায় ডাকতে যাচ্ছিলাম গ্‌ভাদি···হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে আর্চিল বলে ওঠে,—নমস্কার কমরেড! ধীরে ধীরে সদর পেরিয়ে সে উঠানের ভিতরে এসে ঢোকে; হাতে তার গ্‌ভাদির থলেটা সযত্নে ভাঁজ করা, মুখে অমায়িক মৃদু হাসি।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গ্‌ভাদি নিজের অজ্ঞাতেই বারবার কুড়ুলের বাঁটটা মুঠো করে ধরছে; ওর দৃষ্টি স্থির—পলকহীন, মুখে একটিও কথা নেই।

নমস্কার গ্‌ভাদি! বোধ হয় মোটেই তুমি আমাকে আশা করনি এসময়ে? খুব ভদ্রভাবে বলতে শুরু করে আর্চিল; তারপর একটু এগিয়ে এসে গ্‌ভাদির চোখের পানে তাকায়।

গ্‌ভাদি কোন কথাই বলে না।

কি ব্যাপার, তুমি কি বোবা হয়ে গেলে বন্ধু? প্রতি নমস্কারটাও করতে নেই?

এতক্ষণে ওরা পরস্পর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। আর্চিলের সন্দেহ হয়, গ্‌ভাদি মোটেই তার স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন। আর্চিলও কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

কয়েকটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয়ে যায়। উভয়েই কেমন যেন একটু বিব্রত বোধ করে। ভিতরে এস। অবশেষে গ্‌ভাদি বলে,—বুঝিবা হঠাৎ আতিথেয়তার বৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার ভিতরে; কিন্তু মুখ খুলতেই তার চির অভ্যস্ত 'কি বিপদ' কথাটা একেবারে জিভের ডগায় এসে পড়ে; কিন্তু ঠিক সময়টিতে দাঁত দিযে সে তার জিভটাকে কামড়ে ধরে।

হঠাৎ আর্চিল করমর্দনের জন্য তার হাতটা বের করে এমনভাবে ওর পানে বাড়িয়ে দেয় যে গ্‌ভাদির পক্ষে কুড়ুলটা মাটিতে ফেলে দিয়ে তার হাতটা চেপে ধরা ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না।

তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি গ্‌ভাদি—সবগুলো জিনিসই আমি গেয়েছি ঠিকভাবে, একটি জিনিসও খোয়া যায় নি—

পোরিয়া এমনভাবে কথাটা পাড়ে, যেন সে একটা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে ওর কাছে। কিন্তু দেখছি কেন যেন তোমার মুখটা ভার ভার হয়ে আছে। কি ব্যাপার গ্‌ভাদি, ছেলেরা সব ভাল আছে তো?

পাজীটার মুখখানা যেন ভোরের আলোর মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দু চোখের দৃষ্টি বেয়ে ফেনিয়ে উঠছে সৌহার্দের কোমলতা, প্রতিটি কথায় ঝরে পড়ছে মধু—এই হচ্ছে তার আজকের সকালের রূপ।

গাছটার অনতিদূরে দাঁড়িয়েই ওরা কথা বলছিল।

গ্‌ভাদি ওর হাতটা ঠেলে দিয়ে একটু সরে দাঁড়ায়—যেন সে বলতে চায়: 'তোমার অত মাথাব্যথার প্রয়োজন কি'! কিন্তু কেন জানি ওর মুখে

ভাষা জোগায় না। এরূপ অবস্থা ঘটেনি কখনও তার জীবনে। একটি কথাও বলতে পারে না গ্‌ভাদি; গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে সে আচিলের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ দুটো মিট মিট করছে যেন একটা অর্ধ জাগরিত তন্দ্রার ভাব ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে।

তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি গ্‌ভাদি···কথা দিয়েছিলাম তোমাকে সুতরাং কথা রাখতে হবে তো। বলিনি আমি তোমাকে যে আমার যেই কথা সেই কাজ।

ভাঁজ করা থলেটা খুলে আচিল তার ভিতর থেকে একটা কাগজের মোড়ক টেনে বার করে।

মোড়কটার উপরের কাগজ এক পাশে খানিকটা ফেটে গেছে, গ্‌ভাদি দেখে কাল শহর থেকে আনার পর জিনিসগুলো দেখার সময়ে যে গুটি দেওয়া জামাটা সে চিরিমিয়ার জন্য বেছে রেখেছিল সেই জামাটাই রয়েছে ঐ মোড়কের ভিতরে। দিনের আলোয় দেখা গেল যে জামাটার রং ফিকা সবুজ, অদ্ভুত ব্যাপার—সত্যিই অদ্ভুত ছাড়া আর কিছুই নয়! বিস্ময়ে চমকে উঠে গ ভাদি আর একটু পিছু হটে দাঁড়ায়।

নাও হে দোস্ত নাও—পোরিয়া বলে,—আর এই ধর তোমার থলেটা। ভাল কথা মনে পড়ে গেল······এণ্ড্রি বললে আমাকে যে কাল যখন আমরা বনের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম কে নাকি পেছন থেকে চীৎকার করে বলতে বলতে আসছিল: "আমার থলেটা ফিরিয়ে দিয়ে যাও," সে বল্‌ল, নিশ্চয়ই গ্‌ভাদি ছাড়া আর কেউ নয়। আমারও মনে হল যেন তোমার গলার আওয়াজই শুনলাম, কিন্তু বিশ্বাস হ'ল না। ধর কেউ যদি শুনে ফেলত, আর সন্ধান করতো ব্যাপারটা কি, তখন কি জবাব দিতে তুমি? নিশ্চয়ই তুমি বেজায় চটে গেছ···কিন্তু দেখ···আর

এক্ষুনিতো আমাকে দেখে খুবই রূঢ় ব্যবহার করলে। মনে হচ্ছে কালকের ব্যাপারে মনক্ষুণ্ণ হয়েছ তুমি খুবই। কিন্তু তুমিই একবার ভাল করে বিচার করে দেখ দেখি গ্ভাদি…বুদ্ধিমান লোক তুমি,…ধর যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি প্রত্যেকটি জিনিস হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝে পাচ্ছি ততক্ষণ কি ও থেকে কোন জিনিস আমি দিয়ে দিতে পারি? আর একথা ভাল করেই জান তুমি যে জিনিসগুলো কেবল একা আমার নয়। এখন ধর এটা নাও, তোমার ছেলেকে পরতে দিও—মনে হয় জামাটা পরলে বেশ চমৎকারই মানাবে তাকে……

গ্ভাদি ইতস্তত করে, আর্চিল জামাটা তার হাতের ভিতরে গুঁজে দেয়, কিন্তু অজ্ঞাতেই ওর হাতটা গুটিয়ে আসে। আচিল ওর মুঠো খুলে মোড়কটা হাতের ভিতরে পুরে দেয়।

বন্ধুত্ব বজায় রেখ গ্ভাদি, আর কাউকে যেন বোলো না কোত্থেকে পেলে জামাটা…গ্ভাদি একটি কথাও বলে না। তার ভাবলেশহীন চোখের দৃষ্টি থেকে মোটেই বোঝা যায় না ওর মনের প্রকৃত ভাব,—অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি মেলে সে একবার এদিক একবার ওদিক তাকায়।

গ্ভাদির এই অদ্ভুত ব্যবহারে আচিল সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সে ভেবেছিল যে জামাটা পেয়ে বুড়ো আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবে আর ঐ উপহারটির জন্য চিরদিনের মতন সে কেনা হয়ে থাকবে আচিলের কাছে। পুনরায় সে গ্ভাদির চোখের পানে তাকায়, তারপর হঠাৎ যেন খুব একটা দরকারী কথা মনে পড়ে গেছে এমনি ভাবে কপালে একটা করাঘাত করে সোৎসাহে বলে ওঠেঃ আহা! এখন পর্যন্ত বোধ হয় তুমি বুঝতে পারনি গ্ভাদি যে কাল রাত্রে দারুণ একটা ভুল হয়ে গেছে। সত্যিই আমি একটা দারুণ ভুল করে ফেলেছি—এই ছুরি নাও আর এই নাও আমি গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি…শোন, কাল রাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা

করে যখন আমি বাড়ী ফিরে শুতে যাচ্ছি তখন হঠাৎ খেয়াল হল যে একবার গুণে দেখিতো পকেটে আর কত টাকা আছে। তুমি তো জান আমার অভ্যাস···টাকাগুলো গুণে, বিশ্বাস করো আমায়, আমার স্বর্গীয়া মাতার নামে শপথ করে বলছি, আমি তো প্রায় পাগল হয়ে উঠলাম আর কি। তোমাকে দেবো বলে একটা দশ টাকার নোট আলাদা করে রেখেছিলাম আর সেটা রেখেছিলাম এই পাশের পকেটে। কাল রাত্রে সেটাই আমি তোমাকে দেব বলে ভেবেছিলাম। এই দেখ, নোটটা যেখানে রেখেছিলাম এখনও সেখানেই রয়েছে। এই যে······কোটের পাশের পকেট থেকে আর্চিল একটা করকরে দশ টাকার নূতন নোট টেনে বার করে একটুও না থেমে এক নিঃশ্বাসেই বলে যায়ঃ

দেখা গেল তোমাকে দিয়েছি একটা তিন টাকার নোট—না দেখেই আমি ওটা তোমার হাতে দিয়েছিলাম, তারপর মাথা চাপড়ে মরি! কিন্তু কোন উপায় তো ছিল না তখন, রাত অনেক হয়ে গেছে—এতো রাত্রে আবার এতোটা পথ ফিরে আসা ঠিক হবে বলে মনে হলো না, তাছাড়া তখন প্রায় পরনের কাপড় চোপড়ও সব খুলে ফেলেছি। বোধ হয় মনে মনে খুবই গাল পেড়েছ তুমি আমায়, না গ্‌ভাদি ?

কিন্তু যাই বল ভাই তুমি লোকটা বড় খারাপ, এই আমি বলে দিচ্ছি; সত্যিই তুমি লোকটা অতি খারাপ। সোজা বলতে পারতে তখনঃ কি দিচ্ছ তুমি আমায় ? দোষ সম্পূর্ণ তোমারই। মনে পড়ে কি যেন একটা বলেছিলে তুমি বিড় বিড় করে—কিন্তু আমি ভাবলাম হয়তো দশ টাকায়ও তোমার মন ওঠেনি, আর তাইতো আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম তোমার উপরে। এ কিন্তু মোটেই ভাল নয়। আমাদের পরস্পরের ভিতরে একটা বিশ্বাস, একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া থাকা দরকার। এখন ধর, নাও, এটা তোমার···দশ টাকার নোটটা গ্‌ভাদির

অন্য হাতটার ভিতরে গিয়ে ঢোকে। বাস্তবিকই নোটটা করকরে নূতন, একটুও ভাঁজ পর্যন্ত পড়েনি কোথাও। নোটটার মড়মড় শব্দ গ্‌ভাদির কানে যেন সঙ্গীতের স্থধা বর্ষণ করে।

এতক্ষণে গ্‌ভাদি ধাতস্থ হয়ে ওঠে। একবার সে ডান হাত একবার বা হাতের পানে তাকায়।

এ অত্যন্ত বেশী—কি বিপদ—অবশেষে গ্‌ভাদি বলে ওঠে। কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞাতে ওর মুখ থেকে একটা ঈষৎ হাসির অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

অবস্থাটা পোরিয়ার সন্ধানী চোখে এড়ায় না—মনে মনে দারুণ খুসী হয়ে ওঠে সে। মুহূর্তের জন্য গ্‌ভাদির মেঘাচ্ছন্ন মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দুটি চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি।

কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য—পর মুহূর্তেই আবার সে গম্ভীর হয়ে ওঠে, আর আর্চিলও বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে; কিন্তু আর্চিল গ্‌ভাদিকে অমনি অবস্থায় থাকতে দিতে মোটেই রাজী নয়।

বেশী কি কম সে সব হিসাব এখন রেখে দাও গ্‌ভাদি—ওর কাঁধের উপর একটা মৃদু চড় মেরে আর্চিল বলে ওঠে; তোমার আমার ভিতরে কিছু কি আর আলাদা আছে নাকি—কে বলতে পারে যে এটা আমার আর ওটা তোমার··তাছাড়া এখন আমরা বাস করছি সমাজতন্ত্রের যুগে—আর্চিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর চোখের পানে তাকায়। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এমন উচ্চ হাসি হেসে ওঠে যে গ্‌ভাদি কেঁপে ওঠে। ওর হাসিটা আন্তরিক কি কপট সেটা বুঝে ওঠা মুস্কিল।

যেমন করে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আর্চিল হেসে উঠেছিল ঠিক তেমনি করেই হঠাৎ ওর হাসি থেমে যায় তারপর আবার আগের মতনই তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে গ্‌ভাদির পায়ের কাছে পড়ে থাকা কুড়ুলটার পানে তাকিয়ে থাকে। পরে নীচু হয়ে কুড়ুলটা তুলে নেয় তার হাতে।

দেখ যেন মরচে ধরে এটা খারাপ না হয়ে যায়। আর্চিল ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে। তারপর কুড়ুলটার লম্বা বাঁটটার উপর ভর দিয়ে গ্‌ভাদির পানে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ঘরের সামনের উঠানটার বিস্তৃতি পরীক্ষা করতে শুরু করে।

বোধ হয় এই গাছটার কাছেই তুমি তোমার নূতন ঘর তুলবে,—বিজ্ঞের স্বরে আর্চিল বলে ওঠে,—নেহাৎ খারাপ নয়, খুব যে অবিবেচকের মতন জায়গাটা বেছে নিয়েছ তা নয়, কিন্তু আমার একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে গ্‌ভাদি, না বললে চলবে না। শোন ভাই, আমার উপর যদি তোমার এতটুকুও শ্রদ্ধা থাকে তাহলে এই গাছটা কেটে ফেল না, ওটা যেন অমনিই থাকে অভাগী আগাতিয়ার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। প্রায়ই সে ঐ গাছটার নীচে এসে বসত; যখনই আমি তোমার বাড়ীর সামনে দিয়ে গেছি, দেখেছি ঐ গাছটার তলায় একটা বেঞ্চের উপর বসে আগাতিয়া কিছু না কিছু একটা কাজ করছে। ঘরটা তোলার সময়ে আর একটু সামনের দিক এগিয়ে বেড়াটার পাশ ঘেঁসে তুলো, তা হলেই আর ওটা কাটতে হবে না। যদি তুমি আমাকে তোমার নিজের ভাইয়ের মতন মনে কর তা হলে নিশ্চয়ই আমার কথাটা রাখবে, গাছটা কাটবে না কক্ষনো। তা ছাড়া ঘর তোলার দিক থেকেও তাতে সুবিধা হবে, আর সেটা তোমার নিজের পক্ষেও ভালই হবে। শুনেছি নাকি ওরা খুব উঁচু করেই ঘর তুলবে। তখন দেখ নতুন বড় রাস্তাটা মনে হবে যেন তোমার হাতের কাছে; দোতালার বারান্দার উপর তুমি তখন পায়ের উপর পা তুলে বসবে আর গোটা দুনিয়াটা দেখতে পাবে তোমার চোখের সামনে—কি আরামটাই হবে তখন ভাবোতো। সত্যি

বলছি, জায়গাটা খুবই ভাল তাতে সন্দেহ নেই। আমার কিন্তু ভারী পছন্দ হয়েছে···আর ধর যদি মনে হয় যে জায়গায় কুলোবে না, তাহলে না হয় বেড়াটার ওপাশের খানিকটা জমি নিয়ে নিও। কে বাধা দিতে আসবে? এখন তো আর জমির কোন মালিক নেই······

তারপর ফিরে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে গ্‌ভাদির পানে তাকায়—আচ্ছা, কি অত ভাবছ বল তো?

সানন্দে গ্‌ভাদি ওর কথাগুলো শুনছিল দেখে আর্চিল মনে মনে বেশ খানিকটা খুসী হয়ে ওঠে; গ্‌ভাদির মুখের ভাব অনেকখানি প্রফুল্ল, বিস্ফারিত চোখ দুটো উৎসুক আগ্রহে জ্বলজ্বল করছে। ওর দৃষ্টি বেড়াটার ওপাশের জমির উপর গিয়ে পড়ে, যেন সে আন্দাজ করে দেখে তার ঘরটা তুলতে কতোখানি জায়গার প্রয়োজন হবে।

আর্চিল আশা করেনি যে গ্‌ভাদি এত শীঘ্র ওর কথায় প'টে যাবে, তাই সে ওকে আরও খানিকটা উত্তেজিত করে তুলতে প্রয়াস পায়।

বুঝেছ বন্ধু! ওখান থেকে তুমি যখন খুসী তখন সোজা ঐ বিধবাটির বাড়ীতে গিয়ে হাজির হতে পারবে,—ইঙ্গিতভরা কণ্ঠে আর্চিল একটু বিশেষ জোর দিয়েই কথা কটি বলেই সশব্দে হেসে ওঠে; তারপর কুড়ুলটার বাঁট দিয়ে গ্‌ভাদির পেটে একটা খোঁচা মেরে সোৎসাহে বলতে শুরু করে:

ব্যাটা বুড়ো শয়তান, এদিক থেকে কখনও তো তুমি বঞ্চিত কর না নিজেকে, তাই না? আমার কাছে লুকোবে! জানি হে, জানি আমি সব কিছুই; এসব ব্যাপারে কখনও তোমার ভুল হয় না! আগাতিয়াকে পর্যন্ত তুমি বাড়ীতে নিয়ে আসতে, মেয়ে মানুষের মাথা খেতে তুমি একটি ওস্তাদ···বিয়ের দিনটি পর্যন্তও তুমি সবুর করতে পারনি—পেরেছিলে?

গ ভাদির মুখে একটা আত্মতুষ্টির ভাব জেগে ওঠে। আর্চিলের কথাগুলো গ্রহণ করে সে তার পৌরুষের প্রশংসা হিসাবে। সে যাই হোক, এই বুড়ো বয়সে কি বলে তুমি মরিয়মের দিকে নজর দিচ্ছ? অবশ্য, মাদী মর্দা মিলিয়ে এখনও ডজনখানেক বিগ্ ভা ওর উরু কুঁদে পয়দা করতে পার। ও যে হল গিয়ে তোমার চমকী মজুর! কি অত হিসাব করছ, বসে আছ কিসের প্রত্যাশায় শুনি, ব্যাটা শয়তানের লেজুড়? জানতো, মেয়েদের দেখলেই আমার ভিতরে একটু সারমেয় বৃত্তি জেগে ওঠে কিন্তু মরিয়মের কাছ ঘেঁসতে আমারও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তারপর চোখ কুঁচকে গ ভাদির দিকে একটু ঝুঁকে তার কানে কানে ফিস ফিস করে প্রশ্ন করেঃ কি রকম বুঝছ ওর ভাবসাব? বলি টোপ গিলছে তো একটু একটু করে, না, না?

গ ভাদি স্পষ্ট শুনতে পায় আর্চিল ঠোঁটে চুমকুড়ি দিয়ে একটা ঢোক গিলে ফেলে।

দেখ নিষেধ করছি·· মরিয়মের সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলো না, কি বিপদ। আর্চিলের কুৎসিত প্রসঙ্গে বাধা দিয়ে গ ভাদি বলে ওঠে। যদিও সে কথা কটি বলে খুবই ধীরে তবুও ওর চোখের পানে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোন মতেই সে এই ধবনের আলোচনায় যোগ দিতে রাজী নয়।

বস্তুত এ প্রসঙ্গের আলোচনায় আর্চিলেরও খুব যে একটা আকর্ষণ আছে তা নয়, সে চেয়েছিল কেবলমাত্র গ ভাদিকে একটু খুসী করতে, তাছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং মুহূর্তে সে তার সুর পাল্টে বলতে শুরু করেঃ একটু ঠাট্টা করছিলাম গ ভাদি, সেটা এমন কিছু দোষের কথা নয়, কি বল? কৈফিয়তের সুরে আর্চিল বলে—পুরুষমানুষ সব সময়ই মেয়েদের কথা নিয়ে একটু ঠাট্টা মস্করা করেই থাকে······

তারপর হঠাৎ সে কাজের মানুষের মতন পুনরায় ঘরের প্রসঙ্গে ফিরে আসে : হাঁ, শোন···তোমাকে এই কথাটাই আমি বলতে চাই : তুমি তো কাজ গুছিয়ে নিলে গ ভাদি! সর্বত্রই তো ঘর তৈরীর সাড়া পড়ে গেছে···খুবই সোরগোল পড়ে গেছে চারদিকে···হয়তো শুনেছ নিশ্চয়ই যে, সানারিয়ার লোকেরা আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে ;— দেখা যাক কারা জেতে—কারা বেশী ঘর তৈরী করতে পারে। কাল রবিবার, বোধ হয় সানারিয়ার প্রতিনিধিরা আসবে কাল প্রতিযোগিতার সর্ত ঠিক করতে। জান তো কি ভীষণ দর কষাকষি করতে পাবে ওরা! সমস্ত দুনিয়ার লোক জানবে এই অনুষ্ঠানের কথা। দেখ কতোদিন থেকে তারা এই প্রতিযোগিতার জন্য তৈরী হচ্ছে!

তুমি কি ভাবো ওরা আমাদের হারিয়ে দিতে পারবে, কি বিপদ? নিজের অজ্ঞাতেই গ ভাদি এই আলোচনার ভিতরে নেমে আসে। দেখা যাক······

এখনও আমরা ওদের, ঐ সানারিয়ার লোকদের পিষে মারতে পারি, কি বিপদ; ওদের ঘাড় মুচড়ে দেবো না! বহু বছর ধরেইতো ওরা আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আসছে······

গ ভাদিকে সোৎসাহে এই আলোচনায় যোগ দিতে দেখে আর্চিল স্থিরনিশ্চিত হয়ে ওঠে যে গত রাত্রের মনোমালিন্যের কথা সম্পূর্ণ ওর মন থেকে মুছে গেছে। আর্চিল সোৎসাহে বলতে শুরু করে :

জেরা অবশ্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে যাতে করে প্রতিযোগিতায় জিততে পারে। ভগবান তোমাদের বাঁচিয়ে রাখুন গ ভাদি, খাটিয়ে খাটিয়ে সে তোমাদের গায়ের রক্ত জল করে দেবে আর তারপর মেডেল ঝুলাবে তার নিজের বুকে। বড় রাস্তাটা তৈরী করার পর ভেবেছিল পাবে একটা মেডেল, কিন্তু ওর হিসাবে একটু ভুল হয়েছিল তখন—মেডেলটা

পড়লো গিয়ে জেলা কমিটির ভাগ্যে···কিন্তু হাঁ, ঠিক সময়েই তুমি ঘর উঠাবার সিদ্ধান্ত করেছ, গ.ভাদি বড় জোর মাস ছয়েকের ভিতরেই তোমার ঘরটা তৈরী হয়ে যাবে—তখন একটু হাত পা ছড়িয়ে বাস করতে পারবে।

আঃ আমার কোন প্রয়োজনই নেই ঘরের, কি বিপদ······তবে ছেলেরা বাস করবে এটা ঠিক, আর তাতেই আমি খুসী—একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে গ.ভাদি বলে।

সে কি, কেন, কেন গ.ভাদি? ঘরটা নূতন হলে তাতে তুমিও কিছু আর এমন মন্দ থাকবে না। যখন আমি হুকুম পেলাম যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাকে অতগুলো জিনিস তৈরী করে দিতে হবে, তখন দেখলাম কি জান, সে তালিকায় তোমার নাম নেই···তক্ষুনি ছুটে গেলাম অফিসে, গিয়ে বললাম,—এর অর্থ কি, তোমরা গ.ভাদি বিগভাকে বাদ দিয়েছ। কিন্তু দেখলাম মুস্কিল বেধেছে সেখানেই যে তুমি 'চমকী মজুর নও' আর সেই জন্যই ওরা তোমাকে বাদ দিয়েছে। কিন্তু আমিও তখন ওদের অমনি অমনি ছেড়ে দিলাম না—মুখের মতন জবাব দিলাম,—পোরিয়া মিথ্যার জাল বুনে চলে।

তুমি কি মনে কর আমি জানি না সে কথা, কি বিপদ, আমার উপরে অবিচার হলে সে কি কখনও তুমি বরদাস্ত করতে পার? ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন! আকাশের পানে চোখ দুটো তুলে গ.ভাদি বলে।

আমার বাবার কারখানাটা ছিল বলেই না তোদের এতটা সাহায্য হ'ল,—নইলে দেখা যেত কতগুলো ঘর তোরা তৈরী করিস—কি বল গ.ভাদি।

চমৎকার কারখানা, ঈশ্বর তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন! এ সম্পর্কে কি আর কারোর কিছু বলার থাকতে পারে?

সানারিয়ার লোকেরাও একটা কারখানা বসিয়েছে কিন্তু এখনকার ঐ সব বাজে জিনিসের কি আর আগেকার জিনিসের সঙ্গে তুলনা হতে পারে? কিন্তু সে সব আর বলে কি হবে সে তো তুমিও জান আর আমিও জানি......তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি গ্‌ভাদি, সৎলোক তুমি, তুমি আর কিছু রেখে ঢেকে বলবে না, আচ্ছা তোমার কি মনে হয় না যে এজন্যও অন্তত ওদের আমাকে একটু সম্মান করে চলা উচিত,—তারিফ করা উচিত আমাকে একটু?

কে না তোমাকে তারিফ করে বল, কি বিপদ? এই ওর্কেটির ভিতরে তোমার মতন এতোটা মান সম্মান কে আর পেয়ে থাকে দেখাও দেখি?

কিন্তু জান কি তুমি—কিসে আমাকে দাবিয়ে রেখেছ? অনুযোগভরা কণ্ঠে আর্চিল বলে।

তুমি যেন আমার মূল্য বোঝ, সে আমি জানি আর বোঝে তোমারই মতন দু'চার জন যারা আছে; তোমার এ কথার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি গ্‌ভাদি, কিন্তু একবার ভেবে দেখ দেখি কেমন করে ওরা আমার হাত পা সব বেঁধে দিয়েছে......ধর যদি কোন সময়ে আমার দু-একখানা তক্তার দরকার হয়, আমার নিজের কারখানায় তৈরী তক্তা, তাও আমার ছুঁতে সাহস হয় না, আজকাল ওরা এমন কড়া নজর রাখছে আমার উপরে। দাম দিয়ে নিতে চাইলেও পাবার উপায় নেই আমার। আমার বাবার জমিদারীটা নিয়ে সেখানে তো কৃষিকেন্দ্র, গোলাবাড়ী আর কিইনা সব তৈরী করেছে—কিন্তু তাতেও ওরা সন্তুষ্ট নয়। তবুও আমি সেজন্য কোন অভিযোগ করি না, বিশ্বাস করো। অবশ্য বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা......

এ কথা বলছ কেন, কি বিপদ? এমন সহানুভূতিভরা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে গ্‌ভাদি যে সে নিজেও আশ্চর্য হয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি গ্‌ভাদি তার হাতের মোড়কটা কোটের ভিতরের বুক পকেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় আর নোটটাকেও পকেটের আরও নীচের দিকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়। 'আর্চিল তার দুর্ভাগ্য সম্পর্কে এমন কাঁদুনি জুড়ে দিয়েছে যে হয়ত এক্ষুনি সে আবার টাকাটা ফেরৎ চেয়ে বসবে – মনে মনে ভাবে গ্‌ভাদি। এত তাড়াতাড়ি সে মোড়কটা আর নোটটা পকেটের ভিতরে সরিয়ে দেয় যে আর্চিল প্রায় ধরতেই পারছিল না যে সে কি করছে।

গ্‌ভাদির ব্যবহারে আর্চিলের সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়—তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে আরও খুসী হয়ে ওঠে সে এই দেখে যে এক টুকরা হাড় পেয়ে বুভুক্ষু কুকুরের চোখে যেমন লোলুপ দৃষ্টি ফুটে ওঠে ঠিক তেমনি অসংযত লুব্ধতা ফুটে উঠেছিল গ্‌ভাদির চোখে মুখে যখন সে ওর দেয়া টাকাটা রাখছিল সরিয়ে। এটা ঠিক যে অতগুলো টাকা এক সঙ্গে পেয়ে গ্‌ভাদির মনটা আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু, যাই বল আমিও তো একটা মানুষ ····কি বল গ্‌ভাদি? আর্চিল তার অদৃষ্টের জন্য আক্ষেপ করে বলতে থাকে: আমি তোমাদের জন্য খেটে মরছি, আমার যতদূর বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতা সব কিছুই ঢেলে দিচ্ছি তোমাদের ভালর জন্য—রক্ত জল করে খাটছি, তোমরা অন্তত সেটুকু স্বীকার করবে তো; তা না উল্টো আমাকে অপমান করা? যদি আমরা কমরেডই হয়ে থাকি তবে কমরেডের মতনই ব্যবহার কর। কেন এত সব কথা বলছি আজ জান গ্‌ভাদি, আভাসে একটু শুনতে পেলাম যেন তোমার ঐ মিতেটি—ঐ যে তোমার নামে নাম—সে নাকি আমাকে পদচ্যুত করার কথা ভাবছে। আর জান, কাকে চাইছে সে আমার বদলে বাহাল করতে? শুনলে হেসে হেসে তোমার দম আটকে যাবে! বিসো, আরে সেই যে ফচ্‌কে তরুণ কম্যুনিস্ট ছোঁড়া

যাকে গত বছর আমার সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছিল ব্রিগেড লীডার হিসাবে। ওরা ঠিক করেছে নাকি তাকেই আমার জায়গায় বাহাল করবে! মনে হচ্ছে যেন সে ইতিমধ্যেই সব জেনে শুনে বসেছে—কারখানার সম্পর্কে একটা পণ্ডিত হয়ে পড়েছে বুঝলে .....

গ্‌ভাদি লাফিয়ে ওঠে, উরুর উপরে একটা প্রচণ্ড চড় মেরে হো হো শব্দে হেসে ওঠে। অবশ্য হাসি পাবার মতন এমন কিছুই নেই কথাটার ভিতর, কিন্তু সে চায় আর্চিলকে একটু খুশী করে তুলতে—তাকে একটু তৃপ্তি দিতে।

সত্যি সত্যিই এটা একটা হাসির কথা সন্দেহ নেই, কি বিপদ! ঐ কড়ে আঙুলের সমান এতটুকু এক ফোঁটা ছোঁড়া—গরীব দ্‌ঝামুইর ছেলে, তোমার সঙ্গে কিনা তার তুলনা! হাসতে হাসতে গ্‌ভাদি বলে আর সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুতভাবে সে লম্ফ ঝম্ফ জুড়ে দেয়। তারপর ওর মনে হয় যে এবার একটু রাগের ভান করলে সেটাও নেহাৎ খারাপ হবে না।

না, না, ওসব বাজে কথা, তুমিও যেমন তাই আবার বিশ্বাস কর! কিছু বিশ্বাস করো না ওসব, কি বিপদ! কার এত বড় দুঃসাহস যে তোমাকে অমন হেনেস্তা করতে পারে? সে কখ্‌খনো হতে পারে না···আমরা তাহলে আছি কিসের জন্য? মরদ নই আমরা—আমরা কি টুপী পরি না, নাকি। তোমাকে স্পর্শ করবে, কখ্‌খনো আমরা সেটা সহ্য করবো না।

আমি জানি গ্‌ভাদি, তোমাকে বিশ্বাস করা যায় কিন্তু তবুও···জেনে রেখ, পা দিয়ে মাড়াতে গেলে পোকাটাও একবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। আমাকে দূর করে দেয়ার চেষ্টা না করাই ওদের পক্ষে হয়তো ভাল হত! ভেড়া, ভেড়াই কিন্তু···আমিও বলে রাখছি

রাইফেলটা আর কোটটা নিয়ে বনেই চলে যাবো আমি—ঈশ্বরের আশীর্বাদে বনটা আর আমাদের ছোট নয়—আর তাই যদি করতে হয় আমাকে শেষ পর্যন্ত তবে কারখানাটার পরিবর্তে আমার শত্রু যারা তাদেরই ছাই করে দিয়ে যাবো, এমন কি হয়তো কোন লোককে এমন ভাবে দুনিয়া থেকে সরিয়েও দিয়ে যেতে পারি যে তার চিহ্নটুকুও আর থাকবে না এ দুনিয়ার বুকে! সুতরাং একথা তুমি স্থির জেনে রেখ গ্‌ভাদি যে, আমাকে গিয়ে যদি বনেই আশ্রয় নিতে হয় তবে কারখানাটার ভিত্‌ শুদ্ধ আমি পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যাবো। তখন দেখবো কেমন করে নিজেদের জন্য বাড়ী তৈরী কর তোমরা। অবশ্য তোমার জন্য দুঃখ হয় গ্‌ভাদি, কিন্তু কি করবো বল, নিরুপায় আমি।

আঃ ঈশ্বর না করুন যেন তেমন কিছু হয়, কি বিপদ! এই এক্ষুনি না তুমি জেরাকে আমার মিতা বলে বল্‌লে, শোন তাহলে! আগের দিনে যদি কেউ কখনও বিগ্‌ভাদের সম্পর্কে কোন কিছু আলোচনা করতো তবে তাদের কারুরই জেরার বাপ 'তেমার' নাম পর্যন্ত মনে হত না। কিন্তু এখন সব কিছুইতো বদলে গেছে কিনা···যদি জেরা তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে নিশ্চয়ই জেনো সে বিগ্‌ভা বংশের ছেলেই নয়। আমি নিজে একজন বিগ্‌ভা—দেখে নিও আজীবন তোমার কথা আমার মনে থাকবে! না, না, বিশ্বাস করো—সে কখনও তোমার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না···সকালের গ্‌ভাদি আর এখনকার গ্‌ভাদি সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক। বিগত দিন আর আজ সকালে যে প্রভেদ দেখে ছিল ছেলেরা তাদের পিতার ভিতরে তার কোন চিহ্নই নেই এখন আর। হারিয়ে গেছে গ্‌ভাদির চোখের সেই দৃষ্টি যা দেখে প্রথম এসেই আর্চিল এতোখানি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। আবার গ্‌ভাদি

তার অতীতের অভ্যাসের কবলে আত্মসমর্পন করে—যে অভ্যাস সে চেয়েছিলো সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে ফেলতে তার নিজের ভিতর থেকে ; আর্চিল পোরিয়ার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ওর সকল সাধু প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর্চিলের সামনে দাঁড়িয়ে তার পুরানো বন্ধু, গ্‌ভাদি বিগভা। আর সর্বান্তকরণে চেয়েছিল সে তাই-ই ; আর্চিল বোঝে এতক্ষণে সময় এসেছে সেই কথা বলবার যার জন্য নাকি বাধ্য হয়েছে সে গ্‌ভাদির কাছে আসতে।

(একুশ)

আমার নিজের সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু আলোচনা করতে চাই না, আমি তো গেছিই, একথা ঠিক…ওদের চোখে আমি হলাম গিয়ে একটা পরদেশী; এমন কি এখনও কেউই আমাকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু ওরা আমাদের গোচার পেছনে কেন লেগেছে বুঝিয়ে দাও দেখি সেটা আমাকে?

আমিও কিছুই বুঝি না, সত্যি বলছি কিছুই আমি বুঝতে পারি না;— মুখের ভাবখানা এমন করে গ্ভাদি বলে ওঠে যেন এক্ষনি সেও ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আগে থাকতেই পোরিয়া বলে ফেলেছে:

গোচাব কথা ভেবে আমাব দুঃখ হয়…সত্যি বলছি ধারণাই করতে পাববে না তুমি যে কতোখানি ভাবি আমি তাব জন্য…অভাবনীয় ব্যাপাব! লোকটা ঘবখানা প্রায় তুলে ফেলেছে, হঠাৎ ওরা তার টুঁটি টিপে ধরে বললে কি না:

বন্ধ কর তোমার ঘব তোলা; আর কোন জিনিস-পত্রই দেয়া হবে না তোমাকে। আর ফল কি হল তার, না, ওনিসী কাজ গুছিয়ে নিল, কিন্তু গোচার মত একটা লোক সে কিনা পড়লো বিপদে! একে কি তুমি ন্যায্য বিচাব বলতে চাও? তাছাড়া ওর মেয়েটি পর্যন্ত কম্যুনিস্ট। একটি মেয়ের মতন মেয়ে সে আমি জানি… কিন্তু…

গ্ভাদি আর্চিলেব পানে একটু আড় চোখে তাকায় তারপর চোখ কুঁচকে যেন সে বহু দূর থেকে আর্চিলকে দেখছে এমনি একটা ভঙ্গী করে বলতে শুরু করে:

কি বললে, মেয়ে ? মেয়ে নয়, একটি সাচ্চা মুক্তো ! অমন একটি মেয়ে আর এ তল্লাটে জন্মায়নি কোন দিন……

ইচ্ছা করেই গ্‌ভাদি একটু থেমে যায় ; যেন সে ওকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে ইচ্ছে করলেই আরও জোর দিয়ে কথাটা সে বলতে পারতো কিন্তু বন্ধুর সম্মানের দিকে তাকিয়েই তার সে উচ্ছ্বাসটাকে দমন করে নিয়েছে। এক পা পিছু হটে দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে গ্‌ভাদি বলতে শুরু করে :

কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তোমার, চোখ দুটো কি চমৎকার ! কি বিপদ, সব জিনিসই তুমি কেমন পরিষ্কার দেখতে পাও। তাছাড়া বুদ্ধিও তোমার প্রচুর—এদিক থেকে তোমার সঙ্গে আমার পাল্লা দেয়ার কোনই মানে হয় না কিন্তু তবুও একটা কথা বলতে চাই আমি।

বলে ফেল…গ্‌ভাদি, বলে ফেল…কাজের দিক থেকে যদি তুমি সাহায্য করতে নাই পার, কথা বলেই অন্তত একটু সান্ত্বনা দাও আমাকে।

সর্বান্তঃকরণে, কি বিপদ ; ঢের ভেবে দেখেছি আমি এ সম্পর্কে, আর তাই বলছি, গোচা সালাণ্ডিয়ার ঐ মেয়েটিকে ভগবান যেন ইচ্ছে করে তোমার জন্যই তৈরী করে পাঠিয়েছেন। তোমার যত খুসী "না, না" বলতে পারো, তবু ওর সঙ্গেই আমি তোমার বিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বো। তুমি চাও আর নাই চাও বিয়ে আমি দেবোই তোমার ওর সঙ্গে ; এর চাইতে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে তোমার পক্ষে। মনে পড়ে তোমার বাবার কথা—মৃত্যুকালে তিনি আমাকে শেষ আদেশ দিয়ে গেলেন। নাবালক ছেলেটা রইলো, একে একটু দেখ,—বলেছিলেন তিনি…ভৎর্সনাপূর্ণ দৃষ্টিতে গ্‌ভাদি আর্চিলের পানে তাকায় তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় বলতে শুরু করে :

অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি, কি বিপদ, এর আগে একটি বারের জন্যও কথাটা মনে হয়নি তোমার······

সেটাই হচ্ছে প্রকৃত কারণ !

দেখ গ্‌ভাদি মনে হচ্ছে যে আমার দুর্ভাগ্যের জন্য এতটুকুও দুঃখ হয়নি তোমার। আমার সর্বস্ব কেড়ে নেয়ার পরে এখন আবার চাইছ কিনা তুমি একটা সালাগুিয়ার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে ···একটুও লজ্জা করলো না তোমার ? আর কোন ভাল কনে কি জুটবে না আমার জন্য ? কপট বিরক্তির স্বরে আর্চিল বলে। গ্‌ভাদি যে এরকম একটা প্রস্তাব করতে পারে এটা মোটেই আশা করতে পারেনি আর্চিল। চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কি বিপদ ! তুমি কি মনে কর সালাগুিয়া নামটার এমন একটা কিছু দারুণ মূল্য আছে ? বিয়ে করলে পরেই তোমার বংশ পদবী তার হয়ে যাবে, তখন কে আর মনে করে বসে থাকবে যে সে সালাগুিয়া ছিল না কি ছিল। না, না, কি বিপদ, তুমি আর 'কিন্তু' করো না, ভালয় ভালয় কাজটা শেষ করে ফেল, অন্ততপক্ষে তোমার বাবার কথা স্মরণ করেও······

হঠাৎ অকারণেই গ্‌ভাদিকে কেমন যেন একটু উত্তেজিত বলে মনে হয়। ওর চোখ দুটো চক্ চক্ করে ওঠে, রক্তিম হয়ে ওঠে দুটো গাল ; তারপর চোখ দুটো কুঁচকে পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে আর্চিলের কানে কানে রহস্যজনকভাবে ফিস্ ফিস্ করে বলে :

কোন একটা জিনিস তুমি ধরতে পার বেশ তাড়াতাড়ি, কি বিপদ ; সেইজন্যই কথাটা তোমাকে বললাম তা ছাড়া তোমার বাবার মতন তোমারও বেশ দূরদৃষ্টি আছে, এখন ধর গোচা—তার কোন ছেলে

নেই, সুতরাং পুরানোটাই বল আর নতুনটাই বল, দুটো ঘরই হবে তোমার···ওর সব কিছু সম্পত্তিই আসবে তোমার হাতে। কি বলো, তাই না?

আর একটু সরে দাঁড়িয়ে গ্‌ভাদি হেসে ওঠে—কি সে হাসি!

তখন কে আর সাহস করবে তোমাকে স্পর্শ করতে, কি বিপদ, কার এমন শক্তি হবে যে তোমার জিনিস কেড়ে নেবে? কেননা, তখন অপরাধীতো বাস করবে তোমারই সঙ্গে এক ঘরে, তোমার নিজের ঘরে; বুঝেছ?

গ্‌ভাদির হাসি আর থামে না, সরু কণ্ঠের হাসি উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে ওঠে; অবশেষে গলা বুজে আসে—

হাসির ধমকে কেবলমাত্র একটা চিঁ চিঁ শব্দ বেরিয়ে আসে ওর গলা থেকে। মনে হয় যেন খুবই একটা হাসির কথা ঘুরে ফিরে এসে উঁকি দিচ্ছে ওর মনে। দু হাতে পেটটা চেপে ধরে নুয়ে পড়ে গ্‌ভাদি মিলের চাকার মতন ঘুরপাক খেতে শুরু করে।

আর্চিল বুঝতে পারে না গ্‌ভাদির এতো হাসির কারণ কি। তবুও ওর হাসিটা এমন দরাজ, এমন প্রাণখোলা, যে সংক্রামক ব্যাধির মতন আর্চিলকেও পেয়ে বসে—আর্চিলও হাসতে শুরু করে আর তাতে করে গ্‌ভাদি আরও বেশী উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

ভেব না বন্ধু যে তোমার বিয়ের উপলক্ষে যে এঁড়েটা জবাই করা হবে, আমি গিয়ে তার চামড়াটা দাবী করে বসবো; অবশ্য—ন্যায্যমত সেটা আমার ভাগেই পড়ে। কিন্তু এই বলে রাখছি তোমাকে, সে দাবীও আমি ছেড়ে দিচ্ছি, কি বিপদ। তবুও এতো ধন দৌলত যখন এসেই যাচ্ছে তোমার হাতে তখন আমার হাত শূন্য থাকবে সেটা কিছু আর ভাল দেখাবে না। দেখ যেন আমি বঞ্চিত না হই! তাছাড়া আমার

একটা অনুরোধও আছে···ছোট একটি অনুরোধ···আমার একান্ত মিনতি, তোমার বাবার কথা স্মরণ করে আমার সে অনুরোধটি তুমি রাখবে··· ।

কৌতূহলী হয়ে ওঠে আর্চিল। কামনার ধৈর্যহীন আকুলতায় গ্‌ভাদির হাতখানা থর থর করে কাঁপছে। এর অর্থ কি, গ্‌ভাদি? এতোটা কিন্তু হয়ে পড়েছ কেন? ইতস্তত করার কোনই কারণ নেই, বলে ফেল বন্ধু। কেউ কারোর পর নই আমরা—কোন কিছুর জন্যই কি তোমাকে না করতে পারি আমি? বিশেষ করে আমার জন্য যখন এতোখানি ভাবছ তুমি? আন্তরিকতাভরা পরিপূর্ণ উষ্ণ দৃষ্টি মেলে আর্চিল গ্‌ভাদির পানে তাকায়, যেন সে ওকে অগ্রিম সব কিছু দেবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে।

গ্‌ভাদি ইতস্তত ভাব ঝেড়ে ফেলে, তারপর ওর বিশ্বাস আরও দৃঢ় করে তোলার জন্য একান্ত অন্তরঙ্গতায় তর্জনীর ডগা দিয়ে আর্চিলের বুকের উপর একটা খোঁচা মেরে বলতে শুরু করে:

মোটা ব্যবসায়ে মোটা লাভ, কি বিপদ; তারপর হঠাৎ একটা বুকচেরা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠে:

যেই মাত্র সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে···দুনিয়ায় যদি সুবিচার বলে কোন জিনিস থেকে থাকে···নিশ্চয় তা'হলে তুমি আমাকে নিকোরাকে দান করবে···আমাকে আর আমার কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে। বলে ফেলেই গ্‌ভাদি হাত দিয়ে এমনভাবে আর্চিলের মুখটা চেপে ধরে যে সে বিস্ময় প্রকাশ করার অবসরটুকু পর্যন্ত পায় না।

না, না, প্রত্যাখ্যান করো না তুমি আমায়। আমি শুনতে চাই না যে তুমি 'না' বলছ, কি বিপদ, এমন কি ঠাট্টার ছলেও না বলো না! আমার ছানাপোনাগুলোকে মেরে ফেল না আর্চিল।

দাঁড়াও গ্ভাদি, দাঁড়াও! ওকে বাধা দিয়ে আর্চিল বলে ওঠে, তারপর গ্ভাদির হাতখানা মুঠোর ভিতরে চেপে ধরেই পরক্ষণে আবার ছেড়ে দেয়। ওর প্রার্থনাটা এমন অপ্রত্যাশিত যে আর্চিল একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ে। আচ্ছা, কিন্তু দেখ···প্রত্যুত্তরে কি যে বলবে কিছুই ঠিক করে উঠতে না পেরে আর্চিল পুনরায় বলতে শুরু করে।

হাঁ কি না? এক কথায় জবাব দাও—বল হাঁ, কি না? কচি শিশুর মতন বায়না করে গ্ভাদি।

তবু আর্চিল কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না কি জবাব সে দেবে ওকে। মোষটার সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে তার? কেমন করে, তাছাড়া কেনই বা সে অন্যের মোষ দান করতে যাবে ওকে? কিছুতেই আর্চিল বুঝে উঠতে পারছে না যে এ ধরনের একটা অসম্ভব খেয়াল কেমন করে এল গ্ভাদির মাথায়।

ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি তোমায়, গ্ভাদি! যদি তুমি তোমার ঐ নেইয়াকেও চেয়ে বসতে আমার কাছে তাহলেও হয় তো আমি এতোটা আশ্চর্য হ'তাম না! তোমাকে বুঝে ওঠা ভার। হয় তুমি একটি অতি বড শয়তান, যে নাকি কড়ে আঙুলের ডগায় করে যে কাউকেই চরকির মতন করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে, নয়তো দুনিয়ায় এতাবৎকাল যতো বড় বুদ্ধিমান লোকই জন্মে থাকুক না কেন তুমি হচ্ছ তাদের সবার চাইতেও ঢের বেশী বুদ্ধিমান। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে তুমি নিজেই কেন বলে দাও না কি জবাব দেবো তোমাকে। যাই হোক না কেন মোষটা তো আর আমার নয়, ওটার মালিক আছে একজন!

যখন তোমার হবে, কি বিপদ; মোষটা যখন তোমার হবে তখন! দৃঢ়কণ্ঠে গ্ভাদি বলে।

বেশ, তখন কেবল ঐ মোষটা কেন, প্রয়োজন হলে আমার জীবন পর্যন্ত আমি তোমাকে দিতে কুণ্ঠিত হবো না, বুঝেছ গ্‌ভাদি! বেশ ভাল কথা, এই প্রতিশ্রুতিই দিচ্ছি আমি তোমাকে।

হঠাৎ আর্চিলের মুখে চোখে একটা প্রভুত্বব্যঞ্জক ভাব ফুটে ওঠে; হাত দুটো পিছনের দিকে করে দাঁড়িয়ে গ্‌ভাদির পানে তাকায়, তারপর মৃদু একটু হেসে যেন সে খুব একটা কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য উপস্থিত করেছে এমনিভাবে গ্‌ভাদিকে প্রশ্ন করে:

বেশ, তা যেন হ'ল গ্‌ভাদি, কিন্তু ধর যদি ইতিমধ্যেই গোচা মোষটাকে বেচে দেয়, তাহলে কি করবে তখন বল দেখি?

কিছুতেই সে বেচবে না মোষটাকে,—তার আগে দুনিয়াটাই উল্টে যাবে। না সে হতেই পারে না, কখ্‌খনো না, কি বিপদ···

ধর যদি সে বেচেই ফেল্‌লো? তখন কি করবো আমরা?

সে কখনই হতে পারে না; কখনই হতে পারে না তা! আর সব কিছুই বেচতে পারে গোচা কিন্তু মোষটাকে নয়।···

কিন্তু গোচা ভাবছে ঠিক এর উল্টো, বুঝলে বন্ধু! কাল সন্ধ্যাবেলা সে এসেছিলো আমার কাছে, অনেক অভিযোগই করলো কালকের সেই ঘটনা সম্পর্কে। বল্‌লো, কোন রকমেই যদি কিছু বন্দোবস্ত না হয়ে ওঠে তবে অন্য জায়গা থেকে হলেও সে জিনিসপত্র সব জোগাড় করবেই তাতে যতো টাকাই লাগুক না কেন, "আর কোন ব্যবস্থাই যদি করে উঠতে না পারি তাহলে মোষটাকেই না হয় বেচে দেবো···তা'বলে ঘরটাকেতো আর ছাদছাড়া ফেলে রাখতে পারি না, কি বলো?" সে বল্‌লো।

গ্‌ভাদির গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। একটি কথাও আর তার মুখে জোগায় না।

আমি—গোচা বললো,—সবার সম্মুখে বড় মুখ করে প্রতিজ্ঞা করেছি যে যেমন করেই হোক ঘরটা শেষ করবই,—এখন তো আর পিছপা হতে পারি না। আর তাতে করে ওনিসীরই হাসির খোরাক জোগানো হবে ··এই কথাই কাল সে বলেছে আমাকে। অবশ্য ঠিকই বলেছে সে, এ ছাড়া কিই বা তার আর করার আছে······

কখ্খনো বিশ্বাস করবো না আমি, কি বিপদ, কখ্খনো বিশ্বাস করি না যে তুমি কোন একটা কিছু বন্দোবস্ত করে দিতে পারো না তাকে···যদি তুমি চেষ্টা কর······

সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে গ্ভাদি ; ওর চোখ দুটো বুঝিবা ছল ছল করে ওঠে, কি নিদারুণ একটা দুঃসংবাদ শোনালো তাকে আজ আর্চিল ; মানে হয় কিছু এর! সত্যিই কি মোষটাকে পাবে না সে? অমন দুধে ভর্তি পালান! এতোক্ষণ সে তো সর্বান্তঃকরণেই বিশ্বাস করে বসে ছিল যে মোষটা তার হয়েই গেছে······

অবশ্য আমি চেষ্টা করে দেখবো গ্ভাদি, কিন্তু কেবলমাত্র আমার একার চেষ্টায়ইতো তুমি আর পেতে পারো না সব কিছু। কোন কথাই তোমাকে লুকাতে চাই না আমি। আমার দ্বারা যতদূব সম্ভব সাহায্য করা তা আমি করেছি কিন্তু এখন সব কিছুই হয়ে গেছে অন্য রকম—জমানা বদলে গেছে···সে যাই হোক, এতো কথা বলারইবা কি প্রয়োজন আছে, আমার মনের কথাটা খুলেই বলি তবে। তোমার এখানে আসতে আসতে হঠাৎ একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে। এখন তুমি ভেবে দেখ : দেখতে পাচ্ছি, এ বুদ্ধিটা তোমারও খুবই কাজে আসবে···যদি ভালয় ভালয় কাজটা করে ওঠা যায় তবে দেখতে পাবে যে মোষটা তোমারই উঠানে বাঁধা রয়েছে। তাই ভাবলাম যে কথাটা একবার পেড়েই দেখি গ্ভাদির কাছে যদি কাজ হয় তো ভাল, নইলে চুলোয়

যাকগে গোচা আর তার ঘর! অবশ্য এমন একটা হেলা ফেলা করার লোকও নয় গোচা। অনেক বিষয়ে তোমাদের গোটা পরিবারই ওর কাছে ঋণী, এমন একজন পাড়া পড়সী সমস্ত ওর্কেটি পাতি পাতি করে খুঁজলেও পাবে না তুমি। কারুর বিপদে আপদে সে কখনও চুপ করে বসে থাকতে পারে না, আবার সুখের সময়েও সবাকে নিয়েই সে আনন্দ করে থাকে—তাইতো বলি, সে হচ্ছে একটা মানুষের মতন মানুষ! এরকম লোক যখন বিপদে পড়ে তখন সবারই উচিত তাকে সাহায্য করা; যার যা সাধ্যে কুলায়—তা না করে চুপ করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবো—কি ধরনের পড়সী তবে আমরা? সবাইতো আমরা পাড়া পড়সী।

কি এমন আছে আমার যে তাকে আমি সাহায্য করতে পারি,—বলতে পারো ভাই? তোমরা তো জান যে আমার চাইতে গরীব আর কেউই নেই, নইলে পরে, জেনে রেখো, আমি আমার সর্বস্ব দিয়েও এ সময়ে তাকে সাহায্য করতাম। কালই তো আমি গোচাকে বলেছি: যদি একখানা তক্তা দিয়েও এ সময়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম তবুও মনটাকে একটু প্রবোধ দিতে পারতাম। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার মনে। সত্যি কথা, কি বিপদ।

সত্যি সত্যিই যদি তোমার মনে কষ্ট হয়েই থাকে তবে সাহায্য করো তাকে। একমাত্র তুমিই পার এ সময়ে তাকে সাহায্য করতে···যদি সাহায্য কর তবে আর তাকে মোষটা বেচে দিতে হবে না, আর যদি না কর তবে নিশ্চয়ই বেচে দিতে হবে! আমি তো বলেই দিয়েছি যদি গোচা বিক্রি না করে তবে ধরে রাখ মোষটা তোমারই।

গ্ভাদি কান খাড়া করে শোনে। নিশ্চয়ই আর্চিল ঠাট্টা করছে না ওকে! বেশ গম্ভীরভাবেই তো বলছে পোরিয়া···

শোন ভাল করে: যখন আমি নির্দেশ পেলাম কতোটা পরিমাণ ঘর

তৈরীর জিনিস বের করে দিতে হবে এখন, এবং কার কার জন্য, তোমার নামটাই তার ভিতরে ছিল প্রথম। এমন কি এণ্ড্রিকেও বলে রেখেছি যে ওটা হচ্ছে গ্‌ভাদি বিগ ভার অংশ অন্য কারুর জিনিস বের করার আগে ওর জিনিসগুলোই গাড়ী বোঝাই করে দিও। এখন ধর ওরা তোমার ঘরের জন্য চল্লিশখানা তক্তা দিতে বল্‌লো, কিন্তু আমি হুকুম দিলাম গাড়ীতে ষাটখানা বোঝাই করতে, অর্থাৎ কিনা বিশখানা বেশী···কিন্তু সব চাইতে কঠিন কাজ হচ্ছে তক্তাগুলোকে কারখানা থেকে বের করা। গেটে কণ্ট্রোলার আবার প্রত্যেকটি চালান পরীক্ষা করে অর্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে তবে ছাড়ে, এবং কার কতোটা মাল গেল সেটাও লিখে রাখে। এ কথা তো আর বলতে পারবো না যে গোচার জন্য তক্তা নিচ্ছি, কেননা সরকারী লিস্টে তো আর তার নাম নেই,—কিন্তু যদি বলি গ্‌ভাদির জন্য তবে অবশ্য অমনিই ছেড়ে দেবে। সুতরাং এণ্ড্রি যখন তোমাকে ষাটখানা মাল পৌছে দেবে তখন একটি কথাও না বলে, কেবলমাত্র রসিদটায় সই করে ছেড়ে দিও। কিন্তু মনে রেখ যে বাড়তি বিশখানা হচ্ছে গোচার, আর তোমার প্রাপ্য হচ্ছে কেবলমাত্র চল্লিশখানা, ব্যস্‌! বার দুই যদি এমনিভাবে বের করে দিতে পারি তাহলেই গোচার চাহিদা মেটানো যাবে—এর বেশী তার আর প্রয়োজন হবে না। তখন তোমরা দুজনে—তুমি আর গোচা দু'জনেই ঘর তুলতে পারবে। বুঝেছ?

গ্‌ভাদি নীরব; একান্ত মনোযোগের সঙ্গে সে শুনে যায় ওর কথা; চোখ দুটো পিট্‌ পিট্‌ করতে থাকে—যেমন পিট্‌ পিট্‌ করেছিল আগে যখন আর্চিল জোর জবরদস্তি করে ওর হাতের ভিতরে গুঁজে দিয়েছিল সেই উপহারটা।

না, কি বিপদ, কিছুই বুঝতে পারলাম না! অবশেষে গ্‌ভাদি বলে

ওঠে। ওর মুখে চোখে এমন একটা নির্বোধ ভাব ফুটে ওঠে যে এই রকমের জবাব ছাড়া অন্য কোন কথা এমন চেহারার একটা লোকের কাছ থেকে কেউই আশাই করতে পারে না।

পোরিয়ার মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

এর কোন্ জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা হলো শুনি? সে কি একটা কথা নাকি যে গ্ভাদি বুঝতে পারেনি ওর কথা! যে গ্ভাদি নাকি একটু হাঁ করতে না করতেই আর্চিলের পেটের কথা সব বুঝে নিতে পারে। কি বুঝতে পারছ না গ্ভাদি? অর্ধ-নিরুৎসাহ কণ্ঠে আর্চিল প্রশ্ন করে। প্রত্যেক তিনখানা তক্তার মধ্যে দুখানা হচ্ছে তোমার আর তৃতীয় খানা দেবে গোচাকে। হিসাব করে দেখ এখন। এর ভিতরে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কি আছে?

যেন সে একটা জটিল হিসাবের ভিতরে পড়েছে এমনি ভান করে গ্ভাদি। ডান হাতের আঙুলগুলি মেলে ধরে তারপর আবার দুটো আঙুল গুটিয়ে নিয়ে বাকী তিনটা চোখের সামনে তুলে ধরে এমন ভাবে দেখতে শুরু করে যেন সে ঐ আঙুলগুলোকে এই প্রথম দেখছে। আর্চিল ওর গণনায় সক্রিয় সাহায্য দিতে এগিয়ে আসে।

হাঁ এবার ঠিক হয়েছে, গ্ভাদি···এই তোমার তিনটা আঙুল; ওর ভিতর থেকে একটা মুড়ে নাও, এমনি করে···তৃতীয় আঙুলটা মুড়ে নিতে আর্চিল গ্ভাদিকে সাহায্য করে;—এখন ধরে নাও যে এটা তোমার হিসাব থেকে বাদ যাচ্ছে। বাকী থাকছে তাহলে কটা আঙুল?

দুটো, কি বিপদ; এটা তো পরিষ্কার!

তাহলেই তো হল। এখন বুঝলেতো, এ সম্পর্কে আর বেশী কিছু চিন্তা করার নেই, এমন কি তোমার সব চাইতে ছোট ছেলে চিরিমিম্বা পর্যন্ত এটা হিসাব করতে পারতো···

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে গ্ভাদি আর্চিলের মুড়ে দেয়া আঙুলটা খুলে ফেলে, তারপর অন্য হাতটা নিয়ে তিনটা আঙুল মুঠো করে ধরে কি যেন ভাবতে ভাবতে আর্চিলের পানে তাকায়; যেন সে ওকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে ঐ তৃতীয় আঙুলটাই হচ্ছে ওর কাছে যত দুর্ভাবনার কারণ।

ওটা সরিয়ে রাখো! বলছি না ওটা তোমার নয়।

কি করে রসিদে সই করবো বলতো, কি বিপদ?

কি এসে গেল তাতে তোমার? তুমি কমও পাচ্ছ না, কিম্বা বেশীও পাচ্ছ না! চমৎকার কথা! কমিসারের মতই তুমিও দেখছি একটি অতি খারাপ লোক! ভাবছ কি যে তোমার সইর দাম সোনারই মতন।···

আমি পণ্ডিত নই, কি বিপদ, আর সেই জন্যই আমার অত সন্দেহ হচ্ছে; ভাবনা হচ্ছে যে, ধর এর ভিতরে যদি কোন ফাঁক থেকে থাকে···

আর্চিলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

কি বিষয় ইঙ্গিত করছ তুমি? সন্দেহ হচ্ছে তোমার! ধর যদি এর ভিতরে কোন ফাঁক থেকেই থাকে—গ্ভাদির কণ্ঠস্বরের অনুকরণে আর্চিল খেঁকিয়ে ওঠে। কি ভাবছ তুমি আমাকে? এসব কথার অর্থ কি তোমার? অমন একটা দামী জামা, ঐ দশ টাকার নোটটা এগুলোর ভিতরে ফাঁকি আছে নাকি কিছু? দেখছি, ভুলে যাচ্ছ, কার সঙ্গে তুমি কারবার করছ। লজ্জা করে না তোমার! হঠাৎ আর্চিল চীৎকার করে ওঠে, এমন ভান করে যেন সে ভীষণ চটে গেছে। গোঁফে চাড়া দিয়ে অর্থপূর্ণভাবে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে আর্চিল রিভলবারের খাপটার উপর হাত রাখে তারপর একবার সামনে একবার পিছনে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করে দেয়। ভগবান্ মৃত্যু হোক আমার! এতদূর স্পর্ধা হয়েছে তোমার···

পোরিয়া সত্যি সত্যিই ভীষণ চটে গেছে ভেবে গ্‌ভাদি তাড়াতাড়ি তার তৃতীয় আঙুলটা মুড়ে ফেলে।

আমি কি 'না' বলেছি নাকি? বলেছি কখনও, কি বিপদ?

বলনি কেমন? নাম সই করতে রাজী হলে না, সই ছাড়া মাল খালাস হবে কি করে শুনি? তুমি কচি খোকাটি নও গ্‌ভাদি···আর আমাকেও কি তাই মনে কর নাকি? ওকে এটা দাও, সেটা দাও! এই এক্ষুনি খোসামোদ করে একটা মোষ পর্যন্ত আদায় করে নিলে আমার কাছ থেকে,—নির্বোধ আমি, তথ্‌খুনি রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু কেন দেবো আমি মোষটা তোমাকে যখন আমার জন্য কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত হেলাতে তুমি রাজী নও? তোমার জন্য এত সব করবো বলে কোন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে দেইনি তো আমি, দিয়েছি কি? স্পর্ধা দেখ না! আর্চিল পুনরায় মোষটার কথা উল্লেখ করতেই গ্‌ভাদি আরও দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে:

বলেছিই তো যে, আমি না করিনি। কিন্তু আর্চিল চায় ওকে আরও খানিকটা কাবু করে তুলতে।

হুঁ! নাম সইর প্রশ্নটাই খুব বড় হয়ে গেল তোমার কাছে। কিসের জন্য এত চালাকি খেলছ গ্‌ভাদি? তোমাকে তো আমি শাদা কাগজে দস্তখত করে দিতে বলিনি, বলেছি কি? গোচাকে কটা তক্তা ধার দেয়া এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়; যাতে করে ওকে না মোষটা বিক্রি করতে হয় এই তো···বিশেষ করে মোষটা যখন···ইচ্ছা করেই আর্চিল কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয়, যেন মোষটার সম্পর্কে তার মনোভাব সে গ্‌ভাদির কাছ থেকে চেপে যেতে চায়।

আবার বলছি আমি, এতে তোমার নিজের ঘর তৈরীর কোনই ব্যাঘাত হবে না; তবুও এর বেশী কি আর তুমি আশা করতে পার?

গ্‌ভাদি আর্চিলের মুখের সামনে হাতটা তুলে প্রথমে তিনটা আঙুল মেলে ধরে তারপর একটা মুড়ে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে :

এই দেখ, কি বিপদ···নিজের চোখেই দেখ না কি আমি বলেছি। কিন্তু আমার একটিমাত্র অনুরোধ যে তোমার নিজের প্রতিশ্রুতির কথাটা যেন ভুলে যেও না··· ।

(বাইশ)

নূতন বাড়ী তৈরীর ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে যখন ওর্কেটির যৌথ খামার কাজ শুরু করে দিলো তখন সানারিয়া গাঁয়ের লোকদের ভিতরে একটা দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। প্রথম প্রথম এ সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা, বিতর্ক, তাদের নিজেদের গণ্ডীর ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল—যৌথ খামারের বাইরে তেমন প্রসার লাভ করেনি। ওর্কেটির লোকেরা এমনি করে টেক্কা দিলো আমাদের উপর,—সানারিয়ার লোকেরা বলতে শুরু করলো—কি করে এখন ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায় ?

ওরা তখন পাশের গ্রামে এসে ওর্কেটির লোকদের অনুযোগ করতে শুরু করলো,—তোমাদের মতন আমাদেরও একটা বন আছে এবং করাত কলও আছে একটা ; আর আমাদেরও প্রয়োজন আছে ঘর তোলার ; সুতরাং আমাদের তোমরা প্রতিযোগিতায় আহ্বান করলে না কেন বলতো ? আজকালকার চলতি নিয়মটা পর্যন্ত ভুলে গেলে তোমরা ? এখন আর আলাদা আলাদাভাবে কোন কিছু করার দিন নেই। তোমাদের পছন্দ হোক চাই নাই হোক, আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, তোমরা আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামো, তাহলেই বুঝতে পারবে যে আমাদের সঙ্গে পেরে ওঠা তোমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয় ! ওর্কেটি সানন্দে গ্রহণ করলো ওদের প্রস্তাব।

এই দুটি পাশাপাশি গ্রামের ভিতরকার সম্বন্ধের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এদের ভিতরে চলে এসেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যারা সে সব দিনের কথা জানে কেবলমাত্র তারাই বুঝতে পারবে, ওদের এই প্রতিযোগিতায় আহ্বানের পিছনে কতোখানি উদ্দীপনা রয়েছে। প্রতিবেশী হিসাবে উভয় গ্রামের লোকদের ভিতরে একদিকে

যেমন রয়েছে বন্ধুত্ব অন্যদিকে তেমনি ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সুযোগ পেলে কেউই কারোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এক মুহূর্তও বিলম্ব করে না।

আগের দিনে অবশ্য উভয় গ্রামের ভিতরে কিছু না কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকতো; এমন কি সময়ে সময়ে এতদূর গড়িয়ে যেতো যে পরস্পরের বিরোধিতা তীব্র শত্রুতায় পর্যন্ত পরিণত হয়ে উঠতো।

কিন্তু নতুন জমানায় সে শত্রুতা ক্রমে মিলিয়ে এলো, দূষিত হাওয়া গেল বদলে; অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা রূপান্তরিত হ'ল সুষ্ঠু সমাজতন্ত্রী প্রতিযোগিতায়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উভয় গ্রামের যৌথ খামারই জয়ী হয়েছে বহুবার—সরকারী সম্মানের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে উভয় গ্রামেরই নাম।

* * * *

এলো রবিবার। ভোর হতে না হতেই ওর্কেটির যৌথ-চাষীরা সানারিয়া যৌথ খামারের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। এই রবিবারই দুই গ্রামের ভিতরে প্রতিযোগিতার চুক্তি পত্র স্বাক্ষরের শেষ দিন। সভার আয়োজনটাও তাই বেশ একটু জমকালো ধরনের। সবাই চঞ্চল—ধৈর্যহীন প্রতীক্ষমানতায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে প্রত্যেকটি লোক—কখন শুরু হবে সভা, শুরু হবে উৎসব।

বস্তুত সানারিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আজকের এই মিলিত সভার ব্যাপার ছাড়াও ওর্কেটির লোকেরা আজ বেশ একটু ছুটির দিনের খোস মেজাজে রয়েছে। রবিবার বিশ্রামের দিন; এমন দিনে গ্রামবাসীরা বাইরের মুক্ত হাওয়ায় আমোদ প্রমোদে মেতে ওঠে, নাচ গান খেলাধূলা নিয়ে

কাটিয়ে দেয় সারাটা দিন; সন্ধ্যার পর হয় তরুণ কম্যুনিস্টরা মিলে থিয়েটার করে, নয়তো বন্দোবস্ত হয় সিনেমার।

দুপুরের পরেই ওর্কেটির লোকেরা দলে দলে এসে আফিস বাড়ীটার সামনে জমা হতে শুরু করে, এখানেই হবে সানারিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুক্ত সভার অধিবেশন।

সবাই এসে উপস্থিত হয়—যৌথ চাষী, স্বতন্ত্র চাষী, সব; আবালবৃদ্ধবনিতা কেউই বাদ যায় না···

গ্‌ভাদিও যাওয়ার জন্য তৈরী হতে থাকে। বার্ডগুনিয়া সকালেই চলে গেছে,—নেইয়া আর এলিকো ডেকে পাঠিয়েছে তাকে তাদের সাহায্য করার জন্য; ছোট ছেলেরা মিলে আফিস বাড়ীটাকে সাজিয়ে তুলছে। অন্য ছেলেরাও কেউ বাড়ীতে নেই—বার্ডগুনিয়ার যাবার পরই তারাও চলে গেছে। গ্‌ভাদির মনটা যেন কেমন ভারী হয়ে আছে। আগের দিন সন্ধ্যায় সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল যে আর্চিলের দেয়া ঐ জামাটা পরিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে তার আদরের চিরিমিয়াকে সে আজ পাঠাবে ঐ উৎসব সভায়; কিন্তু ছেলেকে একটি কথাও বলেনি সে এ সম্পর্কে; হঠাৎ জামাটা পেয়ে কেমন অবাক হয়ে যাবে চিরিমিয়া—বহুবার ভেবেছে সে মনে মনে।

পরের দিন সকাল বেলায় সে যে কেবল তার ঐ ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে বিরতই রইলো তাই নয়, এমন কি কাউকে সে দেখায়নি পর্যন্ত উপহারটা। প্রথমত ভেবেছে একজনকে যদি সে জামাটা দেয় তবে অন্য ছেলেরা মনে দুঃখ পাবে···সেটা মোটেই ঠিক হবে না; সেতো সব কটি ছেলেরই পিতা। কিন্তু পরে আর একটা কথা মনে পড়ে সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কেই সে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। এমন একটা জামা দেখে কি বলবে বার্ডগুনিয়া? সন্দেহভরা দৃষ্টি মেলে

সে তার পিতার পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করবে: এ জামা কোথায় পেলে তুমি বাবা ?

ধর যদি কোন না কোন উপায়ে সে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কৌতূহল এড়িয়ে যেতেই পারে, কিন্তু মরিয়মের বেলায় কি হবে? তাকেতো আর এ বলে বুঝ দিতে পারবে না যে, জামাটা আমি বাজার থেকে কিনে এনেছি। এই কথা গ্‌ভাদি বিশ্বাস করাবে তাকে! গ্‌ভাদি জীবনেও কোনদিন এমন জিনিস কেনে নি বাজার থেকে।

অনেকক্ষণ ধরে সমস্ত ব্যাপারটা সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখে। অবশেষে স্থির করে যে, আর্চিলের দেয়া জামাটা মোটেই ওর অবস্থার উপযুক্ত নয়, তাছাড়া শেষ পর্যন্ত ওটা একটা নিদারুণ দুর্ভাগ্যও ডেকে আনতে পারে। কেউ হয়তো ভাবতে পারে, গ্‌ভাদি ওটা চুরি করেই এনেছে, আর তখন, কে বলতে পারে, হয়তো বা তখন ওকে গ্রেপ্তারই করে বসল···

কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা মনে প্রাণে মেনে নেয়াও খুব সহজ ব্যাপার নয় ওর কাছে: এমন জামাটা মিছামিছি নষ্ট হয়ে যাবে! তাছাড়া এটা আদায় করতে কম কষ্ট পেতে হয়েছে ওকে!

তবে কি এমনি ধরনের একটা অপমানজনক পরিণতির আভাস পেয়েই তক্তার হিসাবের সময়ে আর্চিলের সাহায্য সত্ত্বেও ওর আঙুলগুলো এমন অবাধ্য হয়ে উঠেছিল? গ্‌ভাদি ভাবতে শুরু করে— জামাটার মতন এ ব্যাপারেও সে কোন সুফল প্রত্যাশা করে না।

এই সব দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় ওর মন এতোটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে যে যদি সানারিয়ার লোকদের সঙ্গে অতীতের ঝগড়া বিবাদের ভিতরে গ্‌ভাদিও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থেকে থাকতো তবে কখনই সে হয়তো আজকের ঐ সভায় যেতো না। বস্তুত কোনও রকমে এই দুই

গাঁয়ের ভিতরের সেই অতীতের ঝগড়াটাকে ঝালিয়ে তোলার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা এখনও ওর মনে বাসা বেঁধে আছে।

সত্যি বলতে কি, আজকের সভার উপযুক্ত বেশভূষায় মোটেই গ্‌ভাদি নিজেকে সজ্জিত করেনি; সে খুব ভাল করেই জানে সানারিয়ার লোকদের চরিত্র,—জমকালো পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়েই আসবে তারা আজ, লম্বা দাড়ি ঝুলিয়ে, গায়ে থাকবে সারকাসিয়ান কোট, কোমরবন্ধে ঝুলবে ছোরা; আগের দিনেও সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদের জন্য ওরা সব কিছুই ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতো না। কিন্তু ওর্কেটির ভিতরে কে আছে এমন, যে নাকি এদিক থেকে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে?

একমাত্র গোচা সালাগুিয়া—সম্ভবত সেই পারে তবু কিছুটা, সমস্ত ওর্কেটির ভিতরে আর দ্বিতীয়টি কেউ নেই।

পুরানো পেটি, যেটা নাকি বহুদিন পূর্বে সে মাচার উপরে তুলে রেখেছে—সেটার ভিতরে এখনও কিছু দামী কাপড় চোপড় সঞ্চিত আছে, যেগুলো নাকি আগাতিয়াকে বিয়ে করবে মনস্থ করে গ্‌ভাদি তৈরী করিয়েছিল। এখন কি আর সেগুলো ওর গায়ে লাগবে? গ্‌ভাদির সন্দেহ হয়। কতো বছর হয়ে গেছে পেটিটা একবার সে খোলেনি পর্যন্ত, এমন কি পোষাক আষাকগুলোকে একটু রোদে দেয়ার জন্যেও না। এতোদিনে বোধ হয় পোকায় কেটে কুটে সেগুলোকে নষ্টও করে দিয়েছে। ওর বাবার কালের ছোরাটাও ঐ পেটির ভিতরেই আছে। বেশ মনে আছে তার সেই ছোরাটার কথা, কিন্তু ওর এই ছিন্ন মলিন জরাজীর্ণ কোটটার সঙ্গে সেটা নেহাৎই বেমানান হবে। তা ছাড়া, জীবনে কোনও দিন গ্‌ভাদি কোমরবন্ধে ছোরা ঝুলিয়েছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তবুও আজকের সভায় অনুপস্থিত

থাকার কথা সে ভাবতেও পারছে না ; সুতরাং তার মামুলী পোষাক পরিচ্ছদগুলোকেই যতদূর সম্ভব একটু ঝেড়ে ঝুড়ে পরে নেয়।
কিন্তু সব চাইতে বেশী বিপদে পড়ে সে কোটটাকে নিয়ে ; তাই তাড়াতাড়ি করে কোনও রকমে সে কোটের বড় ছেঁড়াগুলোকে সেলাই করে নেয়, তারপর বোতামগুলো ঠিকভাবে এঁটে নিয়ে গায় পরে। আগের চাইতে এবার তবু খানিকটা মানানসই হয়—ভুঁড়িটাও আর অতখানি বড় মনে হয় না। সুতার ট্রাউজারটা একটু ইস্ত্রি করে নিয়ে পায়ের দিককার চামড়ার ফিতা না বেঁধে সাধারণভাবেই পরে নেয়।
গ্‌ভাদি বিগ্‌ভার মতন লোকের পক্ষে পোষাকটা দেখতে তেমন কিছু খারাপ হয়নি—নিজের পানে তাকিয়ে গ্‌ভাদি ভাবে।
এর চাইতে বিশেষ একটা ভাল পোষাকে ওকে দেখবে বলে কেউ আর আশা করে বসে নেই। এমনি পোষাকই তো সে পরে থাকে ছুটির দিনে।
কিন্তু, আসুক না দেখি সানারিয়ার কে আসবে ওর মুখের সঙ্গে পাল্লা দিতে, বুঝি তার হিম্মৎ! এদিক থেকে গ্‌ভাদিকে এঁটে ওঠা কারোর সাধ্যেই কুলোবে না!
ধীরে ধীরে সে যৌথ খামারের অভিমুখে এগিয়ে চলে। জামাটা সম্পর্কে এতক্ষণ যে মানসিক উদ্বেগে ওর অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল ভুলে গেছে সে এখন সেই কথা ; কিন্তু তবুও গ্‌ভাদি চিন্তিত ; হাত দুটো পিছনের দিকে রেখে আনমনে সে হেঁটে চলেছে পথ বেয়ে। থেকে থেকে তার ডান হাতের সেই তিনটা আঙুল দুমড়ে দুমড়ে চলেছে। তক্তাগুলো সম্পর্কে আর্চিলের সেই প্রস্তাবের পর থেকেই ওর আঙুলগুলোর যেন আর বিশ্রাম নেই।

চমৎকার ব্যাপার! ভাববে কি লোকে! নিজের হাতের আঙুল-গুলোর দিকে তাকায় গ্‌ভাদি, একটা আঙুলের প্রতি ওর লক্ষ্য পড়ে—সেই আঙুলটা, যেটা দেখিয়ে আর্চিল বলেছিল: "ওটা তোমার নয়"—আঙুলটা যেন কিছুতেই অন্য দুটো আঙুলের সাথে রফা করে উঠতে পারছে না। অনেক চেষ্টা করেছে গ্‌ভাদি আঙুলটাকে অন্য দুটো থেকে আলাদা করতে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তার সকল প্রচেষ্টা। মোট কথা গ্‌ভাদি কোনও দিন আর্চিলের কথার কানা-কড়ি মূল্য আছে বলেও বিশ্বাস করতে পারেনি; ওর সব কিছু কথাই সে করেছে অবিশ্বাস। কিন্তু এবার ওর সেই অবিশ্বাস এতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে যে দুই আর এক মিলে সত্যি সত্যিই তিন হয় কিনা তাতেও যেন ওর মনে সন্দেহ হচ্ছে। তাছাড়া এটা কি সম্ভব, তিনকে কি এমনভাবে ভাগ করা যায় যার ফল হবে দুই আর এক?

হঠাৎ ওর চিন্তার ধারা আঙুল ছেড়ে মোষটার উপর গিয়ে পড়ে। মনে মনে পুনরাবৃত্তি করে তার নিজেরই সেই চাতুর্যপূর্ণ কথাগুলো—যেগুলো বলে সে আর্চিলকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে গোচার সম্পত্তি পাবার পর ওকে মোষটা দিয়ে দেবে বলে।

গ্‌ভাদি বুড়ো বড় চালাক! কি তাড়াতাড়িই না সে সব কিছু ভেবে নিতে পারলো! বিদ্যুৎ চমকের মতন কেমন বুদ্ধিটা খেলে গেল ওর মাথায়! কিন্তু জামাটার ব্যাপারেই কেমন যেন ওর একটু বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল—যদিও সচরাচর এ রকম হয় না; মনটা ওর সব সময়ের জন্যই সজাগ—তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বুদ্ধি।

লোভ আর অজ্ঞতার জন্যই ওর অমন মতিভ্রম হয়েছিলো। অমন চমৎকার একটা জিনিস জীবনে আর কখনও ওর হাতে আসেনি; তাই ভুলে গিয়েছিল সে তার নিজের বুদ্ধির কাছে পরামর্শ নেবার

কথা। কিন্তু আজ পরামর্শ নিয়েছে সে তার নিজের বুদ্ধির কাছে, আর সেই বুদ্ধিই ওকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছে—খবরদার, জামাটা কেউ না যেন দেখতে পায়। গ্‌ভাদি পুনরায় মনে মনে আর্চিলের সঙ্গে গত কালের কথাবার্তাগুলো আলোচনা করে, মনে মনে প্রশংসা করে সে তার নিজের বুদ্ধির; আত্মপ্রশংসায় ক্রমান্বয়েই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে গ্‌ভাদি—ফিরে আসে ওর মনের বল।

কিন্তু বলো দেখি এখন, কি করে নেইয়াকে তুমি আর্চিলের হাতে তুলে দিলে? নিজের কাছেই প্রশ্ন করে গ্‌ভাদি,—মনে আছে কেমন করে করেছিলে এ কাজ? চলতে চলতে হঠাৎ গ্‌ভাদি থমকে দাঁড়ায় তারপর একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয় কেউ কোথাও কাছাকাছি আছে কিনা। পেটটা ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে নুয়ে পড়ে সে প্রাণ খুলে হাসবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

হাসতে হাসতে ওর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে—বেশ, বেশ, তাহলে অন্যের বাকদত্তাকেই দান করে দিলে তুমি, কি বিপদ? হাসির ধমকে ওর দম আটকে আসে, গলা বুজে যায়—পোরিয়াতো কৈ কোন আপত্তি করলো না? নিশ্চয়ই ওর খেয়াল হয়নি যে নেইয়া আর গোচার নুতন ঘর এ দুটোই ওর হাতে এসে যাচ্ছে।

এর ভিতরে নিশ্চয়ই কোথাও একটা গলদ আছে। কুত্তার বাচ্চাটা নিশ্চয়ই কোন ফন্দি এঁটে রেখেছে—মনে মনে, নইলে বলামাত্রই কেন সে ওর প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাবে?

সে যাই হোক, নিশ্চয়ই গ্‌ভাদি এর সন্ধান করে নেবে।

আচ্ছা! যথাসাধ্য চেষ্টা করবো তোমার কথা রাখতে—বলেছে আর্চিল; আর ঐ পাজীটা কিনা সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল ঘোষটা আমাকে দিয়ে দিতে,—একটিবার চিন্তা পর্যন্ত করলো না! গ্‌ভাদিও অত

খোকা নয় যে মুখের ফাঁকা প্রতিশ্রুতিকেই সত্যি সত্যি দিয়ে দিলো বলে ধরে নেবে। কিন্তু তবুও কাউকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়া—কোনরকমে মুখ থেকে কথা আদায় করে নেয়া, সেটাও খুব কম কথা নয়, প্রতিশ্রুতির একটা মানে আছে আর জোরও আছে। মানুষের কথা হচ্ছে ঠিক বড়শীর সুতার মতন, প্রত্যেকবারই যে বড়শীতে মাছ আটকাবে তা নয়, কিন্তু তোমাকে সুতা ছেড়ে যেতেই হবে। ওর জন্য গ্ভাদি তেমন কিছু ভাবে না; যদি আর্চিল তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তো ভালই আর তা না হলেও গ্ভাদি কিছু আর এমন জলে পড়ে যাচ্ছে না।

জামাটার ব্যাপারেও তো হল তাই। আর্চিল ভাবেওনি কখনও জামাটা ওকে দেবে বলে; কেবলমাত্র যে ভাবেনি তাই নয়, এটা নিঃসন্দেহ যে সে ওকে কিছুতেই ওটা দিতে চায় নি; তাছাড়া টাকাটাও হাতছাড়া করার ওর মোটেই ইচ্ছা ছিলো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটোই তো গ্ভাদি আদায় করে তবে ছাড়লো।

গোচার সঙ্গে একবার কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেলে পরই নিশ্চয়ই আর্চিল নেইয়াকে বিয়ে করবে। তখন গ্ভাদি বলবে গিয়ে ওকে: তোমার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কি করছ এখন? না, লোকে যা খুসী বলুক না কেন মিছাই গ্ভাদি এসব লাভজনক কারবারের কথা ভেবে বের করে নি; আজই হোক আর কালই হোক, গ্ভাদিও একটা মানুষের মতন মানুষ হয়ে উঠবে।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে গোচার তক্তা……

নিশ্চয়ই আবার সে হিসাব করে দেখবে…আঙুলে করে গুনবে…দুই আর এক……

গ্ভাদি ভেবেই চলে, ভাবতে ভাবতে ওর মাথাটা গরম হয়ে ওঠে।

নিশ্চয়ই ওকে এটা স্থির নিশ্চিত হতে হবে যে মোষটার পেছনে ছুটতে গিয়ে পাছে ওকে হাতের মুঠোয় পাওয়া ঘরটা থেকে না বঞ্চিত হতে হয়।

ঈশ্বর রক্ষা করুন! যেন আমাকে সব কিছুই হারিয়ে নিঃস্ব হতে না হয়...আর সেই জন্যই সে ঘর বা মোষ কোনটাই হারাতে রাজী নয়..... ।

এতক্ষণে যৌথ খামারের বাড়ীটা দেখতে পায় গ্‌ভাদি। এতো রক্ত পতাকা উড়ছে পত্‌ পত্‌ করে, মনে হয় যেন গোটা বাড়ীটায় আগুন ধরে গেছে। গেটের সামনে এক বিরাট জনতার ভীড়। মনে হচ্ছে যেন ওরা সব এসে গেছে; আমারই কেবল এতো দেরী হয়ে গেলো—গ্‌ভাদি ভাবে, তারপর দ্রুত পায়ে চলতে শুরু করে। বাড়ীটার আরও কাছে এসে পড়ে গ্‌ভাদি। না, ওরা তো সব ওর্কেটিরই লোক। গেটের দু পাশে দুটো মই,—মইয়ের উপরে কতকগুলো লোক। বেজায় সোরগোল উঠছে, এলিকোর গলাটাই শোনা যাচ্ছে সব চাইতে উঁচু; ওরা হাতে হাতে ধরাধরি করে বড় একখানা ক্যাম্বিশ উপরে টেনে তুলছে; অবশেষে উপরে তুলে ওরা গুটানো ক্যাম্বিশটাকে মেলে দেয়।

চোখ ঝলসে যায়; প্রতিফলিত সূর্যালোকে ঝকমকিয়ে ওঠে রং—বিভিন্ন বর্ণের ছটার অত্যুজ্জ্বল সমারোহ।

কি হচ্ছে এখন ওখানে? অবাক হয়ে যায় গ্‌ভাদি, আর একটু কাছে এগিয়ে আসে। ওরা ক্যাম্বিশটাকে শক্ত করে ধরে খুঁটির সঙ্গে পেরেক মেরে এঁটে দিচ্ছে।

গ্‌ভাদি দেখে, মইয়ের সব চাইতে উঁচু ধাপটার উপরে দাঁড়িয়ে বার্ডগুনিয়া।

আঃ হাঃ একুনি পড়ে যাবে যে! এই, এই! চীৎকার করে ছুটে আসে গ্‌ভাদি।

নিরাপদ স্থানেই দাঁড়িয়ে আছে বার্ডগুনিয়া। নিশ্চিন্ত হয়ে ওঠে গ্‌ভাদির মন; তারপর ঐ উজ্জ্বল রংয়ের ক্যাম্বিশটার পানে তাকিয়ে ভাল করে দেখতে শুরু করে।

তাই বল!

একজন সানারিয়াবাসীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি! কিন্তু দেখ, দেখ, কি চমৎকার এঁকেছে ছবিটা! আঃ দিব্যি এঁকেছে, খাসা! লম্বা দাড়ি···কোমরে একটা ছোরা···ওঃ—ওঃ—ওঃ! কে করেছে এটা—কার নিপুণ হাতের আঁকা? রোস, রোস, এক মিনিটে বলে দিচ্ছি কাকে এঁকেছে। চেহারা থেকে চিনতে চেষ্টা করে গ্‌ভাদি সানারিয়ার কোন্ লোকটার ছবি এঁকেছে ওর্কেটির শিল্পী। সেই মুহূর্তে জেরা গেটের কাছে এসে দাঁড়ায়। গ্‌ভাদির গলার আওয়াজ পেয়ে সে একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়, তারপর চোখের উপর একটা হাত তুলে আলো আড়াল করে উচ্চকণ্ঠে হেঁকে ওঠে:

এই গ্‌ভাদি, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম এতক্ষণ ধরে···

মুখ চোখ দেখে মনে হয় জেরা কোনও একটা জরুরী কাজে ব্যস্ত।

এখন, শোন দেখি কমরেড গভাদি! জেরা বলতে শুরু করে,—দেখ যেন আমাদের মুখ হাসিও না···কিন্তু কথাটা আর সে শেষ করতে পারে না।

নমস্কার কমরেড,—ওর পানে এগিয়ে আসতে আসতে গ্‌ভাদি বলে ওঠে, তারপর করমর্দনের জন্য তার হাতটা বাড়িয়ে দেয়। হঠাৎ জেরার মুখের উপর একটা নিদারুণ বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে। দৃঢ় মুষ্টিতে ওর হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে জেরা অপলক দৃষ্টিতে ওর চোখের

পানে তাকিয়ে থাকে। ক্রমে ওর বিস্মিত দৃষ্টি ছেয়ে একটা ঈষৎ হাসির মৃদু আভা ফুটে ওঠে। গ্‌ভাদির হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে জেরা সশব্দে হেসে ওঠে।

একবার এদিকে এস তো নেইয়া, একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে,—গেটের পানে তাকিয়ে জেরা বলে ওঠে।

কাঠের মতন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গ্‌ভাদি—ওর সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরতে শুরু করে। এই রে, এবার সেরেছে! গ্‌ভাদি মনে মনে, ভাবে—ও কি আমাকে গ্রেপ্তার করবে বলে ঠিক করেছে,—না, কি তবে?

নেইয়া ছুটে আসে। জেরা মুষ্টিশুদ্ধ গ্‌ভাদির হাতটা উপরে তুলে নেইয়াকে দেখায়: দেখ এখন থেকেই কতো দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে গ্‌ভাদির·· করমর্দনের জন্য সে কেবলমাত্র তিনটি আঙুল আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে শুরু করেছে···

আমি ভাবলাম যে কি না যেন একটা জরুরী ব্যাপার—জেরার পরিহাসটা উপলব্ধি করতে না পেরে ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে নেইয়া বলে ওঠে।

সে যাক, কিন্তু এতো বড়ো দুঃসাহস ওর, কেবলমাত্র তিনটা আঙুল কিনা বাড়িয়ে দিয়েছে সে চেয়ারম্যানের দিকে। ওকে জবাবদিহি করতে হবে এজন্য। যেন সে দারুণ অপমানিত হয়ে রেগে আগুন হয়ে উঠেছে, এমনি একটা ভান করে জেরা বলে ওঠে।

মনে হচ্ছে, কেউ হয়তো ওকে বলে দিয়েছে যে আমরা ঠিক করেছি ওকে সানারিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক টেবিলে বসাবো,—নেইয়া বলে। কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে জেরা বলে ওঠে:

বাজে কথা। আমি কৈফিয়ৎ চাই ওর কাছে—গ্‌ভাদির কনুইটা ধরে জেরা ওকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে আসে।

দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় নির্বাক হয়ে যায় গ্‌ভাদি, কিন্তু তবুও সে আড় চোখে তার নিজের হাতটার পানে বার বার তাকায়।

বুড়ো আর কড়ে আঙুলটা হাতের ভিতরে মোড়া, কেবলমাত্র মাঝের তিনটা আঙুল খোলা—দুষ্কর্মের সহচর পোরিয়ার রহস্যময় হিসাবের নিদর্শন যেন কাঠের মতন শক্ত হয়ে বেরিয়ে আছে।

শয়তান! বহু কষ্টে এই একটিমাত্র কথাই সে উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়। গ্‌ভাদি জেরার মুঠোর ভিতর থেকে তার হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু বৃথা তার সে প্রয়াস।

এখন ওকে জিজ্ঞাসা কর দেখি নেইয়া, সেই ব্যাপারটার মানে কি? কেন রাত দুপুরে গ্‌ভাদি অমন চীৎকার করে বেড়িয়েছিল: আমার থলেটা, ফিরিয়ে দিয়ে যাও আমার থলেটা! আর তুমি কিনা ওকে মনে করেছিলে একটা অতিকায় জন্তু বলে! আড় চোখে গ্‌ভাদির পানে তাকিয়ে জেরা বলতে থাকে। গ্‌ভাদির আত্মারাম খাঁচা ছাড়া! মুখখানা ছাইয়ের মতন পাংশু হয়ে ওঠে, চোখের দৃষ্টি শূন্য, মনে হয় যেন এক্ষুনি সে মূর্ছিত হয়ে পড়বে।

ছেড়ে দাও জেরা—নেইয়া বলে, কেন তুমি ওর পিছনে লেগেছ অমন করে? দেখছ না সব কিছুই সে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে নিচ্ছে···

নেইয়ার বলার পরেই কেবলমাত্র জেরার লক্ষ্য পড়ে যে তার পরিহাসের কি দারুণ প্রতিক্রিয়াই না শুরু হয়েছে গ্‌ভাদির উপরে।

কি হল তোমার? গ্‌ভাদি, না আর কেউ তুমি? ওর কম্পিত হাতখানা মুঠোর ভিতর থেকে ছেড়ে দিয়ে জেরা ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

হাঁ, কি বিপদ, আমিই তো, গ্‌ভাদি,—শুষ্ক কণ্ঠে গ্‌ভাদি জবাব দেয়; গ্‌ভাদির মনে হয় যেন জেরা নয়, অন্য কোনও এক অপরিচিত ব্যক্তি ওর সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্নে ওকে জর্জরিত করে তুলেছে।

কিসে অত ভয় পেয়ে গেলে বলতো? গ্‌ভাদিকে একটু সাহস দেয়ার উদ্দেশ্যেই জেরা হেসে ওঠে। কিন্তু তখনও গ্‌ভাদির মুখের উপর থেকে সে তার প্রশ্নভরা দৃষ্টি সরিয়ে নেয় না,—আমার পরিহাসে কেন সে অতটা ঘাবড়ে গেছে? ভাবতে শুরু করে জেরা। এর পেছনে কি তবে সত্যি সত্যি কোন রহস্য লুকিয়ে আছে?···

কিন্তু, কমরেড গ্‌ভাদি সত্যিই তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে, —যেন কিছুই হয়নি এমনি স্বরেই জেরা বলতে আরম্ভ করে,—এস, আমরা একটু আলোচনা করিগে··

নেইয়া আর ওরা তুজনে যৌথ চাষীদের যে দলটা ঐ বিরাট পোস্টারটাকে গেটের উপরে ঝুলিয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল, সে দিকে এগিয়ে যায়। নীরবে গ্‌ভাদি ওদের পানে তাকিয়ে দেখে।

গেটের কাছে জেরা একটু কাজে আটকা পড়ে যায়। কেন জানি এলিকো অসন্তুষ্ট হয়ে যারা পোস্টারটা আঁটছিলো সেই কমরেডদের সঙ্গে বচসা শুরু করে দিয়েছে। জেরা এলিকোর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে আরম্ভ করে; নেইয়াও সেই আলোচনায় ভিড়ে পড়ে। যখন দেখলো যে জেরা আর নেইয়া ওর কথা সম্পূর্ণই ভুলে গেছে, তখন গ্‌ভাদি চুপি চুপি যৌথচাষীদের ভীড়ের ভিতরে মিশে যায়। তারপর লোকজনের পিছনে লুকিয়ে লুকিয়ে একেবারে বেড়ার পাশে সরে আসে। বার বার করে ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখে গ্‌ভাদি জেরা ওর পিছু পিছু আসছে কিনা। নিশ্চয়ই জেরা আমার পিছু পিছু আসছে না, আসছে কি? কিন্তু জেরা ওর পিছু পিছু আসে না, গ্‌ভাদির সম্পর্কে কারুরই আর কোন ঔৎসুক্য নেই—এ কথা যখন নিশ্চিত রূপে বুঝতে পারলো গ্‌ভাদি তখন সে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলো।

(তেইশ)

বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গে সানারিয়ার প্রতিনিধিরা ওর্কেটিতে এসে পৌঁছলো। ওর্কেটির যৌথ চাষীরাও ঠিক তেমনি জাঁকজমকের সঙ্গেই ওদের করলো অভ্যর্থনা। সানারিয়ার প্রতিনিধিরা এসেছে তাদের নিজেদের গাড়ীতে চড়ে—তিন টনের একটা লরি, হালে রং ফিরানো; গাড়ীটা পতাকা আর পোস্টারে আগাগোড়া সজ্জিত, দু'পাশে চওড়া লাল রেশমী কাপড়ের উপর রূপালী অক্ষরে লেখাগুলো সূর্যের আলোতে ঝক্‌মক্ করছে; সব চাইতে এই লেখাটাই বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে: সমাজতন্ত্রী প্রতিযোগিতায় আগুয়ান হও!

দেখা গেল সানারিয়ার প্রতিনিধিরা সংখ্যায় অনেক। অতিকষ্টে গাদা গাদি করে কোনও রকমে লরিটার ভিতরে তারা স্থান করে নিয়েছে; আসতে হয়েছে সবাইকে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণে গেটের উপরে ঝোলানো এলিকোর আঁকা বহুবর্ণের চিত্রটির উপর আগন্তুকদের দৃষ্টি পড়ে, ওরা চিত্রটির পানে তাকিয়ে থাকে। ওদের লরিটার অমন জমকালো সাজ সজ্জা যেন মুহূর্তে রাহুগ্রস্ত চাঁদের ন্যায় মলিন হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ওরা খুসী হয়ে ওঠে, কেননা, ছবিটায় সানারিয়ানদের চরিত্রই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—আর হয়েছেও সেটা অতি চমৎকার।

এলিকো দুই গ্রামের যৌথ চাষীদের এই মিলিত সভাকেই রূপ দিয়েছে তার ঐ ছবিটার ভিতরে। যে লোকটির ছবির ভিতর দিয়ে সে সানারিয়ানদের ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে, সানারিয়ানদের চরিত্রের সব কিছু বৈশিষ্ট্যই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তার ভিতরে—লম্বা ঋজু দেহ, আবক্ষলম্বিত দাড়ি, গায়ে ঘোর রংয়ের সারকাশিয়ান কোট, কোমরবন্ধে ঝোলানো ছোরা। অন্যদিকে ওর্কেটির লোকটি—সহজ

সরল বিনয় নম্র মুখ—বেশভূষা সাধারণ,—দেহের উচ্চতা স্বাভাবিক। স্মিত হাস্তে সসম্মানে সে অতিথিকে জানাচ্ছে স্বাগত সম্ভাষণ—জানাচ্ছে অভিনন্দন। ছবিটার নীচের লেখার ভিতর দিয়েই সেটা যেন পরিস্ফুট হয়েছে আরও।

এটা যে কেবলমাত্র ওর্কেটির যৌথ চাষীদের কর্তব্যপালন কিংবা অতিথিপরায়ণতারই নিদর্শন তাই নয়, অতিথিদের তৃপ্তি সম্পাদনের জন্য শিল্পী আরও কতকগুলো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এঁকেছে ছবিটা।

সবাই জানে, সানারিয়াবাসীরা খুব জমকালো পোষাক পরিচ্ছদে নিজেদের সুসজ্জিত করতে পছন্দ করে আর পছন্দ করে কোমরে অস্ত্র ঝোলাতে। কেবলমাত্র বাড়ীর ভিতরে ছাড়া কখনও ওরা সাধারণ পোষাক পড়ে না। কোন সম্ভ্রান্ত সানারিয়াবাসীই কখনও সারকাশিয়ান কোট আর কোমরবন্ধে ছোরা না ঝুলিয়ে কোন প্রকাশ্য স্থানে যায় না। অধিকন্তু দীর্ঘ কাল থেকেই লম্বা দাড়ির জন্য ওদের খ্যাতি আছে—বহু গ্রাম্য গাথায়ও উল্লেখ রয়েছে এ কথা। অবশ্য এ কথা সত্য যে বর্তমান কালের তরুণদের মধ্যে সারকাশিয়ান কোট আর কোমরে ছোরা ঝোলনোর মোহ অনেকটা কেটে গেছে—এমন কি তারা পুরানো দিনের আচার ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে, তবুও ওর্কেটির শিল্পী ছবিতে ওদের অমনিভাবে চিত্রিত করার জন্য মনে মনে দারুণ খুসী হয়ে ওঠে— গর্বও অনুভব করে খুব।

যদিও দুটি গ্রামের স্বাগত সম্ভাষণের বিষয়টিতেই ছবিটার বেশীর ভাগ স্থান জুড়ে রয়েছে তবুও এলিকো খুবই নৈপুণ্যের সঙ্গে উভয় গ্রামের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিষয়গুলো পটভূমিকায় চিত্রিত করেছে। একটা কোণে এঁকেছে কয়েক সার নেবুর সবুজ ঝাড়, অন্য কোণে

পত্র শোভিত চায়ের গাছ, ছবিটার উভয় পার্শ্বে আকাশ ছোঁয়া কারখানার চিম্‌নী—নীল আকাশের গায়ে পেজা তুলোর রংয়ের হালকা ধোঁয়ার কুণ্ডলী চিমনীর মুখ বেয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে।

পরম শিল্পকুশলতায় ছবিটার প্রত্যেকটি শূন্য স্থান পূর্ণ করা : সানারিয়ার লোকটির পায়ের কাছে আঁকা পথের উপর মাল বোঝাই লরির সার, যেন ঐ পথের বুক বেয়ে ছুটে চলেছে; ওর্কেটির লোকটির মাথার উপরে চারদিকে আঁকা অসমাপ্ত ঘরের কাঠামো। সানারিয়ার লরিটা গেটের ভিতর দিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে আস্‌ছে—চালক ইচ্ছা করেই লরিটা চালাচ্ছে ধীরে, যাতে করে সানারিয়ার প্রতিনিধিরা ছবিটা এবং লেখা-গুলো খুব ভালো করে দেখার সুযোগ পায়।

হঠাৎ জনতার হর্ষধ্বনি ও করতালিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। একদল লোক ছুটে এগিয়ে যায় গেটের দিকে অতিথির সম্বর্ধনায়।

স্বাগতম্—স্বাগতম্ ভাইসব! জয় সানারিয়ার ভাতৃবৃন্দের জয়! চারদিক থেকে শুরু হয় উল্লসিত কণ্ঠের উচ্চধ্বনি; ওদের অভ্যর্থনার আয়োজনের এমন বিপুল ব্যবস্থা সানারিয়ার প্রতিনিধিরা মোটেই কল্পনা করতে পারে নি।

প্রত্যেকটি গাছের উপর থেকে জেগে উঠেছে হর্ষোৎফুল্ল কলধ্বনি আর অবিরাম করতালির শব্দ। গাছের শাখার উপর থেকে ওর্কেটির ছেলে মেয়েরা ছোট ছোট লাল পতাকা দুলিয়ে জানাচ্ছে অতিথিদের অভিনন্দন।

লরি এসে দাঁড়ায়। সানারিয়ার যৌথ খামারের সভাপতি কিছু বলার জন্য হাত তোলেন; ওর্কেটির সবাই তাঁকে চেনে। এক অপূর্ব আবেগ-দীপ্ত চঞ্চলতা ফুটে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ ছেয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে উঠানের

মাঝখানে বেড়াটার উপর দিয়ে গ্‌ভাদি বিগভার মুখখানা উঁকি দেয়। চোরের মতন সন্ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে সে চারদিক পানে তাকায় তারপর লাফিয়ে বেড়াটা ডিঙিয়ে মাটিতে নেমে আসে।
সবাই উদ্‌গ্রীব সানারিয়ার সভাপতির বক্তৃতা শুনতে; সবারই উৎসুক চোখ লরিটার পানে নিবদ্ধ; সুতরাং উঠানের ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে সে দিকে কারোরই কোন খেয়াল নেই।
কেউই লক্ষ্য করে না গ্‌ভাদিকে।
একান্ত সন্তর্পণে মৃদু পদক্ষেপে ছুটে গিয়ে উঠান পেরিয়ে সে পিছনের সারির যৌথ চাষীদের ভীড়ের ভিতরে মিশে যায়। উত্তেজনায় হাপাচ্ছে গ্‌ভাদি—অতি কষ্টে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।
যে মুহূর্তে সে জেরার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে তখন থেকেই নিজেকে তার মনে হচ্ছে যেন সত্যি সত্যিই একটি চোর—ধরা পড়ার ভয়ে বাড়ী ঘর ত্যাগ করে জঙ্গলের ভিতরে আত্মগোপন করে আছে, পাছে লোক জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এমনি মানসিক অবস্থায় তার কেটে যায় পুরো একটি ঘণ্টা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর আত্মদমন করতে পারে না—যৌথ চাষীদের এই উৎসব দেখার জন্য তার মনও ব্যাকুল হয়ে ওঠে—ঠিক করে অন্তত পক্ষে গোপনে হলেও সে যোগ দেবে ঐ উৎসবে।
বর্তমান অবস্থায় না পড়লে বলাই বাহুল্য গ্‌ভাদিকে সর্বাগ্রে প্রথম সারিতেই দেখতে পাওয়া যেত আর দেখা যেত সানারিয়ার লোকদের সঙ্গে রসালো আলাপে কেমন সে আসর জমিয়ে তুলেছে।
কিন্তু এখন তার ভয়, জেরার সঙ্গে আবার যদি দেখা হয়ে যায়।
সবার দৃষ্টি লরিটার দিকে—সবাই ব্যস্ত অতিথিদের নিয়ে, ওর পানে কারোরই কোন নজর নেই। একটু ভরসা পায় গ্‌ভাদি—ফিরে আসে ওর সাহস, সামনের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে।

লরিটার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে গোচা ; ঠিক সানারিয়ানদের মতনই তার দৈহিক সাদৃশ্য—তেমনি লম্বা ঋজু দেহ, আবক্ষলম্বিত দাড়ি। তার গাঁয়ের লোকদের চাইতে এক মাথা বেশী লম্বা। নির্বাক গ্‌ভাদি—ঈর্ষায় বিষিয়ে ওঠে ওর অন্তর। দেখ একবার কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় চীৎকার করেই সে তার বিরক্তি প্রকাশ করে; নিশ্চয়ই জোসিমীর সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নিযে ওরই পাশে দাঁড়িযে সমস্ত দিন জঙ্গলে কাজ করে এতোটা সাহস অর্জন করেনি গোচা ? আর তাই যদি হয়ে থাকে বাপু, তবে আগে অতখানি রোয়াব দেখাতে গিয়েছিলে কেন : এই বলে কিছুই চাই না আমি তোদের···? এখন খুবই যে ফেঁপে উঠেছে দেখছি ! চারটি তক্তার জন্য গোপনে আমার কাছে লোক পাঠানোর কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছে সে ? তক্ষুনি বুঝতে পেরেছিলাম আমি, কে পাঠিয়েছে পোবিযাকে আমার কাছে। এমতাবস্থায় তুমি আর তোমার পোরিয়া তোমাদের কারুরই অধিকার নেই খুসীমত যেখানে সেখানে গিয়ে মোড়লি করার, এটা মনে রেখ ভাল করে। তোমার স্থান হয়েছে এখানে, এই আমারই পাশে। আজ আমাকে যখন লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে তখন তোমাকেও চলতে হবে গা ঢাকা দিয়ে; অতটা এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেইতো তোমার···

ভাবতে ভাবতে গ্‌ভাদি উৎসুক অধৈর্য দৃষ্টিতে ভীড়ের ভিতরে খুঁজতে থাকে : আর্চিল পোরিয়াও কি ওখানে কোথাও সম্ভ্রান্ত অতিথিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে নাকি ?

কিন্তু পোরিয়ার অস্তিত্বও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অবাক হয়ে যায় গ্‌ভাদি। এর অর্থ কি ? আজ পর্যন্ত কখনও তো দেখিনি কোন সভা, কোন উৎসবে আর্চিল গরহাজির রয়েছে—গ্‌ভাদি ভাবে, 'ওর মনে

সন্দেহ জাগে, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে : হতভাগা কি শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তারই হ'ল নাকি ?

সানারিয়ার যৌথ খামারের সভাপতি বলতে শুরু করে, তার বক্তৃতায় গ্‌ভাদির চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

বক্তা তার বক্তৃতায় ওর্কেটি যৌথ খামারের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে সানারিয়া যৌথ খামার কতোখানি উন্নতি, কতোখানি সাফল্য লাভ করেছে তার বিবরণ দেয়।

আমাদের সবগুলো অগ্রগামী যৌথ খামারের ভিতরে তোমাদের খামার হচ্ছে একটি, আর তাইতো সব সময়েই আমরা তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে থাকি—ওর্কেটি যৌথ খামারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তিনি বলতে থাকেন।

গ্‌ভাদি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে গভীর ভাবে ভাবতে শুরু করে তারপর নিজের অজ্ঞাতেই কখন লুক্কায়িত স্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসে। হঠাৎ গ্‌ভাদি তার মাথার উপরে শুনতে পায় চিরিমিয়ার কণ্ঠ :

বাবা দেখ তো আমি কোথায় !

দারুণ অবাক হয়ে যায় গ্‌ভাদি,—উপরের দিকে তাকায়।

একটা গাছের গুঁড়ি সংলগ্ন মোটা ডালের ফাঁকে বেশ আরাম করে বসে আছে চিরিমিয়া। সেও নীচে তার বাবার দিকে তাকায় ; চিরিমিয়ার কোমরে একটা কাঠের তলোয়ার, হাতে ছোট্ট একটা লাল নিশান।

আমিও এখানে বাবা ! কুচুনিয়া বলে ওঠে ; সে বসে আছে আরও একটু উপরে।

গ্‌ভাদি গাছটার দিকে ভাল করে তাকায়—ওর সব কটি বাচ্ছাই রয়েছে গাছটার উপরে, একটির উপরে একটি এমনি ভাবে, কেবলমাত্র

বার্ডগুনিয়াই সেখানে নেই। গুটুনিয়া প্রায় মগডালে চড়ে বসে আছে, ওকে দেখা যায় না বললেই চলে। পাছে পড়ে যায় এই ভেবে গ্‌ভাদি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ভুলে যায় যে সে পালিয়ে এসে ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে পাছে কেউ দেখতে পায় এই ভয়ে।

নেমে আয়, এখ্‌খুনি নেমে আয়, হতভাগার দল—বলেই সে ওদের তাড়িয়ে নামিয়ে আনবার জন্য একটা ছড়ি খুঁজতে শুরু করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে গলায় নূতন স্কার্ফ ঝুলিয়ে ওরই সমবয়সী একদল ছেলে সঙ্গে করে কোথা থেকে যেন বার্ডগুলিয়া এসে হাজির হয়।

ভয় পেও না বাবা, চিরিমিয়াকে আমিই ওখানে বসিয়ে দিয়ে এসেছি—বার্ডগুনিয়া পিতাকে অভয় দেয়। নীচে থাকলে কখন ভীড়ের পায়ের তলায় পিষে যাবে তাই উপরেই থাকবে বেশ। হাঁ, ভাল কথা, জেরা এখ্‌খুনি তোমাকে খুঁজছিলো; সবার কাছে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছে তুমি কোথায়। তার নাকি এখ্‌খুনি কি একটা জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে। তোমার দেখা হয়েছে তার সঙ্গে?

চুপ, চুপ! মৃদু ভৎর্সনাপূর্ণ কণ্ঠে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে উঠেই গ্‌ভাদি হাত দিয়ে ছেলের মুখটা চেপে ধরে, তার পর দ্রুত পায়ে ছুটে গিয়ে অধিকতর নিরাপদ নিরালা স্থানে আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে সানারিয়া যৌথ খামারের সভাপতির অভিভাষণ শেষ হয়ে গেছে, প্রতিনিধিরা সব লরি থেকে লাফিয়ে নেমে এসে প্রতিবেশীদের সঙ্গে করমর্দন করতে শুরু করে দিয়েছে।

এই দিকে আসুন, এই দিকে—সমস্ত গোলমাল ছাপিয়ে গ্‌ভাদি শুনতে পায়, গোচার কণ্ঠ।

ওর পানে তাকিয়ে দেখ, কি অদ্ভুত দৃশ্য! হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠে গ্‌ভাদি। অতিথিদের জন্য পথ করে দিচ্ছে গোচা; তার গায়ও

ওদেরই মতন কালো রংয়ের একটা সারকাশিয়ান কোট আর কোমর-বন্ধে ঝুলছে ছোরা।

লোকটা দেখতে কিন্তু চমৎকার, আমাদের ঐ গোচা! আশপাশের জনতার ভিতর থেকে গুঞ্জন ওঠে; ও সানারিয়ানদের দর্প চূর্ণ করেছে।

ওর্কেটি যৌথ খামারের মর্যাদার কথা চিন্তা করে ওরা যে কেবলমাত্র গোচাকে ক্ষমাই করেছে তাই নয় অতিথিদের সঙ্গে তার সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহারে ওরা এতো দূর মুগ্ধ হয়ে গেছে যে ইতিপূর্বে ওর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদের কথাও সম্পূর্ণ মুছে গেছে সবার মন থেকে।

কিন্তু গ্‌ভাদির অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ঃ আমিই বা কেন যাচ্ছি না ওদের ভিতর?

অতিথিদের ভিতরে গিয়ে নূতন নূতন লোকদের সঙ্গে কথা বলতে, গল্পগুজব করতে ওর মনে এক অদম্য ইচ্ছা জেগে ওঠে। কিন্তু কি করতে পারে সে?

ওর্কেটির বিশিষ্ট সভ্যেরা সানারিয়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে বারান্দায় উঠে আসে। শুরু হয় সভার কাজ। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ও সর্তাবলীর উপর উভয় যৌথ খামারের প্রতিনিধিদের বক্তৃতা হয়ে যাবার পর পরিচালক মণ্ডলীর সভ্য নির্বাচনের কাজ আরম্ভ হয়। সানারিয়ার লোকেরা তাদের তরফের নাম পেশ করে; ওদের ভিতরে গ্‌ভাদি তার অনেক পরিচিত লোকের নাম শুনতে পায়। প্রচণ্ড করতালির ভিতর দিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এসবের কোন মানেই বুঝতে পারছি না আমি, নাম ডাকতে শুরু করেছে কেন? অবাক হয়ে যায় গ্‌ভাদি।

অদম্য কৌতূহল জেগে ওঠে ওর মনে—ক্রমান্বয়েই সে সামনের দিকে

এগিয়ে যেতে শুরু করে। এতক্ষণে বুঝতে পারে সে যে-সানারিয়ার লোকেরা পরিচালক মণ্ডলীতে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করছে যাদের উপর ন্যস্ত থাকবে বাড়ী তৈরীর কাজ পরিদর্শন করা আর দেখা যে চুক্তি অনুসারে প্রতিযোগিতার সর্ত ঠিক ঠিক প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা। সুতরাং এই কমিটিই প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্পর্কে চূড়ান্ত হিসাবও পেশ করবে।

ওঃহোঃ! তাই ওরা বেছে বেছে সব ভাল ভাল লোককে নির্বাচিত করেছে। যে সব লোকের নাম করা হয়েছে তাদের ভিতরে গ্‌ভাদির কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর নামও রয়েছে ঃ

জনতা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তারপর আবার ভীষণভাবে করতালি দিয়ে ওঠে। কমরেড জেরা!

জয়, কমরেড জেরার জয়!

গ্‌ভাদি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে; জেরার প্রতি একটা তীব্র ঘৃণায় ওর অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই লোকটার জন্যই সে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে—এই লোকটার জন্যই ওকে আজ এমন ঘৃণ্য জীবের মতন লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আবার গ্‌ভাদি আত্মগোপন করে। বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে জেরা একে একে ওর্কেটি যৌথ খামারের নির্বাচন প্রার্থীদের নাম বলে যায়। প্রথমে আসে জোসিমীর নাম; করতালির ধ্বনিতে সবাই সমর্থন জানায় ঃ তার পরে জেরা নাম করে মরিয়মের; এবার করতালির শব্দ আরও উচ্চে ওঠে।

ওহোঃ! আনন্দে চীৎকার করে ওঠে গ্‌ভাদি। এতোটা আনন্দিত হয় গ্‌ভাদি মরিয়মের নির্বাচনে যে তার ভয় ভুলে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই সে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। গলাটা বাড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগার উপর ভর দিয়ে গ্‌ভাদি উঁচু হয়ে

দাড়ায়। সসম্ভ্রমে জনতা জোসিমী ও মরিয়মের জন্য পথ করে দিচ্ছে।

এখানে উঠে এস, উঠে এস এখানে,—বারান্দার উপর থেকে সবাই চীৎকার করে ওদের ডাকতে থাকে। গ্‌ভাদি যখন দেখে যে মরিয়ম সিঁড়ি বেয়ে বারান্দার উপরে উঠে যাচ্ছে তখন গর্বে তার বুকটা ফুলে ওঠে, দারুণ খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখখানা। কি ক্ষিপ্র পদক্ষেপ! মেয়ে তো নয় যেন একটি বনহরিণী!···

হঠাৎ গ্‌ভাদির মনে হয় যে ওর মাথার উপরে বাজ ভেঙে পড়েছে। কে যেন বারান্দার উপর থেকে উচ্চ কণ্ঠে ডেকে ওঠে :

গ্‌ভাদি বিগ্‌ভা!

জেরা ওর নাম ধরে ডাকছে!

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জনতা সোল্লাসে চীৎকার করে ওঠে:

গ্‌ভাদি বিগ্‌ভা!

গ্‌ভাদি চোখ বোজে।

এর মানে কি? দুনিয়ায় আর কোন গ্‌ভাদি বিগ্‌ভা আছে নাকি, তবে? চারদিক থেকে জেগে ওঠে উৎসুক কণ্ঠের চীৎকার:

কোথায় গ্‌ভাদি বিগ্‌ভা? গ্‌ভাদিকে নিয়ে এস এখানে!

চিন্তিত মুখে গ্‌ভাদি চতুর্দিকে তাকায়···পালিয়ে যাবে, জলদি, সভার শুরুতে যেখানে গিয়ে সে লুকিয়ে ছিল ফিরে যাবে সেখানে? কিন্তু হায়রে! সেই নিরাপদ আশ্রয় স্থানটি এখান থেকে অনেকটা দূরে! গ্‌ভাদি মাথা নীচু করে, জড় পুঁটলীর মতন দেহটাকে গুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পায়, মনে মনে একটিমাত্র আশা, কোনও রকমে যদি ভীড়ের ভিতরে আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

হঠাৎ সে লক্ষ্য করে যে ওর আশপাশের লোক, যাদের আড়ালে

সে আত্মগোপন করবে বলে ভেবেছিল, তারা সব দু পাশে সরে যাচ্ছে, আর সে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঝখানে। গ্‌ভাদি মুখ তোলে।

ওকেই বারান্দার উপরে যেতে পথ করে দেয়ার জন্য সবাই সরে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীরের মতন পথের দু পাশে দাঁড়িয়ে সবাই ওর পানে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে আর দারুণ উৎসাহে করতালি দিয়ে চলেছে। খোলা ময়দানের মাঝখানে নেঙটি ইঁদুরের মতন অতিথি ও গ্রামবাসীদের শত শত বিস্ফারিত দৃষ্টির মাঝখানে বারান্দার সামনে একা দাঁড়িয়ে গ্‌ভাদি।

গ্‌ভাদি বুঝতে পারে, আর রেহাই নেই।

উপরে উঠে এস গ্‌ভাদি, এখানে আমরা ডাকছি তোমাকে, উঠে এস! বারান্দার উপর থেকে সবাই আবার ওকে ডাকতে থাকে।

ওর আশপাশের কমরেডরা ওর এই হতচকিত ভাবকে ভুল বুঝে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করে।

যাও না গ্‌ভাদি! নির্বাচিত হয়েছ তুমি। হ'ল কি তোমার? যাও না এগিয়ে, ভয় কি!

কি করে বিশ্বাস করবে সে এ কথা? এমন কি করেছে যাতে করে এই আশাতীত সম্মানের অধিকারী হতে পারে সে? সে…সে কিনা তাদের যৌথ খামারের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের সঙ্গে এক আসনে বসবে?

কিছুতেই সে তার কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না।

মুখ তুলে অবিশ্বাসের দৃষ্টি মেলে গ্‌ভাদি নিজের চারপাশে একবার দেখে নেয় তারপর বারান্দার উপরের যৌথ চাষীদের পানে তাকিয়ে থাকে।

হাঁ, দেখছি অসম্ভব অদ্ভুত কিছু একটাই ঘটলো। ওরা নির্বাচিত করেছে ওকেই—ওর উদ্দেশ্যেই সবাই দিচ্ছে করতালি—সাবাস সাবাস! বলে ওকেই সবাই জানাচ্ছে সম্মান!

তাড়াতাড়ি সে দু হাত দিয়ে গায়ের কোটটাকে একটু ঠিকঠাক করে নেয়—এতক্ষণ পরে এই হচ্ছে তার প্রথম কাজ। যে ছেঁড়াগুলো সে তাড়াতাড়িতে সেলাই করে নিয়েছিল সেগুলো কখন যেন আবার খুলে গেছে—স্থানে স্থানে ঝুলে পড়েছে। কি করে এমন হল? বোধ হয় যখন সে ভীড়ের ভিতরে ছিল। না, কিছুই করার নেই আর —কোটটা নেহাৎই পুরানো হয়ে গেছে···পুনরায় সে পিছিয়ে আসে তারপর বারান্দার উপরে দাঁড়ানো লোকদের পানে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলে ওঠে:

না ভাই! আমাকে বাদ দাও! কিন্তু বেশী দূরে সে পিছিয়ে যেতে পারে না—পিছন এবং দু পাশ থেকে জনতা ঠেলে ওকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়: তা বলে যাচ্ছ কোথায় তুমি? কোন্ দিকে? আবার সবাই করতালি দিয়ে ওঠে—সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে— সাবাস! সাবাস! সাবাস!

কে যেন ওকে ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়।

আবার সবাই করতালি দিয়ে ওঠে, চীৎকার করে বলে ওঠে, সাবাস।

সম্ভবত এতে করেই ওকে সাহস দেয়া হবে,—সবাই ভাবে।

হঠাৎ গ্‌ভাদিও সবার সঙ্গে মিলে সাবাস, সাবাস বলে চীৎকার করতে শুরু করে দেয় আর ওর সবটুকু শক্তি দিয়ে নিজেই করতালি দিয়ে ওঠে।

নিশ্চয়ই এই সব করতালি আর 'সাবাস, সাবাস' বলে এই উল্লাসধ্বনি এসব আমার উদ্দেশ্যে নয়—ওর বিভ্রান্ত চোখের চাউনি যেন স্পষ্ট করেই এ কথা বলে দেয়। নিজের নির্বাচনে নিজেকেই করতালি দিতে দেখে সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে, যৌথ চাষীরা এটাকে একটা পরম কৌতুক হিসাবেই গ্রহণ করে; আনন্দে সবাই আবার চীৎকার করে ওঠে: সাবাস! সাবাস! সাবাস!

কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে দেখে নেইয়া তাড়াতাড়ি বারান্দার উপর থেকে নেমে এসে গ্‌ভাদির কাছে দাঁড়ায় :

হল কি তোমার গ্‌ভাদি ? শিগ্‌গির চলে এস, তুমি নির্বাচিত হয়েছ, এখন আসন গ্রহণ করবে চল।

আমাকে দিয়ে কি হবে, কি বিপদ, আমাকে দিয়ে কি হবে—প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে গ্‌ভাদি বলে ওঠে, কিন্তু তখনও সে দু হাতে করতালি দিয়েই চলেছে।

হঠাৎ বার্ডগুনিয়া যৌথ চাষীদের ভীড়ের ভিতর থেকে ছুটে এসে তার বাবার কাছে দাঁড়ায়, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে :

করছ কি তুমি বাবা ? দেখছ না কতক্ষণ ধরে সবাইকে তুমি আটকে রেখে বৃথা সময় নষ্ট করছো !

ছেলেকে কাছে পেয়ে দু' হাতে গ্‌ভাদি তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে জড়িয়ে ধরে। তুই যা খোকা, তুই যা আমার বদলে, কি বিপদ। ছেলেকে বারবার অনুরোধ করে গ্‌ভাদি। ওর দুটি চোখে জল —প্রবল চেষ্টায় সে উদ্‌গত কান্না চেপে রাখতে প্রয়াস পাচ্ছে। ছেলেটি তার বাবার এই ব্যবহারে এতোটা হকচকিয়ে যায় যে সে তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে ভীড়ের ভিতরে লুকিয়ে পড়ে। বাধা দেয়া সত্ত্বেও নেইয়া হাত ধরে গ্‌ভাদিকে বারান্দার দিকে টেনে নিয়ে চলে।

এলোমেলোভাবে আপন মনেই গ্‌ভাদি বলে ওঠে—ওর কণ্ঠ যেন করুণ বিলাপে ভেঙে পড়ছে :

ওরা আমাকেও মানুষের মধ্যে গণ্য করছে, কি বিপদ ? কোন কিছুরই তো যোগ্যতা নেই আমার, তবুও ওরা আমাকেই বেছে নিলো, তাই কি ? কেন আমাকে ওরা এতোটা সম্মান দিলো ? গ্‌ভাদি

শক্ত করে নেইয়ার হাতটা চেপে ধরে—এখন আর সে ওর পিছনে পিছনে চলে না, যখন ওরা সিঁড়ি বেয়ে বারান্দার উপরে উঠতে থাকে উপস্থিত জনতার ভিতর থেকে আর একবার বিপুল হর্ষধ্বনি জেগে ওঠে। গ্‌ভাদি একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ফিরে মাথা নুইয়ে উপস্থিত জনতাকে অভিবাদন জানায়।

আমি এর যোগ্য নই, ভাই সব···আমাকে প্রয়োজন নেই, কি বিপদ! প্রায় কান্না রুদ্ধ করুণ কণ্ঠে গ্‌ভাদি বলে ওঠে।

এতক্ষণে ওনিসীর দিকে ওর চোখ পড়ে। ওর পরিষ্কার মনে হয় যে ওনিসী করতালি দিচ্ছে না; তার চোখ মুখের ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা বিদ্বেষের ভাব ফুটে উঠেছে—বড়শীর মতন বাঁকা নাকটা আরও যেন খানিকটা অদ্ভুতভাবে ঝুলে পড়েছে, ক্ষুদ্র দাড়িটা ঘন ঘন নড়ছে।

জলদি কর চাষী—তোমাকে নিয়ে আমাদের অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! কাংস কণ্ঠে ওনিসী বলে ওঠে।

আমার বদলে তুমি এলেই তো ভাল হত ভাই, কাজটা তোমারই উপযুক্ত, তাছাড়া অমন লম্বা দাড়ি রয়েছে তোমার! প্রত্যুত্তরে অদ্ভুতভাবে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গ্‌ভাদি বলে। সবাই শুনতে পায় ওর কথা, অজ্ঞাতেই সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ওনিসীর উপর। হয়তো বা ওর দাড়িতে কিছু একটা বিশেষত্ব আছে—সবাই ভাবে মনে মনে, কিন্তু ওর দাড়ির পানে তাকাতেই হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়। মোষের লেজের মতন ক্ষুদ্র দাড়ির গোছার সঙ্গে সানরিয়ানদের লম্বা চাপ দাড়ির তুলনা করে কেউ কেউ ঠাট্টা করে ওঠে।

এই সময়ে কালো রংয়ের সারকাশিয়ান কোট গায়ে আর কোমরে ছোরা ঝোলানো একজন সানারিয়ান গ্‌ভাদিকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে

আসে।—এস, এস, কমরেড গ্‌ভাদি! তোমাকে এখানে আনতে কম বেগ পেতে হয় নি! এ হচ্ছে তোমার নিজের বাড়ী, নিজের গ্রাম—এখানে তো অতটা সংকুচিত হয়ে পড়ার কোনই কারণ নেই তোমার। এখন উঠে এস দেখি! বলেই সে করমর্দনের জন্য গ্‌ভাদির পানে হাত বাড়িয়ে দেয়। গ্‌ভাদি বুঝে উঠতে পারে না ঐ বিশিষ্ট সানারিয়ার ভদ্রলোকটি ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে করমর্দনের জন্য না ওকে বারান্দার উপর উঠে আসতে সাহায্য করতে। সবাই দেখে, এই নূতন সভ্যটির চলার ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে কেমন যেন আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠছে না, চলতে গিয়ে ওর পায়ে পায়ে কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।

যে কোন কারণেই সানারিয়ার অতিথি হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকুক না কেন,—গ্‌ভাদি যখন স্থির বুঝতে পারলো যে তার ডান হাতের বুড়ো আর কড়ে আঙুল দুটো অন্য আঙুলগুলির সঙ্গে সমানভাবেই মেলে গেছে তখন সেও ওর হাতখানা চেপে ধরে।

(চব্বিশ)

সভার শেষে বাড়ীতে ফিরে গভাদি স্থির করে যে রাত্রেই সে ঐ মাচার উপরে তুলে রাখা পেটিটা নামিয়ে রাখবে: তারপর দিনের বেলায় সেটা খুলে দেখবে যে ওর ভিতরে সঞ্চিত মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ-গুলোর ভিতরের কিছু ওর পায়ে লাগে কিনা।

একথা নিঃসন্দেহ যে এখন থেকে ওর আর ছেঁড়া খোঁড়া কাপড় চোপড় পরে ঘুরে বেড়ানো চলবে না। এতোখানি সম্মান দিয়েছে ওকে— এতোবড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজেব ভার ন্যস্ত করেছে ওর উপরে— দু'দুটো যৌথ খামারের বাড়ী তৈরীর কাজ পরিদর্শন করা,—এখন থেকে সেও এমন ভাবে চলবে যাতে করে না ওর মুখে চূণ কালি পড়ে, সবার সামনে না লজ্জা পেতে হয়। ধরো যদি ওকে ওর্কেটির বাইরে নাও যেতে হয় তবুও এই ছেঁড়া কোট জীর্ণ টুপী আর এই সম্পূর্ণ অব্যবহার্য পাজামা এগুলো মোটেই তার বর্তমান পদমর্যাদার উপযুক্ত নয়।

কিম্বা ধরো যদি ওকে হঠাৎ সানারিয়া থেকেই ডেকে পাঠালো!

মোটেই অসম্ভব নয় তা; বরং একবার অন্তত ডেকে না পাঠানোটাই হবে নেহাৎ অদ্ভুত, অসম্ভব ব্যাপার।

যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, যদি ওরা নাও ডেকে পাঠায়, তবুও সেখানে গিয়ে কাজকর্ম পরিদর্শন করা হচ্ছে ওর কর্তব্যেরই একটা অঙ্গ।

আর ধরো যদি তারা ডেকেই পাঠালো—এস একবার দেখে যাও আমরা কতদূর কি করেছি······?

তখন সমস্ত সানারিয়া জুড়ে উৎসবের সাড়া পড়ে যাবে!

নেহাৎ মামুলী হেঁজিপেঁজি লোকের জন্য ওরা কিছু আর অভ্যর্থনার

আয়োজন করে বসে থাকবে না—একজন পদস্থ ব্যক্তির আগমনের জন্যই ওরা অপেক্ষা করবে, যে নাকি আসছে ওদের কাজকর্ম পরিদর্শন করতে।

ওরা ওদের যাবতীয় অভিযোগ, যা কিছু অভাব সব কিছুই গ্ ভাদির সামনে উপস্থিত করবে।

এই যে এসে গেছেন! সবাই ওর পানে তাকাবে, তারপর ভাববে:

এর মানে কি? এই জরাজীর্ণ পোষাক পরা লোকটা কপালে এলো? যখন ওর নিজেরই এমন দুর্দশা তখন নিশ্চয়ই ওর কাছ থেকে কোন সাহায্যই আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না?

সবাই বুড়ো গ্ ভাদিকে পরিহাস করবে, চিরদিনের জন্য কপালে লেপে দেবে কলঙ্কের কালিমা। এমন কি ওরা কাজকর্মের কাছেও ওকে ঘেঁসতে দেবে না. হোক না কেন সে সলোমনের মতনই বুদ্ধিমান আর দূরদর্শী, এখানে নিজের গ্রামেও ঐ একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে তাকে। কোনও বিষয়ে মতদ্বৈধ হলে কিম্বা কোন কিছুতে প্রতিবাদ করলে পর, এ অবস্থায় যে কেউই ওর কথা উড়িয়ে দিতে পারে; কথাটা খুবই সত্য যে ছেঁড়া কাপড় পরা লোককে কুকুরেও বরদাস্ত করে না।

সলোমন যদি 'জার' না হত, যদি মণিমুক্তাখচিত পোষাক পরে, হাতে ক্ষুরধার তরবারি নিয়ে না চলতো তবে কেইবা চিনতো তাকে, আর কেইবা তাকে মেনে নিতো বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে?

দুনিয়ায় সলোমানের চাইতেও বুদ্ধিমান দূরদর্শী লোক কম জন্মগ্রহণ করেনি—কিন্তু তাদের কপালে ছিল সেই শাশ্বত দারিদ্র আর দুর্দশা; তাই কেউই তাদের নাম—সে ভাল নামই হোক আর ডাক নামই হোক—কিছুই মনে করে বসে নেই। বিগত দিনের ব্যাপার থেকে

কথাটার গুরুত্ব বেশ ভাল করেই সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। সভার শেষে আফিসের একটা ঘরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বৈঠক বসে। গ্‌ভাদিকে ডাকা হয় ঐ বৈঠকে। বাইরে নেমে আসছে গোধূলির ম্লান ছায়া, ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক আলোর অত্যুজ্জ্বল প্লাবন। যখন গ্‌ভাদি অন্ধকারের ভিতর থেকে ঐ আলোক উদ্ভাসিত ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলো, তখন উপস্থিত সবাই অজ্ঞাতসারেই বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে ওর পানে তাকিয়ে রইলো, যেন তাদের ভিতরে এসে ঢুকেছে একটি দাঁড়কাক। স্পষ্টই অনুভব করলে গ্‌ভাদি যেন সবাই ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখছে আর ভাবছে: এমন একটি অপূর্ব জীব কেমন করে এলো আমাদের ভিতরে?

মনে মনে দারুণ আঘাত পায় গ্‌ভাদি—অভিশপ্ত আলোটা যেন ইচ্ছা করেই ওর জীর্ণ জামা কাপড়ের ছিন্ন অংশগুলোকে এমন নির্দয়ভাবে প্রকট করে তুলেছে। বৈঠকে অন্য যারা সব কথাবার্তা বলছিল, তারা যেন ওর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়েই বসলো, কিন্তু তবুও তাদের দোষ দিতে পারে না গ্‌ভাদি। সম্ভব হলে পর সে নিজেই নিজের কাছ থেকে দূরে সরে যেত—এতোখানি লাঞ্ছিত হয়ে পড়েছিল গ্‌ভাদি মনে মনে।

কিন্তু এসব কিছুই সে সহ্য করে নিতে পারতো কোনও রকমে—যেন সে কিছুই দেখতে পায়নি এমনি ভান করে চুপ করেই থাকতো যদি না শেষ পর্যন্ত মরিয়ম এগিয়ে এসে চরম আঘাত হানতো। সে ওর কাছে এসে কানে কানে চুপি চুপি বলে ওঠে: তুমি পেছনে গিয়েই বস গ্‌ভাদি, দেখছ না, তোমার কাপড়চোপড়গুলো মোটেই মানুষের উপযুক্ত নয়।

বলার সময়ে মরিয়ম এমনভাবে ওর দিকে তাকায় যেন সে ওর জীর্ণ

কোট আর তালি দেয়া ট্রাউজারের ছেঁড়া জায়গার ভিতর দিয়ে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে দিচ্ছে। এমন কি কামিজের পকেট যেখানটা সে সেলাই করে বন্ধ করে দিয়েছে মরিয়মের কালো দুটি চোখের বিচ্ছুরিত বহ্নিশিখায় সেখানটায়ও যেন আগুন ধরে যায়।

ঠিকই বলেছ মরিয়ম, এতে প্রতিবাদ করার নেই কিছু আমার। গ্‌ভাদি চেষ্টাও করে না কোন রকমের প্রতিবাদ করতে,—যতক্ষণ বৈঠকের কাজ চলছিল ততক্ষণ সে এক কোণে মুখ বুজে চুপটি করে বসেছিল—একটি কথাও বলে নি। তারপর আলোচনার উত্তেজনায় সবাই ওর কথা ভুলে যায়।

কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না গ্‌ভাদি যে কেন ওরা তাকে বিশ্বাস করে এতোখানি সম্মানজনক কাজের ভার অর্পণ করলো, কেন এমন হর্ষোল্লাসের ভিতর দিয়ে ওকে নির্বাচিত করলো—সম্ভ্রান্ত লোকদের নামের সঙ্গে একই তালিকায় ওর নামও লিখে দিল। প্রত্যাখ্যান করেছে গ্‌ভাদি বহুবার, কিন্তু কৈ কেউতো রাজী হলো না ওর আপত্তি শুনতে। উচ্চ করতালির ভিতর দিয়ে সবাইতো ওকে জানালো অভিনন্দন।

কি এমন ভাল কাজ করেছে সে আজ পর্যন্ত? কোন্ কাজে সে সাহায্য করেছে? কি ভেবে জেরা হঠাৎ ওর নামটাই প্রস্তাব করে বসলো জনতার সামনে? খুব ভাল করেই জানে জেরা, আজ পর্যন্ত সে কি করেছে না করেছে, আর জানে সে ওর স্বভাব। তবুও গ্‌ভাদি বিগ্‌ভা! জেরা ডেকে উঠলো ওর নাম ধরে।

কথা কয়টা যেন অকস্মাৎ বজ্রগর্জনের মতনই শোনা গেলো।

কৈ আর কারুর নাম ধরেতো ডাকেনি সে এমন করে! অদ্ভুতভাবেই যেন বেজে উঠলো তার কণ্ঠ—যেন ওর ভিতর দিয়ে এই কথাটাই

সে বলে দিলো সবাইকে—হর্ষধ্বনি কর কমরেড! আমরা গ্‌ভাদিকে নির্বাচিত করেছি···

আর কিনা কয়েক মুহূর্ত আগেই জেরা ওকে গ্রেপ্তার করবে বলে ভেবেছিলো। গ্‌ভাদি সত্যি সত্যিই ভেবেছিলো যে সব কিছুই ওর ধরা পড়ে গেছে—এবার সর্বনাশ উপস্থিত। সত্যিই নিদারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল গ্‌ভাদি—সে কথা কি অত শীঘ্রই ভুলে যাওয়া যায়।

জেরা যদি ওর চোখের পানে অমনি করে তাকিয়ে আরও খানিকটা জিদ করতো: কেন তুমি তোমার দুটো আঙুলকে মুড়ে বাকী তিনটা খুলে রেখেছ? কিম্বা কেন সেদিন জঙ্গলের ভিতরে অমনি করে চীৎকার করে ফিরেছ?

নিশ্চয়ই তবে গ্‌ভাদি সব কিছুই বলে ফেলতো। জেরার চাউনির একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে—ওর সে দৃষ্টির সামনে স্থির হয়ে থাকা কারোর পক্ষেই তেমন সহজ নয়—নিশ্চয়ই ভয়ে আর লজ্জায় মুষড়ে পড়তে হবে।

ভয়েই হোক আর লজ্জায় হোক, গ্‌ভাদিকে বাধ্য হতে হত সব কিছু সত্য কথাই বলে ফেলতে। সৌভাগ্য যে ঠিক সেই সময়েই জেরাকে চলে যেতে হল···সত্যি কথা বলতে কি, শীঘ্রই গ্‌ভাদি আত্মস্থ হয়ে উঠলো আর বুঝতে পারলো যে অতটা ভয় পাবার তার কোনই কারণ নেই। জেরা সর্বজ্ঞও নয় কিম্বা যাদুও জানে না, সুতরাং ঐ তিনটা আঙুলের পিছনে কি রহস্য আছে কেমন করে সে জানতে পারবে সে কথা? কিন্তু সেই থলে সম্পর্কিত ঘটনা—ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না ঠিক! মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই শুনেছে সে কোন কথা। যাই হোক, জেরা সত্যি সত্যিই ব্যাপারটা ঠিক জানে না। যদি জানতোই তবে গ্‌ভাদির অস্তিত্বও আর ওর্কেটিতে খুঁজে পাওয়া যেত না। কিন্তু, সেতো যাহোক হল,

কেন ওরা বেছে বেছে গ্‌ভাদিকেই নির্বাচিত করলো ?

মাত্র এক বছর আগে জেরা ওকে রাখালের পদে পর্যন্ত বহাল করতে রাজী হয়নি ; বলেছিল :

ও কাজে উপযুক্ত নয় গ্‌ভাদি ! আর তার বদলে বহাল করলো কিনা পাখ্‌ভালাকে। কিন্তু আজ বোধ হয় ওর পক্ষে পাখ্‌ভালার নামটাও মুখে আনা আনা সম্ভ্রমের হানিকর। জেরার দয়ায় গ্‌ভাদি আজ বিশিষ্ট চম্‌কী-মজুরদের মর্যাদাও অতিক্রম করে গেছে। আর এতে করে হাড়গিলে ওনিসীটা এতদূর মর্মাহত হয়ে পড়েছে যে ওর ছেলে যদি ঠিক সময় মত ওর হাত দুটো চেপে না ধরতো তবে বোধ হয় হতভাগা নিজেই তার চোখ দুটোই উপড়ে ফেলে দিত।

তবুও দেখ, গ্‌ভাদিকে অতখানি মর্যাদা দিয়ে সত্যি সত্যিই জেরা ভুল করেছে। ভাবতে ভাবতে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে – আসে রাত্রি। ভাবতে ভাবতে দ্রুত পায়ে গ্‌ভাদি তার বাড়ীর পথে এগিয়ে যায়। ও যেন পায় হেঁটে নয়, উড়ে চলেছে ; গোপন আত্মমর্যাদায় উৎফুল্ল গ্‌ভাদির যেন পাখা গজিয়েছে, কি এক অভিনব দুর্বার শক্তি যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে ওর অন্তর পরিপূর্ণ করে।

পেটিটার কথা চিন্তা করে সে আরও দ্রুত ছুটে চলে--মাচার উপর ঝুলকালি মাখা দীর্ঘ দিন অব্যবহার্য অবস্থায় যে পেটিটা পড়ে আছে। ওটার উপরে তার মস্ত আশা—এই জরাজীর্ণ বেশবাস পরিত্যাগ করে চায় সে এই দুনিয়ার বুকে নূতন হয়ে জন্মাতে—হয়ে উঠতে চায় সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ, নূতন মূল্যে, নূতন মর্যাদায়।

মরিয়মের সঙ্গে ওর সম্পর্কেরও তাহলে আসবে আমূল পরিবর্তন। দূরে একটা পাহাড়ের অন্তরালে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে ; নীচের দিক থেকে আলোর রেখা ঊর্ধ্বে ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের চূড়াটাকে আলোকিত করে

তুলেছে ; মাথার উপরে জ্বলজ্বল করে উঠেছে রাত্রির নিস্তব্ধ আকাশ ; নীচে ধরিত্রী তার আপন ছায়ায় আপনি ঢাকা পড়ে কালো হয়ে উঠেছে।

হাওয়া খেলানো সমতল ভূমির বুকে শুরু হয়েছে এক অপূর্ব আলোছায়ার সংঘাত—দূরে কখনও নেমে আসছে আঁধার—পরক্ষণেই আবার আলোর প্লাবন আসছে নেমে।

চাঁদ দেখা যায় না, কিন্তু তবুও মনে হয় যেন এখানেই রয়েছে ঠিক যেন গ্‌ভাদির পিঠের একান্ত সন্নিকটে। তারপর চাঁদটা পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে উঠে এসেই গ্‌ভাদির পিঠের উপরে ছড়িয়ে পড়ে, ওর ছায়াটাকে এগিয়ে নিয়ে চলে আগে আগে।

ছায়াটা কি অদ্ভুত! এতো লম্বা যে মনে হয় যেন একটা বিরাট লাঠি আগে আগে নেচে নেচে চলেছে, কিছুতেই যেন বাধা পাচ্ছে না—গাছ, বেড়া, পাথরের স্তূপখানা কিছুতেই যেন ওর গতি রোধ করতে পারে না —যেন একপাশে লাফিয়ে লাফিয়ে সব কিছুই ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলেছে। ছায়াটা আগে আগে এগিয়ে চলে, গ্‌ভাদির কল্পনায় জেগে ওঠে ধরিত্রীর কথা—কতো দীর্ঘ দিন ধরে এই পৃথিবীর মাটির সঙ্গে ওর পরিচয়—কতো দীর্ঘ দিন ধরে এরই বুক মাড়িয়ে এসেছে সে তার পদক্ষেপে—দৃঢ় অনড়, অপরিবর্তনীয় এই ধরণী, আজ যেন মেতে উঠেছে ঐ ছায়াটার সঙ্গে এক অপরূপ নর্তনে ; নাচের তালে তালে চাকার মতন গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে এগিয়ে আর ওকেও ডাকছে হাতছানি দিয়ে ওরই মতন এগিয়ে চলতে সামনের দিকে। কিন্তু আর কোনও দৃষ্টান্তেরই প্রয়োজন নেই গ্‌ভাদির। ওর এতকালের পরিচিত বাস্তব পরিবেশ আজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে—চিন্তার ধারা এতো উর্ধ্বে উঠে গেছে যে এই বিশাল ধরণীও যেন মনে হচ্ছে তার কাছে একটা ক্ষুদ্র কারাগার।

এ ধরনের প্রশ্ন আর উঠতেই পারে না যে, জেরা ভুল করেছে ওর উপর এতোখানি বিশ্বাস স্থাপন করে। সভার সময়ে যে সন্দেহ গ্‌ভাদির মনকে অতখানি বিচলিত করে তুলেছিল—এখন মনে হচ্ছে সেটা একটা অসম্ভব নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্রমে ওর মনে স্থির প্রত্যয় জন্মে যে ঐ পদে নির্বাচিত হওয়ার মতন ওর চাইতে উপযুক্ত আর কোন লোকই সারা ওর্কেটির ভিতরে একটিও নেই। এমনও হতে পারে যে সমস্ত পৃথিবীর ভিতরেই গ্‌ভাদির চাইতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বিশ্বাসী, দূরদর্শী আর একটি লোকও নেই।

কি করে জেরা এতোদিন বুঝতে পারেনি এ কথা, কেমন করে সে গ্‌ভাদির ভিতরটা এতোকাল তলিয়ে দেখেনি!

অসম্ভব, মোটেই ভুল করেনি জেরা, বরং আজ সে তার দীর্ঘ দিনের ভুলই সংশোধন করতে সক্ষম হয়েছে।

না, মোটেই আজ ওর অন্তর বৃথা অহংকারে ভরে ওঠেনি—তার সবটুকু সত্তা আজ নিজের অন্তরের নিষ্ঠার সম্পর্কে সচেতন; প্রতারিত হয় নি সে—আসেনি আত্মবিস্মৃতি। তাকে এমন করে কেউই আর জানে না, যেমন করে জানে সে তার নিজেকে।

দূর হয়ে যাক যত সব সন্দেহ—যত অবিশ্বাস। বাড়ীর পথে চলতে চলতে গ্‌ভাদি মনে মনে নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখে। ঠিক কোন্ মুহূর্তে যে ওর বিবেক এমনি করে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল সে কথা জানে না সে নিজেও; তবুও যেন এক বিরাট উল্লম্ফনে সে পুরাতন জগৎ ছেড়ে, এক নূতন জগৎ—নূতন দিনের আলোয় এসে পৌঁছলো! চমৎকার! কি বিপদ! চীৎকার করে বলে ওঠে গ্‌ভাদি ছায়াটাকে গাছের ডগার উপর দিয়ে পাগলের মতন লাফিয়ে লাফিয়ে ডিঙিয়ে যেতে দেখে। চমৎকার! আনন্দিত না হয়ে পরে যখন সে ছায়াটাকে

উড়ে চলতে দেখে ওর মনে হয় যেন সে নিজেই উড়ে চলেছে। বস্তুত কোন্‌টা সে নিজে আর কোন্‌টা তার ছায়া, এ কথা ঠিক করে বলার মতন ক্ষমতাও যেন সে সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলেছে।

(পঁচিশ)

মাচার উপর থেকে তার সঞ্চিত সম্পদের ভাণ্ডার টেনে নামিয়ে এনে গ্‌ভাদি মেঝের উপর চুল্লীটার উজ্জ্বল আলোকের সামনে রাখে। অনুচ্চ একটা লম্বা ধরনের পেটি, কোণের দিকগুলো লোহার পাত দিয়ে মোড়া।

পেটিটা বহুকালের পুরানো; বয়স আর ঝুলকালিতে উপরটা কালো হয়ে উঠেছে, কিন্তু ভিতরের দিকটা এখনও রয়েছে চক্‌চকে—আগুনের উজ্জ্বল আলোকে হাতির দাঁতের মতন কোমল হল্‌দে রং প্রতিফলিত হচ্ছে।

পেটিটার ভিতরে রয়েছে গ্‌ভাদির সারকাশিয়ান কোট, জ্যাকেট, টুপী, আর তারই সঙ্গে পালিশ করা একজোড়া নূতন বুট। একটা কোণে কোমরবন্ধের সঙ্গে আঁটা পুরানো ধরনের একটা ছোরা। কোমরবন্ধটা স্থানে স্থানে ধাতব পাত দিয়ে মোড়া।

গ্‌ভাদির সব কয়টি ছেলে, মায় ছোট্টটি পর্যন্ত এসে খোলা পেটিটার সামনে ভীড় করে দাঁড়ায়—পাঁচ জোড়া কালো চোখ অপলক উৎসুক দৃষ্টি মেলে ছোরাটার পানে তাকিয়ে থাকে। কুঁড়ে ঘরটা তৈরী হওয়ার পর থেকে ওটা আজ পর্যন্ত কখনও বুঝি আর আজকের মতন এমন উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে নি; এমন কি গ্‌ভাদি আর আগাতিয়ার বিয়ের দিনটিতেও এতো আলো এতো আগুন জ্বলেনি এই ঘরে।

এর ভিতরে মেঝে থেকে শুরু করে খড়ের ছাদ পর্যন্ত এমন একটি ক্ষুদ্র কোণও নেই যেটা নাকি আলোকিত হয়ে ওঠে নি। থেকে থেকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে শুকনো কাঠ, পট্‌ পট্‌ শব্দ উঠছে

জেগে, লেলিহান শিখা কড়িকাঠ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচচ্ছে।

শুকনো কাঠ পোড়ার পট্ পট্ শব্দ ছাপিয়ে কখনও রিন্‌রিনে মিষ্টি হাসির শব্দ জেগে ওঠে—যেন কোনও এক অতীতের অমর আত্মা—বুঝিবা গৃহদেবতা এই গৃহে আজ বয়ে এনেছে সুখ, শান্তি, আনন্দ; আর তারই সুখ-সংবাদ সমস্ত দুনিয়ায় প্রচার করে দিতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

ছেলেদের বিছানার শিয়রের কাছে একটা প্রদীপ জ্বলছে; প্রদীপের মিট্‌মিটে শিখা যেন ঐ চুল্লীর প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ, যেন ডেকে বলছে—দেখা যাক কে কতটা উপরে উঠতে পারে!

ঘরের ভিতরের বাসনপত্র—কাপ, ডিস্, হাঁড়ি, বালতি, সব কিছুই যেন আজ রূপালী দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠেছে। দীর্ঘকাল ধরে অব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে থাকা ভাঙাচোরা জিনিসপত্রগুলো হঠাৎ মনে হয় যেন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়নি—নূতনের চাকচিক্য নিয়ে সেগুলোও যেন রুখে দাঁড়িয়ে আজকের এই আনন্দ, এই আলোর দাবী জানাচ্ছে।

আমরাও রয়েছি এখানে, আমাদের পানেও একটিবার তাকিয়ে দেখ! যেন উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে অতীতের ঐ ক্ষয়িষ্ণু সাক্ষীর দল। ওরাও যেন ধূলিমলিন কোণ ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে ঐ খোলা পেটিটার কাছে।

ভাঙা কড়া, মাটির হাঁড়ি, সব কিছুই যেন আজ পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছে; জীর্ণ ট্রাউজার, পায়ের অব্যবহার্য ছেঁড়া পটি, ওরাও যেন চীৎকার করে জানিয়ে দিচ্ছে তাদের অস্তিত্ব—তাদের সত্তা।

খেলার শেষে ফেলে দেয়া শিশুদের হাতের ছড়িগুলোও খুঁজে

খুঁজে চোখের উৎসুক দৃষ্টি মেলে উকিঝুঁকি মারছে।

সব কিছু ঘিরেই যেন আনন্দ আর বিস্ময়ের এক অভূতপূর্ব লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

কে বলে আমরা নিঃশেষ হয়ে গেছি—হারিয়ে গেছি বিস্মৃতির অন্ধ অতলতায় ?

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার দীপ্ত আভা চালের কড়িবরগার উপর সঞ্চালিত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত ঝুলকালির কঠিন বিন্দুগুলোর উপর প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে—ঝকমকিয়ে ওঠে নৈশ আকাশের অসংখ্য তারার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে।

গ্‌ভাদির মাথার উপরে কি ওটা—খড়ের চাল না তারায় ভরা নীল আকাশ ?

কেবলমাত্র সার্ট পরে গ্‌ভাদি দাঁড়িয়ে আছে পেটিটার পাশে; এবার পরবে কোট আর জ্যাকেট। সাবান মেখে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছে হাত আর মুখ, তেমনি পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলেছে পা, হাঁটুর নীচ অবধি; দাঁড়িয়েছে গিয়ে শুকনো জ্বালানি কাঠের স্তূপের উপর, পাছে মেঝের ধূলা বালিতে পা দুটো ময়লা হয়ে যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আগুনের উত্তাপে গরম করে নেয় হাত আর পা; সরু চিরুনি দিয়ে দাড়ি আর গোঁফ নেয় আঁচড়ে পরিপাটি করে। ভারী আরাম লাগে তার, আগুনের উত্তাপের মতনই আরাম পায় সে, যখন চিরুনির সরু সরু দাঁতগুলো অবিন্যস্ত চুলের ভিতর দিয়ে চামড়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে সঞ্চালিত হতে থাকে—আরামে ওর গলার ভিতর দিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ গুমরে গুমরে ওঠে।

এখন তবে শোন দেখি ছেলেরা, যখন আমি পোষাক পরবো তখন যেন ঠিক মত আলো জ্বলে! আরও কিছুটা জ্বালানি কাঠ নিয়ে এস,

প্রচুর আছে ঐ গাছটার তলায়। আজ তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের বাবাকে ঠিক মত পোষাকে। বাতিটায় যথেষ্ট তেল আছে তো, বার্ডগুনিয়া? যদি না থাকে তবে আরও খানিকটা তেল ভরে দাও। হাঁ, শোন ছেলেরা, তোমাদের হাততালি দেবারও প্রয়োজন নেই কিম্বা বাহবা দেবারও প্রয়োজন নেই,—সে সব কিছুই চাই না আমি তোমাদের কাছ থেকে; কিন্তু মনে রেখ আজ থেকে তোমরা তোমাদের বাবার প্রত্যেকটি কথা শুনে চলবে—যা বলবো সব।

ঠিক সেই মুহূর্তে ছেলেরা তাদের বাপকে কোথায় কেমন করে, কখন কি ভাবে সম্মান দেখাতে হবে—তা নিয়ে মোটেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি; এমন কি তারা শোনেইনি পর্যন্ত কি সে বলল না বলল, এমন গভীর তন্ময় হয়ে সবাই ঐ অস্বাভাবিক আকারের ছোরা আর ততোধিক অস্বাভাবিক রকমের কোমরবন্ধটা দেখছিল।

ছেলেদের অমন গভীর নীরবতার দিকে গ্‌ভাদির লক্ষ্য পড়ে। ছোরাটার দিকে ওদের দৃষ্টি অমন গভীরভাবে আকর্ষিত হতে দেখে খুসী হয়ে ওঠে সে মনে মনে। নীরবে সে খানিকক্ষণ ওদের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

হাঁ, হাঁ, ঐ ছোরাটা ছাড়া তোদের ঠাকুর্দা আর কিছুই তেমন রেখে যেতে পারেন নি—গ্‌ভাদি মনে মনে বলে, তারপর পাছে ছেলেদের তন্ময়তা না ভেঙে যায়, এমনি ভাবে নীরবে সে কোটটা তুলে নেবার জন্য হাত বাড়ায়; কিন্তু তার হাত অতদূর গিয়ে পৌঁছায় না। ঘুরে গিয়ে ওটা নিয়ে আসার অর্থ হচ্ছে মেঝের উপর দিয়ে যেতে হবে, আর তাতে করে ধূলা বালিতে পা দুটো আবার নোংরা হয়ে যাবে।

বার্ডগুনিয়া! উচ্চকণ্ঠে গ্‌ভাদি বড় ছেলেকে ডাকে। কোট আর জ্যাকেটটা আমার হাতে দাও তো, কি বিপদ!

পেটিটাকে ঘিরে একটা দারুণ হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে সব কটি ছেলেই এক সঙ্গে এগিয়ে আসে। মেজো ছেলেটি কিছুতেই বার্ডগুনিয়াকে এ সম্মানের অধিকারী হতে দিতে রাজী নয়, অথচ বার্ডগুনিয়াও রাজী নয় তার অধিকার ছেড়ে দিতে। শেষ পর্যন্ত তাকেই তার বাবা হুকুম দেয়ঃ

ছেড়ে দাও তুমি!

আমিই তো আগে ধরেছি!

ছেড়ে দে বলছি! শুনছিস্।

ছেড়ে দাও!

একটু আগেই যে কোট আর জ্যাকেটটাকে গ্ভাদি পরম যত্নে ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে ভাঁজ করে রেখেছিল, বলের মতন সেগুলো হাতে হাতে লোফালোফি হ'তে থাকে। সবাই একসঙ্গে জড়াজড়ি করে এমন ভাবে লড়তে শুরু করে যে একমাত্র শারীরিক শক্তির প্রয়োগ ছাড়া এ বিবাদের অবসান হওয়া দুষ্কর। বার্ডগুনিয়া একাই লড়ছে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে।

লড়াইয়ের ফল ক্রমেই অনিশ্চিত অবস্থার দিকে এগিয়ে চলে।

কেবলমাত্র চিরিমিয়া এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ থেকে আলাদা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সভার সময়ে যে কাঠের তরবারি ওর কোমরে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল, সেটা সে এখন পর্যন্তও খোলেনি। বুদ্ধিমানের মতন সে বিচার করে দেখল যে এই লড়াইয়ের ভিতরে শরিক হলে কোন এক ভাই যদি হঠাৎ তার তলোয়ারটা ভেঙে দেয়—তাই সে বেশ খানিকটা দূরে নিরাপদ স্থানে গিয়ে সরে দাঁড়ায়। কিন্তু তার অধিকারও সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতেও সে রাজী নয়। সুতরাং মুখের ভিতরে একটা আঙুল পুরে দিয়ে অমানুষিক কণ্ঠে চীৎকার জুড়ে দেয়ঃ আমি দেবো বাবা!

বিদ্যুৎ গতিতে ঘটনার গতি এগিয়ে চলে।

গ্‌ভাদি দেখে যে তার হস্তক্ষেপ ছাড়া এ বিবাদের মীমাংসা অসম্ভব।

এই দেখ, ছিঁড়ে ফেলবি কোটটা! ছেড়ে দে বলছি! ক্রুদ্ধকণ্ঠে ধমকে ওঠে গ্‌ভাদি। বস্তুত এতটুকুও রাগের ভাব আসে না ওর মনে, বরং ছেলেরা যে তার আদেশ পালনের জন্য এতোটা তৎপর হয়ে উঠেছে তা দেখে মনে মনে বেশ আত্মপ্রসাদই লাভ করে। যদি কোটটা নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা না থাকতো তবে সে ওদের এ লড়াইটা বেশ উপভোগ করে প্রাণ খুলে একটু হেসে নিতে অরাজী ছিল না, শেষ পর্যন্ত গ্‌ভাদি বাধ্য হয়ে জ্বালানি কাঠগুলোর উপর থেকে নেমে আসে তার জামা দুটোকে উদ্ধার করতে। ঐ সঙ্গে সে বুট-জোড়াও তুলে নিয়ে আগুনের কাছে ফিরে এসে পোষাক পরতে শুরু করে।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও থেমে যায়। এক সঙ্গে সবাই আবার ছুটে গিয়ে ছোরাটার উপর ঝুঁকে পড়ে। বস্তুত ঐটার উপরই ওদের ঝোঁক সব চাইতে বেশী—খানিকক্ষণের জন্য কোটটা কেবলমাত্র ওদের মনযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এই যা। ওদের ঠাকুর্দার ছোরা, অদ্ভুত—আকারটা অস্বাভাবিক রকমের বড়।

শিংয়ের বাঁটটাও বেশ লম্বা; মুঠোর কাছটায় কেবলমাত্র ব্যবহারের দরুণ খানিকটা ক্ষয়ে গেছে; আরাম করে ধরার জন্য সূক্ষ্ম তার দিয়ে বেশ করে জড়ানো। ডগার দিক সুন্দর দুটি ধাতু নির্মিত গোলক। বাঁটটার ধাতুর অংশ এবং ডগার দিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের মতন ঝিকমিক করছে। ছোরাটার এই অংশটাই ক্ষয়ে গেছে সব চাইতে বেশী কিন্তু কোন এক সময়ে রূপোর তার দিয়ে সুন্দর করে জড়ানো ছিল। খাপটার উপরের চামড়া পুরানো হয়ে গিয়ে ছিদ্র ছিদ্র হয়ে

গেছে, ভেতরের কাঠ বেরিয়ে পড়েছে ঐ ছিদ্র পথে ; ডগার দিকে ঘুঘুর ডিমের মতন ছোট একটা বল, আগুনের আভায় রূপোর মত চক্ চক্ করছে।

বিশেষ করে ঐ বলটার দিকেই চিরিমিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ। তার কাঠের তরবারির হাতলটা সে ঐ বলটার সঙ্গে চেপে ধরে ; একটু দূর থেকে দেখলে মনে হয় বলটার সঙ্গে ছোরার খাপটার কোন সম্পর্ক নেই, ওটা যেন ঐ তরবারিরই একটা অংশ—আর তাতে করে ওটাকে সত্যিকারের তরবারির মতনই দেখাচ্ছে। ছেলেটা কিছুতেই ঐ বলটার উপর থেকে তার চোখ সরিয়ে নিতে পারে না ; অতি কষ্টে সে ঐ লোভনীয় বস্তুটির উপরে হাত দেয়ায় প্রবল ইচ্ছা দমন করে রাখে। থেকে থেকে ওর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে আবার পরক্ষণেই ছাইয়ের মতন শাদা হয়ে যায় ; প্রবল উত্তেজনায় পেঁচার মতন ওর চোখ দুটো ঘুরছে অস্থিরভাবে।

কোনও মতে একটু সুযোগ পেলেই হয়—সুযোগ পেলে সেই মুহূর্তেই ওটা দখল করে বসবে আর কখনও ছেড়ে দেবে না।

চিরিমিয়ার গোপন অভিপ্রায় বুঝতে ওর দাদাদের কারুরই মোটেই বিলম্ব হয় না—নীরব ইঙ্গিতে তারা ওকে শাসায় ; খবরদার ছুঁবি না বলছি! দুজনে স্থিরভাবে চিরিমিয়ার হাবভাব লক্ষ্য করতে থাকে, মুহূর্তের জন্যেও ওর দিক থেকে তারা দৃষ্টি সরায় না ; বাকী দুজন তাকিয়ে আছে বলটার পানে অপলক দৃষ্টিতে। কিন্তু চারজনাই প্রস্তুত আছে। একটু ইঙ্গিত—একটু নড়াচড়া দেখলেই তারা একই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে অপরাধীর উপর। দেহের সবটুকু ভার এলিয়ে দিয়ে গুটুনিয়া চিরিমিয়াকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে কিন্তু চিরিমিয়া কিছুতেই তার জায়গা ছাড়তে নারাজ—সমস্ত শরীর গুটিয়ে পাথরের

মত শক্ত হয়ে আঁকড়ে বসে থাকে।

গ্‌ভাদি বুঝে উঠতে পারে না কেন হঠাৎ ছেলেরা অমন চুপ হয়ে গেল—কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান না করেও পারে না সে। জ্যাকেটটা পরে বোতাম না এঁটেই তার উপরে সে কোটটা পরে নেয়। অবশ্য সব কিছুই নির্ভর করছে ঐ উপরের কোটটার উপরেই, তাই সে অত তাড়াহুড়ো করে গায় পরে দেখে কোটটা লাগবে কি না ওর গায়ে। কি সৌভাগ্য! কোটটা বেশ সুন্দরভাবেই লেগেছে। ওর আনন্দ আর ধরে না।······

হাঁ, হাঁ, সবই ঠিক আছে! আনন্দে আপন মনেই বিড় বিড় করে বলে ওঠে গ্‌ভাদি, তারপর দুটো কোটেরই বোতাম আঁটতে শুরু করে উপর দিক থেকে। অনায়াসেই সে বোতামগুলো এঁটে ফেলে; হাত দুটো ক্রমান্বয়ে পেটের দিকে নামতে থাকে। হঠাৎ ওর মুখে চোখে যুগপৎ ভয় আর বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে। মাঝপথে এসে থেমে যায় ওর হাত—আঙুলগুলো কাঠ হয়ে ওঠে। সারকাশিয়ান কোট কিম্বা জ্যাকেট কোনটাই ওর পেটের বেড় পায় না।

অদ্ভুত তো? বোতামের ঘরগুলো নিয়ে খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পর অকৃতকার্য হয়ে গ্‌ভাদি বলে ওঠে। ভীষণভাবে ফুস্‌ফুস্‌ থেকে নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে সে পেটটাকে সংকুচিত করে প্রাণপণে পরবর্তী বোতামটা আঁটার চেষ্টা করে; কিন্তু বোতাম আর ঘর দুটোই ওর আঙুল ফস্‌কে ছুটে যায়। মনে মনে আঙুলগুলোকে দোষারোপ করে—ঐ আঙুলগুলোই যেন ঠিক মতন কাজ করছে না।

হাতে থুথু দিয়ে ঘসে নিয়ে আবার চেষ্টা করে—কিন্তু কোনই কাজে আসে না। নীচের দুটো বোতাম কিছুতেই আঁটতে পারছে না।

মাথা নীচু করে গ্‌ভাদি দেখতে চেষ্টা করে নীচের দিকটায় কি হচ্ছে! কোটটা বুকের দিকটায় শক্ত হয়ে এঁটে যাওয়ায় পেটটা ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে—সমস্ত মাংস জায়গা না পেয়ে ভীড় করে নেমে এসেছে নীচের দিকে, আর ঠিক ঐ বোতামের কাছটাতেই সার্টশুদ্ধ ভুঁড়িটা উঁচু হয়ে উঠেছে। গ্‌ভাদি দেখে, একটা হাওয়া ভরা বেলুন তার বোতামখোলা কোটটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

হতাশায় ভেঙে পড়ে গ্‌ভাদি।

না এ কক্ষনো হতে পারে না। নিশ্চয়ই প্রচুর আলো নেই বলেই ভুল দেখছি চোখে।

গত দু' একদিন ধরে সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল তার পেটের ঐ অভিশপ্ত ফোলা অংশটার কথা—ওটা এতো কমে গিয়েছিল; আর পিলেটাও ব্যথা করেনি; বস্তুত পিলের ব্যথাটা ওর বেশীর ভাগ সময়েই ভান মাত্র।

আলো! চীৎকার করে ওঠে গ্‌ভাদি; আরও আলো চাই, দেখতে পাচ্ছি না আমি কিছুই!

ওর সব রাগ গিয়ে পড়ে বার্ডগুনিয়ার উপর। অতি খারাপ ছেলে তুই! শুনছিস, তোকেই বলছি আমি, বার্ডগুনিয়া! এতোদিন ধরেও তুই বাড়ীতে ইলেকট্রিক আনতে পারলি না। বোধহয় ওনিসীর ছেলেরা তাদের গোয়াল ঘরেও বিজ্‌লী বাতি এনেছে। তাহলে আমার কি উপকারে লাগছিস তুই? দেখছিস্ না আমি বোতামটাও আঁটতে পাচ্ছি না?

প্রত্যুত্তরে কোন কথাই বলে না বার্ডগুনিয়া। সুতরাং গ্‌ভাদি আরও চীৎকার করে বলতে শুরু করে: জল্‌দি এদিকে আয়, একটু সাহায্য কর আমাকে বোতামগুলো আঁটতে।

পিতার পানে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় বার্ডগুনিয়া—বাড়ীতে আজ কোন নূতন লোক এলো নাকি ? সিল্কের জামা, সারকাশিয়ান কোট আর নূতন বুটে গ্‌ভাদিকে যেন আর চেনাই যাচ্ছে না। স্থান ত্যাগের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে বার্ডগুনিয়া ছোরাটার কাছ থেকে উঠে এসে তার পিতার সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায়।

ওর দিকে ভাল করে লক্ষ্য রাখিস ! চিরিমিয়াকে দেখিয়ে ভাইদের নির্দেশ দেয় বার্ডগুনিয়া ।

পিতার চেহারা দেখে ওর মনে এতোটা বিস্ময়ের ভাব জেগে ওঠে যে সে তার কাছে যেতেই যেন ভরসা পাচ্ছে না। ওর চোখে মুখে সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠতে দেখে গ্‌ভাদির মনেও দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে—নিশ্চয়ই তাহলে কোটটা গায়ে লেগেছে।

কাছে আয় খোকা, কাছে আয়, আরে আমি, আমি তোর বাবা ! লজ্জা কি আয়। অভয় দিয়ে গ্‌ভাদি বলে। এখন আঁট দেখি বোতামগুলো ! ওর পেটের উপর বার্ডগুনিয়ার আঙুলগুলি দ্রুত সঞ্চালিত হতে দেখে গ্‌ভাদির মনে আশার উদ্রেক হয়। একটু আগেই ওর উপরে কঠোর হয়ে ওঠার জন্য গ্‌ভাদি মনে মনে দুঃখিত হয় ; ছেলেকে আরও একটু উৎসাহ দিতে গিয়ে গ্‌ভাদি অমায়িক কণ্ঠে বলতে শুরু করে : একটা কথা তোকে আমি বলতে চাই, কি বিপদ। জেরাকে তুই যদি একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলিস,—আমাদের জন্য সে বিজলী বাতির বরাদ্দ ঠিক করেই রেখেছে। কিন্তু তুই হচ্ছিস একটা আস্তো মুখচোরা ছেলে ; মনে হয় তুই বলতেই লজ্জা পাস, তাই না ?

হাসতে হাসতে গ্‌ভাদি বলেই চলে :

সত্যি কথা বলতে কি, কি বিপদ, বয়সে এতটুকু হলেও তুই ভীষণ

মুখচোরা। বড়দের ভিতরে সেরা হচ্ছে প্রথম আর বয়সী ছোট ছেলেদের ভিতরে হচ্ছিস তুই। তুই ওদের নেতা। বেশ তারপর… ওরা মরিয়মকেও বিজলী দিয়েছে, আমরা কি তার চাইতে খারাপ?
মরিয়ম হচ্ছে চম্‌কী মজুর, বাবা, এমন কি কাগজে তার ফটো পর্যন্ত ছাপা হয়েছে,—প্রত্যুত্তরে বার্ডগুনিয়া বলে।
আমি এখন সবার চাইতে বিশিষ্ট লোক, কি বিপদ……মনে নেই কি করে ওরা আমাকে নির্বাচিত করলো—কি সম্মানটাই না জানালো আমাকে? সবাই চীৎকার করে বলে উঠল—জয়, গ্‌ভাদি বিগ্‌ভার জয়! কে সে গ্‌ভাদি বিগ্‌ভা? এই আমি, কি বিপদ…সুতরাং ……তুই কি ভেবেছিলি অন্য কেউ?
চুপ কর বাবা, কথা বললে তোমায় পেটটা আরও ফুলে ওঠে —বার্ডগুনিয়া তার বাবাকে থামিয়ে দেয়, তারপর সবটুকু শক্তি দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করে বোতামটা আঁটতে। ওর দাঁতগুলো কড় মড় করে ওঠে আর এমন জোরে সে গ্‌ভাদির পেটটা চেপে ধরে যে তার নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে আসে।
উঃ! ছেড়ে দে. কি বিপদ, ছেড়ে দে আর পারছি না আমি—ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে গ্‌ভাদি বলে ওঠে। জানিস্ খোকা এ সময়ে কে এখন আমাকে সাহায্য করতে পারে? মরিয়ম—একমাত্র মরিয়মই পারে এখন আমাকে সাহায্য করতে। বলবো তাকে হয় ফিতাটা খুলে দিক নয়তো এক টুকরো কাপড় সেলাই করে জুড়ে দিক, কিন্তু বোতাম খুলে সরিয়ে দেয়া—না সেটা অসম্ভব, হতেই পারে না তা! দেখ, আমাকে যদি ভালবাসিস তুই, যা দেখি ছুটে বেড়াটার ওপাশ থেকে দেখে আয়তো মরিয়মের ঘরে বাতি জ্বলছে কিনা, না শুয়ে পড়েছে সে…সকালে সময় হবে না তার, খুব ভোরে উঠেই কাজে

বেরিয়ে যায় কি না। হয়তো এখন একটু সময় করে ক'রে দিলেও দিতে পারে......

তাকে এখানে আসতে বলবো ? ছুটে দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বার্ডগুনিয়া জিজ্ঞাসা করে।

না, কি বিপদ, তুই শুধু দেখে আয় ঘরে আলো জ্বলছে কি না, আমি—আমি নিজেই যাবো তাহলে। এতো রাত্রে আর তাকে উত্যক্ত করতে চাই না।

দোরের পথে বার্ডগুনিয়া অদৃশ্য হয়ে যায়, গ্‌ভাদি পেটিটার কাছে ভীড় করে দাঁড়ানো ছেলেদের কাছে এগিয়ে আসে।

ওরা তারিফ করছে ছোরাটার! মনে মনে ভাবে।

খানিকক্ষণ সে নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, কেন জানি ওর মনটা হঠাৎ করুণায় ভরে ওঠে।

দেখ, দেখ, ভাল করে দেখ খোকারা, ওটা হচ্ছে তোদের ঠাকুর্দার হাতের ছোরা। বেচারা! এক মিনিটের জন্যেও ওটাকে কাছ ছাড়া করতেন না; বাড়ীতে, বাইরে সব সময়েই সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেন, এমন কি মাঠে যাবার সময়েও ছোরাটা থাকতো তাঁর কাছে। এই ছিলো তাঁর অভ্যাস। সময়টা তো তখন তেমন ভাল ছিলো না, তাই বোধ হয় এমনি অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। অথচ সত্যি বলতে কি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি কারুরই এতটুকুও ক্ষতি করেননি; আর তখন আমাদের শত্রুও ছিল অনেক। এমন অনেক ছিল যাদের হয় তো খুন করেও ফেলতে পারতেন, কিন্তু সে সাহসটুকু পর্যন্ত তাঁর ছিল না। নেহাৎ গোবেচারা ধরনের ভীরু চাষী ছিলেন তিনি। হয়তো তাঁর মনে ভয় ছিল যে তেমন কিছু করলে পাছে তাঁর সংসারটা নষ্ট হয়ে যায়,—ছেলেদের কথা ভেবে, নাতিদের কথা ভেবেই হয় তো তিনি খারাপ

কিছু করতে সাহস পেতেন না। অবশ্য তখন তোমরা জন্মাওনি তবুও তোমাদের কথা ভেবে ভেবে কি অমানুষিক পরিশ্রমই না তিনি করে গেছেন—জোয়াল টেনেছেন কাঁধে করে তোমাদের সুখের জন্য। যখন কুড়ুলের ধার মরে যেত এই ছোরাটা দিয়েই তিনি তখন খুঁটি চাঁচতেন। বলতেন তিনি, ওটা তুর্কির তৈরী—লোহা পর্যন্ত কাটা যায় ওতে। কখনও কখনও আঙ্গুরও কাটতেন, যখন সেগুলো ঝুলতো উঁচুতে। গাছের উপরে কুড়ুলের চাইতে ছোরায় অনেক বেশী কাজ হয়।

গ্‌ভাদির কণ্ঠে কান্না ফেনিয়ে ওঠে। অতীতের এই করুণ স্মৃতি ওর অন্তরের অন্তস্থল থেকে বেরিয়ে আসে; হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলতো এমনিভাবে, যদি না সংবাদ নিয়ে বার্ডগুনিয়া এসে হঠাৎ হাজির হত ঘরের ভিতরে।

মরিয়ম ঘুমোয়নি, বাবা।

গ্‌ভাদি তাড়াতাড়ি তার টুপীটা তুলে নিয়ে মাথায় পরে। পুরানোটার মতন করেই এটাও বেঁধে নেয়, তারপর ছেলেদের মাথার উপর দিয়েই হাত বাড়িয়ে কোমরবন্ধশুদ্ধ ছোরাটা তুলে নেয়।

চিরিমিয়া তখনও সেই বলটা আঁকড়ে ধরে আছে। এটা আমাকে দাও।

একটি কথাও না বলে গ্‌ভাদি ওর হাত ছাড়িয়ে ছোরাটা কেড়ে নেয় তারপর একটু সরে গিয়ে কোমরবন্ধটা কোমরে বেঁধে নেয়। ওর ভুঁড়িটা মনে হয় যেন এখন আর বেরিয়ে নেই,—ছোরা আর বাঁটটায় খানিকটা ঢাকা পড়ে গেছে। ছোরার ডগার দিকটা ওর হাঁটুর কাছ অবধি গিয়ে পৌঁচেছে আর বাঁটের উপরের গোলক দুটোও ঠেকেছে এসে বুকের কাছে।

চিরিমিয়া বলটা ছেড়ে দিতে একেবারেই রাজী ছিল না—বিশেষ করে ভাইদের প্রতি ঈর্ষা বশতই সে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করেছিল ওটা হস্তচ্যুত করতে। কিন্তু যখন দেখে যে ওর বাবা জ্যাকেট আর কোট পরে তারই উপরে কোমরবন্ধের সঙ্গে ছোরাটাও ঝুলিয়ে দিয়েছে, তখন সে কেমন যেন অবাক হয়ে যায়।

ও কে? ভয় পেয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে বলে ওঠে চিরিমিয়া, তারপর ছুটে গিয়ে দাদার আড়ালে আশ্রয় নেয়।

একটা ভূত, জানিস চিরিমিয়া, ভূত একটা! ছুঁস না ওকে তাহলেই মেরে ফেলবে। সুযোগ পেয়ে গুটুনিয়া ওকে ক্ষেপাতে শুরু করে।

শোন, চিরিমিয়া, তোমার তলোয়ার বের কর! ওকে সাহস দেয় গ্‌ভাদি; তোমার তলোয়ার আর আমার ছোরা—এস, আমরা যুদ্ধ করি, দেখি তুমি কেমন বীর পুরুষ।

পিতার কণ্ঠস্বরে চিরিমিয়ার মনে একটু ভরসা আসে। বাঃ ওতো বাবা! বলেই সে এগিয়ে আসে।

তলোয়ার খোল তোমার! গ্‌ভাদি আবার বলে, দেখা যাক কে হারে, কে জেতে আর কি ধরনের বীর পুরুষ তুমি। ছোরার বাঁটটা শক্ত করে ধরে যুদ্ধের জন্য সে তৈরী হয়ে দাঁড়ায়।

চার ভাই সমস্বরে চীৎকার করে বলে ওঠে:

ভয় পেও না, চিরিমিয়া, বের কর তোমার তলোয়ার!

তলোয়ার টেনে বের করে চিরিমিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রুখে দাঁড়ায়।

গ্‌ভাদিও ছোরাটা বের করতে চেষ্টা করে কিন্তু খাপের সঙ্গে ওটা শক্ত হয়ে এঁটে গেছে। বার বার সে টানাটানি করে, কিন্তু কোনই ফল হয় না।

কি সর্বনাশ! ওটা আর খুলবে না, বোধ হয় মরচে ধরে গেছে। আয় তো বার্ডগুনিয়া ধরে টান দেখি একবার!

ছেলেরা হেসে ওঠে।

এই সুযোগে চিরিমিয়া তার বাবার কোটার উপরে তলোয়ারটা চেপে ধরে।

মেরে ফেলেছে আমাকে, আমি মরে গেছি—ছোরাটাকে খোলার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে গ্‌ভাদি হাসতে হাসতে বলে ওঠে।

যে করেই হোক, খাপ থেকে ছোরাটাকে খুলতেই হবে তার। কোমর-বন্ধ থেকে খাপশুদ্ধ ছোরাটা খুলে নিয়ে গ্‌ভাদি হাতলটা ধরে, আর বার্ডগুনিয়া ধরে থাকে খাপটা তারপর দুজনে মিলে টানতে শুরু করে……

শব্দ করে খাপটা মেঝের উপর পড়ে যায়—ডগা থেকে খুলে গিয়ে বলটাই কেবলমাত্র বার্ডগুনিয়ার হাতের ভিতরে থেকে যায়। নিবিষ্ট-চিত্তে গ্‌ভাদি ঝক্‌ঝকে ছোরাটাকে দেখতে থাকে।

শিগ্‌গির খানিকটা চর্বি নিয়ে আয় দেখি! চীৎকার করে গ্‌ভাদি ছেলেদের ডেকে বলে। বাঁটটার কাছে খানিকটা মরচে ধরে গেছে, সেইজন্যই খোলেনি ওটা।

তাকের কাছে ছুটে গিয়ে সে চর্বির সন্ধান করতে থাকে।

বার্ডগুনিয়ার হাতের ভিতরে সেই লোভনীয় বলটা দেখতে পেয়ে চিরিমিয়া নিদারুণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তারপর পুনরায় তলোয়ার হাতে বার্ডগুনিয়ার প্রতি রুখে দাঁড়ায়।

দাও আমাকে! দাও শিগ্‌গির! ভাবখানা এই: বাবাকেই যখন সে হারিয়েই দিতে পেরেছে তখন বার্ডগুনিয়াকেই বা পারবে না কেন?

(ছাব্বিশ)

উত্তেজিত ছেলেদের শান্ত করতে গ্ভাদিকে বেশ একটু বেগ পেতে হয়। বার্ডগুনিয়ার উপর ওদের ঘুম পাড়াবার ভার দিয়ে সে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে মরিয়মের উদ্দেশ্যে।

শিশুর মতন আনন্দে ভরে উঠেছে তার অন্তর। এই চমৎকার পোষাক পরিচ্ছদ দেখে কি বলবে মরিয়ম? খুব সম্ভব, সে ওকে চিনতেই পারবে না; ভাববে, কোথাকার কোন্ এক অজানা অচেনা লোক! তারপর এই এতো বড় ছোরাটা দেখে সে তো ভয়েই চমকে উঠবে।

সত্যি বলতে কি, মরিয়ম যদি একটু সম্ভ্রম ভরা দৃষ্টিতে ওকে দেখেই, তবে সেটা কিছু আর মন্দ হবে না···ওর কোন কানা কড়ির মূল্য আছে বলেই তো সে মনে ভাবে না। তাই আদেশ উপদেশে সে ওকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

না, ঢের হয়েছে, আর না! খুব ভাল করেই জানে গ্ভাদি কি করে চলতে হয়। সে তো আর একটা পথের লোক নয় কিম্বা একটা মামুলী যা-তা লোকও নয়!

কাঁধ সোজা করে, বুক ফুলিয়ে সে উঠান পেরিয়ে এগিয়ে চলে,—নূতন জ্যাকেট আর সারকাশিয়ান কোট পরে লোকে আর কি রকম করে হাঁটে? তাছাড়া হাতটাও রেখেছে ঠিক ছোরাটার হাতলের উপরে—ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। কিন্তু যে মুহূর্তে গলিটা পেরিয়ে সামনেই মরিয়মের বাড়ীটা ওর চোখের সামনে দেখা দেয়, ওর সবটুকু সাহস সবটুকু আত্মবিশ্বাস মুহূর্তেই ছিপি খোলা কর্পূরের মতন উবে যায়। এই এতো রাত্রে মরিয়মের কাছে আসার কারণটা যেন ঠিক তেমন

জোরালো মনে হয় না। বস্তুত একটা আঁটসাঁট কোটকে ঠিক করানোর কাজটা এমন কিছু একটা জরুরী ব্যাপার নয় যে তার জন্য প্রায় এই দুপুর রাত্রে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার ঘরে এসে হানা দেয়ার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে।

না, বিষয়টা মোটেই তত সুবিধার নয়! গ্‌ভাদি ভাবে;—এ থেকে শেষ পর্যন্ত হয় তো একটা অশান্তিরই সৃষ্টি হতে পারে।

মনে মনে গ্‌ভাদি অন্য কিছু একটা যুক্তিপূর্ণ কারণ খুঁজে বেড়ায়। এতো রাত্রে আসার যাই কিছু কারণ সে দেখাক না কেন সব কিছুই নির্ভর করছে তার বলার ভঙ্গীর উপর—কি ভাবে সে কথাটা পাড়বে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে···আসল কথাটা হচ্ছে এই যে ওর মনের গোপন কথাটি মরিয়ম না টের পায়। মনে মনে ওর খুব ভরসা আছে যে একবার যদি মুখ খুলে যায় তবে প্রয়োজন মত ঠিক কথাটি ঠিক সময়ে এসে যাবে ওর জিভের ডগায়। কিন্তু ধর যদি তা না হয়, তখন? সুতরাং সে ঠিক করে আগে থেকে তৈরী হয়েই যাবে। মনে মনে সে উপযুক্ত কথা ঠিক করে, ঠিক করে ভাষা, বার বার করে আওড়ায় সেই কথাগুলো, পাছে ভুল হয়ে যায়। সবই ঠিক হয়ে যায়! কিন্তু তবুও, কোটটা ঠিক করে নেয়ার জন্য এতো রাত্রে আসা—এ কারণটা যেন ঠিক যুক্তিপূর্ণ মনে হচ্ছে না।

ক্রমেই গ্‌ভাদি চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে।

এতক্ষণে গ্‌ভাদি মরিয়মের বাড়ীর দরজায় এসে পৌছায়।

নিদারুণ লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়ে গ্‌ভাদি। এখন হাত বাড়ালেই মরিয়মের জানলাটা ওর নাগালের ভিতরে এসে যায় আর তাতেই ওকে মূর্চ্ছাতুর করে তোলে আরও বেশী। আচ্ছা ওর বাড়ীটা ছাড়িয়ে আরও খানিকটা দূর এগিয়ে গেলে কেমন হয়? কিন্তু তার চাইতেও

ভাল হয় মনে মনে মরিয়মের কথা ভাবা—যেমন নাকি সে ভেবে থাকে প্রায়ই। আরও খানিকটা এগিয়ে যাবে কি? কিন্তু কথা হচ্ছে, যাবে কোথায়?

কিছুই স্থির করে উঠতে পারছে না। সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে গ্‌ভাদি: বাড়ীতে ফিরে যাবে, না এগিয়ে যাবে সাহসে ভর করে।

যদি ঠিক সেই মুহূর্তে মরিয়মের বিশ্বস্ত প্রহরী মুরিয়া দরজার কাছে ছুটে এসে বিকটভাবে চীৎকার করে না ডেকে উঠতো তবে কি যে করতো সে কিছুই স্থির করে বলা যায় না।

আর পালিয়ে যাবার কথা চিন্তা করা বৃথা; এ ক্ষেত্রে মুরিয়া যে কেবলমাত্র একটু কৌতুক করেই ছেড়ে দিতে রাজী হবে তা নয়।

মুরিয়া! গ্‌ভাদি কুকুরটাকে ডেকে ওঠে, এই মুরিয়া!

গলার আওয়াজে মুরিয়া গ্‌ভাদিকে চিনে ফেলে। ওর চীৎকার থেমে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার মনটা অখুসী হয়ে ওঠে: আগন্তুকের পরনে তো কৈ গ্‌ভাদির স্বাভাবিক পোষাক নেই। এতক্ষণে গলার স্বর সম্পর্কেও ওর মনে সন্দেহ জেগে ওঠে; আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে মুরিয়া, বিপদ এড়াতে গ্‌ভাদি খুব বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আর একটু এগিয়ে যায়, যাতে করে কুকুরটা ওর মুখখানা বেশ ভাল করে দেখতে পায়। মিষ্টি স্বরে গ্‌ভাদি ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে এমন কি প্রতিদিনের পরিচিত পড়সীকে চিন্‌তে না পারার জন্য একটু মৃদু ভৎর্সনাও করে।

অবশেষে যখন সে ঐ সন্দিগ্ধ জন্তুটির সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে নিরসন করতে সক্ষম হয় তখন সে দরজার ছিটকিনির উপরে হাত দেয়। মুরিয়া লেজ নাড়তে শুরু করে।

গ্‌ভাদি মুরিয়ার সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপরে বরাবরই বেশ

খানিকটা ভরসা রাখে কিন্তু এবার সে মরিয়মের এই অভিভাবকটির ব্যবহারে দারুণ খুসী হয়ে ওঠে। কুকুরটার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে বলতেই গ্‌ভাদি দরজাটা একটুখানি খুলে চট করে উঠানের ভিতর ঢুকে পড়ে।

মুরিয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওর মাথায় একটা বুদ্ধি আসে।

ঠিক হয়েছে! মনে মনে ভাবে সে। মুরিয়ার সঙ্গে একটু জোরে জোরে কথা বললেই মরিয়ম শুনতে পেয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখবে। বুদ্ধিটা ওর খুবই মনে ধরে। সোজাসুজি হট্‌ করে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকা সেটা মোটেই সমীচীন হবে না। কিন্তু এমনিভাবে মরিয়ম যখন শুনতে পাবে যে কে যেন তারই উঠোনের ভিতরে কথা বলছে তখন বাধ্য হয়েই হয় সে জানলা দিয়ে মুখ বের করে দেখবে, নয় তো বারান্দায় বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করবে ; কে ওখানে ? কি ব্যাপার ? তখন সে কাছে এগিয়ে গিয়ে বলবে ঃ যাচ্ছিলাম তোমার বাড়ীর সুমুখ দিয়ে তাই মুরিয়াকে ডাকলাম···ওর সাথে একটু আলাপ করার ইচ্ছা হলো কিন্তু বাস্তবিকই আমি জানি না কি করে তোমার উঠোনের ভিতরে এলাম······

পরে সে মাফ চাইবে মরিয়মের কাছে, অসময়ে তাকে বিরক্ত করেছে বলে ; তারপর ? তারপর সব কিছুই চলবে ঠিক তেল দেয়া চাকার মতন।

পরিকল্পনাটার ভিতরে সব চাইতে সুন্দর হল এই যে কি করে, কেন সে এই অসময়ে এসে হাজির হয়েছে তার কোন কৈফিয়ৎই দেবার প্রয়োজন হবে না। এর জন্য দায়ী সে মোটেই নয়, দায়ী হচ্ছে দৈব আর মুরিয়া।

পরিকল্পনা অনুসারে গ্‌ভাদি কাজ শুরু করে। কুকুরটাকে বারান্দার কাছে ডেকে এনে এটা সেটা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে দেয়।

সময় বয়ে যায়, কিন্তু মরিয়মের ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় না। সে জানলা খুলেও মুখ বাড়ায় না কিম্বা বেরিয়েও আসে না বারান্দায়। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে,—গ্‌ভাদি ভাবে, তারপর মুরিয়াকে ছেড়ে এক পা এক পা করে বারান্দায় উঠে আসে; কিন্তু ওর পায়ের শব্দে কেউই আকৃষ্ট হয় না। চুপি চুপি সে এগিয়ে যায় জানলার কাছে। জানলাটা ঈষৎ খোলা। অর্ধোন্মুক্ত জানলার পথে উঁকি মেরে তাকিয়েই সে এক পা পিছিয়ে আসে। এক অভূতপূর্ব দৃশ্য ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে; মুখ চোখ ছেয়ে জেগে ওঠে নিদারুণ বিস্ময়ের ভাব। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। জানলার কাছ থেকে পালিয়ে আসে, যাতে করে যত শীঘ্র সম্ভব ঐ দৃশ্যটা মিলিয়ে যায় ওর চোখের সামনে থেকে। কিন্তু প্রলোভন দমন করাও একান্ত অসম্ভব হয়ে ওঠে—পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পুনরায় সে জানলার পথে উঁকি দেয়। চুল্লীর আগুনের পাশে একটা নীচু টুলের উপরে বসে মরিয়ম; গায়ে কেবলমাত্র একটা সেমিজ—হাত দুটি নগ্ন; খোলা কাঁধ আর বুকের উপরে ভেঙে পড়েছে ঘন কালো চুলের রাশ; মাথায় এতো চুল যে প্রায় মুখখানা ঢেকে গেছে।

ওর মেয়ে জাৎসুনিয়া দূরে এক কোণে গভীর নিদ্রায় মগ্ন—ঘুমের ঘোরে মুখখানি হাঁ হয়ে আছে। এতক্ষণে সম্পূর্ণ ছবিটা গ্‌ভাদির চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মরিয়ম মাথা ধুয়ে আগুনের সামনে বসে আঁচড়ে আঁচড়ে চুল শুকোচ্ছে; পাশেই একটা চেয়ারের উপরে দাঁড় করানো একটা আয়না। এমনি অবস্থায় গ্‌ভাদি কখনও দেখেনি মরিয়মকে। সর্বত্র সকল সময়েই দেখেছে সে মরিয়মকে—দেখেছে

তাকে ঘরে, দেখেছে উঠানে, প্রখর রৌদ্রে, কখনও কখনও শীতল ছায়ায়; তাকে দেখেছে সে মাঠে, ময়দানে, চা-বাগিচায়, কিন্তু প্রতি দিনকার সে মরিয়ম আর এ মরিয়ম এক নয়—সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইকনের মতন······ইকনের উপরের ম্যাডোনার প্রতিমূর্তির মতন······পরম শ্রদ্ধায়—সম্ভ্রমে গ ভাদির অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ওর গোপন হৃদয়ের সঞ্চিত অনাবিল প্রেম আর শ্রদ্ধার অর্ঘ বয়ে ঐ দুটি পায়ে লুটিয়ে পড়ার ভিতরে বুঝিবা রয়েছে চরম সুখ, পরম শান্তি, অফুরন্ত তৃপ্তি!

গ ভাদি দাঁড়িয়ে থাকে, অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে সে মরিয়মের মুখের পানে। ওকে ঘিরে এক অপূর্ব সুখ কল্পনার আবেশে বিভোর হয়ে ওঠে তার অন্তর: ভাবে, এবার ভালয় ভালয় সরে পড়াই মঙ্গল—নিশ্চয়ই খুবই অসময়ে এসে পড়েছে সে।

কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মরিয়মের দেহটা নড়ে ওঠে—গ ভাদি চমকে যায়। চুল আঁচড়াতে গিয়ে অর্ধপথে চিরুনিশুদ্ধ ওর হাতটা থমকে যায়; ঝুঁকে পড়ে মরিয়ম আয়নায় প্রতিফলিত ছায়াটার পানে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে; তারপর চিরুনিটা রেখে দিয়ে নিবিষ্ট-চিত্তে গালের উপরে ঝুলে পড়া চুলের গোছা থেকে একটি একটি করে চুল বাছতে শুরু করে।

জানলার পাটের উপর গালটা চেপে ধরে গ ভাদি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আয়নায় কি দেখতে পেল সে?

খানিকক্ষণ পরে ওর আঙুলের ডগায় কয়েক গোছা রূপালী সুতো চিক্ চিক করে ওঠে; ওর ঠোঁট দুটো কুঞ্চিত হয়ে যায় তারপর অস্বাভাবিক দ্রুত হস্তে সুতো কটি টেনে তুলে আঙুলের ডগায় জড়িয়ে আলোর

কাছে তুলে ধরে ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে।

গ্ভাদি দেখে একটা নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার ছায়া সুস্পষ্ট নেমে আসে ওর মুখখানি ঘিরে। দুশ্চিন্তায় ম্লান হয়ে ওঠে দুটি চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি। ধীরে ধীরে আঙুলের ডগা থেকে পাকা চুল কটি খুলে এনে হাতের ভিতর পাকিয়ে একটা ছোট বলের মতন করে তারপর জ্বলন্ত আগুনের ভিতরে ছুঁড়ে দেয়।

হুঁ! অজ্ঞাতে গ্ভাদির মুখ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে পড়ে; মরিয়ম শুনতে পেল নাকি? সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে গ্ভাদি।

জানলার পাশ থেকে সরে এসে দ্রুত পায়ে সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। পায়ের চাপে বারান্দার কাঠের তক্তাগুলো মড় মড় করে ওঠে।

বারান্দার নীচে শুয়ে মুরিয়া ঝিমোচ্ছে, সরে এসে গ্ভাদি পুনরায় ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেয়। জানলা ধীরে ধীরে খুলে যায়। ইতিমধ্যেই মরিয়ম মাথায় বেঁধে নিয়েছে একটা রুমাল আর একটা শাল জড়িয়ে নিয়েছে কাঁধে।

উচ্চকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে: কে ওখানে?

জানলার আলো সিঁড়ির উপরে পড়ে না; গ্ভাদিকে না দেখতে পেয়ে পুনরায় সে প্রশ্ন করে; ওর কণ্ঠে ফুটে ওঠে উদ্বেগের স্বর।

অভ্যাস অনুযায়ী গ্ভাদি তার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে, তারপর জবাব দেয়।

বন্ধুত্ব, কি বিপদ, নিছক বন্ধুত্ব আর মুরিয়ার প্রতি প্রবল অনুরাগ বাধ্য করেছে আমায় পথে যেতে যেতে তোমার বাড়ীর ভিতরে হঠাৎ ঢুকে পড়তে। মাফ কর, অসময়ে তোমার বিরক্ত করেছি···মরিয়মের মনে ভরসা আসে।

এতো রাত্রে কোথায় চলেছ, গ্‌ভাদি? নিশ্চয়ই ছেলেদের কারুর কিছু হয়নি? নৈশ অন্ধকারের অন্তরালে অদৃশ্য গ্‌ভাদিকে লক্ষ্য করে মরিয়ম বলে ওঠে।

মরিয়মের প্রশ্নের কোন রূপ জবাব না দিয়ে গ্‌ভাদি বারান্দার উপরে ছুটে আসে। উজ্জ্বল আলোকে জমকালো পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত গ্‌ভাদি মরিয়মের সামনে এসে দাঁড়ায়; ওর এক হাত ছোরাটার হাতলের উপর, অন্য হাতে খাপটা ধরা।

হা ভগবান্! কে, কে তুমি! মরিয়ম চীৎকার করে ওঠে,—তারপর বন্ধ করে দেয়ার অভিপ্রায়ে দু হাতে জানলাটার কপাট দুটো চেপে ধরে। উদ্গত হাসিতে গ্‌ভাদির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। যা ভেবেছিলাম, কি বিপদ, চিনতে পারলে না তো আমাকে, ভয় পেয়ে গেলে।

আহঃ হতভাগা, সত্যি সত্যিই কি তুমি? না আমি চোখে ভুল দেখছি? কোথায় চলেছ এমন সাজগোজ করে? অতবড় বিরাট ছোরাটাই বা পেলে কোথায়? অতিথির চমৎকার বেশভূষার পানে ভাল করে লক্ষ্য করে অবাক বিস্ময়ে মরিয়ম বলে ওঠে। এস দেখি ঘরের ভিতরে, আলোতে বেশ করে দেখি একবার তোমার চেহারাটা··· আশ্চর্য, চিনতেই পারিনি তোমাকে।

ফল ধরেছে তাহলে! গ্‌ভাদি ভাবে।

সবই মিলে যাচ্ছে ওর হিসাব অনুসারে। কিন্তু তার পরিকল্পনার ভিতরে একটুখানি পরিবর্তন করে। গ্‌ভাদি ঘরের ভিতরে যেতে সোজাসুজি অস্বীকার করে বসে। না সেটা ঠিক হবে না, সে বলে— তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না এই অসময়ে।

ওর এই চাতুরী খেলার অর্থ এই যে, ভাল করেই জানে সে যে মরিয়ম ওকে ঘরের ভিতরে আসার জন্য বার বার অনুরোধ করবে।

আর একটু সাধুক না, ভাল করে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গ্‌ভাদি আর মরিয়ম ওকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে ওর গায়ের সারকাশিয়ান কোটটা পরীক্ষা করে দেখছে। দেখতে দেখতে শিশুর মতন কলকণ্ঠে হেসে উঠছে আর বার বার করে বলছে: নিজের চোখ দুটোকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

গ্‌ভাদি ঐ জ্যাকেট আর কোটটার ইতিহাস ওকে আদ্যপান্ত শুনিয়ে দেয়।

এই আমি শপথ করে বলছি গ্‌ভাদি, সত্যিই তোমাকে দেখাচ্ছে যেন সম্পূর্ণ অন্য একজন। ছোরাটা কি মানাচ্ছে তোমাকে! কেবলমাত্র একটুখানি বড় এই যা। কেন এতোদিন এসব না পরে বৃথাই ফেলে রেখেছিলে, হাঁদারাম? ধারণাই করতে পারিনি আমি যে এতো সব মূল্যবান সম্পদ তোমার ঘরের কোথাও লুকানো ছিল। কার জন্য জমিয়ে রেখেছিলে এসব? অন্তত আজ সকালেও এগুলো বের করে তোমার পরা উচিত ছিল যখন জান যে সানারিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আজ অতিথি হিসাবে আসবে আমাদের এখানে। তাহলে তো অন্তত তোমার জন্য আমাদের অতটা লজ্জা পেতে হত না। আর একবার ঘুরে দাঁড়াও দেখি?···আচ্ছা! দেখ, তুমিও জান ভাল করেই যে তোমার চেহারাটা সত্যি সত্যিই কিছু আর তেমন খারাপ নয় দেখতে। কাঁধটা সত্যিই ভারী চমৎকার। আমি তো যেন আকাশ থেকে পড়লাম,—সত্যি কি যে বলবো—কি বলে তোমার প্রশংসা করবো তার ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না! তোমাকে দেখাচ্ছে যেন একটি বিয়ের বর—চলেছ বিয়ে করতে!

নীরবে গ্‌ভাদি ওর প্রশংসা উপভোগ করে। বুঝিবা ওর মাথাটা

ঘুরে ওঠে। মরিয়মের শেষ কথাটা কানে যেতেই ওর সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়,—একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠে :

আঃ, কি বিপদ……

কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার সে নীরব হয়ে যায়। হয় কোন কথাই সে খুঁজে পায় না, নয় তো যা বলতে চায় তা বলতে ভয় পাচ্ছে। অন্যভাবে সে তার মনোভাব প্রকাশ করে। ছোরাটার উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে নিদারুণ হতাশ ভঙ্গীতে সে হাত দুটো নাড়তে শুরু করে। ফলে কোটটার খোলা অংশ, যেটা সে এতক্ষণ ছোরা আর হাতের সাহায্যে ঢেকে রেখেছিল, সেটা অসহায়ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অবাক হয়ে মরিয়ম প্রশ্ন করে: একি গ্‌ভাদি? কোটের বোতাম লাগাওনি? কি রকম দেখাচ্ছে! এস এস, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি! মরিয়ম ওর কাছে এগিয়ে আসে তারপর ছোরার খাপটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে এক হাতে বোতাম অন্য হাতে বোতামের ঘরটা ধরে, কিন্তু দেখা গেল কাজটা মোটেই তত সহজ নয়। আরও দক্ষতার সঙ্গে সে বোতামটা এঁটে দেয়ার চেষ্টা করে কিন্তু গ্‌ভাদির ভুঁড়িটা প্রবলভাবে আপত্তি জানায়।

আঃ দেখছি তোমার ঐ পিলে, সেটা নাকি এখনও আছে—মৃদু ভর্ৎসনাপূর্ণ কণ্ঠে মরিয়ম বলে ওঠে।

কোন জায়গা থেকে খানিকটা বাড়িয়ে নেয়া সম্ভব কি? নয়তো এক টুকরো কাপড় জুড়ে দাও, কি বিপদ? অনিশ্চিত কণ্ঠে গ্‌ভাদি বলে।

রক্ষা করো, তালি দেয়া কোট দিয়ে কি হবে? এক্ষুনি বললাম তোমাকে আমি "বিয়ের বর" আর একি—লজ্জার কথা, সত্যি বলছি। দাঁড়াও একটা পালক দিয়ে চেষ্টা করে দেখছি। একটা হাঁসের পাখা আছে, এখানেই কোথায় যেন রেখেছি, দেখি……।

মরিয়ম একটা টেবিলের ড্রয়ার টেনে খুলে ফেলে ;—টুকিটাকি নানান রকমের জিনিসে ভর্তি ; খানিকক্ষণ খুঁজে সে পালকটা পেয়েই সোৎসাহে গ্‌ভাদির কাছে ফিরে আসে।

তুমি ঠাট্টা করছ আমাকে, কি বিপদ······আমি বিয়ের বর কি রকম ? কেউ তো আর আমাকে চায় না। তুমি ভাল করেই জান যে······

পালকটা নিয়ে ওর কাছে ফিরে আসতেই গ্‌ভাদি বলে, তারপর প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি মেলে মরিয়মের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। প্রতিবাদ করবে কি সে ? কি ধরনের সাড়া আসবে ওর কাছ থেকে ? ·····

গ্‌ভাদির চোখ মুখের চেহারায় এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে, যাতে করে স্পষ্টই মনে হয় যেন ওর জবাব শোনার অপেক্ষায় সত্যি সত্যিই সে দারুণ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে।

কেন এ কথা বলছ ? কেন গ্‌ভাদি ? ওকে বাধা দিয়ে মরিয়ম বলে ওঠে। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে, একথা ভাবা কোন পুরুষের পক্ষেই উচিত নয়। কিছু ভেবো না, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আসবেই, অবশ্য যদি তুমি চাও আর তাকে ফসকে যেতে না দাও······

আগে সে লোকটি কে শুনি, তারই উপরে নির্ভর করছে সব কিছু······

তার মানে ? কি বলতে চাও তুমি ? বিস্মিত কণ্ঠে মরিয়ম বলে ওঠে। নিশ্চয়ই তুমি একটি ডানাকাটা পরী আশা কর না, তাই কি, পড়সী ? তাহলে অবশ্য আমি নাচার !

এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা ডানা কাটা পরীর চাইতেও সুন্দরী, কি বিপদ······

একটু ইঙ্গিত ভরা পরিহাসের সুরেই গ্‌ভাদি কথাটা বলে, কিন্তু হঠাৎ কেন জানি ওর গলাটা কেঁপে ওঠে—কেঁপে ওঠে সে নিজেও মনে মনে। ঘরের ভিতরে হাঁসের পালকটা ঢুকিয়ে দিয়ে কোন মতে অবাধ্য

বোতামটাকে বশে আনার জন্য মরিয়ম প্রস্তুত হয়ে ওঠে ; ওর কম্পিত কণ্ঠস্বর কানে যেতেই সে উৎসুক দৃষ্টিতে আড় চোখে গ্‌ভাদির পানে তাকায়। হল কি ওর ? দেখে তার অতিথিটি হাতে হাতে ধরা পড়া চোরের মতন পিট পিট করে ভয়ে ভয়ে ওর পানে তাকিয়ে দেখছে।

ইতিমধ্যেই যদি তুমি কনে পছন্দ করে ঠিক করেই থাক তাহলেও আমি আশ্চর্য হবো না—বুড়ো জোচ্চোর কোথাকার। আর আমি এখানে ভাবছি কিনা গ্‌ভাদি কক্ষনো আমাকে প্রতারিত করবে না। তা বেশ, কি আর করা যাবে……যখন আমি ডানা কাটা পরীই নই,—মরিয়ম পরিহাস করে। গ্‌ভাদির নৈশ অভিযান আর তার পরিবর্তিত রূপ মরিয়মের অন্তরে একটা হালকা খুসীর ভাব জাগিয়ে তোলে।

স্বেচ্ছায়ই হোক বা নাই হোক গ্‌ভাদির কল্পিত আসন্ন বিবাহের কথায়—যেটা নাকি ওর নিজেরই আবিষ্কার—সে সম্পর্কে মরিয়ম একটু অত্যধিক ঔৎসুক্যই প্রকাশ করে ফেলে। মাঝে মাঝে ওর কথাবার্তা চালচলনের ভিতর দিয়ে বেশ একটু ছলনা ভরা কপট প্রণয়ের ইঙ্গিতও ফুটে ওঠে—যদিও এটা মোটেই ওর স্বভাবসুলভ নয়, আর ওর এই প্রণয় চাপল্য প্রকাশের ভিতরে কোন যে বিশেষ উদ্দেশ্যও নিহিত আছে তাও নয় কিম্বা কি সে করছে না করছে সে বিষয়েও সে মোটেই সচেতন নয়।

কিন্তু কেন, যদি তুমি ভাল লোকই হয়ে থাক তবে কথাটা আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন, গ্‌ভাদি। মরিয়ম বলে চলে ; কিসের জন্য অতটা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছ তুমি ? কে তোমাকে নিন্দা করতে পারে ? নিশ্চয়ই তোমার বিয়ে করা উচিত—অন্তত পক্ষে ছেলেপিলেগুলোর মুখের দিকে তাকিয়েও তোমার বিয়ে করা দরকার। সে কথা তো আমি অনেক দিন আগেই বলেছি তোমাকে ; অনেক আগেই কথাটা তোমার

চিন্তা করা উচিত ছিল। বেশ এখন বল দেখি কাকে তুমি পছন্দ করেছ? যদি সে আমাদের যৌথ খামারের কেউ হয়ে থাকে তবে অবশ্য আগে একটু ভাল করে ভেবে দেখা উচিত তোমার; নইলে হয়তো তোমাকে দশজনার কাছে লজ্জায় পড়তে হবে—যদি সে তোমার চাইতে বেশী রোজ জমা করতে পারে এমন কেউ হয়। এ গাঁয়ে এমন অনেক মেয়েলোক আছে যারা তোমার চাইতে অনেক বেশী ভাল কাজ করে, বুঝেছ হতভাগা। স্ত্রীর হিসাবে বেশী জমা পড়াটা পুরুষের পক্ষে মোটেই সম্মানের নয়··।

এ সম্পর্কে আমি কি বলতে চাই শুনবে? শিগ্‌গিরই নেবু পাকবে · সুতরাং আমার কথাটা খেয়াল ক'রো, নেবু তোলার সময়ে দেখ আমি সবাইকে ছাড়িয়ে যাবো . কোন চম্‌কী মজুরই আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠবে না—সে তুমি নিজের চোখেই দেখে নিও,—দৃঢ় কণ্ঠে গ্‌ভাদি বলে।

শোন কথা, মাথায় কি বুদ্ধি পাকিয়ে বসে আছে—কুড়ের বাদশা কোথাকার! কিন্তু তোমার পিলেটার খবর কি? সেটা কি আর তখন উৎপাত করবে না ভাবছ? মরিয়ম প্রকাশ্যভাবে ওকে ঠাট্টা করে।

সেটাকে আমি জব্দ করে ফেলেছি, কি বিপদ। আচ্ছা সে দেখা যাবে, তখন দেখা যাবে।

কিন্তু এমন তোড়জোড় করে নেবু তোলার কথাটাই কেবল ভাবছ কেন, বলতো মশাই? তোমাকে এখন ভাবতে হবে অন্য জিনিস, নেবু তোলার চাইতে ঢের ঢের বেশী দরকারী বিষয় সব এখন থেকে ভাবতে হবে তোমাকে, গ্‌ভাদি। সে যাই হোক, এখন বল দেখি কে তোমার সেই মনোনীতা—পরীর চাইতেও যে নাকি সুন্দরী।

কিন্তু গ্‌ভাদির পক্ষে তার পছন্দ করা পাত্রীটির নাম মুখে আনা খুব সহজ ব্যাপার নয়। যাই হোক মরিয়ম আর বেশী পেড়াপেড়ি করে না —সে আবার কোটটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, যদিও ইতিমধ্যে দুবার তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। গ্‌ভাদি কোন প্রত্যুত্তর করার পূর্বেই হাঁসের পালকটা হাতে নিয়ে পুনরায় সে বোতামটাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টায় লেগে যায়। কিন্তু কাজটা এতো কঠিন যে মরিয়মকে তার দেহের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করতে হয়।

মরিয়ম মাথাটা হেলিয়ে দিতেই অসংকোচে সেটা গিয়ে গ্‌ভাদির বুকের উপরে আশ্রয় নেয়, কেননা মরিয়মের চাইতে গ্‌ভাদি বেঁটে। ক্লান্ত হয়ে মরিয়ম ওর কোটের প্রান্ত ধরে টানতে শুরু করে; শালটা ওর কাঁধের উপর থেকে পিছলে পড়ে যায়, সত্যস্নাত আর্দ্র চুলগুলি বন্ধনচ্যুত হয়ে এলিয়ে যায়; এক গোছা কালোচুল এসে পড়ে গ্‌ভাদির মুখের উপর; মরিয়মের নগ্ন দুটি কাঁধের শোভায় গ্‌ভাদির চোখ ঝলসে যায়। এমন কি সে যে তার সবল হাতের চাপে ভুঁড়িটাকে ঠেসে ঠুসে আঁট কোটটার ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সেটাও গ্‌ভাদি অনুভব করতে পারে না—তার মনে হয় যেন হাঁসের পালকের দরুণ ঢিলে হয়ে পর পর এক একটা বোতাম অনায়াসেই ঘরগুলোর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

আচ্ছা, ঠিক হয়েছে এবার। জয়ের আনন্দে উল্লসিত হয়ে মরিয়ম বলে ওঠে তারপর ওঠবার চেষ্টা করে।

কিন্তু তার পূর্বেই গ্‌ভাদি ওকে বাধা দেয়:

মরিয়ম! অনুচ্চ কণ্ঠে ওর নাম ধরে ডেকে উঠেই গ্‌ভাদি ওর নগ্ন বাহুর উপরে তার ঠোঁট দুটি চেপে ধরে।

একি করছ তুমি? বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠেই মরিয়ম একটু সরে দাঁড়ায়।

দেবী,…দেবী… ম্যাডোনা, কি বিপদ…

গ্‌ভাদি বিড় বিড করে বলে, তারপর সে ডান হাতটা ক্রুশের ভঙ্গীতে উপর দিকে তুলে ধরে। আনন্দাশ্রুতে ওর চোখ দুটি টলমল করে ওঠে,—দেবী পদতলে ভক্তের সজল করুণ দৃষ্টি মেলে সে বার বার মরিয়মের মুখের পানে তাকায়।

রাগে মরিয়মের সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে; কিন্তু ওর অশ্রু ভরা চোখ, করুণ মুখ আর ক্রুশের ভঙ্গীতে উর্ধ্বে তোলা হাতখানার উপর দৃষ্টি পড়তেই দারুণ হাসি পায়। কিন্তু সে ভাব চেপে যায়। না এখন হাসা ঠিক হবে না,—ওকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার যে মরিয়মও রাগ করতে পারে। নিজের সম্পর্কে ওকে খুব মস্ত বড় একটা ধারণা করার সুযোগ দেয়া চলবে না। ওকে তীব্রভাবে ভৎসনা করার একান্ত প্রয়োজন, কেন না, এখনও সে ওর কাঁধের উপর লুব্ধ চোখের পলকহীন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। ঐ দৃষ্টিতে মরিয়ম সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তার মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, একটা বিরক্তিসূচক ভঙ্গী করে পুনরায় সে শালটা কাঁধের উপরে তুলে দেয়।

কিন্তু অনিমেষ নয়নে গ্‌ভাদি তাকিয়েই থাকে।

কেন তুমি আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ? খুব চমৎকার দেবী খুঁজে পেয়েছ যা হোক। কি নির্লজ্জ চাউনি! রাগত কণ্ঠে মরিয়ম চীৎকার করে বলে ওঠে, তারপর হাত দিয়ে ওর চোখ দুটো চেপে ধরে—চোখ নামাও, নামাও চোখ এক্ষুনি, শুনছ? কিন্তু মরিয়মের গলার আওয়াজটা যেন তেমন জোরালো মনে হচ্ছে না। কথা গুলোর ভিতরে ক্রোধের অভিব্যক্তি থাকলে পরেও, সুর আর ভাব ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে অন্য জিনিসই যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

মোটেই যথেষ্ট নয়! এই বয়সে সে কিনা এতোটা ছেব্‌লামি করছে

আর এই হতভাগা গ্‌ভাদির সঙ্গে একই ভাবে মেতে উঠতে নিজেকে প্রশ্রয় দিচ্ছে!

গ্‌ভাদির জন্য ওর করুণা হয়—নিছক করুণা—তাছাড়া আর কোন সম্পর্কই নেই ওদের ভিতরে। এমন কি অন্য কিছু চিন্তাও করেনি মরিয়ম কোন দিন। সম্ভবত তার পোষাকটার জন্যই সে খানিকটা আকৃষ্ট হয়েছে। তাই কি?

হায়রে নারীর মন! গভীর বনের ভিতরের ডোবার জলের মতনই ভিতরটা কালো—নিকষ কালো।

মরিয়মের কণ্ঠে গোপন প্রশ্রয়ের আভাস পেয়ে গ্‌ভাদি আরও সাহসী হয়ে ওঠে। হঠাৎ সে ওর পায়ের তলায় হাঁটু গেড়ে বসে, হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে:

এই নতজানু হয়ে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি মরিয়ম, দয়া করো—এই অসুখী অভাগার···তুমিই আমায় জীবনের একমাত্র উজ্জ্বল ভাস্কর···তুমিই আমার প্রাণ!

এতোখানি মরিয়ম আশা করেনি—সে একটু পিছিয়ে গিয়ে অপলক বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে গ্‌ভাদির পানে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু এবার আর সে সত্যিই ওর উপর না রেগে উঠে পারে না—তীব্র ভর্ৎসনায় ওর কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে আর উপায় নেই। সেটাই হচ্ছে ওর অনিচ্ছাকৃত ভুলের সংশোধনের একমাত্র উপায়। কিন্তু তবুও ক্রোধ প্রকাশের উপযুক্ত কোনও ভাষা তার মনের ভিতরে খুঁজে পায় না। গ্‌ভাদির ঐ ঐকান্তিক কাতর মিনতির সামনে এমন কি পাথরও গলে যায়; কিন্তু মরয়িমের হৃদয়টা তো তার পাথরের নয়! কেমন করে সে রাগ করতে পারে?

অমন করো না, অমন করো না, এসব হাসি ঠাট্টার জিনিস নয়, লক্ষ্মীটি;

ওঠো! ওঠো এক্ষুনি! উঠে দাঁড়াও! তীব্র ভাষায় গালিবর্ষণ করার পরিবর্তে দরদভরা কণ্ঠে মরিয়ম ওকে মৃদু ভৎর্সনা করে। তারপর কাছে এগিয়ে এসে ওর কাঁধের উপর হাত রাখে, যেন সে ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে।

মরিয়ম! ওর হাতের কোমল স্পর্শ অনুভব করে গ্‌ভাদি কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে; আমায় দয়া কর মরিয়ম! তোমাকে ছাড়া আমি আর এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারি না।·········গ্‌ভাদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। এমন ভীষণভাবে সে কাঁদতে শুরু করে যে ওর দু চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে। মরিয়মকে আত্মস্থ হওয়ার মুহূর্ত মাত্র সময় না দিয়েই, চিল যেমন করে মুরগীর ছানা আঁকড়ে ধরে ঠিক তেমনি করেই সে ওর কাঁধের উপরে মরিয়মের রাখা হাতখানা আঁকড়ে ধরে। ওর সেই হাতখানা বুকে চেপে ধরে আর একখানা হাত দিয়ে মরিয়মকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে পরম আগ্রহে লোভীর মতন গ্‌ভাদি ওর হাতের উপর চুম্বন করতে থাকে। মরিয়ম তার হাতের উপরে অনুভব করে উষ্ণ চোখের জল, আর এতোটা বিবস হয়ে পড়ে সে যে গ্‌ভাদির মুঠোর ভিতর থেকে তার হাতটা ছাড়িয়ে নেবার এত-টুকু চেষ্টা পর্যন্ত করে না।

একটি দিনের জন্যেও কি কখনও কল্পনা করতে পেরেছিল মরিয়ম যে গ্‌ভাদির ভিতর এমন প্রবল অনুরাগ থাকতে পারে?

শোন!······ছিঃ ছিঃ! অনুনয়ের সুরে মরিয়ম বলে ওঠে, স্থির হও গ্‌ভাদি, মেয়েটাকে জাগিয়ে তুলবে দেখছি। কি চাও তুমি?

চাই আনন্দ মরিয়ম, চাই সুখ, শান্তি···চাই জীবন, চাই প্রেম, মরিয়ম! তোমার প্রেম, তোমার করুণা, তোমার সৌহার্দ, মরিয়ম! গ্‌ভাদি বলে।

মরিয়মের মনে হয় যেন ওর কণ্ঠ ওর অন্তরের সুগভীর নিভৃত প্রদেশ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসছে ; সুরের ভিতরে কেঁপে উঠছে অনাদি-কালের সেই শাশ্বত কামনার আগুন। এতো মিনতি নয়—চিরন্তনের করুণ বিলাপ। এই দুর্জয় আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে এমন শক্তি কোথায় মরিয়মের অন্তরে ?

শান্ত হও! চুপ কর···আর একটি কথাও কোয়ো না! শান্ত হও। অপদার্থ মরিয়ম চুপি চুপি ওর কানে কানে বলতে থাকে, কিন্তু তার খেয়াল নেই যে ওর কণ্ঠেও জেগে উঠেছে গ্‌ভাদির অনুরাগ ভরা কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। মরিয়ম ওর মাথার উপরে হাত রাখে—যেটা গ্‌ভাদি চুম্বন করেছিল সেটা নয় অন্যটা—ওর ভীরু বুকের মৌন সহানুভূতি ঝরে পড়ে ঐ হাতের স্পর্শ বেয়ে··· ···

দেখ দেখি হাসি ঠাট্টায় কোথায় এসে পৌচেছি আমরা—অপদার্থ কোথাকার। আমি ঠাট্টা করছি আর মনে মনে তুমি ভেবে নিয়েছ আর কিছু। শান্ত হও এখন, আমি বলছি, অমন কোরো না······বেশ না হয় আমারই সব দোষ···এখন একটু চুপ কর···যাও, এখন চলে যাও···কিন্তু গ্‌ভাদি চলে যায় না ; সে মরিয়মের বাকী হাতখানাও দখল করে বসে।

(সাতাশ)

মরিয়মের সঙ্গে দেখা করার পরে গ্‌ভাদি বাড়ী ফিরে যায়। গলি দিয়ে ব্যাংয়ের মতন লাফাতে লাফাতে সে এগিয়ে চলে। ওর উত্তেজনা এখনও প্রশমিত হয়নি ; মাথার টুপীটা খুলে কোটের বোতাম আল্‌গা করে দিয়ে হেমন্তের শীতল হাওয়ায় সে নিজেকে ঠাণ্ডা করে তুলতে প্রয়াস পায়। সব কিছুই মনে হয় যেন একটা স্বপ্ন। ওর মনে নেই কি করে সে মরিয়মের ঘর ছেড়ে বারান্দা পেরিয়ে উঠান অতিক্রম করে বেরিয়ে এসেছে। চলতে বলতে প্রতি মুহূর্তে গ্‌ভাদি থমকে দাঁড়ায় আর মরিয়মের ঘরের পানে ফিরে ফিরে তাকায়। সত্যিই কি সে ছিল এতক্ষণ মরিয়মের সঙ্গে ? সত্যিই কি তার সঙ্গে দেখা করার পর এখন সে ফিবে চলেছে ?

পবস্পরবিরোধী দুটি অনুভূতির ঘাত প্রতিঘাতে ওর অন্তব আচ্ছন্ন হযে ওঠে। প্রথমে, অফুরন্ত সুখে কানায় কানায় ভরে ওঠে ওর হৃদয়, আবার পরক্ষণেই হতাশার তীব্র বেদনায় মুষ্‌ড়ে পড়ে। কি পেয়েছে সে মরিয়মের কাছে ?

কি বলেছে সে ওকে ? হাঁ কিম্বা না ?

কিছুই মনে নেই তার, কোন সুস্পষ্ট ধারণাই নেই সে সম্পর্কে।

যতোই সে বাড়ীর কাছে এগিয়ে আসে, মরিয়মের নিবিড় সান্নিধ্যের উত্তাপ ততই মিইয়ে আসে—প্রতি পদক্ষেপে মরিয়মের প্রেমে জেগে ওঠে সন্দেহ, জেগে ওঠে নিরাশা—ভবিষ্যৎ সুখের আশা আসে ক্ষীণ হয়ে। মরিয়মের কথাগুলো বার বার ওর মনের ভিতরে ঘুরে ফিরে আসে—মনে মনে আলোচনা করে বার বার ; প্রতিটি কথা ওজন করে দেখে, উল্টে পাল্টে বিচার করে দেখে—সে কি তবে ভুল বুঝেছে ওর কথার মানে ?

মরিয়মের শেষের দিকের হাবভাবগুলো মনে করতে চেষ্টা করে গ‍্ভাদি—তার চোখ মুখের অভিব্যক্তি, তার গলার স্বর—কি ভীষণই না চটে গিয়েছিল মরিয়ম আবার পরক্ষণেই কেমন করুণায় গিয়েছিল গলে ; গ‍্ভাদির ব্যবহারের আন্তরিকতা সম্যক উপলব্ধি করার জন্য তার সে কি আকুল প্রচেষ্টা ! হয়তো যতক্ষণ সে মরিয়মের কাছে ছিল, তার কথা, তার ভাবভঙ্গী, প্রত্যেকটি জিনিসেরই গ‍্ভাদি ভুল মানে করেছে। যতই সে গভীরভাবে চিন্তা করুক না কেন ক্ষুদ্রতম এমন একটা কিছুও সে খুঁজে পাচ্ছে না যাতে করে তার মনের ঐ সন্দেহকে সে সত্যি বলে বিশ্বাস করে নিতে পারে। কিন্তু তবুও তার স্থির প্রত্যয় হয় না যে মরিয়ম "হাঁ" বলেছে কি না। মরিয়মের প্রতি যে সুগভীর প্রেম এতোদিন ওর অন্তরে একান্ত সংগোপনে লালিত হচ্ছিল, বুঝিবা তা তেমনিই রয়ে গেল—নিলো না সে তার নিজের অংশ।

সন্দেহাকুল বিক্ষুব্ধ অন্তরে চলতে চলতে গ‍্ভাদি তার কুঁড়ের সামনে এসে পড়ে। এই তো বেড়া, এই সদর গ‍্ভাদি সদরের কাছে এসে দাঁড়ায়, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে শুনতে পায় কে যেন অনুচ্চ চাপা কণ্ঠে চুপি চুপি তার নাম ধরে ডাকছে : গ‍্ভাদি !

কোন সন্দেহই আর থাকতে পারে না ! নিশ্চয়ই কে যেন ওর বাইরের বারান্দার নীচে লুকিয়ে আছে। কে হতে পারে ? শঙ্কিত গ‍্ভাদির সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে ; ধর যদি ভয় পেয়ে ছেলেরা জেগে ওঠে ? গ‍্ভাদি উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করে : কে ? কে ওখানে ?

ছোরার বাঁটটা দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরে সদর পেরিয়ে সে কুঁড়েটার পানে এগিয়ে আসে। বারান্দার কাছাকাছি এসে একটু থমকে দাঁড়ায় ; সোজাসুজি ঘরটার কাছে এগিয়ে যাওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না।

কেউ কোথাও নেই।

ওর সর্বাঙ্গ ছেয়ে একটা তীব্র হিমপ্রবাহ বয়ে যায়। দেয়ালের গা থেকে একটা কালো ছায়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বারান্দার ছাদের অন্ধকার তলা থেকে বেরিয়ে এসে জ্যোৎস্নালোকিত উঠানের দিকে এগিয়ে আসে।

তোমাকে চিনতে পারি নি গ্ভাদি, ভেবেছিলাম হয়ত সানারিয়ার কেউ হবে। আমি ঠিক জানতাম তুমি বাড়ীতেই আছ। ভালো কথা তুমি এখন একা তো। আর্চিল পোরিয়া প্রশ্ন করে। গ্ভাদিকে বিস্ময় প্রকাশের সুযোগটুকু না দিয়ে আর্চিল তাড়াতাড়ি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে ওকে গাছের ছায়ার নীচে নিয়ে আসে।

আর্চিলের সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে—ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছে, আর সন্ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে বার বার চারদিক পানে কি যেন তাকিয়ে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে আত্মস্থ হয়ে সে গ্ভাদির পানে তাকায়—ওর আপাদমস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখার পর প্রশ্ন করে: এতো সব পোষাক আষাক করেছ কেন? কোথায় পেলে এসব? বোধহয় ওরা তোমাকে একটা·কোটও বখ্‌শিস দিয়েছে?

একটু সরে দাঁড়িয়ে সে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গ্ভাদিকে লক্ষ্য করে দেখে, তারপর মুখ বাঁকিয়ে গোঁফের আড়ালে একটু মুচ্‌কি হাসি হেসে ওঠে।

এমন কি একটা হাতও ছোরাটার হাতলের উপর· ·ঠিক যেমনটি হওয়া দরকার! অবাক্ লাগে, কখন লোকটা শিখলো এতো সব। আর্চিল বলে আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অনুনাসিক শব্দ করে ওঠে। তারপর একটু কৃত্রিম দুঃখের ভান করে পুনরায় বলতে শুরু করে: লজ্জা করে না তোমার? তাহ'লে ওরা তোমাকেও ঘুস দিয়েছে বল! তাই না!

গ্‌ভাদি নীরব। অর্ধনিমীলিত চোখে সে আর্চিলের পানে তাকিয়ে থাকে, যেন অন্ধকারে সে ওকে চিনতেই পারছে না। মনে মনে গ্‌ভাদি এই গভীর রাত্রে হঠাৎ ঐ দুর্বৃত্তের আগমনের কারণ অনুসন্ধান করে, কিন্তু বৃথা ; আর্চিলের কথা বলতে শুরু করার পূর্বেই সে চেয়েছিল এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পেতে, কিন্তু কোন জবাবই সে পায়নি।

আর্চিলের পোষাকটা বিশেষ করে ওর মনে কেমন যেন সন্দেহ উদ্রেক করে। সেই উঁচু পশমী টুপীটার পরিবর্তে কেন সে হঠাৎ পাঁচকোণা একটা তারা বসানো পদাতিকের টুপী পরেছে? টুপীটার দরুণ ওকে মনে হচ্ছে যেন বেশ একজন দায়িত্বশীল পদস্থ কর্মী। চোখ কুঁচকে গ্‌ভাদি ওর টুপীটার পানে তাকিয়ে থাকে।

তোমার ঐ সারকাশিয়ান কোটটার প্রতি আমার যতোটা ঔৎসুক্য জেগেছে তার চাইতেও বেশী ঔৎসুক্য জেগেছে দেখছি তোমার মাথার ঐ টুপীটার সম্পর্কে, কি বলো গ্‌ভাদি? গ্‌ভাদির দৃষ্টি লক্ষ্য করে আর্চিল বলে ওঠে।

আমাকে তো আর কেউ কোন বিশেষ পদে নির্বাচিত করেনি ; কিন্তু দেখছ তো বাইরের সাহায্য ছাড়াই আমি কেমন বড়লোক হয়ে উঠেছি। বোধহয় ভাবছ যে একমাত্র তুমিই পদক পাবে? কিন্তু মাফ করো। এখন একটিবার আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ দেখি····

মুহূর্তে যেন পোরিয়া বদলে যায়। সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে সে চোখ পাকিয়ে তাকায়—চেহারার ভিতর এমন একটা বিশিষ্ট লোকের রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে, যাকে সবাই ভয় করে, ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে ; যার সামনে আসতে লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তারপর তারাটার দিকে লক্ষ্য করে ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে: দেখতে পাচ্ছ? দেখ···নইলে······

গ্‌ভাদি চুপ করে থাকে। উত্তরোত্তর ওর বিস্ময় বেড়েই চলেছে।
কথা বলছ না কেন? ভয় কি! সত্যি করে বল দেখি এতো রাত্রে কোত্থেকে আসছ?
পোরিয়া গ্‌ভাদির সামনে একটু ঝুঁকে আসে। অবশ্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করার কিছুই দরকার করে না। ছিলে তুমি ঐ বিধবাটার ওখানে, কেমন! বলিনি আমি তোমাকে যে কোন কিছুই তুমি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, একটু আগেই যে ফুর্তি করে এসেছ তারই ছাপ লেগে রয়েছে তোমার মুখে চোখে—ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছ; নিঃশ্বাস নিতে পযন্ত কষ্ট হচ্ছে! তাহলে আশা মিটিয়েই ফ্‌র্তি করে এসেছ। এখন তুমি এমন সম্মানিত লোক হয়ে পড়েছ যে কেবল বিধবা কেন, শিগ্‌গিরই সধবাদের কাছে পর্যন্ত তোমার গতি অবাধ হয়ে উঠবে। আর এতদিন ধরে পোরিয়ার। যা কিছু গডে তুলেছে মহা আনন্দে সে সব ভোগ করবে বিগ্‌ভারা—বিগ্‌ভাদের পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যাবে সব···বেশ তবে তাই হোক, খাও, ছড়াও·
বিগ্‌ভা নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আর্চিল আগুন হযে ওঠে; চীৎকার করে সে গাল পেড়ে ওঠে, তারপর শুরু করে শাসাতে। কিন্তু—কিন্তু মনে রেখ, একদিন এর জন্য তোমাদের দাম দিতে হবে আমাকে। আর্চিল পোরিয়া কেমন লোক সেটা এখনও জানতে বাকী আছে তোমাদের! যা বলেছি তা করবো তবে ছাড়বো। এখন আর কি এখন তো আমার হাত পা খোলা,—দাঁতে দাঁত কডমড় করে ওঠে পোরিয়া।
গ্‌ভাদি আর চুপ করে থাকতে পারে না।
সে যা হয় হবে, কি বিপদ, কিন্তু কেন তুমি এই দুপুর রাত্রে আমাকে

উত্যক্ত করতে এসেছ? কিছু হয়েছে নাকি? না কোন জরুরী দরকার আছে আমার সঙ্গে? ওর শাসানো সম্পর্কে এতটুকুও ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে রুক্ষ কণ্ঠে গ্ভাদি তার ঐ অনাহুত অতিথিটিকে প্রশ্ন করে। আচিল চটে যায়।

এ ধরনের কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার? এখন আমি বরখাস্ত হয়েছি কিনা তাই তোমার এতোটা ঔদ্ধত্য; কেননা, এখন তো আর আমার কাছে থেকে কিছু পাবাব আশা নেই! তাই, না? ভৎর্সনাপূর্ণ কণ্ঠে পোরিয়া বলে ওঠে।

আমি বিশ্বাস করি না এ কথা যে, ওরা তোমাকে বরখাস্ত করেছে! এ সম্পর্কে কিছুই শুনিনি আমি, কি বিপদ,—গ্ভাদি সত্যিই অবাক হয়ে যায়।

পোরিয়া ওর কথা বিশ্বাস করে না। আকাশ থেকে পড়ছ? সমস্ত ওর্কেটির লোক জানে আর ও-ই কেবল জানে না যে বিসোকে আমার জায়গায় বহাল করেছে······

হুঁঃ! অনিশ্চিত কণ্ঠে গ্ভাদি বিড়বিড় করে ওঠে।

আর এ কথাও বোধহয় তুমি শোননি যে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করাব জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে? আচিল তার দুর্ভাগ্যের ইতিবৃত্ত বলে যায়। গ্ভাদি আঁতকে ওঠে।

না, না, ও কথা বলো না আমাকে! হাত দুটো নাড়তে নাড়তে প্রায় চীৎকার করে সে বলে ওঠে। কিছুই জানি না তো আমি! কিছুই শুনিনি! ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি!

গ্ভাদি কানে আঙুল দেয়।

দারুণ ভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে সে। এ এক চমৎকার অবস্থার ভিতরে পড়েছে সে! সে, যার উপরে গোটা সমাজের এতোখানি বিশ্বাস;

সে কিনা একজন ফেরারী আসামীর সঙ্গে কথা বলছে—যার উপরে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা পর্যন্ত জারী হয়ে গেছে!

গ্‌ভাদির এই বিচলিত ভাবকে পোরিয়া তার নিজের মতন করেই ব্যাখ্যা করে, আর ওর এই আঁতকে ওঠাটাকে তার প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন বলেই ধরে নেয়। কিন্তু রক্ষা এই যে কথাটা আমি ঠিক সময়ে জানতে পেরেই সরে পড়েছি। নইলে ব্যাপারটা খুবই শোচনায় হয়ে দাড়াতো—যেন গ্‌ভাদিকে আশ্বাস দেয়ার জন্যই কথাটা সে বলে ওঠে।

কিন্তু দু কানে আঙুল দিয়ে ঠিক আগের মতনই গ্‌ভাদি দাড়িয়ে থাকে।

এছাড়া আর উপায় নেই, বুঝেছ ভাই,—পোরিয়া বলে যায়—ওরা আমাকে এক মুহূর্তও কোথাও দাঁড়াতে দেবে না, আমার পিছু পিছু ঘুরছে—সর্বত্র আমাকে সন্ধান করে ফিরছে। সরে পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই, তাই আমি চলে যাচ্ছি—সব কিছু ফেলে রেখেই চলে যাচ্ছি আজ...একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে নীরব হয়ে যায়। কিন্তু ওর মনের জমে ওঠা ক্রোধ আবার ফেটে বেরিয়ে আসে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় সে শাসাতে শুরু করে: ওরা আমাকে মনে রাখবে—বহুদিন মনে থাকবে ওদের আমার কথা। অবিলম্বেই ওদের সঙ্গে আমার হিসাব নিকাশ পরিষ্কার করে ফেলছি।

গ্‌ভাদি যেন কালা আর বোবা। তবুও পোরিয়ার মনে এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে গ্‌ভাদি ওরই প্রতি সহানুভূতিশীল। সে বলে চলে: যদি জানতে কুত্তার বাচ্চারা কি বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে! সর্বত্র ওরা আমাকে পাতি পাতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে—তল্লাশ করছে। কি চায় ওরা? যাই বলো ওরাই তো

আমাকে সর্বস্বান্ত করেছে—আমি তো আর করি নি! ওর অন্তরের সুগভীর তলদেশ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার সন্ধানী আলোর মতন তার শয়তানি ভরা দৃষ্টি মেলে গ্‌ভাদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে।

গোচার সঙ্গে কখন তোমার শেষ দেখা হয়েছে? হঠাৎ আচিল ওকে প্রশ্ন করে। গ্‌ভাদি কোন জবাব দেয় না।

ওকেও আমি একবার দেখে নেবো! ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে পোরিয়া। আমিই ওর ঘর তুলে দিয়েছি, এই আমি, আর কেউ না! বেশ ওকেও এর প্রতিফল পেতে হবে!

আচিলের মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে: ঘৃণাবিকৃত গম্ভীর কণ্ঠে পুনরায় সে বলতে শুরু করেঃ মাত্র বিশখানা তঙ্কার বিনিময়ে সে আমাকে বেচে দিলো! বিশখানা তঙ্কা, যা নাকি ওর নূতন বন্ধু দয়ার দানের মত করে ছুঁড়ে দিয়েছে।

কোটের প্রান্তটা সরিয়ে আচিল ট্রাউজারের পকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেয় তারপর অস্থিরভাবে পায়চারী করতে শুরু করে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার গ্‌ভাদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে ওর পানে তাকায়। এতক্ষণে গ্‌ভাদির সম্বন্ধেও ওর মনে সন্দেহ জেগে ওঠে,—কৈ এতদিন গ্‌ভাদিতো একটি কথাও বলে নি।

গ্‌ভাদির মুখের রেখা অপরিবর্তিত—ভাবলেশহীন। অর্ধ নিমীলিত ক্ষুদ্র চোখের মণি দুটি জল জল করছে। আর্চিলের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটা অস্বস্তিকর হিমপ্রবাহ বয়ে যায়, সে একটু সরে দাঁড়ায়। কৈ কিছু বলছ না যে? কয়েক মুহূর্ত পরে আর্চিল বলে ওঠে। ওর কণ্ঠে তোষামোদের সুর। এখন পর্যন্ত সে পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারে না

গ্‌ভাদির অমন চিন্তিত সন্ধানী দৃষ্টির মানে কি—কিসের পূর্বাভাস জেগে উঠছে ওর চাউনি বেয়ে।

বোবা হয়ে গেছ নাকি? কোন কিছুই বলছ না যে? চিরদিনের মতন নিকোরা তোমার হাত ফস্‌কে বেরিয়ে গেল··এরই মধ্যে ভুলে গেছ কি ভীষণভাবেই না তুমি ভাবতে শুরু করেছিলে, কি দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে নিকোরার জন্য যতক্ষণ না আমি তোমাকে ওটা দেবো বলে প্রতিজ্ঞা করলাম? তাহলে এখন কি করছ বল তো?

ঈশ্বর রক্ষা করুন। সে তো আমি ঠাট্টা করেছিলাম, কি বিপদ, সেই যখন তুমি আর আমি আঙুল গুণে গুণে তক্কাব হিসাব নিয়ে এক মজার খেলা খেলছিলাম, সে কি আর মনে করে রাখাব মতন কিছু একটা কথা নাকি? অনভ্যস্ত দৃঢ় কণ্ঠে গ্‌ভাদি বলে ওঠে আর বার বার করে মাথাটা নাড়তে থাকে, ঠোঁটে ঠোঁট শক্ত করে চেপে ধবে যেন আর্চিল ওর গায়ে একটা নিদারুণ কলঙ্কের কালি লেপে দিতে আসছে।

পোরিয়া যেন তার নিজের কান দুটোকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। এই কি সেই গ্‌ভাদি, ওর সামনে দাঁড়িয়ে? অবাক বিস্ময়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আর্চিল—যেন সে পাথব বনে গেছে।

তারপর হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হো হো করে হেসে ওঠে।

হাঁ একেই বলে পরাজয়—চরম পরাজয়!

বেশ! তবে তাই হোক। ধীরকণ্ঠে পোরিয়া বলে। এই রাত দুপুরে তোমার কাছে শুধু দুটো কথা বলার জন্যই আমি আসি নি, গ্‌ভাদি। জাহান্নমে যাক নিকোরা আর তক্কা! হঠাৎ কথাটা মনে হল তাই বললাম। ক্ষমা করো, তুমি নিজেই জান গ্‌ভাদি যে, দুনিয়ায় একা একা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা কি ভীষণ কষ্টকর; সবাই চায় তার দুঃখ তার আনন্দ কোন একজনার সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে ভোগ করতে···তোমার

কাছে ছাড়া আর কার কাছেইবা আমি এখন যেতে পারি? আমার এই অসময়ে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে না? ভাবলাম, যতই না কেন তারা ওকে উপরে তুলে দিক, হাজার হোক সে আমার বাবার ঘরেই তো মানুষ, সুতরাং গ্‌ভাদি ছাডা কে আর আমাকে এই অসময়ে সমবেদনা জানাতে আসবে? বলতে বলতে আর্চিল থেমে যায়; অবশ্য ওর এই নীরব হয়ে যাওয়াটা মোটেই অনিচ্ছাকৃত নয়; সময় এবং সুযোগ দিচ্ছে সে গ্‌ভাদিকে, যাতে করে ওর মনে করুণার উদ্রেক হয়। কিন্তু গ্‌ভাদি পূর্ববৎ নীরব নিশ্চল,—ওর ভাবলেশহীন মুখের একটি রেখাও পরিবর্তিত হয় না।

তুমি জান, এগ্রি হচ্ছে আমার 'পালিত ভাই'—কিন্তু তবুও একসঙ্গে দুটো হাঁস ওর হাতে দিয়ে আমি ওকে বিশ্বাস করি না—নিশ্চয়ই তার ভিতরেই একটা কোথায় হারিয়ে ফেলবে, ওকে একটা অবোধ পশু বললেই হয়···কিন্তু সে যাই হোক ·এটা মোটেই···বুঝেছ ভাই গ্‌ভাদি···আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে। আগেই বলেছি, আমি চলে যাচ্ছি; অবশ্য আগে যা বলেছিলাম তা নয়, বনে চলে যাচ্ছি না আমি··· তোমার মনে আছে সে কথা?

আর্চিল নীরব হয়ে যায় তারপর অর্ধনিমীলিত চোখে গ্‌ভাদির মুখের দিকে সোৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে।

নিশ্চয়ই সে কথা তোমার মনে আছে? ঐ যে সেই সময়ে যখন আমরা আঙুল নিয়ে খেলছিলাম; মনে করে দেখ··· ··

একটি কথাও বলে না গ্‌ভাদি। আর্চিল বলে চলেঃ সেই যে বলেছিলাম এর জন্য যদি আমাকে পালিয়েই যেতে হয়, তবে তার আগে কারখানাটাকে এমনভাবে শেষ করে যাবো যে······

আঃ! কি বিপদ। এক পা পিছনে সরে গিয়ে গ্‌ভাদি বলে ওঠে।

ওর কণ্ঠে পরিস্ফুট বিপদের সংকেত, মুখের ভাব ভয়ংকর! ভ্রু দুটো কপালে তুলে সে আর্চিলের সামনে এসে দাঁড়ায়—ঘর্ণিত চোখ বেয়ে অপরিসীম ঘৃণা ঝরে পড়ে।

না, না, ঠিক আছে, গ্‌ভাদি; আমিও সেদিন ঠাট্টাই করেছিলাম, যেমন তুমি মোষটার সম্পর্কে ঠাট্টা করেছিলে, ঠিক তেমনি। মনটা সেদিন বড্ড খিঁচড়ে গিয়েছিল কিনা তাই একটু চেয়েছিলাম হাল্‌কা করে নিতে. কিন্তু সেটা কি আর আমি সত্যি সত্যিই করবো বলে বলেছিলাম· ·
চেষ্টাকৃত সহজ কণ্ঠে পোরিয়া বলে ওঠে তারপর একটু হাসে—অবোধ সরল হাসি, নৈস্বর্গিক হাসিও বলতে পারে কেউ কেউ।

মনে হয় গ্‌ভাদির মনে যেন খানিকটা ভরসা এসেছে। বেশ তাহলে আজ এই পর্যন্তই, গ্‌ভাদি! কিন্তু তোমার "আঃ" কথাটার মানে কি, কিছুই বুঝতেই পারলাম না। এমন কি ধর যদি আমি কথাটা সত্যি সত্যিই বলে থেকে থাকি, তবে কি হবে? এর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? কারখানাটা হচ্ছে আমার, আমার যা খুসী তাই করতে পারি আমি; তাতে তো কারুর কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই, কি বলো ভাই! যখন ওটা তৈরী করবো বলে ঠিক করেছিলাম তখন তো আমি তোমাদের মতামত জিজ্ঞেস করতে যাই নি। সে যাই হোক, এখন আর তারও কোন মূল্য নেই. কে আর শুনছে আমার কথা বল? যাক্, ধন্যবাদ তোমাকে যে এতক্ষণে তবু মুখ খুলেছ; এর জন্য কি আমাকে কম মেহনত করতে হয়েছে! তবুও যা হোক আমি বাধ্য করলাম তোমাকে শেষ পর্যন্ত একটা কথা স্বীকার করতে যে তুমিও মনে মনে নিজেকে কম্যুনিস্টই মনে কর;—দেখা যাচ্ছে যে কম্যুনিস্ট হওয়ার জন্যই এই বিগ্‌ভা গুষ্টির সৃষ্টি হয়েছিল। চমৎকার ইতিহাস! কিন্তু সে যাক, তোমার সঙ্গে আমার অন্য একটা কথা আছে। এই মাত্র

আমি বলেছি তোমাকে যে বনের ভিতরে আশ্রয় নেয়ার সম্পর্কে আমি আমার মত পরিবর্তন করেছি। এখনকার এই সময়টা তার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়, তাছাড়া তুমি নিজেই জান যে গ্রামের কাউকেই এখন আর বিশ্বাস করা যায় না। এমন কি গোচা পর্যন্ত শেষটায় বিশ্বাসঘাতক হয়ে দাঁড়ালো। আমি ঠিক করেছি যে এখান থেকে পালিয়ে সোজা অন্য কোন একটা শহরে গিয়ে উঠবো, যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না। আর সেই জন্যই আমি এই টুপীটা পরে নিয়েছি। শহরে হাজার হাজার লোক এ রকমের টুপী পরে বেড়ায়, কারুর কপালের উপর তো আর লেখা থাকে না সে কে, কিম্বা কোথা থেকে এসেছে·· ··

ভোর নাগাদ আমাকে স্টেশনে পৌঁছতেই হবে। যাবার পথে তাই তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো বলে এলাম। কেবলমাত্র একটা কথা তোমাকে আমার বলবার আছে। এই এতো অল্প সময়ের ভিতরে ম্যাক্‌সিমের কাছ থেকে সেদিন যে জিনিসগুলো তুমি আমাকে এনে দিয়েছিলে সেগুলো আমি সব বিক্রি করে উঠতে পারিনি। কিছুটা এখনও বাকী আছে। অবশ্য বেশী নয় একথা ঠিক, কিন্তু সেগুলোই হচ্ছে সব চাইতে দামী। আবার যেদিন তুমি শহরে যাবে, একটু বন্ধুর কাজ করো, গভাদি—সেগুলো তুমি ম্যাকসিমের হাতেই পৌঁছে দিও। কেন অনর্থক জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে? ম্যাক্‌সিমের সঙ্গেও আমি সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চাই না। বিশেষত এখন,—যখন আমাকে আজ হোক কাল হোক তার সাহায্য নিতেই হবে। তাছাড়া ওর সঙ্গে যদি ব্যবসার সম্পর্কও রাখো, সেটাও কিছু আর নেহাৎ লোকসানের হবে না। এগুলি জিনিসগুলো এনে তোমাকে পৌঁছে দেবে···আমি কেবলমাত্র এইটুকু চাই যে, তুমি কাজটা ফেলে

রেখ না,—এই আমার অনুরোধ। এ নিয়ে তোমাকেও আমি কষ্ট দিতাম না, কিন্তু ঠিক ঠিক বলতে গেলে এতে তোমারও খানিকটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু প্রধান কথা হচ্ছে এই যে দেখো যেন বাইরের কেউ না ঘুণাক্ষরেও এ বিষয় কিছু জানতে পারে।

গ্‌ভাদি এক পা পিছিয়ে যায়।

না, না, কি বিপদ! ওসবের সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি কিছুই জানি না আর জানতে চাইও না—অচঞ্চল দৃঢ় কণ্ঠে গ্‌ভাদি বলে ওঠে, তারপর ঘরের ভিতরে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়।

চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ।

আবার ভেবে দেখ গ্‌ভাদি, বেশ ভাল করে ভেবে দেখ। ব্যাপারটা অত সহজ নয়, যা তুমি মনে ভেবেছ। দেখ, যেন হিসাবে ভুল করে বসো না! যদি তোমার চাতুরী একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে দিন তোমার অবস্থাও আমারই মতন হবে। বলশেভিকদের খুব ভাল করেই জানা আছে তোমার! তারা তোমাকে মোটেই ছেড়ে দেবে না, যতই কেননা এখন তুমি তাদেরই একজন হয়ে উঠে থাকে। এখনও ঘোর প্যাঁচ ছাড়, আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে! আচিলের কণ্ঠে প্রকাশ্য শাসানোর স্বর।

না, না, আবার বলছি, না! উচ্চকণ্ঠে গ্‌ভাদি বলে ওঠে; তোমাকে তো বলেই দিয়েছি, ও সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি।

গ্‌ভাদি তার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। ওগুলোর ভিতর থেকে যা তোমার ইচ্ছা হয় নিও···কিম্বা জান কি, ওর ভিতরে একটা মেয়েদের ব্লাউজ আছে। মরিয়মকে সেটা উপহার দিও····· আমি শপথ করে বলতে পারি, ব্লাউজটা পেলে সে দারুণ খুসী হয়ে তোমাকে "ধন্যবাদ" দেবে।

না! বারান্দার নীচ থেকে একটা তীব্র কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসে।

গ্‌ভাদি! চীৎকার করে ওঠে আর্চিল—বুলেটের মতন ওর কণ্ঠ গর্জে ওঠে।

ফিরে এস, বলছি!

গ্‌ভাদি থমকে দাঁড়ায়।

আস্তে! সাবধান, বার্ডগুনিয়া যেন না তোমাকে এখানে দেখতে পায়; কিন্তু দেখ, আমি বুড়োমানুষ, আমাকে আর অযথা বিরক্ত করো না, শান্তিতে থাকতে দাও। চলে যাও, চলে যাও আমার বাড়ী থেকে! এক্ষুনি ভোর হয়ে যাবে···দৃঢ়, নির্দয় কণ্ঠে গ্‌ভাদি বলে. তার পর আর্চিলের দিকে পিছন ফিরে ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যায়. সশব্দে তালাটা নড়ে ওঠে।

মৌন চাঁদের আবছা আলো ঘরের উপরে এসে পড়ে। রাগে আর্চিলের সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে, কিন্তু সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না যে গ্‌ভাদি ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কিনা, কেননা, দেয়ালের গায়ে কেবল মাত্র কালো দাগের মত একটা অস্পষ্ট ছায়া পড়ে আছে।

গ্‌ভাদি তালাটা নাড়াচাড়া বন্ধ করে। আর্চিলের মনে হয় দরজা খুলে গ্‌ভাদি ঘরের ভিতরে চলে গেছে। কিন্তু তবুও সেই কালো দাগটা দেয়ালের গায়ে অস্পষ্টভাবে পড়ে রয়েছে। পোরিয়ার মনে সন্দেহ হয়। বুঝি বা চালের নীচে লুকিয়ে থেকে গ্‌ভাদি ওর গতিবিধি লক্ষ্য করছে, নিজে অদৃশ্য থেকে।

আবার নেমে আসে নিস্তব্ধতা—নিথর, নিষ্কম্প, বিষাদময়।

আর্চিলের মনে হয় কাছেই কোথা থেকে যেন নেমে আসছে এই নিস্তব্ধতা—আশপাশেই কোথায় যেন এর উৎস, ও যেন আসছে ঐ কালো ছায়ামূর্তিটার ভিতর থেকে—গ্‌ভাদির ছায়া; হামাগুড়ি দিয়ে

এগিয়ে আসছে ঐ বারান্দার ছাদের তলা থেকে—ছড়িয়ে উঠানময়। ঐ গভীর বিষাদময় নীরবতা পূর্ণ করে জেগে উঠছে এক অব্যক্ত ভৎ র্সনা —গোপন গঞ্জনা। ঐ কুঁড়ে ঘরের ছাদে, দেয়ালের ঘাসের বুকে, ঐ চাঁদের আলো আর মৃদু মৃদু আন্দোলিত গাছের শাখার লুকোচুরি খেলার ভিতর দিয়ে ভেসে ওঠা ঐ করুণ ছবি—সর্বত্র হামাগুড়ি দিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কালো মাটির বুকে প্রথম বসন্তের তুষার-পাতের মত শুরু হয়েছে আলো ছায়ার এই অপুর্ব খেলা। ছায়াটা যেন গ্‌ভাদির মতন ভ্রুকুটি কুটিল দৃষ্টিতে অলক্ষে ওর পানে তাকিয়ে আছে; গ্‌ভাদির সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে আসছে ওর পিছু পিছু—যেন কান পেতে শুনছে ওর অন্তরের সব গোপন কথা,—ওর মনে হয় আর্চিল কেন জানি হঠাৎ তার পকেটের ভিতর থেকে রিভলবারটা টেনে বের করে তারপর নিঃশ্বাস বন্ধ করে সন্তর্পণে বেরিয়ে যায়; লম্বা পা ফেলে চোরের মতন চুপি চুপি সে দ্রুত চলতে থাকে, মনে হয় যেন মাটিতে ওর পা পড়ছে না।

(আটাশ)

নিঃশব্দে পোরিয়া বেড়ার গা ঘেঁসে এগিয়ে চলে। অতর্কিতে আক্রান্ত হবার ভয়ে প্রতি পদক্ষেপে সে পিছন ফিরে ফিরে তাকায়, ক্ষণে ক্ষণে থমকে দাঁড়িয়ে রিভলবারটা উঁচু করে ধরে—চাঁদের আলোয় ইস্পাত ঝক্ ঝক্ করে ওঠে। বারান্দার ছাদের অন্ধকারে লুকিয়ে গ্ভাদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আর্চিলকে লক্ষ্য করে; সে স্থির জানে যে আর্চিল ওকে দেখতে পাবে না। গ্ভাদির বেশ খানিকটা সুবিধা হয়। চাঁদেব আলোয় আলোকময় হয়ে গেছে ওর উঠানটা—শত্রুর ক্ষুদ্রতম অঙ্গ ভঙ্গীও ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। এতক্ষণে গ্ভাদি নিশ্চিত করে বুঝতে পারে যে আজকের এই রাত্রেই পোরিয়া আর তার নিজের ভিতরের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল চিরদিনের মতন; আর সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয়ে গেল যে এ সংগ্রামে পোরিয়া নয় সেই হয়েছে জয়ী। গর্বে ওর বুকটা ফুলে ওঠে; কুঞ্চিত ভ্রূ আর কপালের উপরের ফুটে ওঠা কালো রেখা সাক্ষ্য দেয় ওর দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস আর অনমনীয় সংকল্পের।

সাহস ভরা দৃষ্টি মেলে গ্ভাদি সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন সে তার ঐ অচল দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে সামনের এ সীমাহীন আকাশটাকে গিলে খাচ্ছে।

যখন ওরা ঐ গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল আর আর্চিল সন্দেহপূর্ণ ভাষায় কথা বলে যাচ্ছিল তখন থেকেই গ্ভাদি স্থির করেছে যে সে দেখবে কোথায় যায় আর্চিল আর কি করে সে। ওর সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করেছে যে নিশ্চয়ই পোরিয়ার মাথায় কিছু একটা কু-মতলব আছে। ওর্কেটি ছেড়ে চলে যাবে এটা স্থির করেও বিনা কারণেই সে যে এমন

গভীর রাত্রে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে গ্রামময় ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা কোন কাজের কথাই নয়। নিশ্চয়ই গ্‌ভাদিকে ঐ অর্থশূন্য অনুরোধ করা ছাড়াও ওর মনে আরও বড় কিছু একটা করার মতলব রয়েছে।
গ্‌ভাদির মনে এই সন্দেহ যে কেবল আজকের রাত্রের ঐ সব আলোচনার ভিতর দিয়ে জেগে উঠেছে তা নয়। গ্‌ভাদির চাইতে ভাল করে আর কেউই চেনে না আর্চিলকে—আর তার গোপন মনের অভি-সন্ধির কথা গ্‌ভাদির চাইতে কেউই আর ভাল বুঝতে পারবে না, পোরিয়া বেড়াটার শেষ প্রান্তে এসে পৌছায়। গ্‌ভাদি ঠিক করে—যে মুহূর্তে আর্চিল বেড়াটা অতিক্রম করে গাছের আড়ালে মোড় নেবে ঠিক সেই মুহূর্তে সেও বেরিয়ে এসে একটা সুবিধা মতন স্থান বেছে নিয়ে দাঁড়াবে যেখান থেকে ওকে ভাল করে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আর্চিল অদৃশ্য হয়ে গেছে।
আর্চিলের এই রহস্যজনক পলায়নে গ্‌ভাদি দারুণ শঙ্কিত হয়ে ওঠে—এতোটা ঘাবড়ে যায় যে কিছুক্ষণ সে তার সম্বিত হারিয়ে ফেলে।
আর্চিল যদি লাফিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে চলে যেত তবে নিশ্চয়ই সে তাকে দেখতে পেত। সে যে উঠানের ভিতরেই কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করে আছে সেটাও কেমন যেন অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়।
ভীত সন্ত্রস্ত গ্‌ভাদি বেরিয়ে এসে ঘরের ছায়ার ভিতরে দাঁড়ায়।
আর্চিলের কোন চিহ্নই নেই।
গ্‌ভাদি ঠিক করে যে সে বেড়ার কাছেই এগিয়ে গিয়ে দেখবে। কিন্তু চলতে শুরু করেই তৎক্ষণাৎ সে আবার পিছনের দিকে অন্ধকারের ভিতরে সরে আসে।
বোধ হয় আর্চিল কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে। কিন্তু গ্‌ভাদি ওকে দেখতে পায় না; সুতরাং সে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা

করে কোন কিছু শব্দ আসে কিনা।

কোন জ্যান্ত মানুষতো আর নিশ্চিহ্ন হয়ে উবে যেতে পারে না—নিশ্চয় আর্চিল বেড়ার কাছে কোথাও ওত পেতে বসে আছে। যে মুহূর্তে আচিল নড়তে চেষ্টা করবে সেই মুহূর্তেই গ্‌ভাদি শব্দ শুনতে পাবে। এই নিঝুম রাত্রে কক্ষনো সে গ্‌ভাদিকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়তে পারবে না, কোথায় যেন একটা পাতা পড়ে—শব্দটা যেন গ্‌ভাদির কানে বজ্র গর্জন হয়ে বাজে। চকিতে গ্‌ভাদি ঘুরে দাড়ায়; কিন্তু পরক্ষণেই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে যে সে তার কুঁড়েটারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ঘরের পেছন দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে স্থির করে ওঠার আগেই সে শুনতে পায় নিকটেই জ্বালানি কাঠগুলোর উপরে মড় মড় শব্দ, তারপর একটা গোলমেলে আওয়াজ, কে যেন লাফ দিল; পরক্ষণেই দ্রুত পায়ের শব্দ ওঠে, তারপর সব চুপ।

ঘুরে ছুটে গিয়ে সে ঘরটার পিছনের উঠানের বেড়ার কাছে এগিয়ে যায় তারপর অন্ধকারের ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে, কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করে।

পেছনের উঠানের বেড়ার ওপাশে একটা ছোট বাগান, চতুর্দিকের গাছের ছায়ায় অন্ধকার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে। বাগানটার পরেই গরু মোষ প্রভৃতি চলাচলের একটা অপরিসর পথ। পথটা গ্‌ভাদি ভাল করেই চেনে। ওরই পিছনের উঠানের সংলগ্ন ঝোপ ঝাড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে পথটা সোজা করাত কল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে। বড় রাস্তাটার পাশ দিয়েই ওটা চলে গেছে—কখন খুবই নিকট দিয়ে আবার কখনও একটু দূর দিয়ে।

এতক্ষণে গ্‌ভাদি সব কিছুই পরিষ্কার দেখতে পায়। ওকে ধাপ্পা দেয়ার জন্যই আর্চিল বেড়ার গোড়ায় খানিকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে

তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের পিছনের দিকে এসে লাফিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে ঐ পথ বেয়েই ছুটে ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কিন্তু এখন আর এসব চিন্তা করার কোনই অর্থ নেই ; কোথায় গেল আর্চিল সেটা হচ্ছে এখন সব চাইতে প্রধান সমস্যা। যে পথ আর্চিল বেছে নিয়েছে তাতে করে গ্‌ভাদির সেই ভীষণ সন্দেহটাই যেন সমর্থিত হচ্ছে।

ঐ অন্ধকার গভীর বন, যার ভিতরে আলোর রেখাটি পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না তারই ভিতর দিয়ে ওর পিছু নেয়ায় বিপদ আছে। দূর থেকে ওকে লক্ষ্য করে পিছু পিছু চলা—তাতেও কোনই কাজ হবে না ; তাছাড়া ওকে ধরার জন্যই হয়তো আর্চিল ঝোপের ভিতরে কোথাও ওত পেতে বসে আছে ; সুতরাং সে ক্ষেত্রে গ্‌ভাদির সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। গ্‌ভাদি ভেবে চলে। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা ওর মাথায় ভীড় করে আসে। জেরার কাছে ছুটে গিয়ে তার সাহায্য নেয়ার কথাটা ওর মনে ধরে ; কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিরর্থক মনে করে সে ইচ্ছা ও দমন করে। জেরার বাড়ী যাওয়ার সব চাইতে সহজ পথ হচ্ছে যেটা ধরে আর্চিল এগিয়ে গেছে। বড় রাস্তা ঘুরে ওর বাড়ীতে গিয়ে কথাবার্তা বলে ফিরে আসতে আসতেই প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে যাবে আর ইতিমধ্যে আর্চিল নিশ্চয়ই তার দুষ্কর্ম সেরে হাওয়া হয়ে যাবে।

চীৎকার করে ডাকবে কাউকে, কিন্তু সেটাও যুক্তিযুক্ত হবে না। যে মুহূর্তে গ্‌ভাদি চীৎকার করতে শুরু করবে, আর্চিলই সব চাইতে আগে শুনতে পেয়ে ছুটে আসবে আর চিরদিনের মতন ওর কণ্ঠরোধ করে দেবে। তাছাড়া ওর্কেটির বাসিন্দাদের বাড়ীগুলো ছাড়া ছাড়া—বেশ খানিকটা দূরে দূরে ; সুতরাং ওর চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে তারা সাহায্যের জন্য ছুটে আসতে আসতে সবই শেষ হয়ে যাবে। সব চাইতে

ভাল হয় কারোর বাড়ীতে ছুটে গিয়ে খবর দেয়া; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আগের বাধাটাই এসে দাঁড়ায়; কাউকে তুলে তার কাছে সব কিছু ভেঙে বলতে বলতে সম্ভবত ভোর হয়ে যাবে।

গ্ভাদি তখনও কান খাড়া করে কিছু একটা শোনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সে একটা শব্দ শুনতে পায় আর সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে ছুটে সামনের উঠানে এসে দাঁড়ায় তারপর দ্রুত গলির পথে বেরিয়ে পড়ে।

ওর গায়ের সারকাশিয়ান কোটের কোণ দু'টো উল্টে কোমরবন্ধের ভিতরে গুঁজে দেয় যাতে করে ছোরাটা না দেখতে পাওয়া যায়। মাথার টুপীটা ভাল করে এঁটে নেয় তারপর ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে বেড়াটা ডিঙিয়ে ছুটে বড় রাস্তার উপরে গিয়ে ওঠে।

তার পরিকল্পনাটা অতি সহজ। করাত কলটাই বিপদগ্রস্ত; সুতরাং আর্চিলকে পিছনে ফেলে আগে ভাগেই সে সেখানে গিয়ে পৌঁছবে আর গেটের সামনেই তাকে ধরে ফেলবে। ওর আশা বড় রাস্তা ধরেই সে আগে ভাগে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু তার পরিকল্পনার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তার গতি আর পা দু'টোর শক্তির উপরে।

জীবনে আর কখনও তাকে এতো জোরে ছুটতে হয়নি—অবশ্য যৌবন-কালে আর স্বপ্নের ভিতরে ছাড়া।

শীঘ্রই সে হাঁপিয়ে ওঠে, পেটটা যেন উপরের দিকে উঠে এসে হৃৎপিণ্ডটাকে বেগে চেপে ধরছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট গোঙানি আর হিস্ হিস্ শব্দ বেরিয়ে আসে, ঠোঁট বেয়ে গাঁজলা ঝরে পড়ে, কপাল বেয়ে ঘাম নেমে এসে চোখ দুটো ভরে দেয়, কিন্তু তবুও তার গতি মন্থর হয় না এতটুকুও। যখন দূরে করাত কলটার অস্পষ্ট

ছায়া ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে. গ্‌ভাদি আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

জল্‌দি চল গ্‌ভাদি, জল্‌দি, কি বিপদ।

মনে হয় যেন ওর শক্তি দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে।

বড় রাস্তাটার শেষ প্রান্তে এসে গ্‌ভাদি থম্‌কে দাঁড়ায়—যেখান থেকে একটা ঢালু পথ কারখানার কাছ অবধি নেমে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত কারখানার গেট আর বেড়ার দিকে তাকায় গ্‌ভাদি। হায়! হায়! ধিক্‌ আমাকে! অজ্ঞাতেই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে; আর সঙ্গে সঙ্গে ঢালু জায়গার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সে ঘাসের উপরে মুখটা চেপে ধরে।

সদর দরজার এক পাশে একটা কালো ছায়া—কে যেন বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে। নিশ্চয়ই খুব দেরী হয়ে যায় নি? গ্‌ভাদি মাথা তোলে। ছায়ামূর্তিটা বেড়ার ভিতর দিয়ে গলে ভিতরে ঢুকে যায়। রাগে, দুঃখে, হতাশায় গ্‌ভাদি উচ্চস্বরে চীৎকার করে ওঠে; আওয়াজটাকে বন্ধ করার জন্য মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা মুখের ভিতরে পুরে দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে মাংস কামড়ে ধরে। কল্পনায় এক ভীষণ ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠেঃ কারখানাটার উপরে এক বিরাট অগ্নিশিখা লক্‌লক্‌ করে জ্বলে উঠেছে।

আঃ-আঃ-আঃ! গ্‌ভাদির কণ্ঠ চিরে একটা তীব্র চীৎকার বেরিয়ে আসে, দেহের সবটুকু শক্তি এক করে মুহূর্তে সে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু ছায়াটা ততক্ষণে মিলিয়ে যায়।

হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে গ্‌ভাদি উৎরাই বেয়ে যেখানে শেষ বার সে ছায়ামূর্তিটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সেদিক পানে ছুটে যায়—যেন সে চলেছে ডানায় ভর করে।

গ্‌ভাদি বেড়াটার কাছ পর্যন্ত উড়ে আসে। এক স্থানে কতকগুলো খুঁটি ভাঙা; তারই ভিতর দিয়ে গ্‌ভাদি ঢুকে পড়ে। হঠাৎ কে যেন ওর কাঁধের উপর ভীষণভাবে আঘাত করে। আঘাতের শব্দেই সে বুঝতে পারে, যে একটা সবল নিষ্ঠুর হাত সজোরে ওকে আক্রমণ করেছে। প্রায় পড়ে যেতে যেতে সে টাল সামলে নেয়। সেই হাতটাই সাঁড়াশির মতন বজ্রবেষ্টনে ওর ঘাড়টা চেপে ধরে কারখানার সামনের উঠানের ভিতরে ওকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়।

আঃ, তাহলে ফাঁদে পড়েছ বাছাধন! কে যেন ওর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে ওঠে; পরমুহূর্তেই আর্চিল পোরিয়ার ক্রুদ্ধ চোখ দুটো ওর মুখের সামনে জ্বলে ওঠে।

এবার গেছি! মনে মনে ভাবে গ্‌ভাদি, ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

তক্ষুনি বুঝতে পেরেছিলাম তুই আমার পিছু নিবি, ব্যাটা নির্লজ্জ, খেঁকি কুকুর! বলতে বলতে পোরিয়া সম্বিতহারা নির্বাক গ্‌ভাদিকে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে থাকে।

কারখানাটার জন্য ভারী দরদ উথলে উঠেছে। ব্যাটা মিথ্যুক, শয়তান কোথাকার! তোর এতো দরদ তো ঘরের তক্তাগুলোর জন্য, সেকি আর আমি জানি না? কাকে ভাঁড়াবি তুই মনে করিস্‌? এতো ভান করা তোর কিসের জন্য? কে বিশ্বাস করবে—কালকের চোর, নোংরা কুঁড়ের ডিম রাতারাতি অমনি পয়গম্বর বনে গিয়েছিস? ভুলে গেছিস্‌ কার সঙ্গে তুই করছিস এসব? জোরে জোরে সে গ্‌ভাদিকে ঝাঁকুনি দিতে থাকে, তারপর আবার বলতে শুরু করে: আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিস্‌ তুই, তাই না? আমাকে ধরতে আসা, বুড়ো গাধা কোথাকার? ভেবেছিস আমাকে বোকা বানাবি? খুব ভাল করেছিস যে তুই তখন আমার পিছন পিছন আসিসনি, তাহলে তোর

নোংরা রক্তে আমাকে হাত ময়লা করতে হত। কিন্তু তবুও তুই দয়া আশা করতে পারিস না! আমার পিছন পিছন সুড় সুড় করে চলে আয়! যখন আর্চিল ঠিক বুঝতে পারে যে গ্‌ভাদি কোনই বাধা দেবে না তখন সে তাকে টানতে টানতে কারখানার উঠানের কোণের দিকে নিয়ে আসে, যেখানে এক গাদা তক্তা আর কড়িবর্গা স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে।

গ্‌ভাদিকে ঠেলতে ঠেলতে সে ঐ কাঠের গাদার কাছে নিয়ে আসে।

দেখছিস্? ঐগুলো তোরই তক্তা। নিজের হাতে বেছে আমি ওগুলোকে ওখানে জড়ো করে রেখেছি। অনেক মেহনত করেছি আমি তোর জন্য, ব্যাটা নেড়ী কুত্তা! স্বপ্নেও ভাবিনি যে তুইও একটা বিশ্বাসঘাতক, তক্তাগুলোর মায়া ত্যাগ কর এবার—আগে ঐগুলোতেই আমি আগুন ধরিয়ে দেবো।

আত্মস্থ হয়ে ওঠে গ্‌ভাদি; দুর্বল দেহটা আপনা থেকেই যেন সোজা হয়ে যায়, মাংসপেশী সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। আর্চিলের বজ্রমুষ্টি থেকে সে তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে।

কি, তাহলে এখনও বেঁচে আছিস তুই? আমি তো ভেবেছিলাম এতক্ষণে তুই ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। স্থির হয়ে দাঁড়া! একটুও নড়াচড়া করবি না! গ্‌ভাদির হাতটা নড়ে উঠতে দেখেই চীৎকার করে আর্চিল বলে ওঠে। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বন্ধু, মাত্র এক মিনিটের কাজ। এসব আগে থাকতেই ভেবে চিন্তে ঠিক করে রাখা হয়েছে। বেড়ার ফাঁকটা দেখেছিস তো? আমি করে রেখেছি ওটা, আগে থাকতেই আমি খুঁটিগুলো ভেঙে ঠিক করে রেখে দিয়েছি। কিন্তু ভাবিনি যে ওটা তোরও কাজে লাগবে। নির্বোধ এগ্রিটাকে এক কলসী মদ দিয়ে রেখেছিলাম রাত্রের জন্য। নিশ্চয়ই সে ব্যাটা সবটা টেনে

এখন পড়ে পড়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। আর এখানটায়···এই খড়গুলো দেখতে পাচ্ছিস তো? খুবই শুক্‌নো, কেরোসিনের মতন জ্বলবে। দেখ!

গ্‌ভাদিকে ছেড়ে না দিয়েই আর্চিল তক্তার গাদাটার কাছে ওকে টেনে নিয়ে যায় তারপর তার ভিতর থেকে লুকানো এক আঁটি খড় টেনে বের করে মাটির উপর রাখে।

এখন এগুলো ধরিয়ে তোর তক্তার গাদার ভিতরে লাগিয়ে দেবো। আচ্ছা এখন চলে আয়···তাহলে······শোন তবে এখন: তক্তাগুলো যখন বেশ করে ধরে উঠবে তখন তোকেও আমি ওর ভিতরে ফেলে দেবো—এর চাইতে ভালভাবে মরার উপযুক্ত তুই নোস। তাছাড়া আমাকেও হাত নোংরা করতে হবে না। তোর ছাইটুকু পর্যন্ত আর অবশিষ্ট থাকবে না যা দেখে তোর নোংরা বাচ্চাগুলো কিম্বা তোর সাধের বান্ধবী কিছুক্ষণ শোক করতে পারে···গ্‌ভাদির হাতটা ছেড়ে দিয়ে আর্চিল তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে দেশলাইটা বের করে কাঠি ঠোকে। গর্জে উঠে গ্‌ভাদি ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পরিণতির কথা চিন্তা না করেই জ্বলন্ত কাঠিটা নিভিয়ে ফেলে।

কি, এত বড় দুঃসাহস তোর, ব্যাটা কুকুর? গ্‌ভাদির বুকের উপরের জামাটা শক্ত করে ধরে আর্চিল চীৎকার করে বলে উঠেই ওকে সজোরে একটা ধাক্কা মারে। ঘুরতে ঘুরতে গ্‌ভাদি মাটির উপরে আছড়ে পড়ে। আর্চিল নিশ্চিন্ত হয়—অন্তত খানিকক্ষণের জন্য গ্‌ভাদির আর উঠে আসার শক্তি হবে না,—পুনরায় সে দেশলাইটা কুড়িয়ে নেয়।

আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। মুহূর্তে গ্‌ভাদি তার দেহটাকে টেনে তুলে উঠে দাঁড়ায়। তারপর সব কিছু ভয় ভাবনা ভুলে গিয়ে খাপ থেকে ছোরাটা টেনে বের করে। ছোরার বাঁটটা

দু হাতে মুঠো করে ধরে হাতুড়ীর মতন করে মাথার উপর তুলে ধরে এক লাফে সে আর্চিলের পিছনে এসে দাঁড়ায়, তারপর দেহের সবটুকু শক্তি এক করে আর্চিলের মাথার পিছনের দিকে সজোরে আঘাত করে। পোরিয়া লুটিয়ে পড়ে—টুঁ শব্দটি করার অবকাশ পর্যন্ত পায় না।
ওর পানে ফিরে না তাকিয়ে গ্‌ভাদি তক্তার স্তূপের ভিতরের জ্বলন্ত খড়গুলোর কাছে ছুটে আসে তারপর জ্বলন্ত খড়ের আঁটিটা টেনে বের করে মাটির উপরে ফেলে দেয়। পাগলের মতন গ্‌ভাদি জ্বলন্ত খড়গুলো পা দিয়ে দলতে শুরু করে—সে নিজেকে পর্যন্ত ভুলে যায়। কেবল মাত্র থেকে থেকে আড় চোখে আর্চিলের পানে তাকায়, যদি সে উঠে এসে হামা দিয়ে ওর পায়ের তলা থেকে জ্বলন্ত খড়গুলো টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু কেউই তেমন কোন চেষ্টা করে না। শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে নিভিয়ে দেয়ার পর গ্‌ভাদি ক্ষান্ত হয়।
কিন্তু আর্চিলের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? অবাক হয়ে যায় গ্‌ভাদি। ঘুরে দাঁড়ায় সে আর একটু ভাল করে যেখানটায় আর্চিল পড়ে গিয়েছিল সে দিক পানে তাকায়।
একটা দেহ—নীরব, নিস্পন্দ, অসাড়, পড়ে আছে তক্তার স্তূপের বাঁ পাশে। এক পাশ থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। গ্‌ভাদি কান পেতে শোনে। কি নিথর, নিস্তব্ধ! কেবলমাত্র বুকের ভিতরে শুনতে পাচ্ছে তার নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুক্ ধুক্ শব্দ।
ছোরার উপরে ভর দিয়ে প্রায় মাটির সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে গ্‌ভাদি পড়ে থাকা দেহটার পানে এগিয়ে যায়......
নিদারুণ ভয়ে ওর সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে, মাথাটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে নেয়—শরীরের ভিতরে কোথা থেকে যেন একটা হিমপ্রবাহ জেগে উঠে ওর সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তোলে।

ভীষণ, অতি ভীষণ বীভৎস এক দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে—যদিও তখনও সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেনি সে ওটা…একি বিকার? না ভূত দেখছে সে? মানুষের মুখের আধখানার মতন কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে অন্ধকারের ভিতরে—একটা কালো গর্ত। হাঁ করা মুখের কালো গর্ত—অর্ধবৃত্তাকার দাঁতগুলো বেরিয়ে রয়েছে। গালের উপরে একটা চোখ, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—চক্ চক্ করছে যেন কাঁচের তৈরী। চোখটা কোটর থেকে বেরিয়ে পড়েছে—তার ম্লান দীপ্তি জানিয়ে দেয় মৃত্যুর কথা।

নিশ্চয়ই সে ওকে হত্যা করেনি? ঐ যে খণ্ডিত মস্তক নিস্পন্দ ছায়ামূর্তি, সত্যিই কি ঐ আর্চিল পোরিয়া?

দ্বিতীয় বার আর গ্‌ভাদি দেহটার পানে তাকায় না। সে কোন একটা শব্দ শোনার অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে যাতে করে নাকি ভুল প্রতিপন্ন হয়ে যাবে ওর চোখের দেখা। গ্‌ভাদির সবটুকু সত্তা যেন রূপান্তরিত হয়ে গেছে শ্রবণেন্দ্রিয়ে—তেমনি ভাবেই বহুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু কিছুই শুনতে পায় না।

হাঁ এটা মৃত্যুর নীরবতা।

তেমনি জড়বৎ অসাড় ঔদাসীন্যে সে এক পা এক পা করে পিছনের দিকে হটে আসে তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা এগিয়ে চলতে শুরু করে। কি যেন এক অদ্ভুত অনুভূতির পীড়নে তার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। মনে হয় ঐ অখণ্ড নিস্তব্ধতা যেন চোরের মতন চুপি চুপি ওর পিছু পিছু ছুটে আসছে আর চেষ্টা করছে ওকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

এতক্ষণে কেবল সে বুঝতে পারে যে সে একা। এই একাকীত্বের চেতনা ওর অন্তরে এক নূতন ভয়ের সৃষ্টি করে—আগের চাইতেও ভীষণ।

ডাকবে কাউকে?

মুখ খুলে প্রাণপণে চীৎকার করে গ্‌ভাদি ডেকে ওঠে,—তার মনে হয় সমস্ত ওর্কেটির লোক বুঝি বা জেগে উঠবে ঐ বিকট চীৎকারে; কিন্তু ওর গলা থেকে একটুও শব্দ বের হয় না,—কেবলমাত্র একটা বোবা আর্তনাদ গুমরে ওঠে।

চোখ মেলে গ্‌ভাদি একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে তাকায়।

চাঁদ ঢলে পড়ে। প্রদোষের আধ আলো ছায়ার আঁচল বিছিয়ে দেয় ধরিত্রীর বুকে—উদয়ের পথের তলে।

অপসৃয়মান রাত্রির ম্লান ছায়া ভীড় করে আসে আকাশের গায়ে।

ঐ ভীড়ের ভিতর থেকে—অন্ধকারের সুগভীর অতলতার ভিতর থেকে গ্‌ভাদি চোখের সামনে কতকগুলি মুখ ভেসে উঠেই পরক্ষণে আবার ঘূর্ণির বেগে মিলিয়ে যায়।

পাহাড়ের ওদিক থেকে নেমে আসছে কতকগুলি লোক, কেউ কেউ আসছে চড়াই ভেঙে, শুকনো নালা আর খাতের ভিতর থেকে উঠে আসছে কেউ, উপর, নীচ, সর্বত্র—সমস্ত দিক থেকে দলে দলে লোক ছুটে এসে এগিয়ে চলেছে ঐ করাতকলের দিকে—অনেক, অসংখ্য অগুন্তি মানুষ! ক্রমে মুখগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে—ওরা সবাই গ্‌ভাদির প্রতিবেশী —সবাই ওর নিজের লোক—সবাই ওর্কেটির বাসিন্দা। ঐ জেরা আসছে ছুটে,—আসছে সবাইকে অতিক্রম করে ঝড়ের বেগে। তারই পিছনে নেইয়া আর তরুণের দল। উৎরাই বেয়ে নেকড়ের মতন ঐ ছুটে আসছে জোসিমী তার সমস্ত দলবল পিছনে নিয়ে; দূরের ঝোপের ভিতরে দেখা যায় ওনিসীর পাখীর ঠোঁটের মতন নাক আর কম্পিত ক্ষুদ্র দাড়ি। রূপকথার তিন-পেয়ে ঘোড়ার মতন মাটির ঢিবি আর নালা পেরিয়ে আসছে পাখভালা। একটি টিলার উপরে দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঝুঁকে সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে গোচা; ওর এক হাতে একটা ছোরা,

অন্য হাতটা চোখের উপরে ; পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। গভাদির পানে তাকিয়ে অনুচ্চ ধীর কণ্ঠে গোচা প্রশ্ন করে ; কেন, কি এসব ? একি দেখছি আমার চোখে ?

গভাদির চোখের সামনে একটির পর একটি কল্পিত মূর্তিগুলি ভেসে ওঠে—একদল ছেড়ে অন্য দল, একখানা মুখ ছেড়ে অন্য একখানা মুখের পরে তার অবিশ্রান্ত চোখ দুটি ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু মনে হয় কে যেন নেই—ওরা কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাচ্ছে না ; উত্তেজিত দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকায়।

আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছ তুমি গভাদি ? এই তো আমি রয়েছি তোমার সঙ্গে। তোমার ডাকার সঙ্গে সঙ্গেইতো আমি এসেছি, বাঞ্ছিত কণ্ঠের স্বর গভাদির কানে আসে।

মুহূর্তে ভুলে যায় সে অন্য সবার কথা যারা রয়েছে দূরে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে মরিয়ম। আয়ত বিশাল চোখ দুটি মধ্যাহ্ন ভাস্করের মত প্রেমের আলোকে জ্বল জ্বল করছে।

গভাদি কেঁপে ওঠে, হারিয়ে ফেলে ভাষা—একটি কথাও সে খুঁজে পায় না। আমরা সবাই রয়েছি তোমার সঙ্গে, গভাদি। মরিয়ম পুনরায় বলে ওঠে তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে—তাই না ?

হাঁ, কি বিপদ,—অনেক চেষ্টার পর গভাদি বলে ওঠে তারপর রক্তমাখা ছোরাটা ওর সামনে বাড়িয়ে দেয়।

দুজনেই নীরব হয়ে যায়।

আমার ছেলেগুলোকে দেখে আসনি তুমি, দেখেছ ? ওদের একা ফেলে আসনি নিশ্চয়ই ? গভাদি নীরবতা ভঙ্গ করে।

তারাও এক্ষুনি এসে পড়বে···ঐ দেখ তারা সব ওখানে, আমার মনে হয়·····

দূরে—বহু দূরে দুগ্ধ ধবল আকাশের বুকে পাঁচটি ছোট ছোট কাঠির ছায়া ভেসে ওঠে—বিভিন্ন মাপের পাঁচটি কাঠি। উচ্চতা অনুসারে পর পর একটির পিছনে একটি এমনি করে সারি বেঁধে ওরা এগিয়ে আসছে—গভাদি ছেলেদের চিনতে পারে: বার্ডগুনিয়া, গুটুনিয়া, কিটুনিয়া, কুচুনিয়া আর চিরিমিয়া।

হঠাৎ গভাদি ভীষণ মুষড়ে পড়ে; ওর অন্তরের অন্তস্থল ভেদ করে একটা অব্যক্ত যাতনার অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। চকিতে সে ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রক্তমাখা হাত দুটো পিছনে লুকিয়ে ফেলে।

না, না, কি বিপদ! ওরা আসবে না! ছুটে গিয়ে থামাও ওদের! ওরা বাড়ী ফিরে যাক। ওদের বল; বাবা অন্য কোথাও চলে গেছে, এক্ষুনি ফিরে আসবে। কেমন করে তুমি ওদের আসতে দেবে এখানে? না, না, নিশ্চয়ই ওরা আসবে না···শিশুর নিষ্পাপ চোখে ওরা যেন না রক্ত দেখতে পায় মরিয়ম!

* * *

নূতন প্রভাত আসে। রহস্যময় আবরণ ছিন্ন করে বিষাদময়ী রজনীর অন্ধকার দূর করে ফুটে ওঠে নূতন দিনের আলো গভাদির পায়ের তলায় সোনালী পথ রচনা করে।

সোভিয়েট গল্পের অভিনব সংকলন

ইলিয়া এরেনবুর্গ ও অন্যান্য

ইলিয়া এরেনবুর্গ, এম শোসিন, অল্‌গা রুনোভা, ভ্লাডিমির লিডিন, মিখাইল জোসচেন্‌কো, এ দলঘি, এ জি ম্যালিসকিন ও বোরিস গরবাটভ—এমনি আটজন নাম-করা সোভিয়েট সাহিত্যিকের বাছা বাছা গল্প নিয়ে এই অভিনব সংকলন। যুদ্ধ-জীর্ণ, বেয়নেটে ক্ষত-বিক্ষত জীবনের বা ধ্বংসোন্মুখী সমাজের তিক্ত কাহিনী নয়, নতুন ক্রমপরিবর্তনশীল সোভিয়েট সমাজের একেকটি দীপ্তিমান চিত্র··· নবলব্ধ যন্ত্রমুখর জীবনের মহাসংগীত। সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জ্বল নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের কলধ্বনির মাঝে ছোট ছোট ত্রুটি ও অসঙ্গতির ছবি, তাদের রূপান্তর ও সমৃদ্ধির অপরূপ বিস্ফার। গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৩৩ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে। গল্পগুলি থেকে শুধু একটি সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনই চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে তার চলিষ্ণু গণমিছিলের প্রাণস্পন্দন, যে প্রাণস্পন্দন তার আগামী রূপের প্রতিফলনে উজ্জ্বল। 'ডাক'-এর প্রত্যেকটি রচনায় সোভিয়েট সমাজের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও আবেদন পাঠক-মনকে শুধু তৃপ্তিই দেয় না, আচ্ছন্নও করে।

অনুবাদ করেছেন—ননী ভৌমিক, অমল দাশগুপ্ত, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, অনিলকুমার সিংহ ও রবীন্দ্র মজুমদার। পরিচ্ছন্ন ছাপা, বাঁধাই ও নিঁখুত গঠনসৌষ্ঠব। দাম ২৷৷০

যে কোনো ভালো দোকানে পাওয়া যায়